আবূ দাঊদ
শরীফ
পঞ্চম খণ্ড
ইমাম আবূ দাঊদ (র)

আবূ দাউদ শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ
ডঃ আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক

সম্পাদনায়
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ
অধ্যাপক আবদুল মালেক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আবূ দাউদ শরীফ (পঞ্চম খণ্ড)
ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র)
অনুবাদ : ডঃ আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৬৬
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৬০
ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৫৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪২
ISBN : 984-06-0511-9
প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৯
দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রাবণ ১৪১৩
রজব ১৪২৭
আগস্ট ২০০৬
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১
মূল্য : ২৭০.০০ টাকা মাত্র

ABU DAUD SHARIF (5th Vol) Arabic Compilation by Imam Abu Daud Sulaiman Ibnul Ashas As-Sigistani (Rh) and translated by Dr. A. F. M. Abu Baker Siddique into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 August 2006

E-mail:info@islamicfoundation-bd.org
Website:www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 270.00 ; US Dollar : 10.00

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ চিকিৎসা ২৫-৪৬

অধ্যায় ঃ ভাগ্য গণনা ও ফাল নেওয়া ৪৭-৫৬

অধ্যায় ঃ দাসমুক্তি ৫৭ - ৭৬

অধ্যায় ঃ কুরআনের হরূফ এবং কিরাত ৭৭ - ৯০

অধ্যায় ঃ হাম্মাম ঃ ৯১ - ৯৬

অধ্যায় ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ ৯৭ - ১৫২

অধ্যায় ঃ চিরুনি করা ঃ ১৫৩ - ১৭৪

অধ্যায় ঃ আংটির বিবরণ ঃ ১৭৫ - ১৮৬

অধ্যায় ঃ ফিতনা-ফ্যাসাদ ঃ ১৮৭ - ২১০

অধ্যায় ঃ মাহদী (আ) সম্পর্কে ঃ ২১১ - ২১৮

অধ্যায় ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ ঃ

অধ্যায় ঃ শাস্তির বিধান ঃ ২৫১ - ৩২৩

অধ্যায় ঃ রক্তপণ ঃ ৩২৫ - ৩৭২

অধ্যায় ঃ সুন্নাহ্ ঃ ৩৭৩ - ৪৬০

অধ্যায় ঃ আদব ঃ ৪৬১-৫৬১

অধ্যায় ঃ নিদ্রা সম্পর্কীয় ঃ ৫৬৩ - ৬৩০

অধ্যায় ঃ সালাম ঃ ৬৩১ - ৬৬৬

---------০ ০--------

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান শীর্ষে। এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো মুসলিম উম্মাহ্র কাছে স্ব স্ব মর্যাদায় সমাদৃত। সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহুর সংকলন হচ্ছে 'সুনানু আবূ দাউদ'। এটির সংকলক ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। তিনি ইন্তিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবূ দাউদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহ্কাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহ্র দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকাহ্বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের (Text) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইল্মে হাদীসের জগতে সুনানু আবূ দাউদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত হয়ে ১৯৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

'সুনানু আবূ দাঊদ' সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র), কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্ সিত্তাহভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী (র)।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। এই পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তাঁর সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল ঐ সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যা সহীহ্ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে।

সুনানু আবূ দাঊদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ 'মুসলিম'-এর ভূমিকায় বলেন, আবূ দাঊদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ইমাম আবূ দাঊদ এমন অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাঁদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তাঁর নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যাঁদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌নে মাখলাদ (র) বলেন, "হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন যেমন তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ করেন।" আবূ সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন।"

পৃথিবীর শতাধিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসগ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯৯ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

. আল্‌-হামদুলিল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ রহমতে সুনানু আবী দাঊদ শরীফের বাংলা সংস্করণের ৫ম বা সর্বশেষ খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'সিহাহ্‌ সিত্তাহ্‌' বা বিশুদ্ধ ছয়খানি হাদীছ গ্রন্থের অনুবাদের যে মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, এটি তারই অংশবিশেষ। প্রসিদ্ধ ছয়খানি হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে সহীহ্‌ বুখারী যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনিভাবে চারখানি সুনান গ্রন্থের মধ্যে ইমাম আবূ দাঊদ (র)-এর সুনান গ্রন্থখানি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে ইসলামের আইন-কানুন সম্পর্কিত হাদীছসমূহ-ই সংকলন করেছেন।

সুনানে আবূ দাঊদ শরীফের সংকলকের পূর্ণ নাম- **আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আস সিজিস্তানী (র)**। তিনি ইমাম আবূ দাঊদ নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৫ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি হাদীছ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য লাভের জন্য কিশোর বয়স থেকেই বহুদেশ সফর করেন এবং সে সময়ের প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসাসমূহে 'ইল্‌ম হাসিল করেন। তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরামের নিকট হতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর সুযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-ও ছিলেন। সুনানু আবী দাঊদ শরীফ ইমাম আবূ দাঊদ (র)-এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই কিতাবখানি প্রণয়নের জন্য তিনি পাঁচ লাখ হাদীছ সংগ্রহ করেন এবং তা থেকে বাছাই করে তিনি পাঁচ হাজার একশত চুরাশি হাদীছ সংকলন করেন।

সুনানু আবী দাঊদের দু'টি সংস্করণ আছে ঃ একটি উপমহাদেশীয় এবং অপরটি মিসরীয় এবং দু'টি সংস্করণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। এমন কিছু হাদীছ আছে, যা উপমহাদেশীয় সংস্করণে নেই, কিন্তু মিসরীয় সংস্করণে আছে। আবার কিছু সংখ্যক হাদীছ মিসরীয় সংস্করণে আছে, কিন্তু উপমহাদেশীয় সংস্করণে নেই। এ বাংলা অনুবাদে উল্লেখিত দু'টি সংস্করণেরই সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে; ফলে হাদীছের মোট সংখ্যা হয়েছে পাঁচ হাজার একশত চুরাশি । পঞ্চম খণ্ডের হাদীছের ক্রমধারা ৩৮১৫ নম্বর থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে ৫১৮৪ নম্বরে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ দীনের খিদমতের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ প্রকাশ করায় তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সকলকে তাঁর হুকুম পালন করার এবং তাঁর হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত তথা হাদীছের অনুসরণ করার তাওফীক দিন। আমীন ! ছুম্মা আমীন !!

প্রফেসর ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক
চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আবূ দাউদ শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

كِتَابُ الطِّبِّ

অধ্যায় ঃ চিকিৎসা

كِتَابُ الطِّبِّ
অধ্যায় ঃ চিকিৎসা

١. بَابُ الرَّجُلِ يَتَدَاوٰى
১. অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর চিকিৎসা সম্পর্কে

٣٨١٥. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمْرِىُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ كَاَنَّمَا عَلٰى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْاَعْرَابُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَتَدَاوٰى فَقَالَ تَدَاوُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَّاحِدٍ الْهَرَمُ *

৩৮১৫। হাফ্স ইব্ন উমার (র) - - - উসামা ইব্ন শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট এমন সময় আসি, যখন তাঁর সাহাবীগণ তাঁর চারপাশে এমনভাবে বসে ছিল, যেন তাঁদের মাথার উপর পাখী বসে আছে (অর্থাৎ শান্তভাবে)। এরপর আমি সালাম করি এবং বসে পড়ি। এ সময় আরবের অন্যান্য লোকেরা এদিক-সেদিক থেকে সেখানে সমবেত হয় এবং তারা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি চিকিৎসা করাব ? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা রোগের চিকিৎসা করাবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি, যার চিকিৎসার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা রাখেন নি; তবে বার্ধক্য এমন একটি রোগ, যার কোন চিকিৎসা নেই।

٢. بَابُ فِى الْحِمْيَةِ
২. অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা সম্পর্কে

٣٨١٦. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَا اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عَامِرٍ وَّهٰذَا لَفْظُ اَبِىْ

عَامِرٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ يَّعْقُوْبَ بْنِ اَبِيْ يَعْقُوْبَ عَن اُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَه عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ نَاقِةٌ وَلَنَا دَوَالٍ مُّعَلَّقَةٌ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِعَلِيٍّ مَهْ اِنَّكَ نَاقِهٌ حَتّٰى كَفَّ عَلِيٌّ قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيْرًا وَّسِلْقًا فَجِئْتُ بِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَلِيُّ اَصِبْ مِنْ هٰذَا فَهُوَ اَنْفَعُ لَكَ *

৩৮১৬। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - উম্মু মুন্যার বিন্ত কায়স আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আসেন এবং সে সময় তাঁর সংগে আলী (রা)ও ছিলেন, যিনি অসুস্থতার কারণে দুর্বল ছিলেন। আমাদের নিকট খেজুরের কাঁদি টানান ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে তা থেকে খেজুর খেতে থাকেন। তখন আলী (রা) খেজুর খাওয়ার জন্য দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে আলী ! তুমি এখনো দুর্বল, কাজেই তুমি খেজুর খাওয়া হতে বিরত থাক। এ কথা শুনে আলী (রা) তা খাওয়া হতে বিরত থাকেন।

উম্মু মুন্যার (রা) বলেন ঃ এরপর আমি যব ও বীটচিনি দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে তাঁর সামনে পেশ করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে বলেন ঃ হে আলী ! তুমি এটা খেতে পার এটা তোমার জন্য উপকারী।

٣. بَابُ الْحِجَامَةِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ শিংগা লাগান সম্পর্কে

٣٨١٧. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهٖ خَيْرًا فَالْحِجَامَةُ *

৩৮১৭। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যে সমস্ত বস্তু দিয়ে চিকিৎসা কর, তার মধ্যে শিংগা লাগান উত্তম।

٣٨١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الدِّمَشْقِيُّ نَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الْمَوَالِ نَا قَائِدٌ مَّوْلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ مَّوْلَاهُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهٖ سَلْمٰى خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ

مَا كَانَ اَحَدٌ يَّشْتَكِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعًا فِىْ رَأْسِهٖ اِلاَّ قَالَ احْتَجِمْ وَلاَ وَجَعًا فِىْ رِجْلَيْهِ اِلاَّ قَالَ اخْضِبْهُمَا *

৩৮১৮। মুহাম্মদ ইব্ন ওযীর দিমাশ্কী (র) - - - সাল্মা (রা) থেকে বর্ণিত। যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিচারিকা ছিলেন : তিনি বলেন ঃ যখন কেউ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট মাথা ব্যথার কথা বলতো, তখন তিনি তাকে বলতেন ঃ তুমি শিংগা লাগাও। আর যখন কেউ পায়ে ব্যথার কথা বলতো, তখন তিনি তাকে বলতেন ঃ তোমার দু'পায়ে মেহেদীর রং লাগাও।

٤. بَابٌ فِىْ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ শিংগা লাগাবার স্থান সম্পর্কে

٣٨١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ نَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَثِيْرٌ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلٰى هَامَتِهٖ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ اَهْرَاقَ مِنْ هٰذِهِ الدِّمَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ اَنْ لاَّيَتَدَاوٰى بِشَىْءٍ بِشَىْءٍ *

৩৮১৯। আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম - - - আবূ কাব্শা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর মাথার সিঁথিতে এবং দুই কাঁধের মাঝখানে শিংগা লাগাতেন এবং বলতেন ঃ যে ব্যক্তি এসব স্থান থেকে দূষিত রক্ত বের করে ফেলবে, সে কোন রোগের জন্য অন্য চিকিৎসা না করলেও তার কোন ক্ষতি হবে না।

٣٨٢٠. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ نَا جَرِيْرٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ احْتَجَمَ ثَلٰثًا فِى الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ قَالَ مَعْمَرٌ احْتَجَمْتُ فَذَهَبَ عَقْلِى حَتّٰى كُنْتُ اُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِىْ صَلٰوتِىْ وَكَانَ احْتَجَمَ عَلٰى هَامَةٍ *

৩৮২০। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর ঘাড়ে ও দুই কাঁধে তিনবার শিংগা লাগান।

মা'মার (রা) বলেন ঃ একবার আমি শিংগা লাগাই ; ফলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এ সময় সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা অন্যের সাহায্য নিয়ে পড়তাম।

٥. بَابٌ مَتٰى تَسْتَحِبُّ الْحِجَامَةِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন দিন শিংগা লাগান ভাল

٣٨٢١. حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِىَّ

عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ احْتَجَمَ بِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ كَانَ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ *

৩৮২১। আবূ তাওবা রবী' ইব্‌ন নাফি' (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (চন্দ্র মাসের) সতের, একুশ ও উনত্রিশ তারিখে শিংগা লাগাবে, তার তার জন্য সমস্ত প্রকার রোগ মুক্তির কারণ হবে।

٣٨٢٢. حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَتْنِيْ عَمَّتِيْ كَيِّسَةُ بِنْتُ اَبِيْ بَكْرَةَ اَنَّ اَبَاهَا كَانَ يَنْهٰى اَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلْثَاءِ وَيَزْعَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ يَوْمَ الثُّلْثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَّا يَرْقَا *

৩৮২২। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তার পিতা তার পরিবার-পরিজনদিগকে মংগলবারের দিন শিংগা লাগাতে নিষেধ করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করতেন যে, মংগলবারের দিন হলো শরীরে রক্তের ধারা পরিবর্তনের দিন এবং এ দিনের মধ্যে এরূপ বিশেষ একটি সময় আছে, যখন রক্ত বন্ধ হয় না।

٦. بَابٌ فِيْ قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ শিরা কেটে রক্ত-মোক্ষণ করা ও শিংগা লাগানোর স্থান সম্পর্কে

٣٨٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى اُبَيٍّ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا *

৩৮২৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ উবাই ইব্‌ন কা'বের নিকট এমন একজন চিকিৎসক প্রেরণ করেন, যিনি তার একটি শিরা কেটে রক্ত-মোক্ষণ করেন।

٣٨٢٤. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ عَلٰى وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ *

৩৮২৪। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পায়ের নলিতে আঘাত লাগার কারণে সেখানে শিংগা লাগান।

٧. بَابُ فِى الْكَىِّ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ লোহা গরম করে শরীরে দাগ দেওয়া

٣٨٢٥. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْكَىِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا اَفْلَحْنَا وَلاَ اَنْجَحْنَا *

৩৮২৫। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ লোহা গরম করে শরীরে দাগ দিতে নিষেধ করেন। তবুও আমরা দাগ দেওয়ার পর তা আমাদের কোন উপকারে আসেনি এবং কোন কাজ হয়নি।

٣٨٢٦. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَوٰى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِّنْ رَّمْيَتِهٖ *

৩৮২৬। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সাআদ ইব্‌ন মুআয (রা)-কে তাঁর কোন জখমের স্থানে লোহা গরম করে দাগ দিয়েছিলেন।

٨. بَابُ فِى السَّعُوْطِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নাকের মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করা সম্পর্কে

٣٨٢٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ نَا وُهَيْبٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعَطَ *

৩৮২৭। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নাকের মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করেন।

٩. بَابُ فِى النُّشْرَةِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ শয়তানের নামের মন্ত্র পাঠের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে

٣٨٢٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا عَقِيْلُ بْنُ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ اُمَيَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ *

৩৮২৮। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মন্ত্র পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ এটি শয়তানের কাজ।

١٠. بَابُ فِى التِّرْيَاقِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ বিষের প্রতিষেধক সম্পর্কে

٣٨٢٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ نَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ يَزِيْدَ الْمُعَافِرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوْخِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اُبَالِىْ مَا اَتَيْتُ اِنْ اَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا اَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً اَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِىْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا كَانَ لِلنَّبِىِّ ﷺ خَاصَّةً وَقَدْ رَخَّصَ فِيْهِ قَوْمٌ يَعْنِى التِّرْيَاقَ *

৩৮২৯। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যদি আমি বিষের প্রতিষেধক পান করি, কবজ লটকাই এবং নাফসের সন্তুষ্টির জন্য কবিতা আবৃত্তি করি, তবুও আমি এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার আশংকা করি না, অর্থাৎ তিনি এ সব করা পসন্দ করতেন না।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ ইহা নবী ﷺ -এর জন্য খাস ছিল যে, তিনি প্রতিষেধক ব্যবহার করতেন না। তবে তিনি অন্যদেরকে প্রতিষেধক ব্যবহারে অনুমতি প্রদান করেন।

١١. بَابُ فِى الْاَدْوِيَةِ الْمَكْرُوْهَةِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ গর্হিত ঔষধ সম্পর্কে

٣٨٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِىُّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ *

৩৮৩০। মুহাম্মদ ইব্ন উবাদা (র) - - - আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ রোগ এবং ঔষধ নাযিল করেছেন। আর তিনি প্রত্যেক রোগের জন্য

ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। তাই তোমরা ঔষধ ব্যবহার করবে, তবে হারাম জিনিষ দিয়ে তৈরী ঔষধ ব্যবহার করবে না।

٣٨٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ اَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِىْ دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا *

৩৮৩১। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন উছমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈক চিকিৎসক বেঙকে ঔষদের মধ্যে ব্যবহার করা সম্পর্কে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন নবী ﷺ তাকে বেঙ মারতে নিষেধ করেন।

٣٨٣٢. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ *

৩৮৩২। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হারাম জিনিষ দিয়ে তৈরী ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٣٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَسَا سَمًّا فَسَمُّهُ فِىْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا *

৩৮৩৩। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিষ পান করবে, কিয়ামতের দিন ঐ বিষের পাত্র তার হাতে থাকবে, যা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং সে তা সেখানে অনাদিকাল পর্যন্ত পান করতে থাকবে।

٣٨٣٤. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ ذَكَرَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ اَوْ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّهَا دَوَاءٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلٰكِنَّهَا دَاءٌ *

৩৮৩৪। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - ওয়েল ইব্ন হাজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তারিক ইব্ন সুওায়েদ অথবা সুওায়েদ ইব্ন তারিক নবী ﷺ -কে শরাব পান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তা পান করতে নিষেধ করেন। তখন তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্র নবী ! এ তো ঔষধ। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ না, এ তো ঔষধ নয়, বরং এটি রোগ, অর্থাৎ রোগ সৃষ্টির কারণ।

١٢. بَابُ فِىْ تَمْرِ الْعَجْوَةِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ আজওয়া খেজুর সম্পর্কে

٣٨٣٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَرِضْتُ مَرْضًا اَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَهَا فِى فُؤَادِىْ فَقَالَ اِنَّكَ رَجُلٌ مَّفْئُوْدٌ ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلْدَةَ اَخَاثَقِيْفٍ فَاِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِّنْ عَجْوَةِ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَاهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدْكَ بِهِنَّ *

৩৮৩৫। ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - সাআদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি পীড়িত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দেখার জন্য আসেন। এসময় তিনি তাঁর হাত আমার বুকের উপর রাখলে আমি তার শৈত্যতা আমার হৃদয়ে অনুভব করি। এরপর তিনি বলেন ঃ তুমি হার্টের রুগী। কাজেই তুমি ছাকীফ গোত্রের অধিবাসী হারিছ ইব্‌ন কাল্‌দার নিকট যাও। কেননা, সে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। আর সে যেন মদীনার আজওয়া খেজুরের সাতটি খেজুর নিয়ে, তা বীচিসহ চূর্ণ করে তোমার জন্য তা দিয়ে সাতটি বড়ি তৈরী করে দেয়।

٣٨٣٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ نَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَّلاَ سِحْرٌ *

৩৮৩৬। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন দিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর দিয়ে নাশতা করবে, সেদিন তার উপর বিষ এবং যাদু কোন কাজ করবে না।

١٣. بَابُ فِى الْعِلاَقِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আংগুল দিয়ে গলা দাবান সম্পর্কে

٣٨٣٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّحَامِدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ قَدْ اَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ مَا تَدْعَرْنَ اَوْلاَدَ كُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِىِّ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَاذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ

الْعَذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بِالْعَوْدِ الْقُسْطِ *

৩৮৩৭। মুসাদ্দাদ ও হামিদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - উম্মু কায়স বিন্‌ত মিহ্‌সান (রা) থেকে. বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার এক ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হই ; যার গলা (অসুখের কারণে) আমি মালিশ করেছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সন্তানদের গলার অসুখে কেন তাদের গলা মালিশ কর ? বরং তোমাদের উচিত (এ রোগের জন্য) হিন্দুস্থানের চন্দনকাঠ ব্যবহার করা। কেননা. তাতে সাত ধরনের রোগ ভাল হয়, যার একটি হলো নিউমোনিয়া। গলা-ফুলা রোগে তা নাকের ছিদ্রে ব্যবহার করবে এবং নিউমোনিয়া হলে তা বড়ি বানিয়ে খাবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ চন্দন কাঠের অর্থ- তা চূর্ণ করে বড়ি বানিয়ে খাবে।

١٤. بَابُ فِى الْكُحْلِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে

٣٨٣٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ وَ اِنَّ خَيْرَ اَكْحَالِكُمُ الْاِثْمَدَ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ *

৩৮৩৮। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা শাদা কাপড় পরিধান করবে। কেননা, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা শাদা কাপড় দিয়ে মৃতদের দাফন করবে এবং তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো ইছ্‌মাদ। এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পলকের পশম উৎপন্ন করে।

١٥. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْعَيْنِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ বদ নজর সম্পর্কে

٣٨٣٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالْعَيْنُ حَقٌّ *

৩৮৩৯। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বদ-নজর লাগা একটি সত্য ব্যাপার।

٣٨٤٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِيْنُ *

৩৮৪০। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তির বদ-নজর অন্যের উপর লাগতো, তাকে উযূ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হতো। এরপর ঐ পানি দিয়ে তাকে গোসল করানো হতো, যার উপর বদ-নজর লাগতো।

١٦. بَابٌ فِى الْغَيْلِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর দুধ পানের সময় স্ত্রীর সাথে সংগম না করা

٣٨٤١. حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ سِرًّا فَاِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ *

৩৮৪১। আবূ তাওবা (র) - - - আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ ইব্‌ন সাকান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের সন্তানদের গোপন ভাবে হত্যা করো না। কেননা, শিশুদের দুধ পান কালীন সময় স্ত্রীদের সাথে সংগম করলে তারা দুর্বল হয়ে যায়। পরে যখন তারা (বড় হয়ে) ঘোড়ায় চড়ে, তখন তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়।

٣٨٤٢. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ جُدَامَةَ الْاَسَدِيَّةِ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتّٰى ذَكَرْتُ اَنَّ الرُّوْمَ وَفَارِسَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ فَلاَ يَضُرُّ اَوْلاَدَهُمْ قَالَ مَالِكٌ الْغِيْلَةُ اَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ وَهِىَ تُرْضِعُ *

৩৮৪২। আল-কা'নাবী (র) - - - জুদামা আস্‌দীয় (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছেন ঃ আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, শিশুদের দুধ পানের সময় স্ত্রীদের সাথে সংগম করতে নিষেধ করে দেব। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে, রোম ও পারস্যের লোকেরা এরূপ করে থাকে এবং এতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।

ইমাম মালিক (র) বলেনঃ 'গীলা' বলা হয় -শিশুর দুধ পান কালীন সময়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

١٧. بَابٌ فِيْ تَعْلِيْقِ التَّمَائِمِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ গলায় তাবিজ ব্যবহার সম্পর্কে

٣٨٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ اَخِيْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ يَقُوْلُ هٰذَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِىْ تَقْذِفُ فَكُنْتُ اَخْتَلِفُ اِلٰى فُلَانٍ الْيَهُوْدِيِّ يَرْقِيْنِىْ فَاِذَا رَقَانِىْ سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّمَا ذٰلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهٖ فَاِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَقُوْلِىْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا *

৩৮৪৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ মন্ত্র, তাবিজ ও তাওলা [১] করা শির্‌ক। একথা শুনে যয়নব (রা) বলেন ঃ তুমি এ কি বলছ, আল্লাহর শপথ ! আমার চোখে ব্যথা হলে আমি একজন ইয়াহূদীর কাছে যেতাম, যে মন্ত্র পাঠের পর আমার চোখে ফুঁ দিলে ব্যথার উপশম হতো। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ এতো শয়তানের অপকর্ম ছিল, যে তার হাত দিয়ে চোখে ব্যথা দিত। আর যখন ঐ ইয়াহূদী তাতে ফুঁ দিত, তখন সে বিরত থাকতো। তোমার জন্য তা-ই পাঠ করা উচিত ছিল, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করতেন। আর তা হলো ঃ 'আজহাবিল বাসা রাব্বান নাসি, ইশ্‌ফি আনতাশ্ শাফী, লা-শিফা ইল্লা শিফাউকা, শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাক্‌মান।

٣٨٤٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مَّالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَارُقْيَةَ اِلَّا مِنْ عَيْنٍ اَوْحُمَةٍ *

৩৮৪৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইম্‌রান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মন্ত্র তো কেবল বদ-নজর এবং বিষাক্ত জীবের (বিষ নষ্ট করার) জন্য।

١٨. بَابٌ فِى الرُّقٰى

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঝাঁড়-ফুক সম্পর্কে

১. তাওলা এক প্রকার যাদু, যা দিয়ে বেগানা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অবৈধ প্রেম সৃষ্টি করা হয়। নিঃসন্দেহে এটি হারাম কাজ। (—অনুবাদক)

٣٨٤٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ اَحْمَدُ نَا ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ ابْنُ صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ اَحْمَدُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ اكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ثُمَّ اَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِيْ قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الصَّوَابُ *

৩৮৪৫। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - ছাবিত ইব্ন কায়স ইবন শাম্মাস (রা) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তার অসুখের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে যান এবং এরূপ দু'আ করেন ঃ হে মানুষের রব ! আপনি ছাবিত ইব্ন কায়সকে রোগমুক্ত করুন। এরপর তিনি বাতহান প্রান্তর থেকে এক মুঠ মাটি নিয়ে তা একটি পাত্রে রাখেন এবং পানিতে ফুঁ দিয়ে ঐ পাত্রে তা ঢেলে দেন। পরে সে পানি তার সমস্ত শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

٣٨٤٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَاسَ بِالرُّقٰى مَالَمْ تَكُنْ شِرْكًا *

৩৮৪৬। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - আওফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা জাহিলী যুগে ঝাড়-ফুক করতাম। তখন আমরা বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি একে কিরূপ মনে করেন। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা তা আমার সামনে পেশ কর ; কেননা, তখন মন্ত্রের মধ্যে শির্কের কিছু থাকবে না, তা করাতে কোন ক্ষতি নেই।

٣٨٤٧. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمَصِّيْصِيُّ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِيْ اَلاَ تُعَلِّمِيْنَ هٰذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيْهَا الْكِتَابَةَ *

৩৮৪৭। ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দী (র) - - - শিফা বিনত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

একদা নবী ﷺ আমার নিকট আসেন, যখন আমি হাফসা (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি তাকে কেন নাম্‌লা (এক প্রকার রোগ সারার মন্ত্র) শিখাও না, যেমন তুমি তাকে লেখা শিখিয়েছ ?

٣٨٤٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِي الرَّبَابُ قَالَتْ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ مَرَرْتُ بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيْهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُوْمًا فَنَمَى ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَاسَيِّدِيْ وَالرُّقٰى صَالِحَةٌ فَقَالَ لاَ رُقْيَةَ اِلاَّ فِيْ نَفْسٍ اَوْ حُمَةٍ اَوْ لَدْغَةٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْحُمَةُ مِنَ الْحَيَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ *

৩৮৪৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি এক নদী অতিক্রমকালে তাতে গোসল করি। গোসলের পর জ্বরভাব দেখা দেয়। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ তোমরা আবূ ছাবিতকে শয়তান হতে (আল্লাহ্‌র নিকট) পানাহ চেয়ে বল। সে বলে, তখন আমি বলি ঃ হে আমার নেতা ! মন্ত্র কি উপকারী ? তিনি বলেন ঃ মন্ত্র তো কেবল বদ-নজর, সাপের দংশন ও বিচ্ছুর কামড়ের জন্য।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ হুমা হলো একপ্রকার বিষধর সাপ এবং তার দংশন।

٣٨٤٩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا شَرِيْكٌ ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ نَا شَرِيْكٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْعَبَّاسُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَرُقْيَةَ اِلاَّ مِنْ عَيْنٍ اَوْ حُمَةٍ اَوْ دَمٍ يَرْقَأُ لَمْ يَذْكُرِ الْعَبَّاسُ الْعَيْنَ وَهٰذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ *

৩৮৪৯। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ মন্ত্র তো কেবল বদ-নজর বিষধর জন্তুর দংশন ও রক্ত প্রবাহের জন্য উপকারী।

١٩. بَابُ كَيْفَ الرُّقٰى

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঝাঁড়-ফুকের দু'আ সম্পর্কে

٣٨٥٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ يَعْنِيْ لِثَابِتٍ اَلاَ اَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَلٰى قَالَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شَافِيَ اِلاَّ اَنْتَ اشْفِهِ شِفَاءً لاَ

يُغَادِرُ سَقَمًا *

৩৮৫০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) একদা ছাবিত (রা)-কে বলেন ঃ আমি কি তোমার কাছে ঐ দু'আটি পাঠ করবো না, যা পাঠ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোগীদের উপর দম করতেন ? তিনি বলেন ঃ অবশ্যই। তখন আনাস (রা) নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করেন ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বান নাসি, মুজ্‌হিবাল বাসে, ইশ্‌ফে আন্‌তাশ্ শাফী, লা শাফী ইল্লা আন্‌তা ইশ্‌ফিহি শিফাআন লা ইউগাদেরু সাকামান্।

٣٨٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ اَنَّ عَمْرَوبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ الْعَاصِ اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُثْمَانُ وَبِىْ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِىْ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ امْسَحْهُ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّقُلْ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِىْ فَلَمْ اَزَلْ اٰمُرُبِهِ اَهْلِىْ وَغَيْرَهُمْ *

৩৮৫১। আবদুল্লাহ কা'নাবী (র) - - - উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তার পেটের ব্যথার কথা বলেন। উছমান (রা) বলেন ঃ ব্যথায় আমাকে অস্থির করে তুলেছে। রাবী বলেন ঃ তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তোমার ব্যথার স্থানকে ডান হাত দিয়ে সাতবার মাসেহ কর এবং বল ঃ আউযূ বে-ইয্‌যাতিল্লাহে ওয়া কুদ্‌রাতিহি মিন শাররিমা-আজিদু।

রাবী উছমান (রা) বলেন ঃ আমি এরূপ করার সাথে সাথেই আল্লাহ্ আমার কষ্ট দূর করে দেন। এরপর থেকে আমি আমার পরিবার-পরিজন ও অন্যান্যদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দেই।

٣٨٥٢. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِىِّ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اشْتَكٰى مِنْكُمْ شَيْئًا اَوِ اشْتَكَاهُ اَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ اغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَا نَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَاُ *

৩৮৫২। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যদি পীড়িত হয়, অথবা তোমাদের কোন ভাই অসুখের কথা বলে, তবে বলবে ঃ "রাব্বুনাল্লাহু আল্লাজী ফিস্ সামায়ে, তাকাদ্দাসা ইস্‌মুকা, আমরুকা ফিস্ সামায়ে ওয়াল আরদে, কামা রাহ্‌মাতুকা ফিস্ সামায়ে, ফাজ্‌আল রাহ্‌মাতাকা ফিল্ আরদে, ইগ্‌ফির লানা হুবানা ওয়া খাতায়ানা, আন্‌তা রাব্বুত-তায়্যিবীন, আন্‌যিল্ রাহ্‌মাতাম মিন্ রাহ্‌মাতিকা ওয়া শিফায়ান মিন্ শিফায়েকা আলা হাজাল্ ওয়াজা'ই।" ফায়াব্‌রাউ অর্থাৎ সে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে।

٣٨٥٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَاَعْقَلَهُ عَلَيْهِ *

৩৮৫৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আমর ইব্‌ন শুআয়েব (রা) তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বিপদের সময় এ দু'আ পড়তে বলতেন ঃ আ'উজু বে-কালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতে মিন্ গাযাবিহি ওয়া শাররি ইব্‌নদিহি ওয়া মিন্ হামাযাতিশ্ শায়াতিনে ওয়া আই-ইয়াহ্ দুরূনী।"

আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) তাঁর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের এ দু'আ শিখিয়ে দিতেন এবং ছোট বাচ্চাদের গলায় তাবিজ বানিয়ে লটকে দিতেন।

٣٨٥٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ اَنَا مَكِّىٌّ نَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَثَرَ ضَرْبَةٍ فِىْ سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهٖ فَقَالَ اَصَابَتْنِىْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ اُصِيْبَ سَلَمَةُ فَاُتِىَ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَفَثَ فِىْ ثَلٰثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتّٰى السَّاعَةَ *

৩৮৫৪। আহমদ ইব্‌ন আবূ সুরায়হ্ (র) - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সালমার পায়ের গোছায় একটি মারাত্মক ক্ষতচিহ্ন দেখে তার এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ এটি খয়বরের যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন, যা দেখে লোকেরা বলাবলি করছিল যে, সালমার জীবনের আশা খুবই কম। এরপর আমাকে নবী ﷺ-এর নিকট হাযির করা হয়। তিনি তিন বার কিছু পড়ে এতে ফুঁ দেন। যারফলে, আমি এতে আজ পর্যন্ত আর কোন ব্যথা অনুভব করিনি।

٣٨٥٥. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ نَا سُفْيَانُ بْنُ

عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ يَعْنِىْ ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ لِلْاِنْسَانِ اِذَا اشْتَكٰى يَقُوْلُ بِرِيْقِهٖ ثُمَّ قَالَ بِهٖ فِى التُّرَابِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقِهٖ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا *

৩৮৫৫। যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তি নবী ﷺ নিকট হাযির হয়ে কোন অসুখের কথা বলতো, তখন তিনি নিজের থুথু নিয়ে তাতে মাটি লাগিয়ে বলতেন ঃ তুরবাতু আরদিনা বেরীকে বা'দেনা ইউশ্‌ফা সাকীমান বে-ইয্‌নে রাব্বিনা।"

٣٨٥٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنِىْ عَامِرٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيْمِىِّ عَنْ عَمِّهٖ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَسْلَمَ ثُمَّ اَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهٖ فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُوْنٌ مَوْثُوْقٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ اَهْلُهُ اِنَّا حُدِّثْنَا اَنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ تُدَاوُوْنَهُ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَاَ فَاَعْطَوْنِىْ مِائَةَ شَاةٍ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ اِلَّا هٰذَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هٰذَا قُلْتُ لَا قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِىْ لَمَنْ اَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ اَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ *

৩৮৫৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - খারিজা ইব্‌ন সাল্‌ত তামীমী (রা) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম কবূল করেন। তিনি সেখান থেকে ফেরার সময় এমন এক কাওমের নিকট উপস্থিত হন, যেখানে একটি পাগল শিকলে বাঁধা ছিল। তখন তার স্বজনরা তাকে বলে ঃ আমরা শুনেছি তোমাদের এক সাথী (নবী ﷺ) অনেক ভাল জিনিস নিয়ে এসেছেন ; তোমার কাছে এর কিছু আছে কি, যা দিয়ে তুমি এর চিকিৎসা করতে পার ? তখন আমি সূরা ফাতিহা পড়ে দম করায় সে ভাল হয়ে যায়। তখন তারা সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে একশত বকরী প্রদান করে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি কি এ সূরাই পড়েছিলে ? রাবী মুসাদ্দাদ (র) অন্যখানে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি এ সূরা ব্যতীত অন্য কিছু পড়েছিলে ? আমি বলি ঃ না। তখন তিনি তাঁর জীবনের শপথ দিয়ে বলেন ঃ তুমি ইহা গ্রহণ কর, লোকেরা তো মিথ্যা মন্ত্র পাঠ করে রুজী রোজগার করে খায়, আর তুমি তো সত্য দু'আ পাঠ করে খাচ্ছ।

٣٨٥٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ اَنَمْ حَتّٰى اَصْبَحْتُ قَالَ مَاذَا قَالَ

عَقْرَبٌ قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ *

৩৮৫৭। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - সুহায়ল ইব্‌ন আবূ সালিহ্ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি আসলাম গোত্রে এক ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিকট বসেছিলাম। তখন তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! রাতে আমাকে কিছুতে দংশন করেছিল, ফলে আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ উহা কি ছিল? সাহাবী বলেন ঃ বিচ্ছু। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তুমি সন্ধ্যার সময় এটি পাঠ করতে, তবে আল্লাহ্ চাইলে কোন কিছু তোমার ক্ষতি করতে পারতো না। দু'আটি হলো ঃ আউযূ বি-কালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন্ শাররি মা-খালাকা।"

٣٨٥٨. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ نَا بَقِيَّةُ نَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَارِقٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَدِيْغٍ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ قَالَ فَقَالَ لَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ لَمْ يُلْدَغْ اَوَلَمْ يَضُرَّهُ *

৩৮৫৮। হাইওয়া ইব্‌ন শুরায়হ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হয়, যাকে বিচ্ছু দংশন করেছিল। তখন তিনি বলেন ঃ যদি সে এ দু'আটি পাঠ করতো, তবে তাকে দংশন করতো না বা ক্ষতি করতো না। দু'আটি হলো ঃ আউযূ বি-কালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন্ শাররি মা-খালাকা।"

٣٨٥٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌنَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَهْطًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ انْطَلَقُوْا فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا فَانْزَلُوْا بِحَيٍّ مِّنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ شَيْئٌ يَّنْفَعُ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ نَعَمْ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرْقِيْ وَلٰكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَاَبَيْتُمْ اَنْ تُضَيِّفُوْنَا مَا اَنَا بِرَاقٍ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لِيْ جُعْلاً فَجَعَلُوْا لَهُ قَطِيْعًا مِّنَ الشَّاءِ فَاَتَاهُ فَقَرَاَ عَلَيْهِ اُمَّ الْكِتَابِ وَيَتْفُلُ حَتّٰى بَرَاَ كَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَاَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِيْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالُوْا اقْتَسِمُوْا فَقَالَ الَّذِيْ رَقٰى لاَ تَفْعَلُوْا حَتّٰى نَاتِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَنَسْتَأْمِرَه فَغَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَيْنَ عَلِمْتُمْ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اَحْسَنْتُمْ اقْتَسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ *

৩৮৫৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ -এর একদল সাহাবী সফরে গমনকালে আরবের এক সম্প্রদায়ের নিকট অবস্থান করেন। তখন সে সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলে ঃ আমাদের নেতাকে একটি বিষাক্ত জন্তুতে দংশন করেছে, তোমাদের মধ্যে কারো কাছে এমন কিছু আছে কি ? যা আমাদের নেতার উপকারে আসে। তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলেন ঃ হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি ঝাঁড়-ফুক করে থাকি। কিন্তু ব্যাপার হলো, আমরা তোমাদের মেহমান হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তাতে রাযী হওনি। কাজেই, আমি ততক্ষণ ঝাঁড়-ফুক করবো না, যতক্ষণ না তোমরা আমার এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে। তখন তারা তাঁকে একপাল বকরী প্রদানের অংগীকার করে। তখন তিনি সে ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন এবং দংশিত স্থানে থুথু দেন। ফলে, সে ব্যক্তি এমনই সুস্থ হয়ে উঠে, যেন সে বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। রাবী বলেন ঃ তখন তারা যে বিনিময় নির্ধারণ করেছিল, তা আদায় করে দেয়। এ সময় সাহাবীগণ পরস্পর বলেন ঃ এগুলো ভাগ-বন্টন করে নিন। তখন ঝাঁড়-ফুককারী সাহাবী বলেন ঃ এখন বন্টন করবেন না, যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ তোমরা ঐ সূরা দিয়ে ঝাঁড়-ফুক করার উপকারিতা কিরূপে জানলে ? তোমরা খুবই ভাল কাজ করেছ। তোমরা বণ্টন করে নেও এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও এক ভাগ রেখে দাও।

٣٨٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفْرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيْمِىِّ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ اَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَتَيْنَا عَلٰى حَىٍّ مِّنَ الْعَرَبِ فَقَالُوْا اِنَّا اُنْبِئْنَا قَدْ جِئْتُمْ مِّنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ دَوَاءٍ اَوْ رُقْيَةٍ فَاِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوْهًا فِى الْقُيُوْدِ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَجَاؤُا بِمَعْتُوْهٍ فِى الْقُيُوْدِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً اَجْمَعُ بُزَاقِىْ ثُمَّ اَتْفُلُ قَالَ فَكَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَاَعْطُوْنِىْ جُعْلاً فَقُلْتُ لاَحَتّٰى اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كُلْ فَلَعَمْرِىْ مَنْ اَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ اَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ *

৩৮৬০। উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মু'আয (র) - - - খারিজা ইব্‌ন সালত তামিমী (রা) তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর নিকট হতে বিদায় নেওয়ার পর আরবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হই। তারা বলে ঃ আরবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হই। তারা বলে ঃ আমরা শুনেছি, তোমরা ঐ ব্যক্তির (নবী ﷺ) থেকে উত্তম কিছু নিয়ে এসেছ। তোমাদের কাছে কোন ঔষধ-পত্র বা দু'আর ব্যবস্থা আছে কি ? কেননা, আমাদের কাছে শিকলে বাধা অবস্থায় একজন পাগল আছে। রাবী বলেন, আমরা বললাম ঃ হাঁ। রাবী বলেন ঃ তখন তারা সে

শৃঙ্খলিত পাগল ব্যক্তিকে নিয়ে আসে। রাবী বলেন ঃ আমি তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা পড়ে, মুখে থুথু জমা করে, তার প্রতি নিক্ষেপ করি। রাবী বলেন ঃ ফলে সে এমন সুস্থ হয়ে যায়, যেন সে বন্ধন মুক্ত হয়। রাবী বলেন ঃ তারা আমাকে এর বিনিময় প্রদান করে। তখন আমি বলি ঃ এখন এ গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ না আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করি। পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন ঃ তুমি তা গ্রহণ কর এবং খাও। আমার জীবনের শপথ ! লোকেরা ও মিথ্যা মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে বিনিময় গ্রহণ করে খায়, আর তুমি তো সত্য দু'আ পড়ে তার বিনিময় গ্রহণ করে খাচ্ছ।

٣٨٦١. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهٖ اَنَّهُ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَعْطَوْهُ شَاءً فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ *

৩৮৬১। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) - - - খারিজা ইব্‌ন সাল্‌ত (রা) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ তিনি তার (পাগলের) উপর তিন-দিন সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা পাঠ করেন এবং প্রতিবার তা পাঠের পর মুখের সঞ্চিত থুথু তার উপর নিক্ষেপ করেন। ফলে, সে ভাল হয়ে যায়, অর্থাৎ বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। তখন তারা তাকে বকরী প্রদান করে। এরপর যিনি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। পরে রাবী মুসাদ্দাদ (রা) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

٣٨٦٢. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكٰى يَقْرَاُ فِىْ نَفْسِهٖ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَاُ عَلَيْهِ وَاَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهٖ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا *

৩৮৬২। কা'নাবী - - - নবী ﷺ-এর স্ত্রী আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তখনই তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে স্বীয় শরীর মুবারকে দম করতেন। এরপর যখন তাঁর অসুখ খুবই বৃদ্ধি পায়, তখন আমি তা পাঠ করে, তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীর, বরকতের উদ্দেশ্যে মাসেহ করে দিতাম।

٢٠. بَابٌ فِى السُّمْنَةِ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ মোটা হওয়া সম্পর্কে

٣٨٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى نَا نُوْحُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ سَيَّارٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَرَادَتْ اُمِّىْ

اَنْ تُسَمِّنَنِى لِدُخُوْلِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَلَمْ اَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْئٍ مِمَّا تُرِيْدُ حَتّٰى اَطْعَمَتْنِى الْقِثَّاءُ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَاَحْسَنِ السِّمَنِ *

৩৮৬৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গৃহে পাঠানোর উদ্দেশ্যে, তাড়াতাড়ি মোটা করে তোলার ইচ্ছা করেন। এজন্য তিনি অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। পরে তিনি আমাকে তাজা খেজুরের সাথে শশা খাওয়াতে থাকলে আমি দ্রুত হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠি।

كِتَابُ الْكَهَانَةِ وَالتَّطَيُّرِ

অধ্যায় ঃ ভাগ্য গণনা ও ফাল নেয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْكَهَانَةِ وَالتَّطَيُّرِ

অধ্যায় ঃ ভাগ্য গণনা ও ফাল নেয়া

١. بَابُ فِى الْكَهَانِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ গণক সম্পর্কে

٣٨٦٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنِ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّدُ ح وَنَا مُسَدَّدُنَا يَحْيٰى عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيْمِ الْاَثْرَمِ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنَ اَتٰى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا اَوْ اَتٰى اِمْرَاءَةً قَالَ مُسَدَّدُ اِمْرَاَتَهُ دُبُرَهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ *

৩৮৬৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট যায়; রাবী মূসা বলেন ঃ আর সে ব্যক্তি তার কথায় বিশ্বাস করে; অথবা সে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে। রাবী মুসাদ্দাদ (র) বলেন ঃ অথবা সে তার স্ত্রীর পশ্চাদদ্বারে সংগম করে; সে যেন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর নাযিলকৃত দীন হতে মুক্ত (অর্থাৎ গুমরাহ্) হলো।

٢. بَابُ فِى النُّجُوْمِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে

٣٨٦٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبُوْ شَيْبَةَ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنٰى قَالاَ نَايَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِّنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ *

৩৮৬৫। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জ্যোর্তিবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করে, সে যেন যাদু বিদ্যার কিছু শিক্ষা লাভ করে। আর সে ব্যক্তি তা যত বেশী চর্চা করবে, ততই তার যাদু বিদ্যার চর্চা হবে।

٣٨٦٦. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فِيْ اَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ *

৩৮৬৬। কা'নাবী (র) - - - যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়াতে আমাদের সংগে ফজরের সালাত আদায় করেন। তখন রাত্রিতে কিছু বৃষ্টি হওয়ার চিহ্ন বাকী ছিল। সালাত শেষে তিনি লোকদের বলেনঃ তোমরা কি জান, তোমাদের রব কি বলেছেন? সাহাবীগণ বলেনঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন, ফজরের সময় আমার কিছু বান্দা মু'মিন এবং কিছু সংখ্যক কাফির হয়ে গেছে। যারা এরূপ বলেছেঃ আমরা আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতে পানি পেয়েছি, তাঁরা তো আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং তাঁরার প্রভাবের প্রতি অবিশ্বাসী। পক্ষান্তরে যারা এরূপ বলেছেঃ অমুক অমুক তাঁরার প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা আমার অস্বীকারকারী এবং তারার প্রতি বিশ্বাসী।

٣. بَابٌ فِى الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

৩. অনুচ্ছেদঃ মাটিতে দাগকাটা এবং পাখীর ডাক ও উড়ার দ্বারা যাত্রা শুভ-অশুভ নির্ণয় করা

٣٨٦٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى نَا عَوْفٌ نَا حَيَّانُ قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ ابْنُ الْعَلَاءِ نَا قَطَنُ بْنُ قَبِيْصَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ الطَّرْقُ الزَّجْرُ وَالْعِيَافَةُ الْخَطُّ *

৩৮৬৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - কাবীসা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, জ্যোতিষীদের মাটিতে দাগ কেটে যাত্রা শুভ-অশুভ নির্ধারণের কথায় বিশ্বাস করা, ভাল-মন্দ নির্ণয়ের জন্য লটারীর ব্যবস্থা করা, কুফরী রসমরিওয়াজের

অন্তর্ভুক্ত।

٣٨٦٨. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ عَوْفٌ الْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطَّرْقُ الْخَطُّ يُخَطُّ فِى الْاَرْضِ *

৩৮৬৮। ইব্ন বাশ্শার (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আওফুল -ইয়াফা' হলো- ভাল-মন্দ নির্ধারণের জন্য পাখী উড়িয়ে দেওয়া এবং 'তুরুক' হলো- জ্যোতিষীদের মাটিতে দাগ কেটে শুভ-অশুভ নির্ণয়ের প্রথা।

٤. بَابٌ فِى الطِّيَرَةِ وَالْخَطِّ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ পাখীর দ্বারা শুভাশুভের ফাল নির্ধারণ সম্পর্কে

٣٨٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلَاثًا وَّمَا مِنَّا اِلاَّ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ *

৩৮৬৯। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার বলেন ঃ পাখীর দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করা শির্ক। এ ব্যাপারে যদি কারো মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবে তা মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি তাওয়াক্কুলের কারণে দূর করে দেবেন।

٣٨٧٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَّافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ *

৩৮৭০। মুসাদ্দাদ (র) - - - মুআবিয়া ইব্ন হাকাম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে, যারা দাগ কেটে ফাল্ নির্ণয় করে থাকে, (তাদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ?) তিনি বলেন ঃ নবীগণের মধ্যে একজন নবী এরূপ করতেন। যার দাগ কাটা তাঁর অনুরূপ, সে সত্যের অনুসারী।

٣٨٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِىُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا عَدْوٰى وَلَا صَفَرَ وَلَاهَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ مَّا بَالُ الْاِبِلِ تَكُوْنُ فِىْ

الرَّمْلِ كَاَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْرُ الْاَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَالَ الزُّهْرِىُّ فَحَدَّثَنِىْ رَجُلٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَيُوْرِدَنَّ مُمَرِّضٌ عَلٰى مُصِحٍّ قَالَ قَالَ فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ اَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَعَدْوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَهَامَةَ قَالَ لَمْ اُحَدِّثْكُمُوْهُ قَالَ الزُّهْرِىُّ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَدْ حَدَّثَ بِهٖ وَمَا سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ نَسِىَ حَدِيْثًا قَطُّ غَيْرَهُ *

৩৮৭১। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন রোগ ছোঁয়াচে নয়, কোন বস্তুতে শুভাশুভের কোন প্রভাব নেই, না সফর মাস অমংগলের মাস এবং না কোন মৃতের খুলিতে পেঁচার প্রভাব আছে। তখন জনৈক আরাবী বলেন ঃ যদি এরূপ অবস্থা হয়, তবে মরুভূমির উটদের ব্যাপার কি ? যারা হরিণের মত সুস্থ হয়, পরে যখন তাদের সাথে কোন খোস-পাঁচড়া উট মিলিত হয়, তবে সবই ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। নবী ﷺ বলেন ঃ তবে প্রথম উটটি কিরূপে খোস-পাঁচড়া বিশিষ্ট হয় ?

রাবী মুআম্মার (র) বলেন, ইমাম যুহ্‌রী বলেছেন ঃ আমার নিকট এক ব্যক্তি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শোনেন ঃ অসুস্থ উটকে সুস্থ উটের সাথে পানি পান করানোর জন্য আনা যাবে না। ঐ ব্যক্তি আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে গিয়ে বলেন ঃ আপনি কি এ হাদীছ আমাদের কাছে বর্ণনা করেন নি যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন রোগ ছোঁয়াচে নয়, সফর মাস অমংগলের মাস নয়, আর না মৃতের খুলিতে পেঁচার প্রভাব আছে ? তিনি (আবূ হুরায়রা রা) বলেন ঃ আমি তো এরূপ হাদীছ বর্ণনা করিনি !

ইমাম যুহ্‌রী (র) বলেন ঃ হাদীছটি আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণিত। অথচ হাদীছটি আবূ হুরায়রা (রা) নিজেই বর্ণনা করেন, (কিন্তু পরে তিনি তা ভুলে যান)। রাবী বলেন ঃ আমি এ হাদীছ ছাড়া আর কোন হাদীছ সম্পর্কে শুনিনি যে, আবূ হুরায়রা (রা) ভুলে গেছেন।

٣٨٧٢. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍعَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَعَدْوٰى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ *

৩৮৭২। কা'নাবী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন রোগই ছোঁয়াচে নয়, না মৃতের খুলিতে পেঁচা থাকে, আর না দেউ-দানব রাস্তা ভুলিয়ে দেয় এবং না সফর মাস অমংগলের।

٣٨٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِىُّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَجْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَعقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُقْسَمٍ وَزَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ غَوْلَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَاَنَا شَاهِدٌ اَخْبَرَكُمْ اَشْهَبُ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِهِ لاَصَفَرَ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يُحِلُّوْنَ صَفَرَ يُحِلُّوْنَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصَفَرَ *

৩৮৭৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রাহীম (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ভূত-প্রেত মানুষকে কষ্ট দিতে সক্ষম নয়।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, ইমাম মালিক (রা)-কে 'না সফর মাস' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ জাহিলী যুগে লোকেরা কখনও সফর মাসকে হালাল সাব্যস্ত করতো, আবার কখনো হারাম সাব্যস্ত করতো, (নিজেদের সুবিধার জন্য)। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ না, সফর এমন কোন মাস নয়, যেরূপ তোমরা ধারণা কর।

٣٨٧٤. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَعَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَالُ الصَّالِحُ وَالْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ *

৩৮৭৪। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন রোগ ছোঁয়াচে নয় এবং শুভাশুভ নির্ণয়ের কোন বাস্তবতা নেই। অবশ্য আমার কাছে ভাল 'ফাল' গ্রহণ করা ভাল মনে হয়, আর 'নেক ফাল' হলো সুন্দর কথা।

٣٨٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى نَا بَقِيَّةُ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَوْلَهُ هَامٌ قَالَ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ يَقُوْلُ لَيْسَ اَحَدٌ يَّمُوْتُ فَيُدْفَنُ اِلاَّ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ قُلْتُ فَقَوْلُهُ صَفَرَ قَالَ سَمِعْنَا اَنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشْئِمُوْنَ بِصَفَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصَفَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَّقَدْ سَمِعْنَا مَنْ يَّقُوْلُ هُوَ وَجَعٌ يَّاْخُذُ فِى الْبَطْنِ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ هُوَ يُعْدٰى فَقَالَ لاَ صَفَرَ *

৩৮৭৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র) - - - রাবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন রাশিদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, নবী ﷺ -এর কথা 'হাম' শব্দের অর্থ কি ? তিনি বলেন ঃ জাহিলী যুগে লোকেরা এরূপ মনে করতো যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার আত্মা পেঁচার রূপ ধারণ করতো। এরপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি ঃ নবী ﷺ -এর কথা, 'সফর' শব্দের অর্থ কি ? তিনি বলেন ঃ জাহিলী যুগে লোকেরা সফর মাসকে অমংগলের মাস হিসাবে বিবেচনা করতো, এজন্য নবী ﷺ বলেন ঃ না, সফর মাস এরূপ নয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাশিদ বলেন ঃ আমরা শুনেছি, কোন কোন লোক এরূপ বলতো যে, সফর মাসে এক ধরনের পেটের ব্যথা হতো, যে জন্য তারা বলতো, এটি ছোঁয়াচে রোগ। এ কারণে নবী ﷺ

বলেন ঃ না, সফর মাস এরূপ নয়, যেরূপ তোমরা ধারণা কর !

٣٨٧٦. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ رَّجُلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ كَلِمَةً فَاَعْجَبَتْهُ فَقَالَ اَخَذْنَا فَالَكَ مِنْ فِيْكَ *

৩৮৭৬। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ এমন একটি কথা শোনেন, যা তাঁর কাছে ভাল মনে হয়। তখন তিনি বলেন ঃ আমরা তোমার মুখ হতে তোমার 'ফাল' জানতে পেরেছি, (অর্থাৎ তোমার কথার মধ্যেই মংগল নিহিত আছে)।

٣٨٧٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنِ خَلَفٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَقُوْلُ نَاسٌ الصُّفَرُ وَجَعٌ يَّاْخُذُ فِى الْبَطْنِ قُلْتُ فَمَا الْهَامَةُ قَالَ يَقُوْلُ نَاسٌ الْهَامَةُ الَّتِىْ تَصْرَخُ هَامَةُ النَّاسِ وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الْاِنْسَانِ اِنَّمَا هِىَ دَابَّةٌ *

৩৮৭৭। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালফ (র) - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (জাহিলী যুগে) লোকেরা এরূপ বলাবলি করতো যে, 'সফর' হলো পেট ব্যথা, (অর্থাৎ এ মাসে সাধারণতঃ পেট-ব্যথার অসুখ হয়।

রাবী ইব্‌ন জারীহ্ (র) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'হামা' কি ? তিনি বলেন ঃ লোকেরা বলতো 'হামা' হলো মৃত ব্যক্তির আত্মা। কিন্তু তা মৃত ব্যক্তির আত্মা নয়, বরং তা হলো একটি প্রাণী, যাকে লোকেরা পেঁচা বলে থাকে।

٣٨٧٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَّاَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالَ نَا وَكِعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَحْمَدُ الْقُرَشِىُّ قَالَ ذَكَرْتُ الطِّيَرَةَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنُهَا الْفَالُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ لَا يَاْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ *

৩৮৭৮। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - আহমদ কারাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শুভাশুভ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ সব চাইতে উত্তম শুভাশুভ নির্ণয়ের মাধ্যম হলো 'ফাল'। কিন্তু এর কারণে কোন মুসলমানের জন্য (নিজের কাজ থেকে) বিরত থাকা উচিত নয়। বস্তুতঃ তোমরা যখন কোন অপ্রিয় জিনিস দেখবে, তখন এ দু'আ পাঠ করবে ঃ আল্লাহুম্মা লা-য়াতী বিল্ হাসানাতে ইল্লা আন্‌তা, ওয়ালা য়াদ্‌ফাউস সাইয়্যেয়াতে ইল্লা আন্‌তা, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিকা।

٣٨٧٩. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ اِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَاَلَ عَنِ اسْمِهٖ

فَاِذَا اَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهٖ وَرُئِىَ بِشْرُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهٖ وَاِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِىَ كَرَاهِيَةُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهٖ وَاِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَاَلَ عَنِ اسْمِهَا فَاِذَا اَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا وَرُئِىَ بِشْرُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهٖ وَاِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُئِىَ كَرَاهِيَةُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهٖ *

৩৮৭৯। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - বুরায়দা (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ কোন জিনিসের দ্বারা অশুভ নির্ণয় করতেন না। আর তিনি যখন কাউকে শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করতেন, তখন তিনি তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। যদি তিনি তার নাম শুনে সন্তুষ্ট হতেন, তখন এর চিহ্ন তাঁর চেহারায় ফুটে উঠতো। আর যদি সে ব্যক্তির নাম তাঁর কাছে খারাপ মনে হতো, তবে এর নিদর্শন ও তাঁর চেহারায় দেখা যেতো। তিনি যখন কোন শহরে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি নাম জিজ্ঞাসা করতেন। যদি ঐ শহরের নাম তাঁর পসন্দ হতো, তবে তিনি তাতে সন্তোষ প্রকাশ করতেন। আর যদি সে স্থানের নাম তাঁর কাছে অপ্রিয় মনে হতো, তবে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেত।

٣٨٨٠. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى اَنَّ الْحَضْرَمِىَّ بْنَ لاَحِقٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لاَهَامَةَ وَلاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَاِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِىْ شَيْئٍ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْاَةِ وَالدَّارِ *

৩৮৮০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ বলতেন ঃ মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার কোন অস্তিত্ব নেই, কোন রোগ ছোঁয়াচে নয় এবং (কাজ কর্মে) শুভাশুভের কিছু নেই। অবশ্য শুভাশুভ যদি কোন জিনিসের মধ্যে থাকে, তবে তার অস্তিত্ব তিনটি জিনিসের মধ্যে আছে। যথা ঃ ঘোড়া, স্ত্রী লোক এবং ঘর-বাড়ীতে।

٣٨٨١. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِى الدَّارِ وَالْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَاَنَا شَاهِدٌ اَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الشُّؤْمِ فِى الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كَمْ مِّنْ دَارٍ سَكَنَهَا قَوْمٌ فَهَلَكُوْا ثُمَّ سَكَنَهَا اٰخَرُوْنَ فَهَلَكُوْا فَهٰذَا تَفْسِيْرُهُ فِيْمَا نَرٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ *

৩৮৮১। কা'নাবী (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনিট জিনিসের মধ্যে শুভাশুভ রয়েছে ; যথা ঃ ঘোড়া, স্ত্রী লোক এবং বসবাসে ঘর-বাড়ীতে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ একদা ইমাম মালিক (র)-কে ঘোড়া এবং গৃহের অমংগলের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ অনেক ঘর এমন আছে যেখানে লোক বসবাস করেছে, পরে ধ্বংস হয়ে গেছে; আর অন্য লোকেরা সেখানে বসবাস করার পরও ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘরের অমংগল এরূপ। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

٣٨٨٢. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا اَرْضُ اَبْيَنَ هِىَ اَرْضُ رِيْفِنَا وَمِيْرَتِنَا وَاِنَّهَا وَبِئَةٌ اَوْ قَالَ وَبَاءُهَا شَدِيْدٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعْهَا عَنْكَ فَاِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفُ *

৩৮৮২। মুখাল্লাদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার নিকট এক খণ্ড যমীন আছে, যা সব সময় (তৃণলতায়) আচ্ছন্ন থাকে এবং এর শিলা খুবই শক্ত। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তা পরিত্যাগ কর; কেননা এরূপ নিরস স্থানে বসবাসকারী লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

٣٨٨٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيٰى نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا كُنَّا فِىْ دَارٍ كَثِيْرٌ فِيْهَا عَدَدُنَا وَكَثِيْرٌ فِيْهَا اَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا اِلٰى دَارٍ اُخْرٰى فَقَلَّ فِيْهَا عَدَدُ نَا وَقَلَّتْ فِيْهَا اَمْوَالُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً *

৩৮৮৩। হাসান ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা এমন এক গৃহে বসবাস করতাম, যেখানে আমাদের ধন-জন অধিক ছিল। পরে আমরা অন্য এক স্থানে বসবাস শুরু করায় আমাদের ধন-জন কমে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ ঐ ঘর ভাল নয়, তোমরা তা পরিত্যাগ কর।

٣٨٨٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبُوْ شَيْبَةَ نَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا مُفَضَّلُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ حَبِيْبِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوْمٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِى الْقَصْعَةِ وَقَالَ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ *

৩৮৮৪। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন একজন কুষ্ঠ-রোগীর হাত ধরে নিজের যান-বাহনের সফর সংগী করেন। এবং বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা এবং ভরসা রাখ।

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় ঃ দাস মুক্তি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় ঃ দাস মুক্তি

١. بَابُ فِى الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّىْ بَعْضَ كِتَابَتِهٖ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوْتُ

১. অনুচ্ছেদ ঃ মুকাতিব (মুক্তিপণ-দাতা) দাস সম্পর্কে, যে তার মুক্তিপণের কিছু আদায়ের পর অসামর্থ হয় অথবা মারা যায়।

٣٨٨٥. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَا اَبُوْبَدْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُتْبَةَ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَّا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهٖ دِرْهَمٌ *

৩৮৮৫। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - আমর ইব্‌ন শুআয়েব (রা) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত মুকাতিব দাসের উপর তার মুক্তিপণের একটি দিরহামও বাকী থাকবে, ততক্ষণ সে দাস-ই থাকবে।

٣٨٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَبْدُ الصَّمَدُ نَاهَمَّامٌ نَا عَبَّاسٌ الْحَرِيْرِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلٰى مِائَةِ اُوْقِيَةٍ فَاَدَّاهَا اِلاَّ عَشْرَةَ اَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَّاَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلٰى مِائَةِ دِيْنَارٍ فَاَدَّاهَا اِلاَّ عَشْرَةَ دَنَانِيْرَ فَهُوَ عَبْدٌ *

৩৮৮৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - আমর ইব্‌ন শুআয়েব (রা) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা

করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে মুকাতিব দাস একশত আওকিয়ার বিনিময়ে মুক্তির জন্য মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, সে নব্বই আওকিয়া পরিশোধ করা সত্ত্বেও দাস-ই থাকবে। আর যে দাস একশত দীনারের বিনিময়ে মুক্তির জন্য মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, সে যদি নব্বই দীনার পরিশোধ করে, তবুও সে দাস-ই থাকবে ।

٣٨٨٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبٍ لأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمُّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ لأَحَدِ لَكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَايُؤَدِّيْ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ *

৩৮৮৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - উম্মু সালামা (রা)-এর মুকাতিব দাস নাব্হান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উম্মু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেন, যখন তোমাদের কারো কোন মুকাতিব দাসের নিকট তার বিনিময়ের জন্য দেয় চুক্তির টাকা মওজুদ থাকবে, তখন তার থেকে পর্দা করবে ।

٢. بَابُ فِيْ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ اِذَا فُسِخَتْ الْمُكَاتَبَةُ

২. অনুচ্ছেদ ঃ মুকাতিব দাসের চুক্তিভংগ হওয়ার পর তা বিক্রি সম্পর্কে

٣٨٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِيْ اِلٰى اَهْلِكَ فَاِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلاَئُكِ لِيْ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لاَهْلِهَا فَاَبَوْا وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلاَئُكِ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْتَاعِيْ فَاَعْتِقِيْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَابَالُ اُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَّيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَّيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ *

৩৮৮৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) - - - উরওয়া (রা) বলেন, আইশা (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা বারীরা তাঁর (আইশার) কাছে এসে তার মুক্তিপণের টাকার জন্য সাহায্য চায়। আর তখন ও তিনি তার মুক্তির জন্য কোন টাকা আদায় করেননি। তখন আইশা (রা) তাকে বলেন ঃ তুমি তোমার মনিবের কাছে জিজ্ঞাসা কর, যদি তিনি মানেন যে, তোমার

মুক্তিপণের টাকা পরিশোধের পর, তুমি মারা গেলে তোমার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক আমি হব, তবে আমি তোমার দেয়া সমস্ত টাকা পরিশোধ করে দেব। তখন বারীরা (রা) তার মনিবের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললে, তারা তা মানতে অস্বীকার করে এবং বলে ঃ যদি আইশা (রা) তোমাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাহায্য করতে চান, করতে পারেন ঃ কিন্তু তোমার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা হবে আমাদের। তখন তিনি এব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে আলোচনা করলে, তিনি বলেন ঃ তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। কেননা, যে মুক্ত করে, দাসের পরিত্যক্ত সম্পদ তারই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বলেন ঃ লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এরূপ শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই। আর তারা যদি এরূপ শর্ত আরোপ করে , যার উল্লেখ কুরআনে নেই, তবে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য, যদি একশতবার করা হয়। আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তই সত্য ও মজবুত।

٣٨٨٩. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلُ نَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيْرَةُ تَسْتَعِيْنُ فِيْ مُكَاتَبَتِهَا فَقَالَتْ اِنِّيْ كَاتَبْتُ اَهْلِيْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ اُوْقِيَةٌ فَاعِيْنِيْنِيْ فَقَالَتْ اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا عِدَّةً وَاحِدَةً وَاُعْتِقَكِ وَيَكُوْنَ وَلاَ ؤُكِ لِيْ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ اِلٰى اَهْلِهَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ نَحْوَ الزُّهْرِيِّ زَادَ فِيْ كَلاَمِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ اٰخِرِهٖ مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُوْلُ اَحَدُهُمْ اَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَالْوَلاَءُ لِيْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ *

৩৮৮৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা বারীরা (রা) তার মুক্তিপণের টাকার সাহায্যের জন্য এসে বলে যে, আমার মনিব আমার সাথে নয় আওকিয়ার বিনিময়ে মুক্তিদানের লখ্যে এরূপ চুক্তি করেছেন যে, আমি প্রতি বছর এক আওকিয়া পরিশোধ করবে। কাজেই, এব্যাপারে আপনি আমায় সাহায্য করুন। তখন আইশা(রা) বলেন ঃ তোমার মনিব রাযী হলে আমি তোমার দেয় সমস্ত টাকা এক সাথে পরিশোধ করে দেব, তবে শর্ত হলো– তোমার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা হবে আমার। তখন বারীরা (রা) এব্যাপারে তার মনিবের সাথে আলোচনা করেন।

রাবী, যুহ্‌রী (র) হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন এবং শেষে এরূপ বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ লোকদের কি হয়েছে যে, তারা অন্যকে বলে মুক্তিপণ দেওয়ার জন্য, আর সে নিজেই তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা দাবী করে ! বস্তুত দাসের পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক সে, যে তাকে মুক্ত করে।

٣٨٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى اَبُو الْاَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِيْ سَهْمِ

ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ اَوِ ابْنِ عَمٍّ لَّهُ فَكَاتَبَتْ عَلٰى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَاَةً مَلاَّحَةً تَاْخُذُهَا الْعَيْنُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَاءَتْ تَسْاَلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَ اَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَرٰى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِىْ رَاَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ اِنَّمَا كَانَ مِنْ اَمْرِىْ مَالاَ يَخْفٰى عَلَيْكَ وَاِنِّىْ وَقَعْتُ فِىْ سَهْمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَاِنِّىْ كَاتَبْتُ عَلٰى نَفْسِىْ فَجِئْتُكَ اَسْاَلُكَ فِى كِتَابَتِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلْ لَّكِ اِلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُؤَدِّىْ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَاَتَزَوَّجُكِ قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ قَالَتْ فَتَسَامَعَ يَعْنِىْ النَّاسَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ فَاَرْسَلُوْا مَا فِى اَيْدِيْهِمْ مِنَ السَّبْىِ فَاَعْتَقُوْهُمْ وَقَالُوْا اَصْهَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا رَاَيْنَا امْرَاَةً كَانَتْ اَعْظَمَ بَرَكَةً عَلٰى قَوْمِهَا مِنْهَا اُعْتِقَ فِىْ سَبَبِهَا مِائَةُ اَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِىْ الْمُصْطَلِقِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حُجَّةٌ فِىْ اَنَّ الْوَلِىَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ *

৩৮৯০। আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিছ ইব্ন মুসতালিক, ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্‌মাম (রা), অথবা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের অংশে (যুদ্ধ বন্দী হিসাবে) পড়েন। তিনি নিজেকে মুকাতিব দাসী হিসাবে সাবস্ত করেন তিনি একজন সুন্দরী, সুশ্রী রমণী ছিলেন, যা প্রত্যেকের জন্য আকর্ষণীয় ছিল। আইশা (রা) বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তার মুক্তিপণের টাকার জন্য আবেদন করার উদ্দেশ্যে আসেন। তিনি যখন দরজার কাছে এসে দাঁড়ান, তখন তাকে দেখে আমার খুব খারাপ লাগে। কেননা, আমার মনে হচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সে সৌন্দর্য দেখবেন, যা আমি দেখেছি। তখন জুয়ায়রিয়া বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিছ। আর আমার ব্যাপারটি আপনার কাছে গোপন নয়। আমি (যুদ্ধ বন্দী হিসাবে) ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্‌মামের ভাগে পড়েছি, আর আমি তাকে মুক্তিপণ দিয়ে বন্ধনমুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এজন্য আমি আমার মুক্তিপণের টাকার প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি কি এর চাইতে উত্তম কোন ব্যাপারে সম্মত আছো ? সে বলে ঃ তা কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি বলেন ঃ আমি তোমার পক্ষ্য হতে তোমার যাবতীয় মুক্তিপণ আদায় করে দেব এবং তোমাকে বিয়ে করবো। তখন জুয়ায়রিয়া বলেন ঃ আমি এতে রাযী আছি। আইশা (রা) বলেন ঃ লোকেরা যখন শুনলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুয়ায়রিয়াকে বিয়ে করেছেন, তখন তাদের হাতে বনূ মুসতালিকের যত বন্দী ছিল, সকলকে মুক্ত করে দেয় এবং তারা বলেন ঃ এরা তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শ্বশুর বংশের লোক। (আইশা (রা) বলেন ঃ)

আমি তাঁর চাইতে ভাগ্যবতী আর কোন মহিলা দেখিনি, যার কারণে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা এত উপকৃত হয়েছে ! কেননা, তাঁর জন্যই বনূ মুস্তালিকের একশত বন্দী মুক্তি পায়।

٣. بَابٌ فِى الْعِتْقِ عَلَى شَرْطٍ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন শর্তে গোলাম আযাদ করা

٣٨٩١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوْكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أَعْتِقُكَ وَاشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاعِشْتَ فَقُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِيْ عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِيْ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ *

৩৮৯১। মুসাদ্দাদ (র) - - - সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উম্মু সালামা (রা)-এর ক্রীতদাস ছিলাম। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে এ শর্তে আযাদ করছি যে, তুমি আজীবন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমত করবে। তখন আমি বলি ঃ যদি আপনি এরূপ শর্ত আরোপ নাও করেন, তবুও আমি যতদিন জীবিত থাকবো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমত হতে বিরত থাকবো না। পরে তিনি এশর্তে আমাকে আযাদ করে দেন।

٤. بَابٌ فِيْ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوْكٍ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসের মালিকানায় শরীকদারদের অংশ-বিশেষ আযাদ করা

٣٨٩٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ نَاهَمَّامٌ ح نَامُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمَعْنٰى قَالَ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَبُوْ الْوَلِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ زَادَ بْنُ كَثِيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ *

৩৮৯২। আবুল ওয়ালীদ তিয়ালিসী (র) - - - আবুল ওয়ালীদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি কোন এক ক্রীতদাসকে তার অংশের আযাদ ঘোষণা করেন। এরপর সে নবী ﷺ -কে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র কোন শরীক নেই।[১]

ইব্ন কাছীর (র) তাঁর বর্ণিত হাদীছে অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন ঃ তখন নবী ﷺ সে দাসকে পূর্ণরূপে আযাদ করে দেওয়ার অনুমতি দেন।

---

১. অর্থাৎ সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত পর্যায়ের যে কাজ হবে, তাতে অন্যের শরীকানা যেন না থাকে-(অনুবাদ)।

٣٨٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ شَقِيْصًا لَّهُ مِنْ غُلاَمٍ فَاَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ *

৩৮৯৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি যৌথ-গোলামের স্বীয় অংশ আযাদ করে দেয়। তখন নবী ﷺ তাকে সম্পূর্ণরূপে আযাদ করার নির্দেশ দেন এবং আযাদকারী ব্যক্তি হতে অন্য শরীকের টাকা আদায় করে দেন ।

٣٨٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَاَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ نَا رَوْحٌ قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِاِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ مَمْلُوْكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اٰخَرَ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ *

৩৮৯৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - আবূ কাতাদা (র) উক্ত সনদের আলোকে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যৌথ-মালিকানার দাসের (স্বীয় অংশ) আযাদ করবে, তার উপর তাকে পর্ণরূপে আযাদ করা কর্তব্য। এটি ইব্‌ন সুওয়ায়েদের বর্ণনা ।

٣٨٩٥. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ نَا رَوْحٌ قَالاَ نَا هِشَامُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ بِاِسْنَادِهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ عُتِقَ مِنْ مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنّٰى النَّضْرَبْنَ اَنَسٍ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ *

৩৮৯৫। ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - কাতাদা (র) উক্ত সনদের আলোকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যৌথ-মালিকানার দাসের (স্বীয় অংশ) আযাদ করবে, তার জন্য কর্তব্য যে, সে তার মাল দিয়ে তার বাকী অংশ আযাদ করে দেবে, যদি তার মাল থাকে।

٥. بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ দাসের কিছু অংশ আযাদ হওয়ার পর, তাকে দিয়ে কাজ-কর্ম করানো সম্পর্কে

٣٨٩٦. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا اَبَانُ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ

عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شَقِيْصًا فِىْ مَمْلُوْكِهٖ فَعَلَيْهِ اَنْ يُّعْتِقَهُ كُلَّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَّاِلاَّ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرُ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ *

৩৮৯৬। মূসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যৌথ-মালিকানাধীন গোলামের (স্বীয় অংশ) আযাদ করবে, তার উপর সে গোলামকে পূর্ণরূপে আযাদ করে দেওয়া কর্তব্য। অবশ্য সে যদি মালদার হয়। আর যদি সে মালদার না হয়, তবে সে গোলামকে কাজ-কর্ম করে অর্জিত মালের দ্বারা তার (মুক্তির জন্য) বাকী অংশের টাকা পরিশোধ করতে বলবে। অবশ্য এরূপ তখন করতে হবে, যখন তার কোন কষ্ট হবে না।

٣٨٩٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِىْ ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ اَوْ شَقِيْصًا لَهُ فِىْ مَمْلُوْكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِىْ مَالِهٖ اَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِىَ لِصَاحِبِهٖ فِىْ قِيْمَتِهٖ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا جَمِيْعًا فَاسْتَسْعِىَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ *

৩৮৯৭। নসর ইব্‌ন আলী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যৌথ-মালিকানাধীন দাসের (স্বীয় অংশ) আযাদ করবে, সে মালদার হলে, তার উপর তাকে পূর্ণরূপে আযাদ করা কর্তব্য। আর যদি তার মাল না থাকে, তবে ইনসাফের সাথে গোলামের মূল্য ধার্য করে, দাসের পরিশ্রমলব্ধ আয়ের দ্বারা তা পরিশোধ করতে বলতে হবে; যাতে তার কোন কষ্ট না হয়।

٣٨٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السِّعَايَةَ وَرَوَاهُ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ وَّمُوْسَى بْنُ خَلَفٍ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ بِاِسْنَادِ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَّمَعْنَاهُ وَذَكَرَ فِيْهِ السِّعَايَةَ *

৩৮৯৮। মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - সাঈদ (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের ও অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) রাওহ্ ইব্‌ন উবাদা, তিনি সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া (রা) হতে যে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তাতে " السِّعَايَةَ " বা 'পরিশ্রম' শব্দটির উল্লেখ নেই।

পক্ষান্তরে জারীর ইব্‌ন হাযিম ও মূসা ইব্‌ন খাল্‌ফ একত্রে আবূ কাতাদা (রা) থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরাফ থেকে উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতে " السِّعَايَةَ " শব্দটির উল্লেখ আছে।

٦. بَابُ فِيْ مَنْ رَوٰى اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لاَيُسْتَسْعٰى

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যদি গোলামের মাল না থাকে, তবে তাকে খাটানো যাবে না- এ সম্পর্কে

٣٨٩٩. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَّه فِيْ مَمْلُوْكٍ اُقِيْمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدلِ فَاعْطٰى شُرَكَائَهُ حِصَصَهُمْ وَاُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَ اِلاَّ فَقَدْ اُعْتِقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ *

৩৮৯৯। কা'নাবী (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যৌথ- গোলামের মালিকানায় (স্বীয় অংশ) আযাদ করে দেবে, তার উচিত গোলামের জন্য ইনসাফ ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণের পর, সে ব্যক্তি তার বাকী অংশের মূল্য অন্য মালিককে পরিশোধ করে দেবে এবং নিজেই সে গোলামকে আযাদ করে দেবে। আর আযাদকারী ব্যক্তি যদি মালদার না হয়, তবে সে যতটুকু আযাদ করবে, গোলাম ততটুকু আযাদ থাকবে।

٣٩٠٠. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ نَااِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ رُبَمَا قَالَ فَقَدْ عُتِقَ مِنْهُ مَاعُتِقَ وَرُبَمَا لَمْ يَقُلْهُ *

৩৯০০। মুআম্মাল (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। নাফি' (রা) কোন কোন সময় এরূপ বর্ণনা করতেন যে, গোলামের যতটুকু আযাদ করা হবে, সে ততটুকু আযাদ থাকবে। আর কখনো কখনো তিনি এর উল্লেখ করতেন না।

٣٩٠١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَاحَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَيُّوْبُ فَلاَ اَدْرِىْ هُوَ فِى الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْشَيْئٌ قَالَهُ نَافِعٌ وَاِلاَّ عَتَقَ مِنْهُ مَاعُتِقَ *

৩৯০১। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - -ইব্‌ন উমার (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আইয়ুব (রা) বলেন ঃ আমি জানি না 'সে যতটুকু আযাদ করেছে, ততটুকু আযাদ থাকবে। এটি হাদীছের অংশ কিনা। আর এটি নবী ﷺ -এর হাদীছ না নাফি' বর্ণনা করেছেন, তাও জানি না।

٣٩٠٢. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ قَالَ اَنَا عِيْسٰى قَالَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا مِّنْ مَّمْلُوْكٍ لَّهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَّبْلُغُ ثَمَنَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ عُتِقَ نَصِيْبُهُ *

৩৯০২। ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার যৌথ–মালিকানাধীন গোলামের (স্বীয় অংশ আযাদ করবে, তার উপর কর্তব্য হলো তার বাকী অংশও আযাদ করে দেওয়া ; যদি সে মালদার হয় এবং বাকী অংশের মূল্য পরিশোধে সক্ষম হয়। অন্যথায় তার আযাদকৃত অংশই মুক্ত থাকবে।

٣٩٠٣. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنٰى اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُوْسٰى *

৩৯০৩। মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীছ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ نَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنٰى مَالِكٍ وَّلَمْ يَذْكُرْ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ انْتَهٰى حَدِيْثُهُ اِلٰى وَاَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلٰى مَعْنَاهُ *

৩৯০৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীছ মালিকের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَاَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ অর্থাৎ 'গোলাম তাকে আযাদ করতে হবে', এর উল্লেখ আছে।

٣٩٠٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَّهُ فِىْ عَبْدٍ عُتِقَ مِنْهُ مَا بَقِىَ فِىْ مَالِهٖ اِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ *

৩৯০৫। হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার যৌথ-মালিকানাধীন গোলামের (স্বীয় অংশ) আযাদ করে দেবে, যদি সে মালদার হয়, তবে তার জন্য ঐ গোলামের বাকী অংশের অর্থ পরিশোধ করে, তাকে পূর্ণরূপে মুক্ত করা কর্তব্য।

٣٩٠٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَاَعْتَقَ اَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ فَاِنْ كَانَ مُوْسِرًا

يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةٌ لاَ وَكَسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ *

৩৯০৬। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - সালিম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন গোলাম দু'জনের মালিকানাধীন থাকবে এবং তাদের একজন তাকে আযাদ করে দেবে। আযাদকারী ব্যক্তি যদি মালদার হয়, তবে ঐ গোলামের সঠিক মূল্য ধার্য করে, যা বেশী-কম হবে না, অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে তাতে আযাদ করতে হবে।

٣٩٠٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ الْعَنْبَرِىِّ عَنِ ابْنِ الثَّلَبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوْكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اَحْمَدُ اِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ يَعْنِى الثَّلْبِ وَكَانَ شُعْبَةُ اَلثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ *

৩৯০৭। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - ইব্‌ন ছালাব (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা কোন এক ব্যক্তি যৌথ-মালিকানাধীন গোলামের (স্বীয় অংশ) আযাদ করে দিলে নবী ﷺ তার নিকট হতে বাকী অংশের মুক্তিপণ আদায় করেন নি।

٧. بَابُ فِيْمَنْ مَلَكَ ذَارَحِمٍ مَحْرَمٍ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন নিকট আত্মীয়ের মালিক হলে

٣٩٠٨. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ مَلَكَ ذَارَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ *

৩৯০৮। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - -সামুরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঃ যদি কেউ তার এমন কোন নিকটাত্মীয়ের মালিক হয়ে যায়, যার সাথে বিবাহ বৈধ নয়, তবে সে আযাদ হয়ে যাবে।

٣٩٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَارَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ *

৩৯০৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যদি কেউ তার তার এমন কোন নিকটাত্মীয়ের মালিক হয়, যার সাথে বিবাহ বৈধ নয়, সে আযাদ হয়ে যাবে।

.٣٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَنْ مَّلَكَ ذَارَحِمٍ مَّحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ *

৩৯১০। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার এমন কোন নিকটাত্মীয়ের মালিক হবে, যার সাথে বিবাহ বৈধ নয়, সে আযাদ হয়ে যাবে।

٣٩١١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا اُسَامَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَّالْحَسَنِ مِثْلُهُ *

৩৯১১। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - জাবির ইব্‌ন যায়দ ও হাসান (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

٨. بَابُ فِىْ عِتْقِ اُمَّهَاتِ الْاَوْلَادِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মু-ওলাদের [১] আযাদ হওয়া সম্পর্কে

٣٩١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَن مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ خَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ مَّوْلَى الْاَنْصَارِ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ سُلَامَةَ بِنْتِ مَعْقَلٍ امْرَاةٍ مِّنْ خَارِجَةَ قَيْسِ غَيْلَانَ قَالَ قَدِمَ بِىْ عَمِّىْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِىْ مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو اَخِىْ اَبِىْ الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحُبَابِ ثُمَّ هَلَكَ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ الْاٰنَ وَاللّٰهِ تُبَاعِيْنَ فِىْ دَيْنِهٖ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَاَةٌ مِّنْ خَارِجَةَ قَيْسِ غَيْلَانَ قَدِمَ بِىْ عَمِّى الْمَدِيْنَةَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِىْ مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو اَخِىْ اَبِى الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحُبَابِ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ الْاٰنَ وَاللّٰهِ تُبَاعِيْنَ فِىْ دَيْنِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَّلِّىَ الْحُبَابَ قِيْلَ اَخُوْهُ اَبُو الْيُسْرِ بْنُ عَمْرٍ وَفَبَعَثَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَعْتِقُوْهَا فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيْقٍ قَدِمَ عَلَىَّ فَائْتُوْنِىْ اُعَوِّضُكُمْ مِنْهَا

১. 'উম্মে-ওলাদে'ঐ দাসীকে বলা হয়, যার গর্ভে মনিবের সন্তান জন্ম নেয়। সন্তান হওয়ার পর ঐ দাসীকে বিক্রি বা দান করা মালিকের জন্য উচিত নয়। বরং মনিব যতদিন জীবিত থাকবে, সে ততদিন তার খিদমতে নিয়োজিত থাকবে। আর মনিব মারা গেলে, সে আযাদ হয়ে যাবে। কোন সন্তানের মালিকানায় যাবে না।- (অনুবাদক)।

قَالَتْ فَاَعْتَقُوْنِىْ وَقَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَفِيْقٌ فَعَوَّضَهُمْ مِنِّىْ غُلاَمًا *

৩৯১২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র) - - - সালামা বিন্‌ত মা'আকাল (রা) থেকে বর্ণিত। যিনি খারিজা কায়স গায়লান গোত্রের মহিলা ছিলেন। তিনি বলেন ঃ জাহিলী যুগে আমার চাচা আমাকে হুবাব ইব্‌ন আমরের (যিনি আবূ ইয়াসার ইব্‌ন আমরের ভাই ছিলেন) নিকট বিক্রি করেন। আমার গর্ভে আবদুর রহমান হুবাবের একটি পুত্র জন্ম নেয়, যার নাম, আবদুর রহমান ইব্‌ন হুবাব। হুবাবের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী আমাকে বলে ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! এখন তোমাকে হুবাবের দেনার জন্য বিক্রি করা হবে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি খারিজা গায়লান গোত্রের একজন মহিলা। জাহিলী যুগে আমার চাচা আমাকে মদীনায় নিয়ে এসে আবূ ইয়াসার ইব্‌ন আমরের ভাই, হুবাব ইব্‌ন আমরের নিকট বিক্রি করেন। আমার গর্ভে হুবাবের পুত্র আবদুর রহমান ইব্‌ন হুবাব জন্ম নিয়েছে। এখন হুবাবের স্ত্রী আমাকে বলছে ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! হুবাবের দেনার জন্য এখন তোমাকে বিক্রি করা হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ হুবাবের উত্তরাধিকারী কে ? বলা হয় ঃ আবূ ইয়াসার ইব্‌ন আমার। তিনি ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি সালামাকে আযাদ করে দাও। আর তুমি যখন শুনবে যে, আমার কাছে দাস-দাসী এসেছে, তখন তুমি আসবে ; আমি তোমাকে এর বিনিময় দিয়ে দেব। সালামা (রা) বলেন ঃ তখন তারা আমাকে আযাদ করে দেয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যখন দাস-দাসী আসে, তখন তিনি ﷺ আমার বিনিময়ে তাকে একটি গোলাম প্রদান করেন।

٣٩١٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بِعْنَا اُمَّهَاتِ الْاَوْلاَدِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا *

৩৯১৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর যুগে 'উম্মু-ওলাদ'-কে বিক্রি করতাম। পরে উমার (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন।

٩. بَابٌ فِىْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুদাব্বির[১] গোলাম বিক্রি সম্পর্কে

٣٩١٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَاَمَرَبِهِ النَّبِىُّ

১. মুদাব্বির ঐ গোলামকে বলা হয়, যার মালিক তাকে বলে ঃ আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ- (অনুবাদক)

ﷺ فَبِيْعَ بِسَبْعِمِائَةٍ اَوْ بِتِسْعِ مِائَةٍ *

৩৯১৪। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর তার গোলাম আযাদ হওয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু ঐ গোলাম ছাড়া তার আর কোন সম্পদ ছিল না। তখন নবী ﷺ তাকে ঐ গোলাম বিক্রি করার জন্য নির্দেশ দেন। তখন সে তাকে সাত শ' বা নয় শ' টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে।

٣٩١٥. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ نَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا زَادَ وَقَالَ يَعْنِيْ النَّبِيُّ ﷺ اَنْتَ اَحَقُّ بِثَمَنِهٖ وَاللّٰهُ اَغْنٰى عَنْهُ *

৩৯১৫। জা'ফর ইব্ন মুসাফির (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) উক্ত হাদীছের বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেন ঃ তুমিই এ গোলামের মূল্য গ্রহণের অধিক হকদার এবং আল্লাহ্ এথেকে অমুখাপেক্ষী।

٣٩١٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ نَا اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ مَذْكُوْرٍ اَعْتَقَ غُلَامًا لَّهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوْبُ عَنْ دُبُرٍ وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَابِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِيْهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَ فَعَهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فَقِيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهٖ فَاِنْ كَانَ فِيْهَا فَضْلٌ فَعَلٰى عِيَالِهٖ فَاِنْ كَانَ فِيْهَا فَضْلٌ فَعَلٰى ذِيْ قَرَابَتِهٖ اَوْ قَالَ عَلٰى ذِيْ رَحِمِهٖ وَاِنْ كَانَ فَضْلاً فَهٰهُنَا وَهٰهُنَا *

৩৯১৬। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ মাজকূর নামক একজন আনসার, তার মৃত্যুর পর , ইয়াকূব নামক একজন আনসার, তার মৃত্যুর পর, 'ইয়াকূব নামক একজন গোলাম আযাদের ঘোষণা দেন। কিন্তু ঐ গোলাম ব্যতীত তার আর কোন সম্পদ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে গোলামকে হাযির করে বলেন ঃ একে কে খরিদ করবে ? তখন নুআয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাহ্হাম তাকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেন। তখন তিনি ﷺ ঐ অর্থ সে আনসার সাহাবীকে দিয়ে বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন গরীব হবে, তখন সে যেন তা নিজের জন্য খরচ করা শুরু করে। নিজের প্রয়োজন শেষ হওয়ার পরও যদি সম্পদ থেকে যায়, তখন তা নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্য খরচ করবে। এরপরও যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তখন এভাবে, ওভাবে খরচ করবে।

١٠. بَابُ فِيْمَنْ اَعْتَقَ عُبَيْدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি এক-তৃতীয়াংশের কমে গোলাম আযাদ করে- তার সম্পর্কে

٣٩١٧. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَا نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَن اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ سِتَّةَ اَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّاَهُمْ ثَلاَثَةَ اَجْزَاءٍ فَاَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَاَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاَرَقَّ اَرْبَعَةً *

৩৯১৭। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় ছয়টি গোলাম আযাদ করে এবং সে ব্যক্তির কাছে ঐ ছয়টি গোলাম ব্যতীত আর কোন সম্পদ ছিল না। এ সংবাদ নবী ﷺ -এর নিকট পৌছলে, তিনি তাকে খুবই ভর্ৎসনা করেন। এরপর তিনি সে গোলামদের একত্রিত করে তিন ভাগে বিভক্ত করেন এবং তাদের মধ্যে লটারী করে দু'জনকে আযাদ করে দেন এবং অবশিষ্ট চারজনকে গোলাম হিসাবে বহাল রাখেন।

٣٩١٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ الْمُخْتَارِ نَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا *

৩৯১৮। আবূ কামিল (র) - - - আবূ কিলাবা (রা) উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে এর উল্লেখ নেই যে, فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا অর্থাৎ 'তিনি তাকে খুবই ভর্ৎসনা করেন।

٣٩١٩. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ لَوْ شَهِدْتُّهُ قَبْلَ اَنْ يُّدفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِىْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ *

৩৯১৯। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (র) - - - আবূ যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জনৈক আনসার ব্যক্তির ছয়টি গোলাম আযাদ করার প্রসংগে এ হাদীছ উল্লেখ করে বলেন যে, নবী ﷺ (তার সম্পর্কে) বলেন ঃ যদি তার দাফনের পূর্বে আমি উপস্থিত হতাম, তবে তাকে মুসলমানদের কবরস্তানে দাফন করা হতো না।

٣٩٢٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ وَاَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ سِتَّةَ اَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَاَعْتَقَ اِثْنَيْنِ وَاَرَقَّ اَرْبَعَةً *

৩৯২০। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার ছয়টি গোলাম আযাদ করে দেয় এবং এ ছয়টি গোলাম ব্যতীত তার আর কোন সম্পদ ছিল না। এ খবর নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি গোলামদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং দু'জনকে আযাদ করেন আর বাকী চারজনকে গোলামীতে বহাল রাখেন।

١١. بَابُ مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন মালদার গোলাম আযাদ করে

٣٩٢١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ السَّيِّدُ *

৩৯২১। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মালদার গোলামকে আযাদ করে দেবে, সে ঐ গোলামের মালের মালিক হবে ; যদি মালিক এরূপ শর্ত করে – তবে।

١٢. بَابُ فِىْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ জারয সন্তানের মুক্তি সম্পর্কে

٣٩٢٢. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لاَنْ اُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ *

৩৯২২। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ব্যভিচারের ফলে সৃষ্ট সন্তান তিন দিক দিয়েই নিকৃষ্ট, (অর্থাৎ তার বাপ, মা ও সম্পর্ক)।

আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন ঃ যদি আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাউকে একটা চাবুকও মারতে পারি, তবে তা আমার নিকট 'জারয সন্তানকে' আযাদ করার চাইতে উত্তম।

١٣. بَابٌ فِىْ ثَوَابِ الْعِتْقِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম আযাদের ছওয়াব সম্পর্কে

٣٩٢٣. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدِ الرَّمْلِىُّ قَالَ نَاضَمْرَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَبْلَةَ عَنِ الْغَرِيْفِ بْنِ الدَّيْلَمِىِّ قَالَ اَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَقْرَ اُوَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِىْ بَيْتِهِ فَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ قُلْنَا اِنَّمَا اَرَدْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فِىْ صَاحِبٍ لَنَا اَوْجَبَ يَعْنِى النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ اَعْتِقُوْا عَنْهُ يُعْتِقُ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍمِّنْهُ عُضْوًا مِّنَ النَّارِ *

৩৯২৩। 'ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - আরীফ ইব্‌ন দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা অসিলা ইব্‌ন আসকা' (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, আপনি আমাদের কাছে কম-বেশী না করে একটি হাদীছ বর্ণনা করুন। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমাদের কেউ কুরআন পাঠ করে এবং কুরআন তার ঘরে শোভা পায়, তবুও এর মধ্যে কম-বেশী হয়ে যায়। আমরা বলি ঃ আমরা আপনার কাছে এমন একটি হাদীছ শুনতে চাই, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য হাযির হই, যে হত্যার কারণে নিজের উপর দোজখ অবধারিত করে নিয়েছে। তখন তিনি বলেন ঃ তার তরফ থেকে একটি গোলাম আযাদ করে দাও, যার প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগের বিনিময়ে আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির সমস্ত অংগ-প্রত্যংগকে দোজখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবেন।

١٤. بَابٌ اَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কিরূপ গোলাম আযাদ করা উত্তম

٣٩٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَامُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَّعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِىِّ عَنْ اَبِىْ

نَجِيْحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِقَصْرِ الطَّائِفِ قَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ بِقَصْرِ الطَّائِفِ بِحِصْنِ الطَّائِفِ كُلُّ ذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُ دَرَجَةٌ وَّسَاقَ الْحَدِيْثَ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا رَجُلٍ مُّسْلِمٍ اَعْتَقَ رَجُلاً مُّسْلِمًا فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ وِّقَاءً كُلِّ عَظْمٍ مِّن عِظَامِهٖ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِهٖ مِنَ النَّارِ وَاَيُّمَا امْرَاةٍ اَعْتَقَتْ امْرَاةً مُّسْلِمَةً فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ وِّقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِّن عِظَامِهَا عَظْمًا مِّنْ عِظَامِ مُحَرِّرِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৩৯২৪। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - আবূ নাজীহ্ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথী হয়ে তায়েফের দুর্গ অবরোধ করি। মুআদ বলেন, এ সময় আমি আমার পিতাকে বলতে শুনি, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় কাফিরের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে, সে একটা মর্তবা লাভ করবে। এরূপে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আরো বলতে শুনেছি ঃ যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করে দেয়, তবে আল্লাহ্ তাকে সে গোলামের বিনিময়ে, তার প্রত্যেক অস্থি-মজ্জাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যদি কোন মুসলিম নারী, কোন মুসলিম দাসীকে আযাদ করে দেয়, তবে আল্লাহ্ তাকে দাসীর বিনিময়ে, তার প্রত্যেক অস্থি-মজ্জাকে কিয়ামতের দিন দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

٣٩٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ قَالَ نَابَقِيَّةُ قَالَ نَاصَفْوَانَ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرَحبِيْلِ بْنِ السَّمْطِ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ *

৩৯২৫। আবদুল ওয়াহাব ইব্ন নাজদা (র) - - - আমর ইব্ন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন মু'মিন দাসীকে আযাদ করে দেবে, সে তার জন্য দোজখের আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে।

٣٩٢٦. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَاشُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ شُرَحبِيْلِ بْنِ السِّمْطِ اَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ اَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنٰى مُعَاذٍ اِلٰى قَوْلِهٖ وَاَيُّمَا

كِتَابُ الْحُرُوْفِ وَالْقِرَأَتِ

অধ্যায় ঃ কুরআনের হরূফ এবং কিরাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحُرُوْفِ وَالْقِرَأتِ

অধ্যায় ঃ কুরআনের হরূফ এবং কিরাত

٣٩٢٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا خَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَاَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى *

৩৯২৮। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (নিম্নোক্ত আয়াত) এরূপে পাঠ করেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

٣٩٢٩. حَدَّثَنَا مُوْسٰى يَعْنِى ابْنَ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقْرَاُ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ فُلاَنًا كَاَيِّنْ مِنْ اٰيَةٍ اَذْكَرَنِيْهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ اَسْقَطْتُهَا *

৩৯২৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রাতে সালাতের জন্য উঠে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে। তখন সকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে রাতে আমাকে এমন কিছু আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলে যাচ্ছিলাম।

٣٩٣٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا خُصَيْفٌ نَا مِقْسَمٌ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ

يَّغُلَّ فِيْ قَطِيْفَةٍ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ *

৩৯৩০। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এ আয়াত ঃ " وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ "(অর্থাৎ কোন নবীর জন্য ইহা সম্ভব নয় যে. তিনি গনীমতের মালের মধ্যে খিয়ানত করবেন). বদর যুদ্ধে একটি লাল-চাদর হারানোর প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। যখন কেউ কেউ এরূপ বলছিল. সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিয়েছেন। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

٣٩٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْهَرَمِ *

৩৯৩১। মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র) - - -আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট কৃপণতা ও বার্ধক্য থেকে পানাহ্ চাই।

٣٩٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ اَبِيْهِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِى الْمُنْتَفِقِ اَوْ فِىْ وَفْدِ بَنِى الْمُنْتَفِقِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ لاَ تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ *

৩৯৩২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - লাকীত ইব্‌ন সাবুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বনূ-মুনতাফিকের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়েছিলাম। এরপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করে বলেন. তখন নবী ﷺ " لاَ تَحْسِبَنَّ " পাঠ করেন এবং " لاَ تَحْسَبَنَّ " পড়েন নি।

٣٩٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا سُفْيَانُ نَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَحِقَ الْمُسْلِمُوْنَ رَجُلاً فِىْ غُنَيْمَةٍ لَّهُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوْهُ وَاَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ وَنَزَلَتْ وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ *

৩৯৩৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার মুসলিমগণ এমন এক ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়. যার কাছে কিছু বকরী ছিল। সে তাদের সালাম

দেয়, তা সত্ত্বেও তারা তাকে হত্যা করে এবং সে বকরীর পাল নিয়ে আসে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "যখন কেউ তোমাদের সালাম করে, তখন তোমরা তাকে এরূপ বলো না যে, তুমি মু'মিন নও।"

তোমরা ঐ বকরীর দ্বারা পার্থিব দুনিয়ার ধন-সম্পদ অন্বেষণ করেছ ! (যা তোমাদের জন্য উচিত হয়নি)।

٣٩٣٤. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَاحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ وَهُوَ اَشْبَعُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَلَمْ يَقُلْ سَعِيْدٌ كَانَ يَقْرَاُ *

৩৯৩৪। সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) - - - যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুরআনের এ আয়াত এরূপে পাঠ করতেন ঃ " غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ " । (তবে কোন কোন সময় তিনি غَيْرِ ও পাঠ করতেন।)

٣٩٣٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَن اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ *

৩৯৩৫। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ আয়াত ঃ ' وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ' পাঠ করতেন।

٣٩٣٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِى اَبِىْ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَايُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ عَلِيٍّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَن اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ *

৩৯৩৬। নাসর ইব্ন আলী (র) - - - আনাসা ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এ আয়াত এরূপে পাঠ করেন ঃ " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ " ।

٣٩٣٧. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَازُهَيْرٌ نَافُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِنِ الْعَوْفِىِّ قَالَ قَرَاْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ فَقَالَ مِنْ ضُعْفٍ قَرَاْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ كَمَا قَرَاْتَهَا عَلَىَّ فَاَخَذَ عَلَىَّ كَمَا

اَخَذْتُ عَلَيْكَ *

৩৯৩৭। নুফায়লী (র) - - - আতিয়া ইব্‌ন সা'আদ আওফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর সামনে এ আয়াত এরূপে তিলাওয়াত করলে ঃ " اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ" তিনি বলেন ঃ " ضُعْفٍ " পাঠ করবে।

রাবী বলেন ঃ একদা আমি তোমার ন্যায় এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তিলাওয়াত করলে, তিনি আমার ভুল ধরেন, যেমন আমি তোমার ভুল ধরলাম।

٣٩٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطْعِيُّ نَا عُبَيْدٌ يَعْنِىْ بْنَ عَقِيْلٍ عَنْ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ ضُعْفٍ *

৩৯৩৮। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - -আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুরআনের এ আয়াত ঃ " مِنْ ضُعْفٍ " পাঠ করতেন। (অর্থাৎ তিনি ' ض ' অক্ষরে পেশ দিয়ে পড়তেন।)

٣٩٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ قَالَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا *

৩৯৩৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উবায়্যা ইব্‌ন কা'আব (রা) কুরআনের এ আয়াত এরূপে পাঠ করতেন ঃ " بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا "

٣٩٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا عَنِ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَجْلَحِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ اَنَّهُ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْتَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُوْنَ *

৩৯৪০। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - উবায়্যা ইব্‌ন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ আয়াত এরূপে পাঠ করতেন ঃ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْتَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُوْنَ –

٣٩٤١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ *

৩৯৪১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আস্‌মা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে নিম্নোক্ত আয়াতটি এ ভাবে তিলাওয়াত করতে শোনেন ঃ " اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ "

٣٩٤٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ الْمُخْتَارِ نَا ثَابِتٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَاَلْتُ اُمَّ سَلَمَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَقَالَتْ قَرَاَ هَا اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هَارُوْنُ النَّحْوِىُّ وَمُوْسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ ثَابِتٍ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ *

৩৯৪২। আবূ কামিল (র) - - - শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিম্নোক্ত আয়াতটি কিভাবে তিলাওয়াত করতেন ? " اَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ " এভাবে তিলাওয়াত করতেন কি ? তিনি বলেন, নবী ﷺ পড়তেন ঃ " اِنَّهُ عَمِلَ غَيرَ صَالِحٍ "।

٣٩٤٣. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا عِيْسٰى عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَابَدَاَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلٰى مُوْسٰى لَوْ صَبَرَ لَرَاى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْئٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّىْ طَوَّلَهَا حَمْزَةُ *

৩৯৪৩। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) - - - উবায়্যা ইব্‌ন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দু'আ করতেন, তখন প্রথমে নিজের জন্য করতেন এবং বলতেন ঃ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلٰى مُوْسٰى অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমত আমাদের উপর এবং মূসার উপর। যদি তিনি সবর করতেন, তবে তিনি তাঁর সংগী (খিযির আ) থেকে আরো আশ্চর্যজনক অনেক কিছুই দেখতে পেতেন। বরং তিনি সবর না করে বলেন ঃ " اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْئٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّىْ عُذْرًا " কারী হামযা لَدُنِّى শব্দের নূনকে লম্বা করে পড়েন।

٣٩٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ نَا اَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَاَهَا قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّى وَثَقَّلَهَا *

৩৯৪৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - উবায়্যা ইব্‌ন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত ঃ " قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ "-এর لَدُنِّيْ শব্দের নূনকে তাশ্‌দীদ সহকারে তিলাওয়াত করতেন।

٣٩٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَوْسٍ عَنْ مَّصْدَعٍ اَبِيْ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُوْلُ اَقْرَاَنِيْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ كَمَا اَقْرَاَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ مُخَفَّفَةً *

৩৯৪৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উবায়্যা ইব্‌ন কা'আব (রা) আমাকে সেভাবেই পড়ান, যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পড়িয়েছিলেন। যেমন এ আয়াত ঃ " فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ " এখানে " حَمِئَةٍ " শব্দটিকে হাল্‌কাভাবে পড়েন।

٣٩٤٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ نَا وُهَيْبٌ اَنَا هَارُوْنُ اَخْبَرَنِيْ اَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ مِنْ اَهْلِ عِلِيِّيْنَ يُشْرِفُ عَلٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ فَتُضِيءُ الْجَنَّةُ بِوَجْهِهٖ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ قَالَ وَهٰكَذَا جَاءَ الْحَدِيْثُ دُرِّيٌّ مَّرْفُوْعَةُ الدَّالِ لَاتُهْمَزُ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَاَنْعَمَا *

৩৯৪৬। ইয়াহ্ইয়া (র) ইব্‌ন ফযল (র) - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ 'ইল্লীন অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি জান্নাতের অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে ঃ ফলে, জান্নাত তার দৃষ্টির কারণে মোতির ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করবে।

রাবী বলেন ঃ হাদীছে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। دُرِّيٌّ শব্দটির 'দলের' উপর পেশযুক্ত হবে। 'দালের' উপর যের বা যবর হবে না। এরপর নবী ﷺ বলেন ঃ আবূ বকর ও উমার তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, বরং তাঁরা ঐ মোতি হতেও উত্তম!

٣٩٤٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخْعِيُّ نَا اَبُوْ سَبْرَةَ النَّخْعِيُّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْغُطَيْفِيِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنَا عَنْ سَبَاٍ مَّا هُوَ اَرْضٌ اَوِامْرَاَةٌ قَالَ لَيْسَ بِاَرْضٍ وَّلَاامْرَاَةٍ وَّلٰكِنَّهُ رَجُلٌ وَّلَدَ عَشْرَةً مِّنَ الْعَرَبِ فَتَيَامَنَ سِتَّةٌ وَّتَشَاءَمَ اَرْبَعَةٌ قَالَ عُثْمَانُ

الْغُطَفَانِيُّ مَكَانُ الْغُطَيْفِيِّ وَقَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخْعِيُّ *

৩৯৪৭। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)- - - ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক গতায়ফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী ﷺ নিকট আগমন করি। এরপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন। তখন কাওমের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের 'সাবা' সম্পর্কে খবর দিন? তা কি কোন স্থানের নাম, বা কোন মহিলার নাম; তিনি ﷺ বলেন ঃ সেটি কোন স্থান বা মহিলার নাম নয়। বরং তা আরবের এক ব্যক্তির নাম, যার দশটি পুত্র ছিল। যাদের ছয়জন ইয়ামনে বসবাস করে এবং বাকী চারজন শাম দেশের দিকে গমন করে।[১]

٣٩٤٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَإِسْمٰعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُوْ مَعْمَرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ نَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِسْمٰعِيلُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ الْوَحْيِ قَالَ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى حَتّٰى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ *

৩৯৪৮। আহমদ ইব্‌ন আব্‌দা (র) - - - আবূ হুরায়রা (র) নবী ﷺ থেকে ওহীর হাদীস বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, তখন নবী ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন ঃ " حَتّٰى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ " অন্য কিরআতে فُرِّغَ ও বর্ণিত আছে।

٣٩٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَذْكُرُ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ جَاءَتْكِ آيَاتِي فَكَذَّبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ الرَّبِيْعُ لَمْ يُدْرِكْ أُمَّ سَلَمَةَ *

৩৯৪৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' নিশাপুরী (র) - - - উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ নিম্নোক্ত আয়াতটি এভাবে পাঠ করতেন ঃ قَدْ جَاءَتْكِ آيَاتِي فَكَذَّبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ নবী ﷺ নাফ্‌সকে সম্বোধন পূর্বক স্ত্রী বাচক শব্দের সহিত তিলাওয়াত করতেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ হাদীছটি মুরসাল। কেননা, রাবী' উম্মু সালামা (রা)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

٣٩٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَعْنِيْ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ لَمْ أَفْهَمْ جَيِّدًا عَنْ

১। পরে এদের সন্তান-সন্ততি বহু গুণে বৃদ্ধি পায় এবং তারা একটি জাতিতে পরিণত হয়। তারা যেখানে বসবাস শুরু করে, তা-ই 'সাবা' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে সুলায়মান (আ:)-এর সময়ে, সেখানকার শাসনকর্তা ছিল বিলকিস বিনত শরাহ্‌বিল (–অনুবাদক)।

صَفْوَانَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ وَنَادَوْا يَا مَلِكُ *

৩৯৫০। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন ই'য়ালা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ কে মিম্বরের উপর এরূপ তিলাওয়াত করতে শুনেছি ঃ "وَنَادَوْا يَا مَلِكُ " (এ আয়াত' يَامَالُ ও পঠিত হয়ে থাকে।)

٣٩٥١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ نَا اَبُوْ اَحْمَدَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقْرَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُوْالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ *

৩৯৫১। নাসর ইব্‌ন আলী (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এ আয়াতটি এ ভাবে পড়ান ঃ " اِنِّىْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ " উল্লেখ্য যে, এ আয়াতটি এ ভাবেও পঠিত হয় ঃ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

٣٩٥٢. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَضْمُوْمَةُ الْمِيْمِ مَفْتُوْحَةُ الدَّالِ مَكْسُوْرَةُ الْكَافِ *

৩৯৫২। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত এভাবে তিলাওয়াত করতেন ঃ " فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ مِيْم অক্ষর পেশ دال জবর এবং ك যের বিশিষ্ট।

٣٩٥٣. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَاهَارُوْنُ بْنُ مُوْسَى النَّحْوِىُّ عَنْ بَابِلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُهَا فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ *

৩৯৫৩। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে নিম্নোক্ত আয়াতটি এভাবে পড়তে শুনেছি ঃ " فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ " (তবে প্রসিদ্ধ কিরাত হলো ঃ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ)

٣٩٥٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الذِّمَارِىُّ نَا

سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ أَيَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَه *

৩৯৫৪। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ এ আয়াতকে এভাবে তিলাওয়াত করতে দেখেছি ঃ " اَيَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ "

٣٩٥٥. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَمَّنْ اَقْرَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَوْمَئِذٍ لاَّيُعَذَّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَّلاَ يُوْثَقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ *

৩৯৫৫। হাফস ইব্‌ন উমার (র) - - - আবূ কিলাবা (রা) তাঁর থেকে শ্রবণ করেন, যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ পড়ান ঃ فَيَوْمَئِذٍ لاَّيُعَذَّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَّلاَ يُوْثَقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ (অর্থাৎ তিনি يُعَذَّبُ এর 'যাল' অক্ষর এবং يُوْثَقُ এর 'ছা' অক্ষর যবর দিয়ে তিলওয়াত করেন।)

٣٩٥٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ اَنْبَاَنِى مَنْ اَقْرَاَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَيَوْمَئِذٍ لاَّيُعَذَّبُ *

৩৯৫৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - আবূ কিলাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার কাছে সে ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, যাকে নবী ﷺ এরূপ পড়ান ঃ " فَيَوْمَئِذٍ لاَّيُعَذَّبُ "(অর্থাৎ তিনি يُعَذَّبُ -এর ذال অক্ষরে যবর দিয়ে পড়তেন।)

٣٩٥٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدٍ الطَّائِىِّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ حَدَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا ذَكَرَ فِيْهِ جِبْرَائِيْلَ فَقَالَ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ *

৩৯৫৭। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি হাদীছে বর্ণনা করেন, যাতে جِبْرَائِيْلَ ও وَمِيْكَائِيْلَ । তিনি ﷺ বলেন ঃ جِبْرَائِيْلَ ও وَمِيْكَائِيْلَ এতে কয়েকটি কিরাত আছে।

٣٩٥٨. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِىْ ابْنَ عُمَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ ذَكَرَ كَيْفَ قِرَاءَةُ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ عِنْدَ الْاَعْمَشِ فَحَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْدٍ الطَّائِىِّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

صَاحِبَ الصُّوْرِ فَقَالَ عَنْ يَّمِيْنِهِ جِبْرَائِيْلُ وَعَنْ يَّسَارِهِ وَمِيْكَائِيْلُ *

৩৯৫৮। যায়দ ইব্‌ন আখযাম (র) - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আ'মাশ (রা)-এর সামনে جِبْرَائِيْلَ ও مِيْكَائِيْلَ -এর কিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি সা'আদ তায়ী, আতিয়া আওফী, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিংগাধারী ফেরেশতার বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, তাঁর ডান দিকে জিবরাঈল ও বামদিকে ইসরাফীল (আ) অবস্থান করেন।

٣٩٥٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَعْمَرٌ وَرُبَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَقْرَؤُنَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَاَوَّلُ مَنْ قَرَاَهَا مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ مَرْوَانُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ وَالزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ *

৩৯৫৯। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - যুহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআম্মার এবং কখনো ইবন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ, আবূ বকর, উমার ও উছমান (রা) مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়তেন। আর সর্ব প্রথম যিনি مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়েন, তিনি হলেন-মারওয়ান।

٣٩٦٠. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْاُمَوِيُّ حَدَّثَنِي اَبِيْ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ اَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قِرَاَتَهُ اٰيَةً اٰيَةً *

৩৯৬০। সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা ফাতিহা এভাবে তিলাওয়াত করতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ *

তিনি ﷺ এভাবে বিচ্ছিন্নরূপে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন।

٣٩٦٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اِنَّ اُنَاسًا يَّقْرَؤُنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَقَالَتْ هِيْتَ لَكَ فَقَالَ اِنِّىْ اَقْرَاُ كَمَا عُلِّمْتُ اَحَبُّ اِلَىَّ وَقَالَ هَيْتَ لَكَ *

৩৯৬৪। হান্নাফ (র) - - - শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে বলা হয় যে, লোকেরা নিম্নোক্ত আয়াতটি এ ভাবে পড়ে ঃ وَقَالَتْ هِيْتَ لَكَ। তখন তিনি বলেন ঃ আমি সেভাবেই পড়ি, যেভাবে পড়তে আমার ভাল লাগে ঃ هَيتَ لَكَ।

٣٩٦٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ نَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ لِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ *

৩৯৬৫। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনূ ইসরাঈলদের এরূপ নির্দেশ দেন ঃ

اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ –

٣٩٦٦. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكَ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ سَعْدٍ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ *

৩৯৬৬। জা'ফর ইব্‌ন মুসাফির (র) - - - ইব্‌ন আবূ ফুদায়ক (রা) হিসাম ইব্‌ন সা'আদ (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٦٧. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اُنْزِلَ الْوَحْىُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَ عَلَيْنَا سُوْرَةٌ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ مُخَفَّفَةً حَتّٰى اَتٰى عَلٰى هٰذِهِ الْاٰيَاتِ *

৩৯৬৭। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর ওহী নাযিল হলে, তিনি তা আমাদের এভাবে পাঠ করে শোনান ঃ

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنٰهَا ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ তিনি فَرَّضْنَاهَا পড়েননি বরং হালকাভাবে ' فَرَضْنَاهَا পড়েন।

كِتَابُ الْحَمَّامِ

অধ্যায় ঃ হাম্মাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحَمَّامِ
অধ্যায় ঃ হাম্মাম

٣٩٦٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ اَبِىْ عُذْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ دُخُوْلِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا فِى الْمَيَازِرِ *

৩৯৬৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উলংগ অবস্থায় হাম্মাম-খানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। পরে তিনি পুরুষদের জন্য লুংগী পরে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেন।[১]

٣٩٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ نَاجَرِيْرٌ ح وَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِىْ الْجَعْدِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلَ بِنِسْوَةٍ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ مِمَّنْ اَنْتُنَّ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ قَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُوْرَةِ الَّتِىْ تَدْخُلُ نِسَاءُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ قَالَتْ اَمَا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنَ امْرَاَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِهَا اِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثُ جَرِيْرٍ وَهُوَ اَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَرِيْرُ اَبَا الْمَلِيْحِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৩৯৬৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - আবূ মালীহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ শাম দেশের কতিপয় মহিলা আইশা (রা)-এর নিকট গমন করেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাদের দেশ কোথায় ? তারা বলেন ঃ আমরা শাম দেশের অধিবাসী। আইশা (রা) বলেন ঃ সম্ভবতঃ তোমরা সেখানকার অধিবাসী, যেখানকার মহিলারা হাম্মাম খানায় উলংগ অবস্থায় গমন করে ? তারা বলেন ঃ হাঁ। তখন তিনি বলেন ঃ সাবধান ! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে সমস্ত মহিলারা স্বীয় ঘর ছাড়া অন্য জায়গায় কাপড় খোলে, তারা নিজেদের ও আল্লাহর

১. সে সময় খোলামেলা হাম্মামে (গোসল খানায়) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একত্রে উলঙ্গ হয়ে গোসল করতো। এরূপ হাম্মামে বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করতে নিষেধ করা হয়েছে (-অনুবাদক)।

মধ্যকার পর্দা ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে।

٣٩٧٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ اَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلاَ يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ اِلاَّ بِالْاِزَارِ وَامْنَعُوْهَا النِّسَاءَ اِلاَّ مَرِيْضَةً اَوْ نُفَسَاءَ *

৩৯৭০। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অতি সত্তর তোমরা অনারব দেশের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমরা সেখানে এমন অনেক ঘর পাবে, যাকে 'হাম্মাম' বলা হয়। সেখানে পুরুষেরা লুংগী ছাড়া প্রবেশ করবে না এবং মহিলাদের সেখানে যেতে নিষেধ করবে। অবশ্য যার অসুস্থ বা প্রসূতি, তাদের কথা স্বতন্ত্র। (অর্থাৎ প্রয়োজনে তারা সেখানে যেতে পারে।)

١. بَابُ النَّهْىِ عَنِ التَّعَرِّىْ

১. অনুচ্ছেদ ঃ উলঙ্গ না হওয়া প্রসংগে

٣٩٧١. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَازُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِىِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَيِىٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ *

৩৯৭১। ইব্‌ন নুফায়ল (র) - - - ই'য়ালা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে খোলা-ময়দানে উলংগ হয়ে গোসল করতে দেখেন। এরপর তিনি মিম্বরে উঠে আল্লাহ্‌র হামদ ও প্রশংসা করার পর বলেন ঃ মহান আল্লাহ চিরঞ্জীব, পর্দাকারী, তিনি শরম ও পর্দাকারীদের ভালবাসেন। আর তোমাদের কেউ যখন গোসল করে, তখন সে যেন তার সতর ঢেকে রাখে।

٣٩٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ نَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرِنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْاَوَّلُ اَتَمُّ *

৩৯৭২। মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ (র) - - - ই'য়ালা (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ প্রথম হাদীছটিই স্বয়ং সম্পূর্ণ।

٣٩٧٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ جَرْهَدٌ هٰذَا مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ

اَنَّهُ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَنَا وَفَخِذِىْ مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ *

৩৯৭৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - জারহাদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। জারহাদ (রা) আসহাব-সুফ্‌ফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট বসেন এ সময় আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি কি জান না, রানও সতরের অন্তর্গত ?

٣٩٧٤. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِىُّ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلاَتَنْظُرْ اِلٰى فَخِذِ حَىٍّ وَّلاَ مَيِّتٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْهِ نَكَارَةٌ *

৩৯৭৪। আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল রামলী (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি তোমার রানকে খুলবে না এবং জীবিত বা মৃত ব্যক্তির রানের দিকে তাকাবে না।

٢. بَابُ فِى التَّعَرِّىْ

২. অনুচ্ছেদ ঃ বিবস্ত্র হওয়া প্রসংগে

٣٩٧٥. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْاُمَوِىُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ اَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ الْمِسوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيْلاً فَبَيْنَا اَمْشِىْ فَسَقَطَ عَنِّىْ يَعْنِىْ ثَوْبِىْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلاَ تَمْشُوْا عُرَاةً *

৩৯৭৫। ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি একটি ভারী পাথর বহনকালে আমার কাপড় খুলে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ তুমি তোমার কাপড় কি ভাবে পরিধান কর এবং বিবস্ত্র হয়ে চলা ফেরা করো না।

٣٩٧٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا اَبِىْ ح وَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيٰى نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَانَاتِىْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قَالَ

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ قَالَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لاَّ يَرَيَنَّهَا اَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا كَانَ اَحَدُ نَا خَالِيًا قَالَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُّسْتَحْيٰى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ *

৩৯৭৬। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - বাহ্‌য ইব্‌ন হাকীম (রা) তাঁর পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আমাদের সতর কাদের থেকে আবৃত রাখবো ? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার সতর স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য সকলের নিকট থেবে ঢেকে রাখবে। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যখন লোকেরা পরস্পর মিলে-মিশে থাকবে ? তখন তিনি বলেন ঃ যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় যে কেউ তোমার সতর দেখবে না, তবে এরূপ করবে ; যাতে তোমার সতর কেউ দেখতে না পারে। তিনি বলেন ঃ এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যখন আমাদের কেউ নির্জনে থাকবে ? তিনি বলেন ঃ মানুষের চাইতে আল্লাহ্‌কে বেশী লজ্জা করবে।

٣٩٧٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْاَةُ اِلٰى عُرْيَةِ الْمَرْاَةِ وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِىْ ثَوْبٍ وَّلاَ تُفْضِى الْمَرْاَةُ اِلَى الْمَرْاَةِ فِىْ ثَوْبٍ *

৩৯৭৭। আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষের সতরের দিকে না তাকায় এবং কোন স্ত্রীলোক যেন অন্য কোন স্ত্রীলোকের সতরের দিকে না তাকায়। আর না কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নীচে শয়ন করে এবং না কোন স্ত্রীলোক যেন অন্য স্ত্রীলোকের সাথে এক কাপড়ের নীচে শয়ন করে।

٣٩٧٨. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْحَرِيْرِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ رَّجُلٍ مِّنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ اَبِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُفْضِيَنَّ رَجُلٌ اِلٰى رَجُلٍ وَّلاَ امْرَاَةٌ اِلَى امْرَاَةٍ اِلاَّ اِلٰى وَلَدٍ اَوْ وَالِدٍ قَالَ فَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيْتُهَا *

৩৯৭৮। ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ না কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সাথে এবং কোন স্ত্রীলোকের সাথে একই কাপড়ের নীচে শয়ন করে। তবে বাচ্চারা তাদের মা-বাপের সাথে এবং মা-বাপ তাদের বাচ্চাদের সাথে শয়ন করতে পারে। (অর্থাৎ ছোট বাচ্চাদের সাথে মা-বাপের এক সাথে শয়নে দোষের কিছু নেই।)

كِتَابُ اللِّبَاسِ

অধ্যায় ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ اللِّبَاسِ

অধ্যায় ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ

٣٩٧٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْجَرِيْرِيِّ عَن اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوبًا سَمَّاهُ بِاِسْمِهٖ اِمَّا قَمِيْصًا اَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ قَالَ اَبُوْ نَضْرَةَ وَكَانَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا لَبِسَ اَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيْدًا قِيْلَ لَهٗ تُبْلِىْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى *

৩৯৭৯। আমর ইব্‌ন আওন (র) - - - আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন নতুন কাপড় পড়তেন, তা জামা হোক বা পাগড়ী, তিনি তার নাম নিয়ে এ দু'আ পড়তেন ঃ (অর্থ) হে আল্লাহ্ ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। 'তুমি আমাকে এ পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার নিকট এর বরকত এবং যার জন্য এ নির্মিত হয়েছে, তার বরকত প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট খারাবী যার জন্য এর তৈরী হয়েছে, তার অমংগল হতে পানাহ চাচ্ছি। রাবী আবূ নায্‌রা (র) বলেন ঃ নবী ﷺ সাহাবীদের এর অভ্যাস এই ছিল যে, যখন তাদের কেউ নতুন কাপড় পরিধান করতো, তখন লোকেরা তাকে বলতো ঃ তুমি এ কাপড় পরিধান করে পুরানা কর এবং আল্লাহ্ তোমাকে আরো নতুন কাপড় পরিধান করান!

٣٩٨٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْجَرِىِّ بِاِسْنَادِهٖ نَحْوَهٗ *

৩৯৮০। মুসাদ্দাদ (র) - - - জারীর (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে।

٣٩٨١. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ الْجَرِيْرِىِّ بِاِسْنَادِهٖ

وَمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ اَبَا سَعِيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ عَنِ الْجَرِيْرِيِّ عَنِ الْعَلاَءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৩৯৮১। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - জারীর (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আবদুল ওয়াহাব ছাকাফী যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ঃ সেখানে হাম্মাদ ও আবূ সাঈদের নাম উল্লেখ নেই। সেখানে জারীর-আলা (রা) থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٩٨٢. حَدَّثَنَا نَصِيْرُ بْنُ الْفَرَجِ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَنَا سَعِيْدٌ يَعْنِيْ ابْنَ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ وَمَنْ لَّبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ *

৩৯৮২। নাসীর ইব্‌ন ফারাজ (র) - - - মাআয ইব্‌ন আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাওয়ার পর এ দু'আ পাঠ করবে ঃ (অর্থ) "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে খাওয়াইছেন এবং আমাকে এ রিযিক দিয়েছেন, আমার চেষ্টা ও শক্তি ব্যতিরেকে।" তার জীবনে আগের পরের সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।

আর যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে এ দু'আ পড়বে ঃ (অর্থ) "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে পরিয়েছেন এবং এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমার শক্তি ও চেষ্টা ছাড়া," তার আগের ও পরের জীবনের সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।

١. بَابُ مَايُدْعٰى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

১. অনুচ্ছেদ ঃ নতুন কাপড় পরিধানকারীকে কি বলে সম্ভাষণ জানাবে ?

٣٩٨٣. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الْاَذَنِيُّ نَا اَبُو النَّضْرِنَا اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِكِسْوَةٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ صَغِيْرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ اَحَقُّ بِهٰذِهٖ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ

اِيْتُوْنِىْ بِاُمِّ خَالِدٍ فَاُتِىَ بِهَا فَاَلْبَسَهَا اَيَّاهَا ثُمَّ قَالَ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ مَرَّتَيْنِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلٰى عَلَمٍ فِى الْخَمِيْصَةِ اَحْمَرَ وَاَصْفَرَ وَيَقُوْلُ سَنَاهُ سَنَاهُ يَا اُمَّ خَالِدٍ وَسَنَاهُ فِىْ كَلاَمِ الْحَبْشَةِ الْحَسَنُ *

৩৯৮৩। ইসহাক ইব্‌ন জার্‌রাহ (র) - - - খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কয়েকটি কাপড় আসে, যার মধ্যে একটি ডোরা কাটা পশমী চাদরও ছিল। তখন বলেন ঃ তোমরা কাকে এ চাদর পাওয়ার উপযুক্ত মনে কর ? তখন সকলে চুপ করে থাকলে, তিনি বলেন ঃ তোমরা উম্মু খালিদকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন তাকে আনা হলে, তিনি ﷺ তাকে সে চাদর পরিয়ে দেন এবং দু'বার এরূপ বলেন ঃ তুমি একে পরিধান করে পুরানা করে ফেল। আর তিনি সে চাদরের লাল ও হলুদ রংয়ের ডোরার দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ সানাহ, সানাহ! হে উম্মু খালিদ ! উত্তম কোন বস্তুকে হাব্‌শী ভাষায় সানাহ বলা হয়। (অর্থাৎ বেশ, বেশ, খুব সুন্দর; চমৎকার !

٢. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقَمِيْصِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ কামীস সম্পর্কে

٣٩٨٤. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمِيْصَ *

৩৯৮৪। ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সব চাইতে পসন্দনীয় কাপড় ছিল-কামীস।

٣٩٨٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُكُمِّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الرُّسْغِ *

৩৯৮৫। ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আস্‌মা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জামার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٣. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاَقْبِيَةِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাবা'-জামা সম্পর্কে

٣٩٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْمَعْنٰى اَنَّ

اللَّيْثَ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَابُنَىَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِىْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قُبَاءٌ مِّنْهَا فَقَالَ خَبَاتُ هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ زَادَ بْنُ مَوْهَبٍ مَّخْرَمَةُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ رَضِىَ مَخْرَمَةُ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ لَمْ يُسَمِّهِ *

৩৯৮৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনেকগুলি কাবা (জামা) বিতরণ করেন. কিন্তু মাখরামাকে কিছু দেননি। তখন মাখরামা (রা) তার ছেলেকে বলেন ঃ হে প্রিয় বৎস ! তুমি আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাছে চল। তখন আমি তার সাথে যাই। তিনি সেখানে পৌঁছে আমাকে বলেন ঃ তুমি ভিতরে যাও এবং তাঁকে ﷺ আমার কাছে ডেকে আনো। মিস্ওয়ার বলেন ঃ তখন আমি তাঁকে ডেকে আনি। তিনি ঐ কাবা থেকে একটি জামা পরে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন ঃ আমি তোমার জন্য এটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। রাবী বলেন ঃ তখন মাখরামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। নবী ﷺ বলেন ঃ মাখরামা সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

٤. بَابٌ فِىْ لُبْسِ الشُّهْرَةِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রচারের জন্য অহংকারী পোশাক পরা

٣٩٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِىْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ اَلْبَسَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِّثْلَهُ زَادَ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ ثُمَّ تَلْهَبُ فِيْهِ النَّارُ *

৩৯৮৭। মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য পোশাক পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে ঐ ধরনের পোশাক পরাবেন, এরপর তাতে দোজখের আগুন লাগিয়ে দেবেন।

٣٩٨٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ *

৩৯৮৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ আওয়ানা (রা)-এর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাকে অসম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন।

٣٩٨٩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ نَضْرٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتٍ نَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ مُنِيْبٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ *

৩৯৮৯। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাওমের (সম্প্রদায়ের) অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।[১]

٥. بَابُ فِي لُبْسِ الصُّوْفِ وَالشَّعْرِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ রেশম ও পশমের কাপড় পরিধান সম্পর্কে

٣٩٩٠. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّمْلِيُّ وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِّنْ شَعْرٍ اَسْوَدَ قَالَ حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَسَانِيْ خَيْشَتَيْنِ فَلَقَدْ رَاَيْتُنِيْ وَاَنَا اَكْسٰى اَصْحَابِيْ *

৩৯৯০। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন একখানি কালো ডোরাদার পশমী চাদর গায়ে দিয়ে বের হন, যাতে জীব-জন্তুও মানুষের ছবি ছিল।

রাবী হুসায়ন (রা) উত্‌বা ইব্‌ন আবূ সালমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কাপড় চইলে তিনি আমাকে পশ্‌মী কাতানের দু'খানি কাপড় প্রদান করেন; যা পরার পর অন্যদের থেকে আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

১। অর্থাৎ এমন অনুসরণ ও অনুকরণ করা, যাতে কাফির ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি তাদের দলভুক্ত হিসাবে পরিগণিত হবে যাদের সে অনুসরণ করবে। যেমন বর্তমানে অনেক ফ্যাসান-পূজারীদের দেখা যায়, যারা দাঁড়ি লম্বা-লম্বা গোঁফ রাখে ; যার ফলে তারা কাফির, মুশরিকদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। অনেকে হিন্দু, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মত কাপড়ও পরিধান করে, যা তাদের অনুকরণের ফলশ্রুতি। নবী (সা.) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন (–অনুবাদক।)।

٣٩٩١. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ قَالَ لِىْ اَبِىْ يَا بُنَىَّ لَوْ رَاَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَصَابَتْنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ اَنَّا رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّانِ *

৩৯৯১। আমর ইব্ন আওন (র) - - - আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা আমার পিতা আমাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! যদি তুমি আমাদের সে সময় দেখতে, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে বৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করতাম, তবে তোমার মনে হত যে, আমাদের শরীর থেকে বকরীর গন্ধ বের হচ্ছে।

٣٩٩٢. حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عَوْنٍ اَنَا عَمَّارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ مَلِكَ ذِىْ يَزَنَ اَهْدٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةً اَخَذَهَا بِثَلٰثَةٍ وَّثَلٰثِيْنَ بَعِيْرًا اَوْ ثَلٰثٍ وَّثَلٰثِيْنَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا *

৩৯৯২। আমর ইব্ন আওন (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা যী-য়াযান বাদশাহ্ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য এক জোড়া কাপড় হাদিয়া স্বরূপ পেশ করেন, যা তিনি তেত্রিশটি উট বা উষ্ট্রীর বিনিময়ে খরিদ করেন। তিনি তা কবূল করেন।

٣٩٩٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ابْنِ الْحَارِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرٰى حُلَّةً بِبِضْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ قَلُوْصًا فَاَهْدَاهَا اِلٰى ذِىْ يَزَنَ *

৩৯৯৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যী-য়াযান বাদশার জন্য বিশ থেকে অধিক উষ্ট্রীর বিনিময়ে একজোড়া কাপড় খরিদ করে হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেন।

٣٩٩٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا مُوْسٰى نَاسُلَيْمَانُ يَعْنِىْ ابْنَ الْمُغِيْرَةِ الْمَعْنٰى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَاَخْرَجَتْ اِلَيْنَا اِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِّنَ الَّتِىْ يُسَمُّوْنَهَا الْمُلَبَّدَةَ فَاَقْسَمَتْ بِاللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ فِىْ هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ *

৩৯৯৪। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি আইশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি একখানি মোটা কাপড়ের লুংগী এবং একটি কম্বল, যাকে 'মুলাব্বাদা' বলা হয়, আমাকে দেখিয়ে শপথ করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইনতিকাল করেন।

٣٩٩٥. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ ثَوْرٍ نَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيِّ نَاعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ نَا اَبُوْ زُمَيْلٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُوْرِيَّةُ اَتَيْتُ عَلِيًّا فَقَالَ ائْتِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَلَبِسْتُ اَحْسَنَ مَا يَكُوْنُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ قَالَ اَبُوْ زُمَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً جَمِيْلاً جَهِيْرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَتَيْتُهُمْ فَقَالُوْا مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا هٰذِهِ الْحُلَّةُ قَالَ مَا تَعِيْبُوْنَ عَلَيَّ لَقَدْ رَاَيْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ مَايَكُوْنُ مِنَ الْحُلَلِ *

৩৯৯৫। ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন হারূরী গোত্রের লোকেরা (আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) বের হয়, তখন আমি আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি বলেন ঃ তুমি এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাও। তখন আমি ইয়ামনের তৈরী উত্তম পোশাক পরে বের হই। রাবী আবূ যুমায়ল (র) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সুন্দর ও সুশ্রী ব্যক্তি ছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখন আমি তাদের কাছে পৌঁছাই, তখন তারা বলে ঃ হে ইব্‌ন আব্বাস ! তোমার জন্য মুবারকবাদ। তুমি এ কী পরেছ ? তিনি বলেন ঃ তোমরা এ পোশাক পরার জন্য আমাকে বিদ্রূপ করছো ! আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চাইতে উত্তম পোশাক ও পরিধান করতে দেখেছি।

٦. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْخَزِّ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ মোটা রেশমী বস্ত্র বা গরদ সম্পর্কে

٣٩٩٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَنْمَاطِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيُّ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّازِيُّ نَا اَبِيْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ قَالَ رَاَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَا عَلٰى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءَ فَقَالَ كَسَانِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا لَفْظُ عُثْمَانَ وَالْاِخْبَارُ فِيْ حَدِيْثِهِ *

৩৯৯৬। উসমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাআদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি বুখারাতে কাল রেশমী পাগড়ী পরিহিত, শাদা রংয়ের গাধার উপর উপবিষ্ট, এক ব্যক্তিকে দেখতে পাই। যিনি বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺএ পাগড়ী পরিয়ে দেন।

٣٩٩٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ نَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَنْمٍ الْاَشْعَرِيُّ

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَامِرٍ اَوْ اَبُوْ مَالِكٍ وَّاللّٰهِ يَمِيْنٌ اُخْرٰى مَا كَذَبَنِىْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يَّسْتَحِلُّوْنَ الْخَزَّ وَالْحَرِيْرَ وَذَكَرَ كَلاَمًا قَالَ يُمْسَخُ مِنْهُمْ اٰخَرِيْنَ قِرَادَةً وَّخَنَازِيْرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৩৯৯৭। আবদুল ওয়াহাব ইব্‌ন নাজ্‌দা (র) - - - আবূ আমির বা আবূ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শোনেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে (পরবর্তীকালে) এমন লোক সৃষ্টি হবে, যারা রেশম মিশ্রিত বা শুধু রেশমের তৈরী কাপড় (ব্যবহার করাকে) হালাল মনে করবে। এরপর তিনি ﷺ অন্য কিছু বর্ণনা করার পর বলেন ঃ এদের কিছু লোক কিয়ামত পর্যন্ত বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হবে।

٧. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ রেশমী পোশাক পরিধান সম্পর্কে

٣٩٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةً سَيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِاشْتَرَيْتَ هٰذِهٖ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُوْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهٖ مَنْ لاَّخَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَعْطٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَخًالَّهُ مُشْرِكًا *

৩৯৯৮। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজার নিকট এক জোড়া রেশমী কাপড় বিক্রি হতে দেখে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি যদি এ খরিদ করে জুমুআর দিন, আর যখন বিভিন্ন গোত্রের অধিপতিরা আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে, তখন পরিধান করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এ সব কাপড় তো তারাই ব্যবহার করে, যাদের আখিরাতে কিছুই প্রাপ্য নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ জাতীয় কিছু কাপড় আসলে, তিনি উমার (রা)-কে এর একজোড়া কাপড় দেন। তখন উমার (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাকে এর এক জোড়া প্রদান করলেন, অথচ আপনি উতারিদ ইব্‌ন হাজিব (এক ব্যক্তির নাম)এর কাপড় জোড়া সম্পর্কে এরূপ বিরূপ মন্তব্য

করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি তোমাকে এ কাপড় জোড়া পরার জন্য দেয়নি। তখন উমার (রা) ঐ কাপড় জোড়া তার এক মুশরিক ভাই (উছমান ইব্‌ন হাকীম)-কে দিয়ে দেন।

٣٩٩٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ وَعُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ حُلَّةُ اسْتَبْرَقٍ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ وَقَالَ تَبِيْعُهَا وَتُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ *

৩৯৯৯। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ ঐ কাপড়ের জোড়া এক ধরনের রেশমের তৈরী ছিল। এ প্রসংগে তিনি আরো বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর কাছে এক জোড়া রেশমী কাপড় প্রেরণ করে বলেন ঃ তুমি এটি বিক্রি করে তোমার প্রয়োজন পূরণ কর।

٤٠٠٠. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ نَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ اِلٰى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ اِلاَّ مَا كَانَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا اِصْبَعَيْنِ وَثَلٰثَةً وَاَرْبَعَةً *

৪০০০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ উছমান নাহ্‌দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমার (রা) উতবা ইব্‌ন ফারকাদ (রা)-কে লেখেন যে, নবী ﷺ রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই, তিন বা চার আংগুল পরিমাণ ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই।

٤٠٠١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اُهْدِيَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَاَرْسَلَ بِهَا اِلَىَّ فَلَبِسْتُهَا فَاَتَيْتُهُ فَرَاَيْتُ الْغَضَبَ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اُرْسِلْ بِهَا لِتَلْبَسَهَا فَاَمَرَنِىْ فَاَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِىْ *

৪০০১। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার হাদিয়া স্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক জোড়া রেশমী কাপড় আসলে, তিনি তা আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। আমি তা পরিধান করে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে, আমি তাঁর চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখতে পাই। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ আমি এটা তোমার পরিধান করার জন্য পাঠায়নি। পরে তিনি আমার নির্দেশ দিলে, তা আমি আমার স্ত্রীদের মাঝে বিতরণ করে দেই।

٨. بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ রেশমী কাপড় পরিধানে নিষেধজ্ঞা

٤٠٠٢. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ *

৪০০২। কা'নাবী (র) - - - আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (পুরুষদের জন্য) রেশমী বস্ত্র, কুসুম রংয়ের কাপড়, সোনার আংটী ও রুকূতে কিরাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

٤٠٠٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا قَالَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ *

৪০০৩। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি ﷺ রুকূ' ও সিজ্‌দার মধ্যে কিরাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

٤٠٠٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا زَادَ وَلَا اَقُوْلُ نَهَاكُمْ *

৪০০৪। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, "আমি বলছি না যে, তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন।"

٤٠٠٥. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ مَلِكَ الرُّوْمِ اَهْدٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَقَةً مِنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى يَدَيْهِ تُذَبْذِبَانِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا اِلٰى جَعْفَرٍ فَلَبِسَهَا جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ لَمْ اُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا قَالَ فَمَا اَصْنَعُ بِهَا قَالَ اَرْسِلْ بِهَا اِلٰى اَخِيْكَ النَّجَاشِيِّ *

৪০০৫। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

রোমের বাদশাহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য হাদিয়া স্বরূপ একটি রেশমী-চোগা (এক ধরনের জামা) প্রেরণ করেন। তিনি ﷺ তা পরিধান করেন, যা পরিধানের পর তাঁর হাত হেলানোর দৃশ্য এখন ও আমার চোখে উদ্ভাসিত। পরে তিনি তা জা'ফর (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তা পরিধান করে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি বলেন ঃ আমি এটা তোমার পরার জন্য দেয়নি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তবে আমি এটা কি করবো ? তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি এটা তোমার ভাই নাজাশীর নিকট পাঠিয়ে দাও।

٤٠٠٦. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا رَوْحٌ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ اَرْكَبُ الْاُرْجُوَانَ وَلاَ اَلْبَسُ الْمُعَصْفَرِ وَلاَ اَلْبَسُ الْقَمِيْصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ وَاَوْمَا الْحَسَنُ اِلٰى جَيْبِ قَمِيْصِهِ قَالَ وَقَالَ اَلاَ وَطِيْبُ الرِّجَالِ رِيْحٌ لاَّ لَوْنَ لَهُ قَالَ وَطِيْبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لاَرِيْحَ لَهُ قَالَ سَعِيْدٌ اُرَاهُ قَالَ اِنَّمَا حَمَلُوْا قَوْلَهُ فِى النِّسَاءِ عَلٰى اَنَّهَا اِذَا خَرَجَتْ فَاَمَّا اِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَطَيَّبْ بِمَا شَاءَتْ *

৪০০৬। মাখ্লাদ ইব্ন খালিদ (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি লাল রংয়ের জীনের উপর আরোহণ করি না, কুসুম রংয়ের কাপড় পরিধান করি না এবং এমন জামা ব্যবহার করি না যার সাথে রেশম মিশ্রিত থাকে। তিনি ﷺ আরো বলেন ঃ পুরুষের খোশ্বু হলো এমন, যাতে সুগন্ধি থাকবে, কিন্তু রং থাকবে না এবং মহিলাদের খোশ্বু হবে রং বিশিষ্ট, তবে সুগন্ধহীন। রাবী সাঈদ (রা) বলেন ঃ মহিলাদের জন্য এ নির্দেশ তখন, যখন তারা বাইরে বের হবে। কিন্তু যখন তারা স্বামীর সাথে থাকবে, তখন তারা খুশীমত যে কোন খোশ্বু ব্যবহার করতে পারবে।

٤٠٠٧. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ اَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فُضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِى الْحُصَيْنِ يَعْنِى الْهَيْثَمَ بْنَ شَفِىٍّ قَالَ خَرَجْتُ اَنَا وَصَاحِبٌ لِّى يُكَنَّىْ اَبَا عَامِرٍ رَّجُلٌ مِّنَ الْمُعَافِرِ لِتُصَلِّىَ بِاِيْلِيَا وَكَانَ قَاصَّهُمْ رَجُلٌ مِّنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ اَبُوالْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِىْ صَاحِبِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ جِئْتُ فَجَلَسْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَسَاَلَنِىْ هَلْ اَدْرَكْتَ قَصَصَ اَبِىْ رَيْحَانَةَ قُلْتُ لاَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَّعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْاَةِ الْمَرْاَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَّاَنْ يَّجْعَلَ

الرَّجُلُ فِى اسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمِ اَوْ يَجْعَلَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَا وَرُكُوْبِ النُّمُوْرِ وَلُبُوْسِ الْخَاتَمِ اِلَّا لِذِىْ سُلْطَانٍ *

৪০০৭। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আবুল হুসায়ন হায়ছাম ইব্‌ন শাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার সংগীর সাথে, যার কুনিয়াত ছিল আবূ আমির এবং সে ছিল মুআফির গোত্রের লোক; বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করি। তখন আয্‌দ গোত্রের আবূ রায়হারা (রা) নাম্নী এক সাহাবী সেখানকার ওয়ায-নসীহতকারী ছিল।

রাবী আবুল হুসায়ন (রা) বলেন ঃ আমার সাথী প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে, তারপর আমি করি এবং তার পাশে গিয়ে বসি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি আবূ রায়হানা (রা)-এর বক্তৃতা শুনেছ ? আমি বলি ঃ না তখন তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো ঃ ১। দাঁত ধারালো করতে, ২। চামড়ার উপর সূচ দিয়ে খোদাই করতে, ৩। চুল উপড়াতে, ৪। দু'জন পুরুষের বিবস্ত্র অবস্থায় একই চাদরের নীচে শয়ন করতে, ৫। দু'জন স্ত্রীলোকের বিবস্ত্র অবস্থায় একই চাদরের নীচে শুতে, ৬। অনারবদের মত কোন ব্যক্তিকে নিজের কাপড়ের নীচে রেশম লাগাতে, ৭। আজমীদের মত কাঁধে রেশম লাগাতে, ৮। লুট-তরাজ করতে, ৯। হিংস্র জন্তুর চামড়ার উপর সওয়ার হতে এবং ১০। বাদশাহ ব্যতীত অন্যদের আংটি পরিধান করতে।

٤٠٠٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ نَا رَوْحٌ نَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى عَنْ مَيَاثِرَةِ الْاُرْجُوَانِ *

৪০০৮। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ লাল রংয়ের জিন-পোশ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٠٠٩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقِسِّيِّ وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ *

৪০০৯। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি ও রেশম বস্ত্র পরিধান করতে লাল রংয়ের জিন-পোশের উপর সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন।

٤٠١٠. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ نَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلَامٌ فَنَظَرَ اِلٰى اَعْلَامِهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهٖ اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ فِىْ صَلٰوتِىْ وَائْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّتِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ جَهْمِ بْنُ

حُذَيْفَةَ مِنْ بَنِيْ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ *

৪০১০। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি নকশাওয়ালা চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করেন, যার কারুকার্যের প্রতি দৃষ্টি তাঁর আকৃষ্ট হয়। সালাত শেষে তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার এ চাদরটি নিয়ে জাহ্মের নিকট যাও এবং তার নিকট হতে একটি সাদা চাদর আনো; কেননা, এর কারুকার্য আমার সালাতের মধ্যে অমনোযোগিতার সৃষ্টি করেছে।

٩. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيْرِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ রেশমী সেলাই ও কারুকার্যের অনুমতি প্রসংগে

٤٠١١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ زِيَادٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ اَبُوْ عُمَرَ مَوْلٰى اَسْمَاءَ بِنْتِ بَكْرٍ قَالَ رَاَيْتُ بْنَ عُمَرَ فِي السُّوْقِ اشْتَرٰى ثَوْبًا شَامِيًا فَرَاٰى فِيْهِ خَيْطًا اَحْمَرَ فَرَدَّهُ فَاَتَيْتُ اَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا جَارِيَةُ نَا وِلِيْنِيْ جُبَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْرَجَتْ جُبَّةً طِيَالِسِيَةً مُكْفُوْفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ *

৪০১১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমার (রা), যিনি আস্মা বিনত আবূ বকর (রা) -এর দাসী ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি ইব্ন উমার (রা)-কে বাজার থেকে একখানি শাল খরিদ করতে দেখি। তিনি তাতে একটি লাল রংয়ের রেশমী সূতা দেখে তা ফিরিয়ে দেন। তা দেখে আমি আসমা (রা)-এর নিকট এসে এ সম্পর্কে বর্ণনা করলে, তিনি বলেন ঃ হে দাসী! তুমি আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জুব্বাটি (জামাটি) আনো। তখন সে একটি কম কারুকার্য খচিত জুব্বা আনে, যার পকেট, আস্তীন এবং সামনে পেছনে রেশমের কাজ করা ছিল।

٤٠١٢. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَازُهَيْرٌ نَاخُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيْرِ فَاَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيْرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَاسَ بِهٖ *

৪০১২। ইব্ন নুফায়ল (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খালিস রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তবে যে বস্ত্রের বুটি বা তার তানা রেশমের, তা ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই।

١٠. بَابُ فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِعُذْرٍ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কারণবশত রেশমী কাপড় পরিধান করা

٤٠١٢ (ا). حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَاعِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِىْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ فِى السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا*

৪০১২ (ক)। নুফায়লী (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ এবং যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে কোন এক সফরে, তাদের পাঁচড়া হওয়ার কারণে, রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দেন।

١١. بَابٌ فِى الْحَرِيْرِ لِلنِّسَاءِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের খালিস রেশমী বস্ত্র পরিধান করা

٤٠١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَااللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ اَفْلَحَ الْهَمْدَانِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَرِيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ اِنَّ نَبِىَّ ﷺ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِىْ يَمِيْنِهِ وَاَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِىْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ *

৪০১৩। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ একবার ডান-হাতে রেশমী বস্ত্র এবং বাম-হাতে সোনা নিয়ে বলেনঃ এ দু'টি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম।

٤٠١٤. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيَّنِ قَالَ نَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ رَاٰى عَلٰى اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُرْدًا سِيَرَاءَ قَالَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ *

৪০১৪। আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি উম্মু কুলছুম বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রেশমী পাড়ওয়ালা চাদর ব্যবহার করতে দেখেছি।

٤٠١٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ يَعْنِى الزُّبَيْدِىَّ نَامَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِى قَالَ مِسْعَرٌ فَسَاَلْتُ عَمْرَو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ *

৪০১৫। নাসর ইব্‌ন আলী (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা ছেলেদের থেকে রেশমী কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে মেয়েদের পরতে দিতাম। রাবী মিসআর (রা) বলেনঃ আমি এ ব্যাপারে আমর ইব্‌ন দীনার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনিবলেনঃ তিনি এ সম্পর্কে কিছু অবহিত নন।

١٢. بَابُ فِىْ لُبْسِ الْحِبَرَةِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ হিবারা বা ইয়ামনের সবুজ ডোরাবিশিষ্ট চাদর ব্যবহার

٤٠١٦. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِىُّ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْنَا لِاَنَسٍ يَعْنِىْ ابْنَ مَالِكٍ اَىُّ اللِّبَاسِ كَا اَحَبَّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَوْ اَعْجَبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحِبَرَةُ *

৪০১৬। হুদ্‌বা ইব্‌ন খালিদ (র) - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা। আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ নবী ﷺ কোন ধরনের পোশাক অধিক প্রিয় ছিল? অথবা তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন ধরনের পোশাক অধিক পসন্দ করতেন ? তিনি বলেন ঃ 'হিবারা', অর্থাৎ ইয়ামনের তৈরী সবুজ ডোরা বিশিষ্ট চাদর।

١٣. بَابُ فِى الْبَيَاضِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ সাদা কাপড় সম্পর্কে

٤٠١٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيْضَ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ وَاِنَّ خَيْرَ اَكْحَالِكُمُ الْاِثْمِدُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيَنْبُتُ الشَّعْرَ *

৪০১৭। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় ব্যবহার করবে; কেননা তা উত্তম কাপড় এবং মৃতদের কাফন শাদা কাপড়ে দিয়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো 'ইছমাদ', যা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এর তার দ্বারা পলকের পশম উৎপন্ন হয়।

١٤. بَابُ فِى الْخُلْقَانِ وَفِىْ غَسْلِ الثَّوْبِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার রাখা

٤٠١٨. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا مِسْكِيْنٌ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ نَحْوَهُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ

فَقَالَ اَمَا كَانَ هٰذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهٖ شَعْرَهُ وَرَاى رَجُلاً اٰخَرَ عَلَيْهِ ثِيَابَ وَسِخَةٌ فَقَالَ اَمَا كَانَ هٰذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهٖ ثَوْبَهُ *

৪০১৮। নুফায়লী (র) - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এসে এক ব্যক্তির মাথার চুল আলু থালু দেখ বলেন ঃ এ ব্যক্তির কি চুল আঁচড়ানোর মত কিছু নেই ? অপর এক ব্যক্তির পরিধানে ময়লা কাপড় দেখে বলেন ঃ সে কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য পানি পায় না?

٤٠١٩. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَازُهَيْرٌ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ ثَوْبٍ دُوْنٍ فَقَالَ اَلَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ اَىِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ اَتَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَاِذَا اَتَاكَ اللّٰهُ مَالاً فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهٖ *

৪০১৯। নুফায়লী (র) - - - আবুল আহ্ওয়াস (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি নবী ﷺ -এর নিকট ময়লা কাপড় পরে গেলে, তিনি বলেন ঃ তুমি কি মালদার নও ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কোন ধরনের মালের অধিকারী ? জবাবে তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ আমাকে উট, বকরী, ঘোড়ার পাল গোলাম দান করেছেন। তিনি ﷺ বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তোমাকে মালদার করেছেন, তখন তাঁর নিয়ামত ও কারামতের নিদর্শন তোমার মাঝে প্রকাশ পাওয়া উচিত!

١٥. بَابُ فِى الْمَصْبُوْغِ بِالصُّفْرَةِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত করা

٤٠٢٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى بْنَ اَسْلَمَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبَغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتّٰى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبَغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبَغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتّٰى عِمَامَتَهُ *

৪০২০। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমার (রা) হলুদ রং দিয়ে তাঁর দাড়ি রঞ্জিত করতেন, যার ফলে তাঁর কাপড়-চোপড় হলুদ বর্ণ ধারণ

করতো। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ আপনি কেন এভাবে রঞ্জিত করেন ? তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ দিয়ে রঙীন করতে দেখেছি। আর এ রং তাঁর কাছে খুবই প্রিয় ছিল এবং তিনি ﷺ এ রং দিয়ে নিজের সমস্ত কাপড়-চোপড়, এমনকি পাগড়ী ও রঞ্জিত করতেন।

١٦. بَابٌ فِى الْخُضْرَةِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সবুজ রং সম্পর্কে

٤٠٢١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ اَيَادٍ نَا اَيَادٌ عَنْ اَبِى رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ اَبِىْ نَحْوَ النَّبِىِّ ﷺ فَرَاَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ اَخْضَرَيْنِ *

৪০২১। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - আবুল রাম্ছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি আমার পিতার সাথে গিয়ে নবী ﷺ -কে দু'টি সবুজ রংয়ের চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই।

١٧. بَابٌ فِى الْحُمْرَةِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ লাল রং সম্পর্কে

٤٠٢٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا هِشَامٌ بْنُ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةٍ فَالْتَفَتَ اِلَىَّ وَعَلَىَّ رَيْطَةٌ مُّضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ مَاهٰذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَاَتَيْتُ اَهْلِىْ وَهُمْ يَسْجُرُوْنَ تَنُّوْرًا لَّهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيْهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَفَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ اَهْلِكَ فَاِنَّهُ لاَبَاسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ *

৪০২২। মুসাদ্দাদ (র) - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একটি টিলা থেকে অবতরণককালে, তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করেন। এসময় আমার গায়ে একটি কুসুম রংয়ের চাদর ছিল। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি এ কি ধরনের চাদর পরেছ ? আমি তাঁর কথার মধ্যে নারাজীর আভাস পাই। আমি সে সময় ঘরে ফিরি, যখন গৃহবাসীরা চুলা জ্বালিয়ে (রান্না-বান্না) করছিল ; তখন আমি সেটি আগুনে নিক্ষেপ করি। পরদিন আমি যখন তাঁর কাছে হাযির হই, তখন তিনি বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ্! তুমি সে চাদরটি কি করেছ ? আমি তাঁকে এব্যাপারে খবর দিলে, তিনি বলেন ঃ তুমি এটা তোমার

স্ত্রীকে কেন দিলেনা ? কেননা, এটি ব্যবহারে মহিলাদের কোন ক্ষতি নেই।

٤٠٢٣. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ نَا الْوَلِيْدُ قَالَ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ الْمُضَرَّجَةُ الَّتِيْ لَيْسَت بِمُشْبَعَةٍ وَلاَ بِمُوَرَّدَةٍ *

৪০২৩। আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - হিশাম ইব্‌ন গায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্‌ (রা) যে চাদর পরে ছিলেন, তা অধিক লাল বা সম্পূর্ণ গোলাপী রংয়ের ছিল না ; বরং তা ছিল এ দুয়ের মাঝামাঝি রংয়ের।

٤٠٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ شُفْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ عَلِي اُرَاهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ مَصْبُوْغٌ بِعُصْفُرٍ مُوَرَّدًا فَقَالَ مَا هٰذَا فَانْطَلَقْتُ فَاَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ فَقُلْتُ اَحْرَقْتُهُ قَالَ اَفَلاَ كَسَوْتَهُ بَعْضَ اَهْلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ثَوْرٌ عَنْ خَالِدٍ فَقَالَ مُوَرَّدٌ وَطَاؤُسٌ قَالَ مُعَصْفَرٌ *

৪০২৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান দিমাশকী (র) - - - আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আমাকে দেখেন। আবুল আলী (রা) বলেন ঃ তাকে দেখেন এ অবস্থায় যে, তাঁর পরনে কুসুম রংয়ের একটি কাপড় ছিল। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ এটা কি ? আমি ফিরে গিয়ে তা আগুনে ভস্মীভূত করে ফেলি। এরপর তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি তোমার কাপড়টি কি করেছ ? আমি বলি ঃ তা জ্বালিয়ে দিয়েছি। তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি এটি তোমার কোন স্ত্রীকে কেন দিলে না ?

ইমাম আবূ দাউদ (রা) বলেন ঃ ছাওর (রা) খালিদ থেকে مُوَرَّدٌ শব্দে এবং তাউস (রা) مُعَصْفَرٌ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَزَابَةَ نَا اِسْحٰقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُوْرٍ نَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانَ اَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ *

৪০২৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন খাযাবা (র) - - - আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার জনৈক ব্যক্তি দু'টি লাল রংয়ের কাপড় পরে নবী ﷺ -এর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁকে সালাম করেন। কিন্তু নবী ﷺ তার সালামের জবাব দেননি।

٤٠٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَن رَّجُلٍ مِّن بَنِىْ حَارِثَةَ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَرَاى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَوَاحِلِنَا وَعَلٰى اِبِلِنَا اَكْسِيَةً فِيْهَا خُيُوْطُ عِهْنٍ مُمْرٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اَرٰى هٰذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى نَفَرَ بَعْضُ اِبِلِنَا فَاَخَذْنَا الْاَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا *

৪০২৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে বের হই, এ সময় তিনি আমাদের উটের পালানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, যার উপর পশমের তৈরী লাল রংয়ের দাগ বিশিষ্ট জীনপোশ ছিল। তা দেখে তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদের উপর লাল রংয়ের প্রাধান্য দেখছি না ? আমরা তাঁর ﷺ এ কথা শুনে এত দ্রুত দাঁড়িয়ে যাই যে, তাতে কোন কোন উট ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে। এরপর আমরা জীন-পোশ পালান থেকে সরিয়ে ফেলি।

٤٠٢٧. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِىْ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ وَقَرَاتُ فِىْ اَصْلِ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الْاَبَجِّ السُّلَيْمِىِّ اَنَّ امْرَاَةً مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَصْبَغُ ثِيَابًا لَّهَا بِمَغْرَةٍ فَبَيْنَا نَحنُ كَذٰلِكَ اِذ طَلَعَ عَلَينَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَاَتْ ذٰلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلَتْ فَاَخَذَتْ فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجَعَ فَاطَّلَعَ وَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ *

৪০২৭। ইব্‌ন আওফ তায়ী (র) - - - হুরায়ছ ইব্‌ন আবাজ সুলায়হী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসাদ গোত্রের জনৈকা মহিলা বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রী যয়নব (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম, আর আমরা তাঁর কাপড় গেরুয়া রঙে রঙীন করে দিতাম। আমরা এ অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট উপস্থিত হন। তিনি ﷺ গেরুয়া রং দেখে ফিরে যান। যয়নব (রা) এ অবস্থা দেখে বুঝতে পারেন যে, তিনি যা করেছেন, তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাখোশ হয়েছেন। তখন তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে সে লাল রং ধুয়ে ফেলেন। পরে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে এসে যখন দেখেন যে, ঐ রংয়ের কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখন তিনি ﷺ গৃহে প্রবেশ করেন।

١٨. بَابٌ فِى الرُّخْصَةِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ লাল রং ব্যবহারে অনুমতি

٤٠٢٨. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمْرِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ وَرَاَيْتُهُ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ اَرَ شَيْئًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ *

৪০২৮। হাফ্স ইব্ন উমার (র) - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল এবং আমি কাউকে তাঁর চাইতে অধিক সুন্দর দেখিনি!

٤٠٢٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى يَخْطُبُ عَلٰى بَغْلَةٍ وَّعَلَيْهِ بُرْدٌ اَحْمَرُ وَعَلِىٌّ اَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ *

৪০২৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - হিলাল ইব্ন আমির (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মিনাতে খচ্চরের পিঠ হতে খুতবা দেওয়ার সময়, তাঁর গায়ে একটি লাল রঙের চাদর দেখি। এ সময় আলী (রা) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তা লোকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন।

١٩. بَابٌ فِى السَّوَادِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাল রং সম্পর্কে

٤٠٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَبَغْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيْهَا وَجَدَ رِيْحَ الصُّوْفِ فَقَذَفَهَا قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيْحُ الطَّيِّبُ *

৪০৩০। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ -এর জন্য আমি একটি চাদর কাল রঙে রাঙিয়ে দেই, তিনি তা পরিধান করেন। পরে ঘামে ভিজে তা থেকে পশমের গন্ধ বের হওয়ায়, তিনি ﷺ তা ফেলে দেন।

রাবী বলেন ঃ নবী ﷺ -এর নিকট খোশ্‌বু খুবই প্রিয় ছিল।

٢٠. بَابُ فِى الْهُدْبِ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ের পাশে ঝালর সম্পর্কে

٤٠٣١. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ اَبِىْ خِدَاشٍ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ الْجُهَيْمِىِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبِى بِشَمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلٰى قَدَمَيْهِ *

৪০৩১। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, তিনি একটি চাদর জড়িয়ে আছেন এবং এর ঝালর তাঁর দু'পায়ের উপর পড়েছে।

٢١. بَابُ فِى الْعَمَائِمِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ী সম্পর্কে

٤٠٣٢. حَدَّثَنَا اَبُوالْوَلِيْدِ الطِّيَالِسِىُّ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءَ *

৪০৩২। আবূ ওয়ালীদ তিয়ালিসী (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বিজয়ের বছর যখন মক্কাতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় কাল পাগড়ী ছিল।

٤٠٣٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ *

৪০৩৩। হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - আমর ইব্‌ন হুরায়ছ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী ﷺ -কে মিম্বরের উপর দেখি এ সময় তিনি কাল পাগড়ী পরিধান করেন; যার পার্শ্বদেশ তা দু'কাধের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল।

٤٠٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ نَا اَبُو الْحَسَنِ

الْعَسْقَلاَنِيُّ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ *

৪০৩৪। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন রুকানা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রুকানা একদিন নবী ﷺ -এর সংগে কুস্তি লড়লে, তিনি ﷺ তাকে পরাস্ত করেন।

রাবী রুকানা (রা) আরো বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমাদের ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য এই যে, আমরা টুপির উপর পাগ্‌ড়ী ব্যবহার করি এবং তারা তা করে না।

٤٠٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ مَوْلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ نَا عُثْمَانُ الْغَطْفَانِيُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرَّبُوْذَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُوْلُ عَمَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ *

৪০৩৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার মাথায় পাগ্‌ড়ী বেধে দেন, যার প্রান্তভাগকে তিনি সামনের ও পেছনের দিকে ঝুলিয়ে দেন।

٢٢. بَابُ فِيْ لُبْسِ الصَّمَّاءِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ জড়িয়ে-পেঁচিয়ে কাপড় পরা

٤٠٣٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اَنْ يَّحْتَبِيَ الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهٖ اِلَى السَّمَاءِ وَيَلْبَسُ ثَوْبَهُ وَاَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَّيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلٰى عَاتِقِهٖ *

৪০৩৬। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'ভাবে কাপড় জড়িয়ে-পেঁচিয়ে পরতে নিষধ করেছেন ঃ (এক) এভাবে, যাতে তার লজ্জাস্থান আসমান পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়ে যায়, (দুই) যাতে তার শরীরের একাংশ খোলা থাকে এবং কাপড় তার কাঁধে জড়ানো থাকে।

٤٠٣٧. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ *

৪০৩৭। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই কাপড়ে 'সাম্‌মা' ও 'ইহ্‌তিবা'[১] থেকে নিষেধ করেছেন।

٢٣. بَابُ فِيْ حَلِّ الْاَزْرَارِ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ জামার বুকের অংশ খোলা রাখা

٤٠٣٨. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ زُهَيْرٌ عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ ابْنِ قُشَيْرٍ اَبُوْ مَهْلٍ الْجُعْفِيِّ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ نَا اَبِىْ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِّنْ مُّزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَاِنَّ قَمِيْصَهُ لَمُطْلَقُ الْاَزْرَارِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ اَدْخَلْتُ يَدِىْ فِىْ قَمِيْصِهِ فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَاَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلاَ ابْنَهُ قَطُّ اِلاَّ مُطْلَقِى اَزْرَارِهِمَا فِىْ شِتَاءٍ وَّلاَ حَرٍّ وَّلاَ يُزَرِّرَانِ اَزْرَارَهُمَا اَبَدًا *

৪০৩৮। নুফায়লী (র) - - - মুআবিয়া ইব্‌ন কুর্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মুয়াযনা গোত্রের এক দলের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসি। এ সময় আমরা তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করি. আর এ সময় তাঁর জামার বুকের অংশ খোলা ছিল। রাবী বলেন ঃ আমি তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণের পর, তাঁর জামার বুকের দিকের খোলা অংশের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে "মোহরে -নবূওয়াত" স্পর্শ করি।

রাবী উরওয়া (রা) বলেন ঃ আমি মুআবিয়া (রা) এবং তাঁর ছেলেকে শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ই তাদের জামার বুকের অংশ খুলে রাখতে দেখেছি এবং উভয়ই তাদের জামায় বোতাম ব্যবহার করতেন না।

٢٤. بَابُ فِى التَّقَنُّعِ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা

٤٠٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِىُّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ بَيْنَنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ فِىْ بَيْتِهَا فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لاَبِىْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاْتِيْنَا

১. 'সাম্‌মা' বলা হয়–এমনভাবে চাদর গায়ে জড়ানকে, যাতে হাত চাদরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এতে হঠাৎ কাপড় খুলে গিয়ে সতর অনাবৃত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।
আর 'ইহ্‌তিবা' বলা হয়–একই কাপড়ে শরীর ঢেকে বসাকে। যাতে সতর উন্মুক্ত যাওয়ার আশংকা থাকে খুবই বেশী। তাই নবী (সা.) এ দু'ভাবে বসতে নিষেধ করেছেন- (অনুবাদক)।

فِيْهَا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَاذَانَ فَاَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ *

৪০৩৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক সময় আমি দুপুরের দিকে (আমার পিতার ঘরে) বসে ছিলাম। এ সময় জনৈক ব্যক্তি আবূ বকর (রা)-কে বলেনঃ এই তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আর তিনি এ সময় তাঁর চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে আমার নিকট আসেন। সাধারণতঃ তিনি ﷺ এমন সময় আমাদের নিকট আসতেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে অনুমতি চাইলে আবূ বকর (রা) তাঁকে অনুমতি দেন। এরপর তিনি ﷺ ভিতরে প্রবেশ করেন।

٢٥. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ اِسْبَالِ الْاِزَارِ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ লুংগী পাজামা ঝুলিয়ে পায়ের গিঁঠের নীচে পরা

٤٠٤٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ غِفَارٍ نَا اَبُوْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىِّ وَاَبُوْ تَمِيْمَةَ اسْمُهُ طَرِفُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِىْ جُرَىٍّ جَابِرِ بْنِ سَلِيْمٍ قَالَ رَاَيْتُ رَجُلاً يُصْدُرُ النَّاسَ عَنْ رَايِهٖ لاَيَقُوْلُ شَيْئًا اِلاَّ صَدَرُوْا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَاِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلْ السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ اِذَا اَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَاِنْ اَصَابَكَ عَامٌ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ اَنْبَتَهَا لَكَ وَاِذَا كُنْتَ بِاَرْضٍ قَفْرٍ اَوْفَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ اَدًّا هَا عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ اَعْهَدْ اِلَىَّ قَالَ لاَتَسُبَّنَّ اَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّاوَّلاَ عَبْدًا وَّلاَ بَعِيْرًا وَّلاَشَاةً قَالَ وَلاَتَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَاَنْ تَكَلَّمَ اَخَاكَ وَاَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْهِ وَجْهُكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَارْفَعْ اِزَارَكَ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالَ الْاِزَارِ فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ وَاِنِ امْرُءٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَاِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ *

৪০৪০। মুসাদ্দাদ (র) - - - জাবির ইব্‌ন সালিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি এমন এক লোককে দেখতে পাই, তিনি যা বলতেন লোকেরা কবূল করতো। আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ এ ব্যক্তি কে ? তারা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। তখন আমি তাঁকে দু'বার বলি ঃ আলায়কাস সালাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বলেন ঃ আলায়কাস সালাম' বলো না; কেননা মৃতদের এভাবে

সালাম করা হয়। তুমি বল ঃ আস্-সালামু আলায়কা। আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনি কি আল্লাহ্র রাসূল ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আমি সেই আল্লাহ্র রাসূল, যিনি বিপদের সময় তুমি দু'আ করলে তোমার বিপদ দূর করে দেন এবং তোমার উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হলে, তোমার দু'আর বরকতে তিনি খাদ্য-শস্য ও তৃণলতা পয়দা করেন। আর যখন তুমি এমন কোন স্থানে থাক, যার বিজন মরুভূমিতে তোমার উট হারিয়ে যায়, তখন তোমার দু'আর ফলে তিনি তা তোমার কাছে ফিরিয়ে দেন। রাবী বলেন, তখন আমি বলি ঃ আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি কখনো কাউকে গালি দেবে না।

রাবী জাবির (র) বলেন ঃ এরপর থেকে আমি কোন দিন কোন স্বাধীন ব্যক্তি, গোলাম, উট এবং বকরীকে গালি দেইনি। তিনি ﷺ আরো বলেন ঃ তুমি কখনো কোন উত্তম বস্তুকে অধম মনে করবে না, যদি তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলার সময় হাসিমুখে কথা বল, এটাও একটা ভাল কাজ। আর তুমি তোমার লুংগী ও পাজামাকে পায়ের গোছার উপর রাখবে, যদি তা সম্ভব না হয়, তবে পায়ের গিঁট পর্যন্ত রাখবে। সাবধান, তুমি লুংগী বা পাজামাকে পায়ের গিঁটের নীচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করবে না। কেননা, এতে গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পায় এবং মহান আল্লাহ্ গর্বকারীকে পসন্দ করেন না। আর যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় এবং তোমার গোপন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তুমি তার গোপন দোষ-ত্রুটি যা জান, তা প্রকাশ করবে না। কেননা, তার কৃতকর্মের ফল সে ভোগ করবে।

٤٠٤١. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ اَحَدَ جَانِبَيْ اِزَارِيْ يَسْتَرْخِيْ اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ قَالَ لَسْتَ مِمَّنْ يَّفْعَلُهُ خُيَلاَءَ *

৪০৪১। নুফায়লী (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের গর্ব-অহংকার প্রকাশের জন্য নিজের কাপড় (পায়ের গিঁটের নীচে) ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে তাকাবেন না।

তখন আবূ বকর (রা) বলেন ঃ আমার লুংগীর প্রান্তভাগ ঝুলে থাকে, আর এটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। তখন নবী ﷺ বলেনঃ তুমি তাদের মধ্যে নও, যারা গর্বভরে এরূপ করে থাকে।

٤٠٤٢. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ نَا يَحْيٰى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُّصَلِّيْ مُسْبِلاً اِزَارَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ اَمَرْتَهُ اَنْ يَّتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ قَالَ اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ وَهُوَ

مُسْبِلُ اِزَارِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَايَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ *

৩০৫২। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি তার লুংগী পায়ের গিঁঠের নীচে ঝুলিয়ে সালাত আদায় করাকালে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি যাও এবং উযূ কর। সে ব্যক্তি উযূ করে আসলে, তিনি আবার বলেন ঃ যাও, উযূ কর। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার কী হয়েছে, আপনি তাকে উযূ করতে বলছেন ; আর সে উযূ করার পর আপনি নীরব থাকছেন ? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ এ ব্যক্তি লুংগী ঝুলিয়ে সালাত আদায় করে, অথচ যে এভাবে সালাত আদায় করে, আল্লাহ্ তার সালাত কবূল করেন না।

٤٠٤٣. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ خَرْشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوْا فَاَعَادَهَا ثَلٰثًا قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَابُوْا دَ خَسِرُوْا قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ اَوِالْفَاجِرِ *

৪০৫৩। হাফ্‌স ইব্‌ন আমর (র) - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, আর না তাদের গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ এরা কারা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যারা বরবাদী ও ধ্বংসের শিকার হবে ? তিনি বলেন ঃ যারা গর্বভরে কাপড় পায়ের গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরে, উপকার করে খোঁটা দেয় এবং যে সব ব্যবসায়ী মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করে।

٤٠٤٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرْشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ قَالَ الْمَنَّانُ الَّذِىْ لَايُعْطِىْ شَيْئًا اِلَّا مَنَّهُ *

৪০৫৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এরূপই বলেছেন। তবে প্রথমে বর্ণিত হাদীছটি অধিক সম্পূর্ণ। তিনি বলেন ঃ 'মান্নান' হলো সে, যে কাউকে কিছু দেয়ার পর খোঁটা দেয়।

٤٠٤٥. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِىْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو نَا

هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ نَصْرِ التَّغْلَبِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ وَكَانَ جَلِيْسًا لأَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلاً مُّتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ اِنَّمَا هُوَ صَلوةٌ فَاِذَا اَفْرَغَ فَاِنَّمَا هُوَ تَسْبِيْحٌ وَتَكْبِيْرٌ حَتّٰى يَاتِىَ اَهْلَهُ قَالَ فَمَرَّبِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَجَلَسَ فِى الْمَجْلِسِ الَّذِىْ يَجْلِسُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ اِلٰى جَنْبِهٖ لَوْرَاَيْتَنَا حِيْنَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فُلاَنٌ فَطَعَنَ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّىْ وَاَنَا الْغُلاَمُ الْغِفَارِىُّ كَيْفَ تَرٰى فِىْ قَوْلِهٖ قَالَ مَااَرَاهُ اِلاَّ قَدْ بَطَلَ اَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ اٰخَرُ فَقَالَ مَا اَرٰى بِذٰلِكَ بَاسًا فَتَنَازَعَا حَتّٰى سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ لاَبَاسَ اَن يُّؤْجَرَ وَيُحْمَدَ فَرَاَيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذٰلِكَ فَجَعَلَ يَرْفَعُ رَاسَهُ اِلَيْهِ وَيَقُوْلُ اَنْتَ سَمِعْتَ ذٰلِكَ مِن رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَمَازَالَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ حَتّٰى اَنِّىْ لاَ قُوْلُ لَيَبْرُ كَنَّ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ اَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لاَيَقْبِضُهُمَا ثُمَّ مَرَّبِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ اَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً نَتْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْاَسَدِىُّ لَوْلاَ طُوْلُ جُمَّتِهٖ وَاِسْبَالُ اِزَارِهٖ فَبَلَغَ ذٰلِكَ خُرَيْمًا فَجَعَلَ فَاَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ اِلٰى اُذُنَيْهِ وَرَفَعَ اِزَارَهُ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ ثُمَّ مَرَّبِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ اَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ قَادِمُوْنَ عَلٰى اِخْوَانِكُمْ فَاَصْلِحُوْا رِحَالَكُمْ وَاَصْلِحُوْا لِبَاسَكُمْ حَتّٰى تَكُوْنُوْا كَاَنَّكُمْ شَامَةٌ فِى النَّاسِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لاَيُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّشَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ حَتّٰى تَكُوْنُوْا كَالشَّامَّةِ فِى النَّاسِ *

৪০৪৫। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - কায়স ইব্ন নাসর তাগ্লিবী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, যিনি আবূ দারদা (রা)-এর বন্ধু ছিলেন। তিনি বলেন ঃ দামিশ শহরে ইব্ন হান্জালিয়া (রা) নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন সাহাবী বাস করতেন। তিনি একাকী থাকতে পসন্দ করতেন এবং লোকদের সাথে মেলামেশা করতেন না। তিনি অধিকাংশ সময় সালাতে রত থাকতেন এবং অবশিষ্ট সময় তাস্বীহ্ ও তাকবীর পাঠে রত থাকতেন, এরপর নিজের ঘরে ফিরে যেতেন। রাবী বলেন ঃ একদা তিনি ঘরে ফেরার সময় আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এ সময় আমরা আবূ দারদা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আবূ দারদা (রা) তাঁকে বলেন ঃ আপনি আমাদের এমন কিছু বলুন, যা আমাদের উপকারে আসে এবং আপনার কোন ক্ষতি না হয়।

তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধের জন্য একদল সৈন্য পাঠান। তারা ফিরে আসে এবং তাদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেখানে বসতেন, সেখানে গিয়ে বসে পড়ে এবং তার পাশের লোককে সম্বোধন করে বলে ঃ যদি তোমরা আমাদের দেখতে, যখন আমরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধরত ছিলাম। তখন আমাদের অমুক ব্যক্তি বল্লম উঁচিয়ে বলেছিল ঃ আমার এ আঘাত গ্রহণ কর এবং আমি গিফার গোত্রের লোক। তুমি তার এ কথাকে কিরূপ মনে কর ? তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ আমার বিবেচনায় তার ছওয়াব বিনষ্ট হয়েছে। তার এ কথা শুনে অপর এক ব্যক্তি বলে ঃ আমার মতে এরূপ বলাতে কোন ক্ষতি হয়নি। তারা ঝগড়া শুরু করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শুনে বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্ ! এতে ক্ষতির কি আছে, যদি যে ছওয়াব পায় এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে ?

রাবী বলেন ঃ তখন আমি দেখতে পাই যে, আবূ দারদা (রা) তা শুনে খুব বেশী হয়েছেন। তিনি তাঁর মাথা উঁচু করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনি কি ইহা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। রাবী বলেন ঃ এরপর আবূ দারদা (রা) বারবার প্রশ্ন করতে করতে সে ব্যক্তির এত নিকটবর্তী হল যে, আমার মনে হচ্ছিল, তিনি তাঁর কাঁধের উপর চেপে বসবেন।

(রাবী বিশর বলেন ঃ) আরেক দিন সে ব্যক্তি আমাদের পাশ দিয়ে গমনকালে আবূ দারদা (রা) তাঁকে বলেন ঃ এমন কিছু বলেন, যাতে আমাদের উপকার হয় এবং আপনার কোন ক্ষতি না হয়। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেন ঃ ঘোড়ার জন্য যে ব্যক্তি খরচ করে, তার তুলনা এরূপ, যে মুক্ত হস্তে দান করে এবং তা থেকে বিরত হয় না।

এরপর সে ব্যক্তি পুনরায় একদিন আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবূ দারদা (রা) তাঁকে বলেন ঃ আমাদের কিছু উপকারী কথা বলুন ও যাতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়। তখন তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেন ঃ খুরায়ম আস্দী কি উত্তম ব্যক্তি ! তবে যদি তার চুল লম্বা না হতো এবং লুংগী ঝুলিয়ে না পরতো! এ খবর খুরায়ম (রা)-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি তৎক্ষণাৎ এক খানি ছুরি নিয়ে তার চুল কেটে ছোট করেন এবং নিজের পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছা পর্যন্ত উঠান।

পরে আরো একদিন সে ব্যক্তি আমাদের পাশ দিয়ে গমনকালে আবূ দারদা (রা) তাঁকে বলেন ঃ আপনি আমাদের এমন কিছু শোনান, যাতে আমাদের উপকার হয় এবং আপনার কোন ক্ষতি না হয়। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ এখন তোমরা তোমাদের ভাইদের

সাথে মিলিত হতে চলেছ, কাজেই তোমরা তোমাদের যানবাহনকে ঠিক কর এবং তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার কর, যাতে তারা সহজে তোমাদের চিনতে পারে। জেনে রাখ ! মহান আল্লাহ্ বেহুদা কথোপকথনকারী এবং ময়লা-অপরিষ্কার থাকা ব্যক্তিকে ভালবাসেন না। যাতে তোমরা লোকদের মাঝে অপয়া হও। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ আবূ নুআয়ম (র) হিশাম (রা) থেকে বর্ণনা প্রসংগে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এমনকি তোমরা লোকদের মাঝে অপয়া হও।

٢٦. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْكِبْرِ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ গর্ব ও অহংকার সম্পর্কে

٤٠٤٦. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا هَنَّادٌ يَعْنِىْ ابْنَ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ الْمَعْنٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ مُوْسٰى عَنْ سَلْمَانَ الْاَغَرِّ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنِ الْاَعْرَابِىُّ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ هَنَّادٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِذَارِىْ فَمَنْ نَّازَ عَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ *

৪০৪৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - হান্নাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, "অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুংগী স্বরূপ। তাই, যে ব্যক্তি এ দু'টি জিনিসে আমার শরীক হতে চায়, আমি তাকে দোজখে নিক্ষেপ করবো।"

٤٠٤٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا اَبُوْ بَكْرٍ يَّعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ وَّلَايَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ رَوَاهُ الْقَسْمَلِىُّ عَنِ الْاَعْمَشِ مِثْلَهُ *

৪০৪৭। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষার-দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে। আর সে ব্যক্তি দোজখে যাবে না, যার অন্তরে সরিষার-দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে।

٤٠٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَبُوْ مُوْسٰى نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا هِشَامُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ رَجُلاً جَمِيْلاً فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ حُبِّبَ اِلَىَّ الْجَمَالُ وَاُعْطِيْتُ مِنْهُ مَاتَرَاهُ حَتّٰى مَا اُحِبُّ

اَنْ يُفَوِّقَنِىْ اَحَدٌ اِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَعْلِىْ وَاِمَّا قَالَ بِشِسْعِ نَعْلِىْ اَفَمِنَ الْكِبْرِ ذٰلِكَ قَالَ لاَوَلٰكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ *

৪০৪৮। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈক সুশ্রী ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি সৌন্দর্যকে পসন্দ করি এবং আমাকে তা দেওয়া হয়েছে, যেমন আপনি দেখছেন। আমি পসন্দ করি যে, সৌন্দর্যে কেউ যেন আমার জুতার ফিতার সমতুল্যও না হতে পারে। এরূপ বলা কি অহংকার ? তিনি ﷺ বলেন ঃ না। বরং অহংকার হলো–সত্যকে মিথ্যা করা এবং লোকদের হেয় প্রতিপন্ন করা।

٢٧. بَابٌ فِىْ قَدْرِ مَوْضِعِ الْاِزَارِ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ পাজামার সীমা সম্পর্কে

٤٠٤٩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ عَنِ الْاِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِزْرَةُ الْمُسْلِمِ اِلٰى نِصْفُ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ اَوْلاَ جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا كَانَ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ مِنَ النَّارِ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ *

৪০৪৯। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) - - - আবদুর রহমান (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে পাজামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ আপনি একজন অভিজ্ঞ লোকের নিকট প্রশ্ন করেছেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একজন মুসলমানের পাজামা পায়ের গোছার অর্ধেক হয়ে থাকে, তবে তা পায়ের গিরা পর্যন্ত হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই এবং গুনাহ্ নেই। অবশ্য এর নীচ পর্যন্ত হলে সে দোজখে যাবে। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে নিজের পাজামা ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

٤٠٥٠. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ نَا الْجُعْفِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاِسْبَالُ فِى الْاِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ وَمَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خَيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৪০৫০। হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - -আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ

বলেছেনঃ পাজামা, জামা ও পাগড়ীর মধ্যে 'ইস্‌বাল' বা মাত্রাধিক্যতা আছে। কাজেই, যে ব্যক্তি এসব ব্যবহারের সময় সীমালংঘন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেবেন না।

٤٠٥١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِى الصَّبَّاحِ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ سُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِزَارِ فَهُوَ فِى الْقَمِيْصِ *

৪০৫১। হান্নাদ (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা কিছু পাজামা সম্পর্কে বলেছেন, তা জামার ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

٤٠٥٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ اَنَّهُ رَاَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَّاتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ اِزَارِهِ مِنْ مُّقَدَّمِهِ عَلٰى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ قُلْتُ لَمْ تَاتَزِرُ هٰذِهِ الْاِزْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْتَزِرُهَا *

৪০৫২। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এমনভাবে লুংগী পরতে দেখেন, যাতে তার সামনের অংশ পায়ের পাতার উপর গিয়ে পড়ে এবং পেছনের দিক উপরে উঠে যায়। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনি এভাবে কেন লুংগী পরেন ? তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এভাবে লুংগী পরতে দেখেছি।

٢٨. بَابٌ فِى لِبَاسِ النِّسَاءِ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের পোশাক সম্পর্কে

٤٠٥٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ *

৪০৫৩। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) - -ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পুরুষদের অনুসরণকারী মহিলাদের এবং মহিলাদের অনুকরণকারী পুরুষদের উপর লা'নত করেছেন।

٤٠٥٤. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ *

৪০৫৪। যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ত্রীলোকদের পোশাক পরিধানকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের পোশাক পরিধানকারিণী স্ত্রীলোকদের উপর লা'নত করেছেন।

٤٠٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ وَبَعْضُهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ *

৪০৫৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আইশা (রা)-কে (পুরুষের জুতা পরিধানকারিণী এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষের বেশ ধারণকারিণী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন।

٢٩. بَابُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী-"মহিলাদের চাদর ব্যবহার সম্পর্কে"

٤٠٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا وَقَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمَدْنَ إِلَى حُجُورٍ أَوْ حُجُورٍ شَكَّ أَبُو كَامِلٍ فَشَقَقْنَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُنَّ خُمُرًا *

৪০৫৬। আবূ কামিল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আনসার মহিলাদের প্রশংসা করে বলেন ঃ যখন সূরা নূরে পর্দার আয়াত নাযিল হয়, তখন তারা তাদের তহবন্দ বা পর্দার কাপড় ছিঁড়ে চাদর তৈরী করেন।

٤٠٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ *

৪০৫৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন এ আয়াত নাযিল হয়- "মহিলারা যেন তাদের দেহকে চাদর দিয়ে আবৃত করে," তখন আনসার মহিলারা কালো কাপড়ে শরীর আবৃত করে এমনভাবে বের হত যে, মনে হত যেন তাদের মাথার উপর কাক বসে আছে।

٣٠. بَابُ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ"

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী- "মহিলাদের ওড়না ব্যবহার সম্পর্কে"

٤٠٥٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالُوْا اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَافِرِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاَوَّلِ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ شَقَقْنَ اَكْنَفَ قَالَ ابْنُ صَالِحٍ اَكْثَفَ مُرُوْطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا *

৪০৫৮। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ প্রথম দিকে হিজরতকারিণী মহিলাদের উপর রহম করুন। কেননা, আল্লাহ্ যখন এ আয়াত নাযিল করেন ঃ (অর্থ) "আর তারা যেন তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ ওড়না দিয়ে আবৃত করে।" তখন তারা তাদের পর্দার কাপড় ছিঁড়ে ওড়না তৈরী করে নেয়।

٣١. بَابُ فِيْمَا تُبْدِى الْمَرْاَةُ مِنْ زِيْنَتِهَا

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের শরীরের কোন অংশ খোলা রাখা জাইয

٤٠٥٩. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ فَضْلٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوْبُ بْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَاَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا اَنْ يُرٰى مِنْهَا اِلاَّ هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ *

৪০৫৯। ইয়াকূব ইব্‌ন কাআব (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাত্‌লা কাপড় পরে হাযির হলে, তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন ঃ হে আসমা ! যখন মেয়েরা সাবালিকা হয়, তখন তাদের

এমন পাতলা কাপড় পরা উচিত নয়, যাতে তাদের শরীর দেখা যায়। তবে তিনি ইশারা করে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জা পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশ দেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ এ হাদীছ মুরসাল। কেননা, রাবী খালিদ ইব্‌ন দুরায়ক (র) আইশা (রা)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

٣٢. بَابُ فِى الْعَبْدِ يَنْظُرُ اِلٰى شَعْرِ مَوْلاَتِهٖ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের জন্য মনিব-স্ত্রীর খোলা মস্তক দেখা

٤٠٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالاَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَاذَنَتِ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْحِجَامَةِ فَاَمَرَ اَبَا طَيْبَةَ اَنْ يَّحْجِمَهَا قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ كَانَ اَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ اَوْغُلاَمًا لَّمْ يَحْتَلِمْ *

৪০৬০। কুতায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মু সালামা (রা) নবী ﷺ -এর নিকট শিংগা লাগাবার জন্য অনুমতি চান। তখন তিনি আবূ তায়বা (রা)-কে শিংগা লাগাবার জন্য নির্দেশ দেন।

রাবী বলেন ঃ আমার ধারণা আবূ তায়বা (রা) উম্মু সালামা (রা)-এর দুধ ভাই ছিলেন, অথবা তিনি তখন নাবালক ছিলেন। (যে জন্য তার নিকট পর্দার প্রয়োজন ছিল না।

٤٠٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا اَبُوْجَمِيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتٰى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا قَالَ وَعَلٰى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ اِذَا قَنَّعَتْ بِهٖ رَاسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَاِذَا غَطَّتْ بِهٖ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَاسَهَا فَلَمَّا رَاٰى النَّبِىَّ ﷺ مَا تَلْقٰى قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَاسٌ اِنَّمَا هُوَ اَبُوْكِ وَغُلاَمُكِ *

৪০৬১। মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ একটি গোলাম নিয়ে, যাকে তিনি ফাতিমা (রা)-কে দান করেন। তাঁর নিকট উপস্থিত হন। এ সময় ফাতিমা (রা)-এর পরিধানে এমন কাপড় ছিল, যা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা অনাবৃত হয়ে যায় এবং পা ঢাকলে মাথা অনাবৃত হয়ে যায়। নবী ﷺ তাঁর এ অবস্থা দেখে বলেন ঃ এতে তোমার দোষের কিছু নেই; কেননা, তোমার সামনে তোমার পিতা এবং তোমার গোলাম আছে।

٣٣. بَابُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى غَيْرِ اُوْلِى الْاِرْبَةِ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ নপুংসক ব্যক্তিদের সম্পর্কে

٤٠٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ فَكَانُوْا يَعُدُّوْنَهُ مِنْ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً وَقَالَ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أَرَى هٰذَا يَعْلَمُ مَا هٰهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هٰذَا فَحَجَبُوْهُ *

৪০৬২। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - -আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর বিবিগণের নিকট একজন নপুংসক ব্যক্তি যাতায়াত করতো এবং তাঁরা তাকে "غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ" অর্থাৎ "পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ" বলে ধারণা করতেন। একদিন নবী ﷺ যখন আমাদের নিকট আসেন, তখন সে হিজড়া তাঁর কোন বিবির নিকট বসে অন্য এক মহিলার প্রশংসা করে বলছিল ঃ যখন সে সামনের দিকে আসে, তখন তার পেটে চারটি ভাঁজ দেখা যায়। আর যখন সে পেছনের দিকে যায়, তখন তার পেটের দু'দিকে আটটি ভাঁজ দেখা যায়। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ এ ব্যক্তি ও মহিলাদের সম্পর্কে জ্ঞাত। কাজেই, আর যেন সে তোমাদের কাছে না আসে। এরপর থেকে নবী ﷺ -এর বিবিগণ তার থেকে পর্দা করতেন।

٤٠٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا زَادَ وَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ *

৪০৬৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ (র) - - - আইশা (রা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আইশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, নবী ﷺ তাকে "বায়দা" নামক প্রান্তরে পাঠিয়ে দেন। প্রতি শুক্রবারে খাদ্যের সন্ধানে সে শহরে আসতো।

٤٠٦٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ إِذًا يَمُوْتُ مِنَ الْجُوْعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلَ ثُمَّ يَرْجِعَ *

৪০৬৪। মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আওযাঈ (রা) এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ (যখন সে হিজড়াকে শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়), তখন বলা হয় ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে তো না খেয়ে মারা যাবে। তখন তিনি তাকে সপ্তাহে দু'দিন শহরে আসার অনুমতি দেন, যাতে ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে ফিরে যেতে পারে।

٣٤. بَابُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী- "বলুন, মু'মিন স্ত্রীলোকদের দৃষ্টি সংযত রাখতে"

٤٠٦٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ نَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَّزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ الْاٰيَةَ فَنُسِخَ وَاسْتَثْنٰى مِنْ ذٰلِكَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَايَرْجُوْنَ نِكَاحًا الْاٰيَةَ *

৪০৬৫। আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (অর্থ) "আপনি মু'মিন নারীদের বলুন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখতে" এ আয়াতের হুকুম পরবর্তী আয়াত ঃ (অর্থ) "বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না" দ্বারা বাতিল হয়ে যাওয়ায় এসব মহিলারা বাদ পড়েন, যাদের বিবাহের যোগ্যতা নেই।

٤٠٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُّوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَبْهَانُ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُوْنَةُ فَاَقْبَلَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ اُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ اَعْمٰى لَايُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَفَعَمْيَا وَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهٖ *

৪০৬৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি এবং মায়মূনা (রা) নবী ﷺ -এর নিকট ছিলাম। তখন সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা) আসেন। আর এটি ছিল পর্দার আয়াত নাযিলের পর। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা দু'জন এর থেকে পর্দা কর। তখন আমরা বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে কি অন্ধ নয় ? সে তো

আমাদের দেখতে পায়না, চিনতেও পারে না। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরাও কি অন্ধ, তোমরা দু'জন কি তাকে দেখছো না ?

٤٠٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمَيْمُوْنِ نَا الْوَلِيْدُ نَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمْ عَبْدَهٗ اَمَتَهٗ فَلَا يَنْظُرَ اِلٰى عَوْرَتِهَا *

৪০৬৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতা ও দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার গোলামের বিয়ে দাসীর সাথে দেবে, তখন ঐ দাসীর সতরের দিকে তাকাবে না।

٤٠٦٨. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنِيْ دَاوُدُ بْنُ سَوَّارِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهٗ عَبْدَهٗ وَاَجِيْرَهٗ فَلَا يَنْظُرْ اِلٰى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ صَوَابُهٗ سَوَّادُ بْنُ دَاوُدَ وَهِمَ فِيْهِ وَكِيْعٌ *

৪০৬৮। যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তার দাসীর বিয়ে কোন গোলামের সাথে বা অন্য কোন কর্মচারীর সাথে দেবে, তখন তার জন্য ঐ দাসীর নাভীর নীচ থেকে হাঁটুর উপরের অংশ দেখা বৈধ নয়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ সঠিক নাম হলো সাওয়াদ ইব্‌ন দাউদ। ওকী' এ ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত হয়েছে।

٣٥. بَابُ كَيْفَ الْاِخْتِمَارُ

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ওড়না কিরূপে বাঁধবে ?

٤٠٦٩. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلٰى اَبِيْ اَحْمَدَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ يَقُوْلُ لَا تَعْتَمُّ مِثْلَ الرَّجُلِ لَا تُكَرِّرُهٗ طَاقًا اَوْ طَاقَيْنِ *

৪০৬৯। যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী

ﷺ তার নিকট এমন সময় আসেন, যখন তার মাথায় দো-পাট্টা (ওড়না) বাঁধা ছিল। তিনি ﷺ বলেন ঃ একবার পেঁচানোই যথেষ্ট, দু'বারের প্রয়োজন নেই।

٣٦. بَابُ فِيْ لُبْسِ الْقُبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের পাতলা কাপড় পরা

٤٠٧٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ دِحْيَتَ بْنِ خَلِيْفَةَ الْكَلْبِيِّ اَنَّهُ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبَاطِيٍّ فَاَعْطَانِيْ مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ اَحَدَهُمَا قَمِيْصًا وَّاَعْطِ الْاٰخَرَ امْرَاَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهٖ فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ وَامُرْ امْرَاَتَكَ اَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَاَيَصِفُهَا قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ *

৪০৭০। আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - দেহিয়া ইব্‌ন খালীফা কালবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট (মিসর থেকে) কিছু পাতলা কাপড় আসলে, তিনি তা থেকে আমাকে একটি কাপড় দেন এবং বলেন ঃ তুমি একে দু' টুকরা কর। এক টুকরা দিয়ে জামা বানাও এবং অন্য টুকরাটি তোমার স্ত্রীকে দিয়ে দাও, যা দিয়ে সে ওড়না বানাবে।

(রাবী বলেন ঃ) দেহিয়া (রা) যখন পশ্চাদগমন করে, তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমার স্ত্রীকে এর নীচে অন্য কাপড় লাগিয়ে নিতে বলবে, যাতে তার শরীর দেখা না যায়। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব (র) বলেন ঃ আব্বাস ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস।

٣٧. بَابُ فِي الذَّيْلِ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের পাজামা লম্বা করা

٤٠٧١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِيْ عُبَيْدٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ ذَكَرَ الْاِزَارَ فَالْمَرْاَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُرْخِي شِبْرًا قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِذًا يَّنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعٌ لَاتَزِيْدُ عَلَيْهِ *

৪০৭১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্. ﷺ -এর নিকট পাজামা নিয়ে আলোচনা প্রসংগে আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মহিলারা পাজামা কতটুকু লম্বা করবে ? তিনি বলেন ঃ তারা পায়ের গোছা থেকে এক বিঘত লম্বা করবে, তখন উম্মু সালামা (রা) বলেন ঃ এতে তো মহিলাদের সতর খোলা থাকবে। তিনি ﷺ বলেন ঃ তবে এক হাত লম্বা করবে, এর অধিক নয়।

٤٠٧٢. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا عِيْسٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ بْنُ اِسْحٰقَ وَاَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ نَّافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ *

৪০৭২। ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) - - - উম্মু সালামা (রা) নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ ইব্‌ন ইসহাক এবং আইউব ইব্‌ন মূসা (রা) নাফি' (র) থেকে, তিনি সুফিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٧٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدٌ الْعَمِّىُّ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا فَكُنَّ يُرْسِلْنَ اِلَيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا *

৪০৭৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পাজামাকে এক বিঘত পরিমাণ লম্বা (গোছা থেকে) করার অনুমতি দেন। এরপর তিনি এর উপর আরো এক বিঘত বাড়াবার অনুমতি দেন, যখন তাঁরা বৃদ্ধির অনুমতি চায়। নবী ﷺ -এর বিবিগণ তাঁদের কাপড় আমাদের কাছে পাঠাতেন, আমরা হাত দিয়ে তা মেপে দিতাম।

٣٨. بَابُ فِىْ اُهُبِ الْمَيْتَةِ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত জানোয়ারের কাঁচা চামড়া সম্পর্কে

٤٠٧٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُسَدَّدٌ وَّوَهْبٌ عَنْ مَّيْمُوْنَةَ قَالَتْ اُهْدِىَ لِمَوْلَاةٍ لَّنَا شَاةٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اَلَا دَبَغْتُمْ اِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا *

৪০৭৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের জনৈক আযাদকৃত দাসীর জন্য একটি বকরী হাদিয়া স্বরূপ আসে, কিন্তু সেটি মারা যায়। তখন নবী ﷺ তার পাশ দিয়ে গমনকালে বলেন ঃ তুমি এর চামড়াকে দাবাগত (পাকা) করে তোমার প্রয়োজনে কেন ব্যবহার করছো না ? তারা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটা তো মৃত। তিনি ﷺ বলেন ঃ এর গোশ্‌ত খাওয়া হারাম করা হয়েছে (এর চামড়া নয়)।

٤٠٧٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ لَمْ يَذْكُرْ مَيْمُوْنَةُ قَالَ فَقَالَ اَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِاِهَابِهَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرِ الدِّبَاغَ *

৪০৭৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - যুহ্‌রী (র) এ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে যে সনদের উল্লেখ করেছেন, তাতে মায়মূনার নাম উল্লেখ নেই। তিনি নবী ﷺ বলেছেন ঃ তুমি এর চামড়াকে তোমার প্রয়োজনে কেন ব্যবহার করছো না ? এরপর তিনি ঐ হাদীছের উল্লেখ করেন, যেখানে দাবাদাতের কথা উল্লেখ নেই।

٤٠٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُوْلُ يُسْتَمْتَعُ بِهٖ عَلٰى كُلِّ حَالٍ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ لَمْ يَذْكُرِ الْاَوْزَاعِيُّ وَيُوْنُسُ وَعُقَيْلٌ فِيْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ الدِّبَاغَ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَحَفْصُ بْنُ الْوَلِيْدِ ذَكَرُوْا الدِّبَاغَ *

৪০৭৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - মুআম্মার (র) বলেন ঃ যুহ্‌রী (র) চামড়ার দাবাগত করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, তা দিয়ে সব ধরনের প্রয়োজন মিটানো যায়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আওযাঈ, ইউনুস ও আকীল (র) যুহ্‌রী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে দাবাগতের কথা উল্লেখ করেন নি। পক্ষান্তরে যুবায়দী, সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং হাফ্‌স ইব্‌ন ওয়ালীদ দাবাগতের কথা বলেছেন।

٤٠٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا دُبِغَ الْاِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ *

৪০৭৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন চামড়া দাবাগত করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।

٤٠٧٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ *

৪০৭৮। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) - - - নবী ﷺ-এর স্ত্রী আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত জন্তুর চামড়া দাবাগতের পর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

٤٠٧٩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ أَتٰى عَلٰى بَيْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهَا طُهُوْرُهَا *

৪০৭৯। হাফ্স ইব্ন উমার (র) - - - সালামা ইব্ন মুহাব্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাবূকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন এক ঘরে আসেন, যেখানে একটি (পানি ভর্তি) মশক ঝুলান ছিল। তিনি পানি চাইলে, লোকেরা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এতো মৃত জন্তুর চামড়া। তিনি বলেন ঃ দাবাগতের ফলে এটি পবিত্র হয়ে গেছে।

٤٠٨٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو يَعْنِيْ ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ شَنْظِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِيْ غَنَمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيْهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيْ مَيْمُوْنَةُ لَوْ أَخَذْتِ جُلُوْدَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا فَقَالَتْ أَوَ يَحِلُّ ذٰلِكَ قَالَتْ نَعَمْ مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ *

৪০৮০। আহমাদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - আলীয়া বিন্ত সুবা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উহুদ পাহাড়ের উপর আমার একটি বকরীর পাল ছিল, তারা মড়কে মারা যাচ্ছিল। তখন আমি নবী ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা করি। তখন মায়মূনা (রা) আমাকে বলেন ঃ যদি তুমি এদের চামড়া খুলে নিতে, তবে উপকৃত হতে। আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ মৃত জন্তুর চামড়া দিয়ে উপকার নেওয়া কি উচিত ? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ। একদা

কুরায়শদের কিছু লোক একটি মৃত বকরীকে গাধার মত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা যদি এর চামড়া খুলে নিতে, তবে ভাল হতো। তারা বলেন ঃ এটি তো মৃত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ পানি এবং কারায (সলম পত্তা) দিয়ে চামড়া পরিষ্কার করলে তা পাক হয়ে যায়।

٣٩. بَابُ مَنْ رَوٰى اَنْ لاَيَنْتَفِعُ بِاِهَابِ الْمَيْتَةِ

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত জন্তুর কাঁচা চামড়া কাজে ব্যবহার না করা

٤٠٨١. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ اَنْ لاَّتَسْتَمْتِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَّلاَ عَصَبٍ *

৪০৮১। হাফ্স ইব্ন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উকায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জুহায়না নামক স্থানে আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ পাঠ করে শোনান হয়: আর এ সময় আমি যুবক ছিলাম। তাতে লেখা ছিল ঃ তোমরা মৃত জন্তুর কাঁচা চামড়া এবং এর পাছাকে কাজে ব্যবহার করবে না,- (দাবাগত করা ব্যতীত)।

٤٠٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ قَالَ نَا الثَّقَفِىُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ اَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَاُنَاسٌ مَّعَهُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ عُكَيْمٍ رَّجُلٍ مِّنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ فَدَخَلُوْا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوْا اِلَىَّ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُكَيْمٍ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ اَنْ لاَّ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَّلاَ عَصَبٍ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يُسَمّٰى اِهَابًا مَّالَمْ يُدْبَغْ فَاِذَا دُبِغَ لاَيُقَالُ لَهٗ اِهَابٌ اِنَّمَا يُسَمّٰى شَنًّا وَقِرْبَةً *

৪০৮২। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - হাকাম ইব্ন উয়ায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার তিনি কিছু লোকের সাথে আবদুল্লাহ্ ইবন উকায়মের নিকট যান, যিনি জুহায়না গোত্রের লোক ছিলেন।

রাবী হাকাম (র) বলেন ঃ সব লোক ভেতরে প্রবেশ করলে আমি দরজার উপর বসে পড়ি। তারা আমার কাছে এসে বলে, আবদুল্লাহ্ ইবন উকায়ম (রা) তাদের বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

তাঁর ইনতিকালের আগে জুহায়না গোত্রের নিকট এ মর্মে একটি নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন মৃত জন্তুর চামড়া এবং তার পাছা কোন কাজে ব্যবহার না করে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ নযর ইব্ন শুমায়ল (র) বলেছেন যে, চামড়া যতক্ষণ দাবাগত না করা হয়, তাকে 'ইহাব্' বলা হয়। দাবাগতের পর তাকে 'ইহাব্' বলা হয় না, বরং তাকে 'শান্' ও 'কির্বা' বলা হয়।

٤٠. بَابٌ فِيْ جُلُوْدِ النُّمُوْرِ

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ চিতা বাঘের চামড়া সম্পর্কে

٤٠٨٣. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ اَبِى الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارِ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لاَ يُتَّهَمُ فِيْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪০৮৩। হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রেশমের তৈরী জিন ও চিতা-বাঘের চামড়ার তৈরী জিনের উপর আরোহণ করবে না।

রাবী বলেন ঃ মুআবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীছ বর্ণনায় আদৌ দোষী ছিলেন না।

٤٠٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ نَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلٰئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جِلْدُ نَمِرٍ *

৪০৮৪। মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ফেরেশতারা ঐ সব লোকের কাছে যায় না, যাদের কাছে চিতা-বাঘের চামড়া থাকে। (কেননা,এর ব্যবহারে গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পায়)।

٤٠٨٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ الْحِمْصِىُّ نَا بَقِيَّةُ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ الْمَعْدِيْكَرِبَ وَعَمْرُو بْنُ الْاَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ مِّنْ اَهْلِ قِنَّسْرِيْنَ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَادِ عَلِمْتَ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ تُوُفِّىَ فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ فُلاَنٌ اَتَعُدُّهَا مُصِيْبَةً فَقَالَ وَلِمَ لاَ اَرَاهَا مُصِيْبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجْرِهِ وَقَالَ هٰذَا

مِنِّيْ وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ فَقَالَ الْاَسَدِيُّ جَمْرَةٌ اَطْفَاهَا اللّٰهُ قَالَ فَقَالَ الْمِقْدَامُ اَمَّا اَنَا فَلَا اَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتّٰى اُغَيِّظَكَ وَاُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ اِنْ اَنَا صَدَقْتُ فَصَدِّقْنِيْ وَاِنْ اَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِيْ قَالَ اَفْعَلُ قَالَ فَاُنْشِدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاُنْشِدُكَ بِاللّٰهِ مَاتَعْلَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاُنْشِدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُ هٰذَا كُلَّهُ فِيْ بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قَدْ عَلِمْتُ اَنِّيْ لَنْ اَنْجُوْمِنْكَ يَا مِقْدَامُ قَالَ خَالِدٌ فَاَمَرَلَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَاْمُرُ لِصَاحِبَيْهِ وَفَرَضَ لِاِبْنِهٖ فِى الْمِئَتَيْنِ فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ قَالَ وَلَمْ يُعْطِ الْاَسَدِيُّ اَحَدًا شَيْئًا مِمَّا اَخَذَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ اَمَّا الْمِقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيْمٌ بَسَطَ يَدَهُ وَاَمَّا الْاَسَدِيُّ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْاِمْسَاكِ لِشَيْئِهٖ *

৪০৮৫। আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা মিকদাম ইব্‌ন সা'দী কারাব (রা), আমর ইব্‌ন আসওয়াদ ও কিন্‌সিরীন বংশোদ্ভূত আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি একত্রে মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর নিকট যান। তখন মুআবিয়া (রা) মিকদাম (রা)-কে বলেন ঃ তুমি কি জান, হাসান ইব্‌ন আলী (রা) ইনতিকাল করেছেন ? তখন মিকদাম (রা) "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" পড়েন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ঃ আপনি কি এটা মসীবত মনে করেন ? তিনি বলেন ঃ আমি কেন একে মসীবত মনে করবো না ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (হাসান) কোলে নিয়ে বলতেন ঃ হাসান আমার এবং হুসায়ন আলীর।

তখন আসাদ গোত্রের লোকটি বলে ঃ তিনি তো এক টুকরা অগ্নি-স্ফুলিংগ স্বরূপ ছিলেন, যাকে আল্লাহ্ নিবিয়ে দিয়েছেন।

এরপর মিকদাম (রা) বলেন ঃ আজ আমি আপনাকে নারায ও অসন্তুষ্ট না করে ছাড়বো না। পরে তিনি বলেন, হে মুআবিয়া! যদি আমি সত্য বলি, তবে আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলবেন। তখন মুআবিয়া (রা) বলেন ঃ আমি এরূপই করবো।

মিকদাম (রা) বলেন ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সোনার জিনিস ব্যবহারে নিষেধ করতে শুনেছেন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। এরপর তিনি বলেন ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী-বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তারপর

তিনি বলেন ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়া পরিধান করতে এবং তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

তখন মিকদাম (রা) বলেন ঃ হে মুআবিয়া ! আল্লাহ্‌র শপথ ! এ সবই তো আমি আপনার ঘরে দেখতে পাচ্ছি ! মুআবিয়া (রা) বলেন ঃ আমি জানি, আমি তোমার হাত থেকে রেহাই পাব না।

রাবী খালিদ (র) বলেন ঃ এরপর মুআবিয়া (রা) মিকদাম (রা)-কে এত পরিমাণ ধন-সম্পদ প্রদানের নির্দেশ দেন, যা তাঁর অন্য সংগীদ্বয়ের জন্য দেননি এবং তাঁর পুত্রের জন্যও দুইশত দীনার প্রদান করেন। তখন মিকদাম (রা) তাঁর সাথীদের মাঝে সব সম্পদ বণ্টন করে দেন এবং আসাদ গোত্রের লোকটি কাউকে কিছু দেয়নি। এ খবর মুআবিয়া (রা) -এর কাছে পৌঁছলে, তিনি বলেন ঃ মিকদাম (রা), সে তো তার সম্পদকে উত্তমরূপে আগলে রাখে।

٤٠٨٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَيَحْيٰى بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ مَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ *

৪০৮৬। মুসাদ্দাদ (র)- - - আবূ মালীহ ইব্‌ন উসামা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤١. بَابٌ فِى الْاِنْتِعَالِ

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরিধান সম্পর্কে

٤٠٨٧. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَعلَ النَّبِىِّ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ *

৪০৮৭। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর জুতায় দু'টি ফিতা লাগানো ছিল।

٤٠٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَبُوْ يَحْيٰى قَالَ اَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا *

৪০৮৮। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান না করে।

٤٠٨٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِى النَّعْلِ الْوَاحِدِ لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيْعًا اَوْلِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا *

৪০৮৯। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউই যেন এক পায়ে জুতা পরে চলাফেরা না করে। হয়তো দু'টি জুতাই পরবে, নয়তো দু'টিই খুলে রাখবে।

٤٠٩٠. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِىْ فِىْ نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِىْ فِىْ خُفٍّ وَّاحِدٍ وَّلاَ يَاكُلُ بِشِمَالِهٖ *

৪০৯০। আবূ ওয়ালীদ তিয়ালিসী (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো জুতার ফিতা যখন ছিঁড়ে যাবে, তখন সে যেন একটি জুতা পরে চলাফেরা না করে, যতক্ষণ না সে অন্যটি ঠিক করে নেয়। আর তোমাদের কেউ যেন একটি মোজা পরে চলাফেরা না করে এবং বাম হাতে না খায়।

٤٠٩١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ نَهِيْكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ اَنْ يَّخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهٖ *

৪০৯১। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সুন্নত হলো–যখন কেউ কোথাও বসবে, তখন সে তার জুতা খুলে পাশে রাখবে।

٤٠٩٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَاْ بِالْيَمِيْنِ وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَاْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيَمِيْمُ اَوَّلَهَا تُنْعَلُ وَاٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ *

৪০৯২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে, তখন সে যেন ডান পা থেকে শুরু করে। আর যখন কেউ জুতা খুলবে, তখন সে যেন বাম পা থেকে শুরু করে। তাহলে ডান পা পরার সময় আগে থাকবে এবং খোলার সময় শেষে থাকবে।

٤٠٩٣. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَاشُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَااسْتَطَاعَ فِىْ شَانِهِ كُلِّهِ فِىْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِىْ شَانِهِ كُلِّهِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَّلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ *

৪০৯৩। হাফ্স ইব্ন উমার (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাধ্যমত তাঁর সব কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে পসন্দ করতেন। যেমন–উযূ করার সময়, চিরুনি করার সময় এবং জুতা পরার সময়ও। মুসলিম (র) বলেন ঃ মিস্ওয়াক করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করতেন। তিনি "তাঁর সাধ্যমত" কথাটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ এটি মুআয (র) শুবা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি সেখানে মিস্ওয়াক করার কথা উল্লেখ করেননি।

٤٠٩٤. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَبِسْتُمْ وَاِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُا بِمَيَامِنِكُمْ *

৪০৯৪। নুফায়লী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা কাপড় পরবে এবং উযূ করবে, তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে।

٤٢. بَابُ فِى الْفُرُشِ

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ বিছানা সম্পর্কে

٤٠٩٥. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ الرَّمْلِىُّ نَاابْنُ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ هَانِئٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفُرُشَ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِّلْمَرْاَةِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ *

৪০৯৫। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিছানা প্রসংগে বলেন ঃ একটি বিছানা নিজের জন্য, অপরটি স্ত্রীর জন্য

এবং আরো একটি মেহমানের জন্য হওয়া দরকার। আর চতুর্থ বিছানাটি শয়তানের জন্য; (কাজেই এর প্রয়োজন নেই।

٤٠٩٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيْعٌ ح وَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِىْ بَيْتِهٖ فَرَاَيْتُهٗ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ زَادَ بْنُ الْجَرَّاحِ عَلٰى يَسَارِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ اَيْضًا عَلٰى يَسَارِهٖ *

৪০৯৬। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী ﷺ -এর ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পাই যে, তিনি একটি বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ইব্ন জার্‌রাহ্ (র) বলেন ঃ তিনি ﷺ তাঁর বাম দিকে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ইসরাঈল (র) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার বাম পাশে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন।

٤٠٩٧. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهٗ رَاٰى رُفْقَةً مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ الْاَدَمُ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى اَشْبَهِ رُفْقَةٍ كَانُوْا بِاَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰؤُلَاءِ *

৪০৯৭। হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি তাঁর ইয়ামনের কয়েকজন সফর সংগীর বিছানা দেখেন যে, তা চামড়ার তৈরী। তখন তিনি বলেন ঃ যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের ন্যায় সফর-সংগী দেখতে চায়, তারা যেন এদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

٤٠٩٨. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذْتُمْ اَنْمَاطًا قُلْتُ وَاَنّٰى لَنَا الْاَنْمَاطُ فَقَالَ اَمَا اِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمْ اَنْمَاطٌ *

৪০৯৮। ইব্ন সার্‌হ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি তোশক বানিয়েছ ? আমি বলি ঃ আমরা কিরূপে তোশক

বানাবো! (অর্থাৎ আমাদের তো সে সাধ্য নেই)। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ অচিরেই তোমরা তোশকের মালিক হয়ে যাবে।

٤٠٩٩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وِسَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ *

৪০৯৯। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বালিশ যা মাথায় দিয়ে তিনি রাতে ঘুমাতেন, তা দাবাগত করা চামড়ার তৈরী ছিল এবং তাতে খেজুরের পাতা ভরা ছিল।

٤١٠٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ضِجْعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ *

৪১০০। আবূ তাওবা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিছানা চামড়ার তৈরী ছিল। যাতে খেজুরের পাতা ভরা ছিল।

٤١٠١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا حِيَالَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪১০১। মুসাদ্দাদ (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাঁর বিছানা নবী ﷺ -এর জায়-নামাযের সামনে ছিল।

٤٣. بَابُ فِي اتِّخَاذِ السُّتُوْرِ

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ রঙীন কারুকার্য খচিত পর্দা ব্যবহার সম্পর্কে

٤١٠٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ نَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلٰى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ قَالَ وَقَلَّ مَا كَانَ يَدْخُلُ إِلاَّ بَدَابِهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَالَكِ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا قَالَ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا

وَمَا اَنَا وَالرَّقْمُ فَذَهَبَ اِلٰى فَاطِمَةَ وَاَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ قُلْ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاتَأْمُرُنِىْ بِهٖ قَالَ قُلْ لَّهَا فَلْتُرْسِلْ بِهٖ اِلٰى بَنِىْ فُلَانٍ *

৪১০২। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁর দরজায় একটি কারুকার্য খচিত পর্দা ঝুলতে দেখেন, যে কারণে তিনি ভেতরে প্রবেশ না করে ফিরে আসেন। কদাচিৎ এরূপ হতো যে, নবী ﷺ ভেতরে প্রবেশের আগে ফাতিমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না। এ সময় আলী (রা) ঘরে ফিরে ফাতিমা (রা)-কে চিন্তাযুক্ত দেখে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ব্যাপার কি, তোমার কী হয়েছে ? তিনি বলেন ঃ আমার কাছে নবী ﷺ এসেছিলেন, কিন্তু তিনি ভিতরে প্রবেশ করেননি। তখন আলী (রা) তাঁর কাছে গিয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি ফাতিমার নিকট গিয়ে ঘরে প্রবেশ না করায় তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক, কারুকার্যের সাথে আমার কী সম্পর্ক ? এরপর তিনি ফাতিমার কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বক্তব্য শুনালে, তিনি বলেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে বলুন, তিনি এ ব্যাপারে আমাকে কি করতে বলেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তাকে বল, সে যেন তা অমুক লোকের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

٤١٠٣. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْاَسَدِىُّ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَكَانَ سِتْرًا مُّوَشًّا *

৪১০৩। ওয়াসেল ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - ইব্ন ফুযায়ল (র) তাঁর পিতা থেকে এ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ ঐ চাদরটি কারুকার্য খচিত ছিল।

٤٤. بَابُ فِى الصَّلِيْبِ فِى الثَّوْبِ

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কাপড় সম্পর্কে

٤١٠٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانُ نَا يَحْيٰى نَا عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَايَتْرُكُ فِىْ بَيْتِهٖ شَيْئًا فِيْهِ تَصْلِيْبٌ اِلَّا قَضَبَهٗ *

৪১০৪। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে এমন কোন বস্তু-যাতে ক্রুশ চিহ্ন বা অন্য কিছুর ছবি থাকতো, তা কেটে ফেলা বা ছিঁড়ে ফেলা পর্যন্ত

ক্ষান্ত হতেন না।

٤٥. بَابُ فِى الصُّوَرِ

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ ছবি সম্পর্কে

٤١٠٥. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَّلاَ كَلْبٌ وَّلاَ جُنُبٌ *

৪১০৫। হাফ্স ইব্‌ন উমার (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে কোন ছবি, কুকুর ও অপবিত্র মানুষ থাকে, সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

٤١٠٦. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ نَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَّلاَ تِمْثَالٌ وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ نَسْاَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَانْطَلَقْنَا فَقُلْنَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا وَكَذَا فَهَلْ سَمِعْتِ النَّبِىَّ ﷺ يَذْكُرُ ذٰلِكَ قَالَتْ لاَوَلٰكِنْ سَاُحَدِّثُكُمْ بِمَا رَاَيْتُهُ فَعَلَ خَرَجَ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ وَكُنْتُ اَتَحَيَّنُ قَفُوْلَهُ فَاَخَذْتُ نَمَطًا كَانَ فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْعَرْضِ فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعَزَّكَ وَاَكْرَمَكَ فَنَظَرَ اِلَى الْبَيْتِ فَرَاَى النَّمَطَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا وَرَاَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِىْ وَجْهِهٖ فَاَتَى النَّمَطَ حَتّٰى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيْمَا رَزَقْنَا اَن نَّكْسُوا الْحِجَارَةَ وَاللَّبِنَ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيْفًا فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ *

৪১০৬। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়া (র) - - - আবূ তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি

নবী -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে, সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেনা।

রাবী যায়দ ইব্‌ন খালিদ (র) সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার (রা)-কে তার সংগে উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা)-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য যেতে অনুরোধ করেন। রাবী বলেন ঃ আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বলি ঃ হে উম্মুল মু'মিনীন! আবূ তাল্‌হা (রা) আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আপনি কি নবী থেকে এ ধরনের কোন হাদীছ শুনেছেন ? তিনি বলেন ঃ না, তবে আমি তোমাদের কাছে আমার চোখে দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করব, যা তিনি করেন।

একবার রাসূলুল্লাহ্ কোন এক যুদ্ধে গেলে, আমি তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলাম। এ সময় আমি একটি পর্দা নিয়ে দরজায় ঝুলিয়ে দেই। তিনি ফিরে আসলে, আমি তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি আপনাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করেছেন। তিনি ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে, আমার সালামের কোন জবাব দিলেন না এবং আমি তাঁর চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখতে পাই। এরপর তিনি পর্দার কাছে গিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এরূপ নির্দেশ দেননি যে, আমি তাঁর প্রদত্ত রিযিক থেকে ইট-পাথরকে কাপড় পরিধান করাই। আইশা (রা) বলেন ঃ আমি সেটি দুই টুকরা করে, তার মধ্যে খেজুরের পাতা ভরে দু'টি বালিশ তৈরী করি ; এতে তিনি কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি।

٤١٠٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا اُمَّهْ اِنَّ هٰذَا حَدَّثَنِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَقَالَ فِيْهِ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلٰى بَنِى النَّجَّارِ *

৪১০৭। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - সাহ্‌ল (রা) থেকে এ হাদীছ এভাবেই বর্ণনা করেছেন। যাতে তিনি বলেছেন যে, নবী বলেছেন।

রাবী আরো বলেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার নাজ্জার গোত্রের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন।

٤١٠٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَاتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكٰى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا عَلٰى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلَانِىِّ رَبِيْبِ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَلَمْ

يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ الْيَوْمَ الْاَوَّلَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ اِلاَّ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ *

৪১০৮। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবূ তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে জীব-জন্তুর ছবি থাকে, সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

রাবী বুস্‌র (র) বলেন ঃ যায়দ অসুস্থ হলে আমার তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁর কাছে গিয়ে, তাঁর ঘরের দরজায় ছবিযুক্ত পর্দা দেখতে পাই। তখন আমি উবায়দুল্লাহ্ খাওলানীকে, যিনি নবী ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর বংশের লোক ছিলেন, বলি ঃ যায়দ কি আমাদের প্রথমে ছবির সম্পর্কে খবর দেননি ? তখন উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন ঃ তোমরা কি তাঁর থেকে এ-ও শোননি, যখন তিনি বলেন যে, তবে পর্দার নিষ্প্রাণ বৃক্ষের ছবিতে কোন দোষ নেই।

٤١٠٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيْمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ عَقِيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ اَنْ يَّاتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوْكُلَّ صُوْرَةٍ فِيْهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى مُحِيَتْ كُلُّ صُوْرَةٍ فِيْهَا *

৪১০৯। হাসান ইব্‌ন সাব্‌বাহ্ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন, যখন তিনি 'বাত্‌হা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তখন উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে এমর্মে নির্দেশ দেন যে, তুমি কা'বা ঘরে যাও এবং সেখানে যত ছবি আছে, তা সব মুছে ফেল। আর নবী ﷺ সেখানে ততক্ষণ প্রবেশ করেননি, যতক্ষণ না সেখানকার সব ছবি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়।

٤١١٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ وَعَدَنِيْ اَنْ يَّلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِيْ ثُمَّ وَقَعَ فِيْ نَفْسِهٖ جِرْوُكَلْبٍ تَحْتَ بِسَاطٍ لَّنَا فَاَمَرَبِهٖ فَاُخْرِجَ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهٖ مَاءً فَنَضَحَ بِهٖ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقِيَهُ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمَ قَالَ اِنَّا لاَنَدْخُلُ

بَيْنَا فِيْهِ كَلْبٌ وَّلاَ صُوْرَةٌ فَاَصْبَحَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتّٰى اِنَّهُ لِيَامُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيْرِ وَبِتَرْكِ كَلْبِ الْحَائِطِ الْكَبِيْرِ ٭

৪১১০। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে নবী ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ বলেন ঃ আজ রাতে জিবরাঈল (আ) আমার সংগে দেখা করেননি। এরপর তিনি অনুভব করেন যে, তাঁর খাটের নীচে একটি কুকুরের ছানা আছে। তখন তিনি ﷺ তাকে বের করে ফেলার নির্দেশ দেন এবং নিজের হাতে পানি নিয়ে সেখানে ছিটিয়ে দেন। এরপর জিবরাঈল (আ) তাঁর সংগে দেখা করে বলেন ঃ আমি সে ঘরে প্রবেশ করি না, যেখানে কুকুর এবং ছবি থাকে। এরপর নবী ﷺ সকালে কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দেন। এমন কি তিনি ﷺ ছোট বাগানের সংরক্ষণকারী কুকুর ও হত্যার নির্দেশ দেন এবং বড় বাগানের কুকুরকে হত্যা করা হতে অব্যাহতি দেন।

٤١١١. حَدَّثَنَا اَبُوْصَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ اَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ فَقَالَ لِىْ اَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعُنِىْ اَنْ اَكُوْنَ دَخَلْتُ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَاسِ التِّمْثَالِ الَّذِىْ فِى الْبَيْتِ يَقْطَعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوْذَتَيْنِ تُوْطَئَانِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ اَوْحُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَّهُمْ فَاَمَرَ بِهٖ فَاُخْرِجَ ٭

৪১১১। আবূ সালিহ্ মাহবূব (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বলেন, আমি গতরাতে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু ঘরের দরজায় ছবি, কারুকার্য খচিত রঙীন কাপড়ের পর্দা এবং কুকুরের কারণে আমি বাধাপ্রাপ্ত হই। অতএব, আপনি ঘরের মধ্যে যে ছবিগুলো আছে, তাদের মাথা কেটে ফেলতে বলুন, যাতে তা গাছের ন্যায় অবশিষ্ট থাকে। আর আপনি পর্দা ছিড়ে দু'টি বালিশ বানাতে বলুন, যাতে আপনি হেলান দিয়ে বসতে পারেন এবং ঘর থেকে কুকুর বের করার নির্দেশ দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেরূপ করেন। এ সময় হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর চৌকির নীচে যে কুকুর শুয়ে ছিল, নবী ﷺ -এর হুকুমে তা বের করা হয়।

كِتَابُ التَّرَجُّلِ

অধ্যায় ঃ চিরুনি করা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ التَّرَجُّلِ

অধ্যায় ঃ চিরুনি করা

٤١١٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّرَجُّلِ اِلاَّ غِبًّا *

৪১১২। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক দিন বাদ না দিয়ে প্রত্যহ চিরুনি করতে নিষেধ করেছেন।

٤١١٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ الْمَازِنِيُّ اَنَا الْجَرِيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ رَحَلَ اِلٰى فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَمَا اِنِّى لَمْ اٰتِكَ زَائِرًا وَّلٰكِنِّىْ سَمِعْتُ اَنَا وَاَنْتَ حَدِيْثًا مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجَوْتُ اَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ قَالَ مَا هُوَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَمَالِىْ اَرَاكَ شَعِثًا وَّاَنْتَ اَمِيْرُ الْاَرْضِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهَا نَا عَنْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاِرْفَاهِ قَالَ فَمَا لِىْ لاَ اَرٰى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَامُرُنَا اَنْ نَّحْتَفِىَ اَحْيَانًا *

৪১১৩। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর একজন সাহাবী ফুযালা ইব্ন উবায়দ (রা)-এর নিকট যান। আর এ সময় তিনি

মিসরে ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বলেন ঃ আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে আসিনি, বরং আমি এবং আপনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে হাদীছ শুনেছিলাম, আমি মনে করি, আপনি তা আমার চাইতে অধিক স্মরণে রেখেছেন। তিনি বলেন ঃ সেটি কোন হাদীছ ? তিনি বলেন ঃ অমুক, অমুক হাদীছ।

এরপর ঐ সাহাবী ফুযালা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনি তো এখানকার শাসনকর্তা, অথচ আমি আপনাকে আলু-থালু বেশে দেখছি কেন ? তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিক আরাম-আয়েশ করতে নিষেধ করেছেন।

এরপর ঐ সাহাবী আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমি আপনার পায়ে জুতা দেখছি না কেন ? তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আমাদের মাঝে মাঝে খালি পায়ে থাকারও নির্দেশ দিতেন।

٤١١٤. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ ذَكَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اَلاَ تَسْمَعُونَ اَنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ اَنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ يَعْنِىْ التَّقَحُّلَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَهُوَ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِىُّ *

৪১১৪। নুফায়লী (র) - - - আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট দুনিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা কি শোন না! তোমরা কি শোন না! সরলভাবে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করাই ঈমানের চিহ্ন। সরলভাবে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করাই ঈমানের দলীল।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ ইনি হলেন আবূ উমামা ইব্ন ছা'লাবা আনসারী (রা)।

١. بَابُ فِى اسْتِحْبَابِ الطِّيْبِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ খোশ্বু ব্যবহার সম্পর্কে

٤١١٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ نَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ غَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا *

৪১১৫। নাস্র ইব্ন আলী (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর নিকট এক ধরনের মিশ্রিত খোশ্বু ছিল, যা তিনি সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতেন।

٢. بَابٌ فِيْ اِصْلاَحِ الشَّعْرِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ চুল পরিপাটি করে রাখা

٤١١٦. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ *

৪১১৬। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার মাথায় চুল থাকে, সে যেন তার পরিচর্যা করে।

٣. بَابٌ فِى الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের খিযাব ব্যবহার সম্পর্কে

٤١١٧. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ كَرِيْمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ لاَبَاسَ بِهِ وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيْبِيْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكْرَهُ رِيْحَهُ *

৪১১৭। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) - - - কারীমা বিন্‌ত হাম্মাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন জনৈকা মহিলা আইশা (রা)-এর নিকট মেহেদীর খিযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ এতে কোন দোষ নেই। তবে আমি তা অপসন্দ করি। কেননা, আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গন্ধকে অপসন্দ করতেন।

٤١١٨. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَتْنِيْ غِبْطَةُ بِنْتُ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيَّةُ قَالَتْ حَدَّثَتْنِيْ عَمَّتِيْ اُمُّ الْحَسَنِ عَنْ جَدَّتِهَا عَن عَائِشَةَ اَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ بَايِعْنِيْ قَالَ لاَاُبَايِعُكَ حَتّٰى تُغَيِّرِيْ كَفَّيْكِ كَاَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ *

৪১১৮। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা হিন্দা বিন্‌ত উৎবা (রা) নবী ﷺ -কে বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী ! আপনি আমাকে বায়আত করুন। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে ততক্ষণ বায়আত করাব না, যতক্ষণ না তুমি তোমার দু'হাতের তালুকে পরিবর্তন করবে। কেননা, তোমার দু'হাতের তালু হিংস্র জন্তুর তালুর মত।

٤١١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوْرِيُّ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَا مَطِيْعُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَوْمَاتِ امْرَاَةٌ مِّنْ وَّرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ مَا اَدْرِىْ اَيَدُ رَجُلٍ اَمْ يَدُ امْرَاَةٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَاَةٍ قَالَ لَوْكُنْتِ امْرَاَةً لَغَيَّرْتِ اَظْفَارَكِ يَعْنِىْ بِالْحِنَّاءِ *

৪১১৯। মুহাম্মদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা একজন মহিলা পর্দার পেছন থেকে ইশারা করেন, যার হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে লেখা একটি চিঠি ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত টেনে নেন এবং বলেন ঃ আমি জানি না, এটি কি কোন পুরুষের হাত, না মহিলার হাত ? সে মহিলা বলে ঃ এটি মহিলার হাত। তখন তিনি বলেন ঃ যদি তুমি মহিলা হতে, তবে অবশ্যই তুমি তোমার নখকে মেহেদীর রঙে রঙীন করতে।

٤. بَابٌ فِىْ صِلَةِ الشَّعْرِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ পরচুলা ব্যবহার সম্পর্কে

٤١٢٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ عَامَ حَجٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِىْ يَدِ حَرَسِىٍّ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ اِنَّ مَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ *

৪১২০। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে হজ্জের বছর, মিম্বরে থাকাবস্থায় একজন গোলামের হাত থেকে এক গোছা চুল নিয়ে বলতে শোনেন ঃ হে মদীনাবাসী ! তোমাদের আলিমরা কোথায় ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ ধরনের চুল সম্পর্কে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি ﷺ বলেন ঃ যখন বনূ ইসরাঈলের মহিলারা এ ধরনের পরচুলা ব্যবহার শুরু করে, তখন তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

٤١٢١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَّمُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ *

৪১২১। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্

ﷺ পরচুলা তৈরীকারিণী ও ব্যবহার-কারিণীকে এবং শরীরে সুই দিয়ে ছিদ্রকারিণী ও যে ছিদ্র-করায় এমন মহিলার উপর লা'নত করেছেন।

٤١٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلاَتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَنِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَاَةً مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ يُّقَالُ لَهَا اُمُّ يَعْقُوْبَ زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَاَتَتْهُ فَقَالَتْ بَلَغَنِىْ عَنْكَ اِنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَصِلاَتِ قَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَدِّجَاتِ قَالَ عُثْمَانُ لِلْحَسَنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَقَالَ وَمَالِىْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَّعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَتْ لَقَدْ قَرَاْتُ مَابَيْنَ لَوْحَىِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَحَدتُّهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَئِنْ كُنْتِ قَرَاْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِّيْهِ ثُمَّ قَرَاَ وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا فَقَالَتْ اِنِّىْ اَرٰى بَعْضَ هٰذَا عَلٰى امْرَاَتِكَ فَقَالَ فَادْخُلِىْ فَانْظُرِىْ فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَ مَا رَاَيْتِ وَقَالَ عُثْمَانُ فَقَالَتْ مَا رَاَيْتُ فَقَالَ لَوْكَانَ ذٰلِكَ مَاكَانَتْ مَعَنَا *

৪১২২। মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ উলকীকারী ও যে উলকী করায়-এরূপ মহিলার উপর লা'নত করেছেন।

রাবী মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ পরচুলা তৈরীকারিণীর উপরও লা'নত; রাবী উছমান (র) বলেন ঃ মাথার চুল যে উপড়ায়, তার উপরও লা'নত। এরপর উভয় রাবী বলেন ঃ আল্লাহ্ তাদের উপর লা'নত করেছেন, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁতে শান দিয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি পদার্থকে পরিবর্তন করে।

রাবী বলেন ঃ এখবর আসাদ গোত্রের জনৈক মহিলার কাছে পৌছায়, যাকে উম্মু ইয়াকূব বলা হতো এবং তিনি কুরআন পড়তেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি তাদের লা'নত করেছেন,-যারা উলকী করে এবং করায়, পরচুলা তৈরীকারী, চুল উপড়ায় এবং দাঁত ধারালকারী-মহিলাদের উপর, যারা এভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে। তখন তিনি বলেন ঃ আমি কেন তাদের লা'নত করবো না, যাদের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লা'নত করেছেন এবং তারা কুরআনের দৃষ্টিতেও অভিশপ্ত ? তখন সে মহিলা বলে ঃ কই, আমি তো কুরআনে এরূপ কিছু পাইনি !

তখন ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলেন ঃ তুমি যদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন পড়তে, তাহলে অবশ্যই তুমি পেতে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ (অর্থ) "রাসূল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর; আর তিনি যা হতে তোমাদের নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক।" (৫৯ঃ৭)

তখন সে মহিলা বলে ঃ আমি তো এসব থেকে তোমার স্ত্রীকেও কিছু কিছু করতে দেখি। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি ভেতরে যাও এবং দেখে এসো। এরপর সে ভেতরে গিয়ে ফিরে এসে বলে ঃ আমি তো (এ সবের) কিছুই দেখলাম না। তখন ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ যদি এ সব থাকতো, তবে আমাদের সংগে থাকতে পারতো না।

٤١٢٣. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَتَفْسِيْرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِيْ تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُوْلُ بِهَا وَالنَّامِصَةُ الَّتِيْ تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتّٰى تُرِقَّهُ الْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُوْلُ بِهَا وَالْوَاشِمَةُ الَّتِيْ يَجْعَلُ الْخَيْلَانَ فِيْ وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُوْلُ بِهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَانَ يَقُوْلُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ *

৪১২৩। ইব্‌ন সারহ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন ওযর ব্যতীত– মাথার পরচুলা তৈরীকারী ও ব্যবহারকারী, মাথার চুল উৎপাটনকারী, যে উলকী করা ও করায়– এসব মহিলার উপর লা'নত করা হয়েছে।

٥. بَابٌ فِيْ رَدِّ الطِّيْبِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ খোশ্‌বু ফিরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে

٤١٢٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَعْنٰى أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ

طِيْبٌ فَلاَ يَرُدَّهُ فَانَّهُ طِيْبُ الرِّيْحِ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ *

৪১২৪। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যাকে খোশবু দেওয়া হবে, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, সুগন্ধি-দ্রব্য-হালকা বোঝা স্বরূপ। (অর্থাৎ ইহা অন্যের বড় ইহসান নয়, যার প্রতিদান দেওয়া যায় না।)

٦. بَابٌ فِيْ طِيْبِ الْمَرْأَةِ لِلْخُرُوْجِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ বাইরে যাওয়ার সময় মহিলাদের খোশবু লাগানো

٤١٢٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى اَنَا ثَابِتُ بْنُ عَمَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْاَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلاً شَدِيْدًا *

৪১২৫। মুসাদ্দাদ (র) - - -আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন মহিলা খোশবু লাগিয়ে পুরুষদের মাঝে যায়, যাতে তারা তার খোশবুর ঘ্রাণ গ্রহণ করে, তবে সে এরূপ, এরূপ! তিনি ﷺ তার সম্পর্কে জঘন্য ধরনের মন্তব্য করেন। (অর্থাৎ সে যেন ব্যভিচারিণী!)

٤١٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدٍ مَّوْلٰى اَبِيْ رُهْمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَتْهُ امْرَاَةٌ وَّجَدَ مِنْهَا رِيْحَ الطِّيْبِ وَلِذَيْلِهَا اِعْصَارٌ فَقَالَ يَا اَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَتَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ حِبِّيْ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُقْبَلُ صَلٰوةُ امْرَاَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهٰذَا الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ *

৪১২৬। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমার সাথে এমন এক মহিলার দেখা হয়, যার শরীর থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছিল এবং তার (পাতলা) কাপড়ও বাতাসে উড়ছিল। তখন আমি তাকে বলি ঃ হে বেহায়া মহিলা ! তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো ? সে বলে ঃ হাঁ। তিনি বলেন ঃ তুমি কি খোশবু ব্যবহার করেছ ? সে বলে ঃ হাঁ। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি আমার প্রিয় আবুল কাসিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে মহিলা খোশবু লাগিয়ে এ মসজিদে আসে, তার সালাত কবূল হয় না, যতক্ষণ না সে ফিরে গিয়ে নাপাকীর গোসলের ন্যায় গোসল করে। (অর্থাৎ উত্তমরূপে গোসল করে, যাতে তার দেহে কোন সুগন্ধির চিহ্ন না থাকে)।

٤١٢٧. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ

عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ اَصَابَتْ بُخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ الْاٰخِرَةَ *

৪১২৭। নুফায়লী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মহিলা লোবান ইত্যাদি দিয়ে খোশ্বু ব্যবহার করবে, সে যেন আমাদের সাথে 'ঈশার সালাত আদায়ের জন্য হাযির না হয়।

٧. بَابُ فِى الْخُلُوْقِ لِلرِّجَالِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জাফরান রং ব্যবহার সম্পর্কে

٤١٢٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّدٌ اَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ عَنْ يَّحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ لَيْلاً وَّقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَاىَ فَخَلَّقُوْنِىْ بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِىْ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِىَ عَلَىَّ مِنْهُ رَدْغٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِىْ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَىَّ فَرَحَّبَ بِىْ وَقَالَ اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لاَتَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍوَّلاَ الْمُتَضَمِّخِ بِالزَّعْفَرَانِ وَلاَ الْجُنُبِ وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ اِذَا نَامَ اَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَن يَّتَوَضَّاَ *

৪১২৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক রাতে দু'হাত ফাটা অবস্থায় আমি আমার পরিবারের কাছে হাযির হলে, তারা আমার দু'হাত জাফরান রঙের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলে, তিনি আমার সালামের সালাম দেননি এবং মারহাবা ও বলেননি বরং তিনি বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং একে ধুয়ে ফেল। আমি তা ধুয়ে পুনরায় তাঁর নিকট হাযির হই, কিন্তু সে রঙের কিছু তখনও অবশিষ্ট ছিল। এরপর আমি তাঁকে সালাম দিলে, তিনি আমার সালামের জবাব দেননি এবং মারহাবাও বলেননি। তিনি বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং হাত থেকে এ রং ধুয়ে ফেল। আমি ফিরে গিয়ে তা ধুয়ে ফেলে আবার তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম করি। তখন তিনি আমার সালামের জবাব দেন এবং মারহাবা বলেন। তারপর তিনি বলেন ঃ ফেরেশতারা কাফিরের জানাযায়, জাফরান রং ব্যবহারকারী ও অপবিত্র লোকদের নিকট আসে না। তবে তিনি নাপাক অবস্থায় উযূ করার পর পানাহার করতে ও নিদ্রা যেতে অনুমতি দিয়েছেন।

٤١٢٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْعَطَاءِ ابْنِ اَبِى الْخَوَارِ اَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ يُخْبِرُ عَنْ رَّجُلٍ اَخْبَرَه عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ زَعَمَ عُمَرَ اَن يَّحْيٰى سَمّٰى ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَنَسِىَ عُمَرُ اسْمَهُ اَنَّ عَمَّارًا قَالَ تَحَلَّقْتُ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ بِكَثِيْرٍ فِيْهِ ذَكَرَ الْغُسْلَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ وَهُمْ حُرُمٌ قَالَ لاَ الْقَوْمُ مُقِيْمُوْنَ *

৪১২৯। নাসর ইব্‌ন আলী (র) - - - জনৈক ব্যক্তি আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে প্রথম বর্ণনাটি সম্পূর্ণ।

ইব্‌ন জুবায়জ (র) বলেন ঃ আমি আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ লোকেরা কি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিল ? তিনি বলেন ঃ না, বরং সব লোকেরা তখন তখন মুকীম ছিল।

٤١٣٠. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ الْاَسَدِىُّ نَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِىُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ جَدَّيْهِ قَالَ سَمِعْنَا اَبُوْ مُوْسٰى يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ رَجُلٍ فِىْ جَسَدِهٖ شَيْئٌ مِّنْ خَلُوْقٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ جَدَّاهُ زَيْدٌ وَّزِيَادٌ *

৪১৩০। যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সে ব্যক্তির সালাত কবূল করেন না, যার দেহে জাফরান রঙের কিছু থাকে।

٤١٣١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ وَقَالَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ *

৪১৩১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদের জাফরান রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤١٣٢. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ لاَتَقْرَبُهُمُ الْمَلٰئِكَةُ جِيْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ وَالْجُنُبُ اِلاَّ اَنْ يَّتَوَضَّاَ *

৪১৩২। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না ঃ ১। কাফির মুর্দার নিকট,

২। জাফরান রং ব্যবহারকারী ব্যক্তির নিকট এবং ৩। অপবিত্র ব্যক্তির নিকট তবে কোন কারণ-বশতঃ অপবিত্র ব্যক্তি গোসলের পরিবর্তে উযূ করলে, তাতে কোন ক্ষতি নেই।

٤١٣٣. حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِىِّ عَنِ الْوَالِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ جَعَلَ اَهْلُ مَكَّةَ يَاتُوْنَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُؤُوْسَهُمْ قَالَ فَجِيْئَ بِى اِلَيْهِ وَاَنَا مُخَلَّقٌ فَلَم يَمَسَّنِى مِنْ اَجْلِ الْخَلُوْقِ *

৪১৩৩। আইউব ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - ওয়ালীদ ইব্‌ন উক্‌বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন নবী ﷺ মক্কা জয় করেন, তখন মক্কাবাসীরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে তাঁর নিকট হাযির হতে থাকলে তিনি তাদের বরকতের জন্য দু'আ করেন এবং তাদের মাথায় হাত রেখে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেন।

রাবী বলেন ঃ পরে আমাকে তাঁর নিকট হাযির করা হলে, তিনি আমার মাথায় হাত বুলান নি: কেননা, আমার হাতে জাফরান রং লাগানো ছিল।

٤١٣٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا سَلْمٌ الْعَلَوِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَلَّ مَايُوَاجِهُ رَجُلاً فِىْ وَجْهِهِ بِشَيْئٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ اَمَرْتُمْ هٰذَا اَنْ يَّغْسِلَ هٰذَا عَنْهُ *

৪১৩৪। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এমন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়, যার হাতে হলুদ চিহ্ন ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অভ্যাস এরূপ ছিল যে, তিনি কদাচিৎ কোন ব্যক্তির সামনে তার ঐ বিষয়ের উল্লেখ করতেন, যা তাঁর নিকট অপসন্দনীয় হতো। সে ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর তিনি বলেন ঃ তোমরা যদি তার হাতের রং ধুয়ে ফেলতে বল, তবে খুবই ভাল হবে।

٨. بَابُ مَاجَاءَ فِى الشَّعْرِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাথার চুল রাখা সম্পর্কে

٤١٣٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَارَاَيْتُ مِنْ ذِىْ لِمَّةٍ اَحْسَنَ

فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ زَادَ مُحَمَّدٌ لَهُ شَعْرٌ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ وَقَالَ شُعْبَةُ يَبْلُغُ اُذُنَيْهِ *

৪১৩৫। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - বারআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কোন ব্যক্তিকে কান পর্যন্ত বাবরীধারী, লাল ইয়ামনী চাদরের আবরণে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অধিক সুন্দর দেখিনি।

রাবী মুহাম্মদ (র) অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন যে, তাঁর চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা ছিল।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ ইসরাঈল আবূ ইসহাক (র) সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা ছিল।

রাবী শু'বা (র) বলেন ঃ তাঁর চুল কানের লতি পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল।

٤١٣٦. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ *

৪১৩৬। মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٤١٣٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ نَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ *

৪১৩৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল তাঁর দুই কানের মাঝামাঝি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٤١٣٨. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوْقَ الْوَفْرَةِ دُوْنَ الْجُمَّةِ *

৪১৩৮। ইব্‌ন নুফায়ল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল ঘাড়ের উপর এবং কানের নীচ পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٤١٣٩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ *

৪১৩৯। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) - - - বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٩. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْفَرْقِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ সিঁথি কাটা প্রসংগে

٤١٤٠. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَعْنِىْ يَسْدِلُوْنَ اَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَالَمْ يُؤْمَرْبِهِ فَسَدَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ *

৪১৪০। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আহ্লে কিতাবরা (ইয়াহূদ ও নাসারা) তাদের চুল ছেড়ে দিয়ে রাখত এবং মুশরিকরা সিঁথি কাটতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত, আহ্লে-কিতাবদের অনুসরণ করতে পসন্দ করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চুল কপালের দিকে ঝুলিয়ে দিতেন এবং সিঁথি কাটতেন।

٤١٤١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اِذَا اَرَدْتُ اَنْ اُفَرِّقَ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَافُوْخِهِ وَاُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ *

৪১৪১। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খাল্ফ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথায় সিঁথি কাটার ইচ্ছা করতাম, তখন আমি তাঁর চুলকে দুই ভাগে বিভক্ত করতাম এবং কপালের চুলকে নাক বরাবর তাঁর চোখের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিতাম।

١٠. بَابُ فِىْ تَطْوِلِ الْجُمَّةِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ মাথার চুল লম্বা রাখা সম্পর্কে

٤١٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ السُّوَائِىُّ وَحُمَيْدُ بْنُ خُوَارٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَلِىْ شَعْرٌ طَوِيْلٌ فَلَمَّا رَاٰنِىْ رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ قَالَ ذُبَابٌ ذُبَابٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَعِبْكَ وَهٰذَا اَحْسَنُ *

৪১৪২। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই, আর এ সময় আমার মাথার চুল খুবই লম্বা ছিল। তিনি আমাকে দেখে বলেন ঃ অশুভ ! অমংগলজনক ! তিনি বলেন ঃ তখন আমি ফিরে আসি এবং চুল কেটে ফেলি। পরদিন আমি যখন তাঁর কাছে আসি, তখন তিনি বলেন ঃ আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি, ইহাই উত্তম।

١١. بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُضَفِّرُ شَعْرَهُ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের চুল বাঁধা সম্পর্কে

٤١٤٣. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى مَكَّةَ وَلَهُ اَرْبَعُ غَدَائِرَ تَعْنِىْ عَقَائِصَ *

৪১৪৩। নুফায়লী (র) - - - মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মু হানী (রা) বলেছেন ঃ নবী ﷺ মক্কায় আসেন, এ সময় তাঁর চুল চার-ভাগে বাঁধা ছিল।

١٢. بَابٌ فِىْ حَلْقِ الرَّأْسِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মুড়ানো সম্পর্কে

٤١٤٤. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمٍ وَابْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ نَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ يَعْقُوْبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمْهَلَ اٰلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثًا اَنْ يَّاتِيَهُمْ ثُمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ لاَتَبْكُوْا عَلٰى اَخِىْ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِىْ بَنِىْ اَخِىْ فَجِيْئَ بِنَا كَاَنَّنَا اَفْرُخٌ فَقَالَ ادْعُوْا لِىَ الْحَلاَّقَ فَاَمَرَهُ فَحَلَقَ رُؤُوْسَنَا *

৪১৪৪। উক্‌বা ইব্‌ন মুকার্‌রম (র) - - - আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জা'ফর (রা)-এর পরিবারকে (তাঁর শাহাদতের পর) তিন দিন শোক প্রকাশের জন্য সময় দেন। এরপর তিনি সেখানে গিয়ে বলেন ঃ আজ থেকে তোমরা আর আমার ভাইয়ের জন্য কাঁদবে না। পরে তিনি বলেন ঃ আমার ভাইয়ের সন্তানদের আমার সামনে আনো। তখন আমরা চড়ুই শাবকের মত (আলু-থালু কে) তাঁর সামেন হাযির হলে, তিনি বলেন ঃ আমার কাছে একজন নাপিতকে ডেকে আনো। তিনি তাকে হুকুম দিলে, সে আমাদের মাথার চুল মুড়িয়ে দেয়।

١٣. بَابُ فِى الصَّبِىِّ لَهُ ذُؤَابَةٌ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ চুলের গোছা সম্পর্কে

٤١٤٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَحْمَدُ كَانَ رَجُلاً صَالِحًا قَالَ اَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزْعِ وَالْقَزْعُ اَنْ يُّحْلَقَ رَاسُ الصَّبِىِّ فَيُتْرَكُ بَعْضُ شَعْرِهٖ ٭

৪১৪৫। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'কায্'ঈ' থেকে নিষেধ করেছেন। আর 'কায্'ঈ' হ'লো– বাচ্চাদের মস্তক মুণ্ডনের পর মাথার উপরিভাগে কিছু লম্বা চুল রাখা।

٤١٤٦. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقَزْعِ وَهُوَ اَن يُّحْلَقَ رَاْسُ الصَّبِىِّ وَيُتْرَكَ ذُوَابَةٌ ٭

৪১৪৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ 'কায্'ঈ' থেকে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো– বাচ্চাদের মস্তক মুণ্ডনের পর সেখানে কিছু চুলের গোছা অবশিষ্ট রাখা।

٤١٤٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضُ رَاْسِهٖ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَا هُمْ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ احْلِقُوْهُ كُلَّهُ اَوِاتْرُكُوْهُ كَلَّهُ ٭

৪১৪৭। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ একটি বাচ্চাকে এ অবস্থায় দেখেন, যার মাথার কিছু চুল মুণ্ডন করা হয়েছে এবং কিছু অবশিষ্ট আছে। তিনি তাদের এরূপ করতে নিষেধ করে বলেন ঃ হয়তো সব চুল মুণ্ডন করবে, নয়তো সব রেখে দেবে।

١٤. بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ চুলের গোছা রাখা সম্পর্কে

٤١٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَّيْمُوْنَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِىْ ذُوَابَةٌ فَقَالَتْ لِىْ اُمِّىْ لاَ اَجُزُّهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمُدُّهَا وَيَاخُذُبِهَا ٭

৪১৪৮। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার মাথায় চুলের খোঁপা ছিল। আমার মা আমাকে বলেন ঃ আমি তা কাটবো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা ধরে লম্বা করতেন এবং কাছে টেনে নিতেন।

٤١٤٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَبَّانٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَدَّثَتْنِي اُخْتِيَ الْمُغِيْرَةُ قَالَتْ وَاَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ وَلَكَ قَرْنَانِ اَوْ قَصَّتَانِ فَمَسَحَ رَاسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوْا هٰذَيْنِ اَوْ قَصُّوْهَا فَاِنَّ هٰذَا زِيُّ الْيَهُوْدِ *

৪১৪৯। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - হাজ্জাজ ইব্ন হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা আনাস (রা)-এর নিকট হাযির হই এবং এ সময় আমার বোন মুগীরা বলেন ঃ তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন তোমার মাথায় দু'টি চুলের গোছা অথবা খোঁপা ছিল। তিনি (আনাস (রা) এ সময় তোমার মাথা স্পর্শ করে বরকতের জন্য দু'আ করেন এবং বলেন ঃ তোমরা এ দু'টি গোছা বা খোঁপা মুড়িয়ে ফেল। কেননা, ইহা ইয়াহূদীদের রীতি-নীতি।

١٥. بَابُ فِيْ اَخْذِ الشَّارِبِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ গোঁফ ছাঁটা সম্পর্কে

٤١٥٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ *

৪১৫০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ জিনিস স্বভাবগত। তা হলো ঃ ১। খাত্না করা, ২। নাভীর নীচের চুল সাফ করা, ৩। বোগলের চুল উপড়ে ফেলা, ৪। নখ কাটা এবং ৫। গোঁপ ছোট করে ছাটা।

٤١٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِبْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِاِعْفَاءِ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ *

৪১৫১। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোঁফ ছাঁটতে এবং দাঁড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٤١٥٢. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا صَدَقَةُ الدَّقِيْقِيُّ نَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ اَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَلْقَ الْعَانَةِ وَتَقْلِيْمَ الْاَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَنَتْفَ الْاِبِطِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا مَرَّةً قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ عَنْ اَنَسٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وُقِّتَ لَنَا *

৪১৫২। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের জন্য চল্লিশ দিন পর-পর নাভীর নীচের চুল সাফ করার নখ কাটার, গোঁফ ছাঁটার এবং বোগলের পশম উঠিয়ে ফেলার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান (র) আবূ ইমরান হতে, তিনি আনাস (রা) থেকে যে সনদ বর্ণনা করেছেন। তাতে নবী ﷺ -এর নাম উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন ঃ আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

٤١٥٣. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا زُهَيْرٌ قَالَ قَرَاتُ عَلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَقَرَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلٰى اَبِى الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُعْفِى السِّبَالَ اِلاَّ فِىْ حَجٍّ اَوعُمْرَةٍ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ الْاِسْتِحْدَادُ حَلْقُ الْعَانَةِ *

৪১৫৩। ইব্‌ন নুফায়ল (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হাজ্জ ও উমরা ব্যতীত সব সময় দাঁড়ি লম্বা রাখতাম।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ 'ইস্‌তিহ্‌দাদ' শব্দের অর্থ হলোঃ নাভীর নীচের চুল মুণ্ডন করা।

١٦. بَابُ فِىْ نَتْفِ الشَّيْبِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ শাদা চুল উপড়ে ফেলা সম্পর্কে

٤١٥٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى ح وَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ الْمَعْنٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِى الْاِسْلَامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ اِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ يَحْيٰى اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً *

৪১৫৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়েব (রা) তাঁর দাদা ও পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা শাদা চুল উপড়াবে না। কেননা, যে মুসলমানের

চুল ইসলামের উপর শাদা হয় : সুফয়ান (র) থেকে বর্ণিত যে, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর স্বরূপ হবে।

রাবী ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনায় আছে যে, তা ঐ শাদা চুলের বিনিময়ে একটি নেকী লেখা হবে এবং তার একটি গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

١٧. بَابٌ فِى الْخِضَابِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ খিযাব সম্পর্কে

٤١٥٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَيَصْبَغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ *

৪১৫৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারারা খিযাব ব্যবহার করে না। কাজেই, তোমরা তাদের বিপরীত কাজ করবে। (অর্থাৎ চুল, দাঁড়িতে খিযাব ব্যবহার করবে।)

٤١٥٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أُتِىَ بِاَبِىْ قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَاْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَيْئٍ وَّاجْتَنِبُوا السَّوَادَ *

৪১৫৬। আহমদ ইব্ন আমর (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন যখন আবূ কুহাফা (রা) আসেন, তখন তাঁর মাথার চুল ও দাঁড়ি 'ছাগামা' (এক প্রকার শাদা ঘাস)-এর মত শাদা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ একে কালো রং ব্যতীত অন্য যে কোন রঙে রঞ্জিত কর।

٤١٥٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدَّيْلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هٰذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৪১৫৭। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শাদা চুলকে রঞ্জিত করার জন্য উত্তম বস্তু হলো– মেন্দি এবং কাতামা। (এক প্রকার গাছ, দিয়ে খিযাব তৈরী করা হয়।)

٤١٥٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ اِيَادٍ عَنْ اَبِىْ رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ اَبِىْ نَحْوَ النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا هُوَذُوْ وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعُ حِنَّاءٍ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ *

৪১৫৮। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি আমার পিতার সাথে নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে দেখতে পাই যে, তাঁর চুল কান পর্যন্ত লম্বা এবং তা মেহেদী রঙে রঞ্জিত ছিল ; আর তিনি সবুজ রঙের দু'টি চাদর পরেছিলেন।

٤١٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْحُرِّ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِىْ رِمْثَةَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ اَرِنِىْ هٰذَا الَّذِىْ بِظَهْرِكَ فَاِنِّىْ رَجُلٌ طَبِيْبٌ قَالَ اللّٰهُ الطَّبِيْبُ بَلْ اَنْتَ رَجُلٌ رَّفِيْقٌ طَبِيْبُهَا الَّذِىْ خَلَقَهَا *

৪১৫৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - আবূ রিমছা (রা) এ হাদীছে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা নবী ﷺ -কে বলেন ঃ আমি একজন ডাক্তার, আপনার পিঠে কি হয়েছে তা আমাকে দেখান। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ ডাক্তার তো আল্লাহ্-ই। তুমি বরং রোগীর একজন বন্ধু। (তিনি আরো বলেন ঃ) আসল ডাক্তার তো তিনিই, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন।

٤١٦٠. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَا سُفْيَانُ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِىْ رِمْثَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَنَا وَاَبِىْ فَقَالَ لِرَجُلٍ اَوْلاَبِيْهِ مَنْ هٰذَا قَالَ ابْنِىْ قَالَ لاَتَجْنِىْ عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ *

৪১৬০। ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি এবং আমার পিতা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে অথবা তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ কে ? তিনি বলেন ঃ আমার পুত্র। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ সে (কিয়ামতের দিন) তোমার বোঝা উঠাবে না।

(রাবী বলেন ঃ) এ সময় তিনি তাঁর দাঁড়িতে মেহেদী রং লাগিয়েছিলেন।

٤١٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ وَلٰكِنْ قَدْ خَضَبَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا *

৪১৬১। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তাঁকে নবী ﷺ -এর খিযাব ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ খিযাব ব্যবহার করেননি। তবু আবূ বকর ও উমার (রা) অবশ্যই খিযাব ব্যবহার করেন।

١٨. بَابُ فِىْ خِضَابِ الصُّفْرَةِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ হলুদ রঙের খিযাব সম্পর্কে

٤١٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ اَبُوْ سُفْيَانَ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ نَا ابْنُ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصْفِرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ *

৪১৬২। আবদুর রহীম ইব্‌ন মুতাররিফ (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পশম ছাড়া জুতা ব্যবহার করতেন এবং তাঁর দাঁড়ি 'ওরস' (এক জাতীয় ঘাস) ও 'জাফ্‌রান' দিয়ে রঞ্জিত করতেন। আর ইব্‌ন উমার (রা) ও এরূপ করতেন।

٤١٦٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا اَحْسَنَ هٰذَا قَالَ فَمَرَّ اٰخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هٰذَا اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا فَمَرَّ اٰخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هٰذَا اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ *

৪১৬৩। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি মেহেদীর খিযাব ব্যবহার করে নবী ﷺ -এর সামনে দিয়ে গেলে, তিনি বলেন ঃ ইহা কি উত্তম ! তিনি (ইব্‌ন আব্বাস (রা)) বলেন ঃ এরপর অপর ব্যক্তি মেহেদী ও কাতাম (এক প্রকার ঘাস)-এর তৈরী খিযাব ব্যবহার করে তাঁর ﷺ সামনে দিয়ে গেলে, তিনি বলেন ঃ ইহা উহা হতে উত্তম। তিনি বলেন ঃ তারপর আর এক ব্যক্তি হলুদ রঙের খিযাব ব্যবহার করে তাঁর সামনে দিয়ে গেলে, তিনি ﷺ বলেন ঃ ইহা সব চাইতে উত্তম।

١٩. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ خِضَابِ السَّوَادِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কালো রঙের খিযাব ব্যবহার প্রসংগে

٤١٦٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ قَوْمٌ يَّخْضِبُوْنَ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ *

৪১৬৪। আবূ তাওবা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

كِتَابُ الْخَاتَمِ

অধ্যায় ঃ আংটির বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْخَاتَمِ
অধ্যায় ঃ আংটির বিবরণ

١. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ اِتِّخَاذِ الْخَاتَمِ
১. অনুচ্ছেদ ঃ আংটি ব্যবহার সম্পর্কে

٤١٦٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ نَا عِيْسٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ زَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّكْتُبَ اِلٰى بَعْضِ الْاَعَاجِمِ فَقِيْلَ لَهٗ اِنَّهُمْ لَايَقْرَؤُنَ كِتَابًا اِلاَّ بِخَاتَمٍ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ *

৪১৬৬। আবদুর রহীম ইব্‌ন মুতাররিফ (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন অনারব দেশের শাসনকর্তাদের নিকট চিঠি লেখার ইচ্ছা করেন। তখন তাঁকে বলা হয় ঃ তারা মোহরাংকিত ছাড়া কোন চিঠিই পড়ে না। তখন তিনি ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরী করে নেন এবং তাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" খোদাই করে নেন।

٤١٦٧. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَن اَنَسٍ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ زَادَ فَكَانَ فِيْ يَدِهٖ حَتّٰى قُبِضَ وَفِيْ يَدِ اَبِيْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ وَفِيْ يَدِ عُمَرَ حَتّٰى قُبِضَ وَفِيْ يَدِ عُثْمَانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئْرٍ اِذْ سَقَطَ فِى الْبِئْرِ فَاَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ *

৪১৬৭। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়া (র) - - - আনাস (রা) ঈসা ইব্‌ন ইউনুসের হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, ঐ আংটিটি নবী ﷺ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তা তাঁর হাতে ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর সেটি আবূ বকর (রা)-এর হাতে ছিল,

তাঁর ইনতিকালের পর সেটি উমার (রা)-এর হাতে ছিল এবং তাঁর ইনতিকালের পর সেটি উছমান (রা)-এর হাতে ছিল। একদা তিনি একটি কূপের পাশে বসে থাকার সময় সেটি কূপের মধ্যে পড়ে যায়। তাঁর নির্দেশে সে কূপের সমুদয় পানি সেচে ফেলা হয়, কিন্তু সে আংটি আর পাওয়া যায়নি।

٤١٦٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنِ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسٌ قَالَ كَانَ خَتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَّرَقٍ فَصُّهُ مِنْ حَبَشِيٍّ *

৪১৬৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ -এর আংটিটি ছিল রূপার তৈরী এবং উহার পাথর ছিল হাব্শ দেশের আকীক পাথরের।

٤١٦٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَصُّهُ مِنْهُ *

৪১৬৯। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ-এর আংটি সম্পূর্ণ রূপার তৈরী ছিল এবং তার নাগীনা (মোহরাংকিত অংশ)ও ছিল রূপার।

٤١٧٠. حَدَّثَنَا نَصِيْرُ بْنُ الْفَرَجِ نَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ بَطْنَ كَفِّهٖ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَلَمَّا رَاٰهُمْ قَدِ اتَّخَذُوْهَا رَمٰى بِهٖ وَقَالَ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ نَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ لَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَهُ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ عُمَرُ ثُمَّ لَبِسَهُ عُثْمَانُ حَتّٰى وَقَعَ فِيْ بِيْرِ اَرِيْسٍ *

৪১৭০। নাসীর ইব্ন ফারাজ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরী করেন এবং তিনি তার নাগীনা (মোহরাংকিত অংশ) হাতের ভিতরের দিক রাখতেন, আর তাতে খোদাই করেন "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"! এরপর লোকের সোনার আংটি ব্যবহার শুরু করলে, তিনি তা দেখে নিজের আংটি খুলে ফেলেন এবং বলেনঃ আমি এটি আর কখনো পরবো না। এরপর তিনি ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরী করেন এবং তাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" খোদাই করে নেন। তাঁর ইনতিকালের পর সেটি আবূ বকর (রা) পরিধান করেন, তারপর উমার (রা) এবং তারপর উছমান (রা) সেটি পরিধান করেন। আর সেটি আরীস' নামক কূপে পড়ার আগ পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল।

٤١٧١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ

مُوْسٰى عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ لاَ يَنْقُشُ اَحَدٌ عَلٰى خَاتِمِيْ هٰذَا ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ *

৪১৭১। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) এ হাদীছে নবী ﷺ থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে. তিনি তাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"! খোদাই করে নেন এবং বলেন ঃ আমার এ আংটিতে যেমন নকশা আছে. এরূপ নকশা যেন কেউ না করে। এভাবে পূর্ণ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٤١٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَالْتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُهُ فَاتَّخَذَ عُثْمَانُ خَاتَمًا وَّنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ فَكَانَ يَخْتُمْ بِهٖ اَوْيَتَخَتَّمُ بِهٖ *

৪১৭২। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) এ হাদীছ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সেটি তালাশ করেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাননি। এরপর উছমান (রা) একটি আংটি তৈরী করান এবং তাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"! খোদাই করে নেন। তিনি তা পরিধান করতেন এবং তা দিয়ে সীল দিতেন।

٢. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَرْكِ الْخَاتَمِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ আংটি ব্যবহার না করা সম্পর্কে

٤١٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُوَيْنٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاٰى فِيْ يَدِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ يَّوْمًا وَّاحِدًا فَصَنَعَ النَّاسُ فَلَبِسُوْا وَطَارَحَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَرَحَ النَّاسُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ زِيَادٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ مُسَافِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ مِنْ وَّرَقٍ *

৪১৭৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী ﷺ-এর হাতে একটি রূপার আংটি দেখতে পান। তখন লোকেরা তা দেখে আংটি তৈরী করে পরতে শুরু করে। আর নবী ﷺসে আংটি খুলে ফেললে. অন্য লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে।

আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ এ হাদীছ যুহরী (র) থেকে যিয়াদ ইব্‌ন সা'আদ ও শুআয়ব ইব্‌ন মুসাফির (র) বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সবাই " مِنْ وَّرَقٍ " শব্দ ব্যবহার করেছেন।

٣. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ خَاتَمِ الذَّهَبِ
৩. অনুচ্ছেদ ঃ সোনার আংটি ব্যবহার সম্পর্কে

٤١٧٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيْعِ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشَرَ خِلاَلٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِى الْخَلُوْقَ وَتَغْيِيْرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْاِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقِيَّ اِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ اَوْ غَيْرَ مَحَلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهٖ *

৪১৭৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ দশটি জিনিস অপসন্দ করতেন। তা হলো ঃ ১। হলুদ রং ব্যবহার করতে, ২। শাদা চুল পরিবর্তন করতে, ৩। লুংগী বা পাজামা পায়ের নীচে ঝুলিয়ে পরতে, ৪। সোনার আংটি পরতে, ৫। স্ত্রী লোকদের পর পুরুষের সামনে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে, ৬। পায়ের গোড়ালী দিয়ে আঘাত করতে, ৭। সূরা নাস ও ফালাক ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তদবির করতে, ৮। তাবিজ ব্যবহার করতে, (যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কালাম দিয়ে লেখা হয়), ৯। মনি বা বীর্য উহার স্থান ব্যতীত অন্যখানে নিক্ষেপ করতে এবং ১০। দুধ পানের সময় বাচ্চার মায়ের সাথে সংগম করতে; (কেননা, এতে সন্তান দুর্বল হয়ে যায়, তবে ইহা হারাম নয়।

٤. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ خَاتَمِ الْحَدِيْدِ
৪. অনুচ্ছেদ ঃ লোহার আংটি ব্যবহার সম্পর্কে

٤١٧٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ رِزْمَةَ الْمَعْنٰى اَنَّ زَيْدَ الْحُبَابِ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيُّ اَبِيْ طَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ شَبَهٍ فَقَالَ لَهُ مَالِيْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْاَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِيْ اَرٰى عَلَيْكَ حِلْيَةَ اَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ اَتَّخِذُهُ قَالَ اتَّخِذْهُ مِنْ وَّرِقٍ وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً وَّلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَقُلِ الْحَسَنُ السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيَّ *

৪১৭৫। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - বুরায়দা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি পিতলের আংটি পরে নবী ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি তাকে বলেন ঃ ব্যাপার কি, আমি তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি কেন ? একথা শুনে সে ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দেয়। এরপর সে ব্যক্তি একটি লোহার আংটি পরে আসলে, তিনি তাকে বলে ঃ আমি তোমাকে জাহান্নামীদের অলংকার পরা অবস্থায় দেখছি ! তখন সে ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দেয় এবং বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি ধরনের আংটি ব্যবহার করবো ? তিনি ﷺ বলেন ঃ এক 'মিছ্কাল' ওযনের কম রূপা দিয়ে আংটি তৈরী করে তা ব্যবহার কর।

٤١٧٦. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَزِيَادُ بْنُ يَحْيٰى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوْا نَا سُهَيْلُ بْنُ حَمَّادٍ اَبُوْ عِتَّابٍ قَالَ نَا اَبُوْ مَكِيْنٍ نُوْحُ بْنُ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيْبِ وَجَدُّهُ مِنْ قِبَلِ اُمِّهِ اَبُوْ ذُبَابٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيْدٍ مُلْوِيٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ فَرُبَمَا كَانَ فِىْ يَدِىْ قَالَ وَكَانَ الْمُعَيْقِيْبُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪১৭৬। ইব্ন মুছান্না (র) - - - আবূ জুবাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর আংটি রূপা মিশ্রিত লোহা দিয়ে তৈরী ছিল।

রাবী বলেন ঃ এটি কোন কোন সময় তাঁর হাতে থাকতো এবং কখনো কখনো তা নবী ﷺ -এর আংটির সংরক্ষক মুআয়কীব (রা)-এর কাছে থাকতো।

٤١٧٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلِ اللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيْقِ وَاذْكُرْ بِالسِّدَادِ تَسْدِيْدَكَ السَّهْمَ قَالَ وَنَهَانِىْ اَنْ اَضَعَ الْخَاتَمَ فِىْ هٰذِهِ اَوْفِىْ هٰذِهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطٰى شَكَّ عَاصِمٌ وَنَهَانِىْ عَنِ الْقَسِيَّةِ وَالْمِيْثَرَةِ قَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ فَقُلْنَا الْعَلِيِّ مَا الْقَسِيَّةُ قَالَ ثِيَابٌ تَاتِيْنَا مِنَ الشَّامِ اَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيْهَا اَمْثَالُ الْاَتْرُجِّ قَالَ وَالْمِيْثَرَةُ شَيْئٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُوْلَتِهِنَّ *

৪১৭৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ বুরদা (রা) আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ তুমি বল, ইয়া আল্লাহ্ ! আমাকে হিদায়ত দিন এবং দীনের উপর দৃঢ় রাখুন।

হিদায়াতের অর্থ হলো ঃ সরল-সঠিক রাস্তার উপর চলা এবং দৃঢ়তার অর্থ হলো ঃ তীর তৈরী

অথবা তা চালানোর দক্ষতা অর্জন করা। আলী (রা) বলেন ঃ তিনি ﷺ আমাকে এ আংগুল এবং এ আংগুলে আংটি পরতে নিষেধ করেন, অর্থাৎ বৃদ্ধ ও মধ্যমায়।

রাবী আসিম (র) এতে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এবং বলেন ঃ তিনি আমাকে 'কিসীয়া' ও 'মীছারা' কাপড় পরতে নিষেধ করেন। আবূ বুরদা (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে 'কিসীয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ তা এক প্রকার ডোরাদার কাপড়, যা শাম বা মিসর থেকে আমাদের দেশে আসে এবং তাতে রঙীন ছবি অংকিত থাকে। আর 'মীছারা' হলো সে রেশমী কাপড়, যা স্ত্রী লোকেরা তাদের স্বামীদের জন্য তৈরী করে থাকে।

٥. بَابُ مَاجَادَ فِى التَّخَتُّمِ فِى الْيَمِيْنِ اَوِ الْيَسَارِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ডান বা বাম হাতে আংটি ব্যবহার সম্পর্কে

٤١٧٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ نَمْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شَرِيْكٌ وَّاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهِ *

৪১৭৮। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٤١٧٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَسَارِهٖ وَكَانَ فَصُّهٗ فِىْ بَاطِنِ كَفِّهٖ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ وَاُسَامَةُ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ نَّافِعٍ بِاِسْنَادِهٖ فِىْ يَمِيْنِهٖ *

৪১৭৯। নসর ইব্‌ন আলী (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর বাম হাতে আংটি পরতেন এবং তার নাগীনা (মোহরাংকিত অংশ) নিজের হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ ইব্‌ন ইসহাক ও উসামা এ সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি ﷺ ডান হাতে আংটি পরতেন।

٤١٨٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهٗ فِىْ يَدِهِ الْيُسْرٰى *

৪১৮০। হান্নাদ (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ﷺ বাম হাতে আংটি পরতেন।

٤١٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ نَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ رَاَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَاتَمًا فِيْ خِنْصَرِهِ الْيُمْنٰى فَقُلْتُ مَاهٰكَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ وَلاَ وَلاَيُخَالِيُ ابْنَ عَبَّاسٍ اِلاَّ قَدْ كَانَ يَزْكُرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ كَذَالِكَ *

৪১৮২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি সাল্‌ত ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নাওফল ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর ডান হাতের অনামিকা আংগুলে আংটি দেখে জিজ্ঞাসা করে ঃ ইহা কি ? তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এভাবে আংটি পরতে দেখেছি এবং তিনি তার আংটির পাথর হাতের উপরের দিকে রাখতেন। তিনি আরো বলেন ঃ তুমি মনে করো না যে, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) কেবল এভাবে আংটি পরতেন, বরং তিনি বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ তাঁর আংটি এভাবে পরিধান করতেন।

٦. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجَلاَجِلِ

১১৪. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে মল পরা সম্পর্কে

٤١٨٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ وَّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ اَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ مَوْلاَةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِىْ رَجْلِهَا اَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مَعَ كُلِّ جَرْسٍ شَيْطَانَ *

৪১৮৩। আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) - - - আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন ঃ একদা তার একটি আযাদকৃত দাসী তার এক শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট যায়, যার দু'পায়ে মল ছিল। তখন উমার (রা) তা কেটে ফেলে দেন এবং বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ -কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক ঘণ্টার সাথে শয়তান থাকে।

٤١٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ نَا رَوْحٌ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ هَنَانَةَ مَوْلاَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَّانٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا هِىَ عِنْدَهَا اِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَّعَلَيْهَا جَلاَجِلُ يُصَوِّتْنَ فَقَالَتْ لاَ يَدْخُلْنَهَا عَلَىَّ اِلاَّ اَنْ تَقْطَعُوْا جَلاَجِلَهَا وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ

جَرَسٌ *

৪১৮৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমার কাছে এমন একটি মেয়ে আসে, যার পায়ের মল ছিল, যা শব্দ করছিল। তখন আইশা (রা) বলেন ঃ তার পায়ের মল না কেটে ফেলে তাকে আমার কাছে আনবে না। তিনি আরো বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ -কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে ঘণ্টা থাকে, সেখানে ফেরেশ্‌তা (রহমতের) প্রবেশ করে না।

٧. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ رَبْطِ الْاِسْنَانِ بِالذَّهَبِ

১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো সম্পর্কে

٤١٨٥. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَزَاعِىُّ الْمَعْنٰى قَالَ نَا اَبُو الْاَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طُرْفَةَ اَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ اَسْعَدَ قُطِعَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلاَبِ فَاتَّخَذَا اَنْفًا مِنْ وَّرِقٍ فَانْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِّنْ ذَهَبٍ *

৪১৮৫। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন তুরফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিলাবের যুদ্ধের সময় তার দাদা আরফাজা ইব্‌ন আসআদ (রা)-এর নাক কাটা যায়। তিনি একটি রূপার নাক তৈরী করে নিলে, তা থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে। তখন তিনি নবী ﷺ -এর নির্দেশে একটি সোনার নাক তৈরী করে নেন।

٤١٨٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَاَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ نَا اَبُوْ الْاَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طُرْفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنُ اَسْعَدَ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَزِيْدُ قُلْتُ لِاَبِى الْاَشْهَبِ اَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ طُرْفَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ قَالَ نَعَمْ *

৪১৮৬। হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - আরফাজা ইব্‌ন আসআদ (রা) থেকে অন্য বর্ণনায় এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াযীদ (র) বলেন ঃ আমি আশহাব (র)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন তুরফা (র)-এর, তার দাদা আরফাজা (রা)-এর সাথে কি দেখা হয়েছিল ? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ।

٤١٨٧. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَبِى الْاَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طُرْفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ اَسْعَدَ بِمَعْنَاهُ *

৪১৮৬। মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন তুরফা (র) আরফাজা ইব্‌ন আস'আদ (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨. بَابُ مَاجَاءَ فِى الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সোনা ব্যবহার সম্পর্কে

٤١٨٧. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ حُلْيَةٌ مِنْ عِنْدَ النَّجَاشِىِّ اَهْدَاهَا لَهُ فِيْهَا خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِىٌّ قَالَتْ فَاَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعُوْدٍ مُّعْرِضًا عَنْهُ اَوْ بِبَعْضِ اَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا اُمَامَةَ بِنْتَ اَبِى الْعَاصِ بِنْتَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ تَحَلِّىْ بِهٰذَا يَا بُنَيَّةُ *

৪১৮৭। ইব্‌ন নুফায়ল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ -এর নিকট কিছু গহনা-পত্র আসে, যা নাজ্জাশী তাঁকে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করেন। আর তার মধ্যে সোনার একটি আংটি ছিল, যার উপর হাবশার পাথর খোদিত ছিল। তিনি বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেটি একটি কাঠ দিয়ে, অথবা তাঁর একটি আংগুল দিয়ে গ্রহণ করেন। এরপর তিনি উমামা বিন্‌ত আবুল আস (রা), যিনি যয়নব (রা)-এর দৌহিত্রী ছিলেন, কে ডেকে-তাকে তা দিয়ে দেন। আর বলেন ঃ হে প্রিয় দৌহিত্রী ! তুমি এটা পরিধান কর।

٤١٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ الْبَرَّادِ عَنْ نَّافِعِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّحَلِّقَ حَبِيْبَهُ حَلْقَةً مِّنْ نَّارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِّنْ ذَهَبٍ وَّمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّطَوِّقَ حَبِيْبَهُ طَوْقًا مِنْ نَّارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِّنْ ذَهَبٍ وَّمَن اَحَبَّ اَنْ يُّسَوِّرَ حَبِيْبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِّنْ ذَهَبٍ وَّلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوْا بِهَا *

৪১৮৮। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে কেউ তার প্রিয়-পাত্রকে আগুনের বালা পরাতে চায়, সে যেন তাকে সোনার বালা পরায়। আর যে ব্যক্তি তার প্রিয় পাত্রকে আগুনের হার পরাতে চায়, সে যেন তাকে সোনার হার পরায় এবং যে ব্যক্তি তার প্রিয় পাত্রকে আগুনের কাঁকন পরাতে চায়, সে যেন তাকে সোনার কাঁকন পরায়। অবশ্য তোমাদের জন্য রূপা ব্যবহার করা বৈধ, তোমরা এটা (সীমিত ভাবে) ব্যবহার করতে পার।

٤١٨٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيْ بْنِ حِرَاشٍ عَنِ امْرَاَتِهٖ عَنْ اُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اَمَا لَكُنَّ فِى الْفِضَّةِ مَا تُحَلِّيْنَ بِهٖ اَمَا اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَاَةٌ تُحَلِّىْ ذَهَبًا تُظْهِرُ بِهٖ اِلاَّ عُذِّبَتْ بِهٖ *

৪১৮৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - হুজায়ফা (রা)-এর বোন থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে মহিলারা ! তোমাদের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমরা রূপা দিয়ে গহনা তৈরী করবে ? (জেনে রাখ) তোমাদের মধ্যে যে সব মহিলা গর্ব ও অহংকার দেখাবার জন্য সোনার অলংকার পরবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ অলংকার দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে।

٤١٩٠. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ نَا يَحْيَى اَنَّ مَحْمُوْدَ بْنَ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيَّ حَدَّثَهٗ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِّنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِىْ عُنُقِهَا مِثْلَهٗ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَيُّمَا امْرَاَةٍ جَعَلَتْ فِىْ اُذُنِهَا خُرْصًا مِّنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِىْ اُذُنِهَا مِثْلَهٗ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ *

৪১৯০। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আস্মা বিনত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মহিলা সোনার হার পরবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ ধরনের আগুনের হার পরানো হবে। আর যে মহিলা তার কানে সোনার-বালা পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ ধরনের আগুনের বালা পরানো হবে।

٤١٩١. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ نَا خَالِدٌ عَنْ مَّيْمُوْنٍ الْقَنَّادِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ رُكُوْبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اِلاَّ مُقَطَّعًا *

৪১৯১। হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) - - - আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চিতা-বাঘের চামড়ার উপর বসতে এবং সোনার অলংকার ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন : তবে অল্প পরিমাণ সোনা মহিলারা ব্যবহার করতে পারে। (গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য হলে, তা মহিলাদের জন্যও ব্যবহার করা জাইয নয়।)

كِتَابُ الْفِتَنِ

অধ্যায় ঃ ফিতনা-ফ্যাসাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْفِتَنِ

অধ্যায় ঃ ফিতনা-ফ্যাসাদ

١. بَابُ ذِكْرُ الْفِتَنِ وَدَلاَئِلِهَا

১. অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনা-ফ্যাসাদের উল্লেখ এবং এর নিদর্শনাবলী

٤١٩٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَاجَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِىْ مَقَامِهِ ذٰلِكَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلاَّ حَدَّثَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِيْظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ اَصْحَابِىْ هٰؤُلاَءِ وَاِنَّهُ لَيَكُوْنُ مِنْهُ الشَّيْئُ فَاَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ اِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ اِذَا رَاٰهُ عَرَفَهُ *

৪১৯২। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে, সে সব ঘটনার বর্ণনা দেন। যারা তা হিফাজত করেছে, তারা উত্তম কাজ করেছে ; আর যারা তা ভুলে গেছে, তারা ভুলেই গেছে। আমার সাথীগণ তা জানে এবং চিনে। যখন তাদের সামনে ঐ ধরনের কিছু সংঘটিত হয়, তখন তাদের তা ঐরূপ স্মরণ আসে, যেরূপ কোন পরিচিত ব্যক্তি বহুদিন অনুপস্থিত থাকার পর, তাকে দেখা মাত্রই চিনে ফেলে।

٤١٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ فَارِسٍ قَالَ نَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا ابْنُ فَرُّوْخٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لِقَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِى اَنَسِىَ اَصْحَابِىْ

اَم تَنَاسَوْا وَاللّٰهِ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ اِلٰى اَنْ تَنْقَضِىَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَّعَهُ ثَلٰثُمِائَةٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاِسْمِهِ وَاِسْمِ اَبِيْهِ وَاِسْمِ قَبِيْلَتِهِ *

৪১৯৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি না, আমার সাথীরা ভুলে গেছে কিনা ? অথবা তারা জেনে-শুনে ভুলে আছে কিনা ?

আল্লাহ্‌র কসম ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিয়ামত পর্যন্ত ফিতনা সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করতে বাদ দেননি, যাদের সংখ্যা হবে তিন শ'রও বেশী। তিনি তাদের নাম, তাদের পিতার নাম এবং তাদের গোত্রের নাম আমাদের নিকট উল্লেখ করেন।

٤١٩٤. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَا اَبُوْ دَاؤُدَ الْحَفْرِىُّ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شَامِرٍ عَنْ رَّجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَكُوْنُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَرْبَعُ فِتَنٍ فِىْ اٰخِرِهَا الْفَنَاءُ *

৪১৯৪। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এ উম্মতের মধ্যে চারটি বড় ধরনের ফিতনা সৃষ্টি হবে, এরপর কিয়ামত হবে।

٤١٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ الْحِمْصِىُّ نَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَاَكْثَرَ فِىْ ذِكْرِهَا حَتّٰى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْاَحْلاَسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا فِتْنَةُ الْاَحْلاَسِ قَالَ هَرَبٌ وَّحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يَزْعُمُ اَنَّهُ مِنِّىْ وَلَيْسَ مِنِّى وَاِنَّمَا اَوْلِيَائِىَ الْمُتَّقُوْنَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلٰى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلٰى ضِلْعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لاَتَدَعُ اَحَدًا مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلاَّ لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَاِذَا قِيْلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا حَتّٰى يَصِيْرَ النَّاسُ اِلٰى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطُ اِيْمَانٍ لاَنِفَاقَ فِيْهِ وَفُسْطَاطُ نِفَاقٍ لاَ اِيْمَانَ فِيْهِ فَاِذَا كَانَ ذَالِكُمْ فَانْتَظِرُوْا الدَّجَّالَ مِنْ يَّوْمِهِ اَوْ مِنْ غَدِهِ *

৪১৯৫। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উছমান (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় তিনি ফিত্না সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন : এমন কি তিনি 'ইহ্লাসের' ফিত্নার কথাও উল্লেখ করেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! 'ইহ্লাসের' ফিত্নাটা কিরূপ ? তিনি বলেন ঃ তা হলো-পলায়ন ও ধ্বংস। এরপর তিনি সারা' ফিত্নার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ তা এমন এক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হবে, যাকে লোকেরা আমার বংশের লোক বলে মনে করবে, কিন্তু আসলে সে আমার বংশের লোক হবে না। কেননা, আমার বন্ধু-বান্ধব তো মুত্তাকী লোকেরাই। এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে, যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে। (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না।)

এরপর চরম ফিত্না প্রকাশ পাবে, যা এ উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এরপর লোকেরা যখন বলাবলি করতে থাকবে যে, ফিত্নার সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাবে। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, সকালে যে মু'মিন থাকবে, সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। এ সময় লোকেরা বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুসলমানরা যে দুর্গে অবস্থান করবে, সেখানে কোন মুনাফিক থাকবে না এবং যেখানে মুনাফিকরা থাকবে, সেখানে কোন মু'মিন লোক থাকবে না। তোমরা যখন এ অবস্থায় পৌছবে, তখন দাজ্জাল বের হওয়ার অপেক্ষা করবে-ঐ দিন থেকেই বা পরের দিন।

٤١٩٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سُمَيْعِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ اَتَيْتُ الْكُوْفَةَ زَمَنَ فُتِحَتْ تَسْتَرُ اَجْلِبُ مِنْهَا بِغَالاً فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ وَاِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ اِذَا رَاَيْتَهُ اَنَّهُ مِنْ رِجَالِ اَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا فَتَجَهَّمَنِى الْقَوْمُ وَقَالُوْا اَمَا تَعْرِفُ هٰذَا هٰذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَسْاَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسْاَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَاَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقَالَ اِنِّىْ قَدْ اَرَى الَّذِىْ تُنْكِرُوْنَ اِنِّىْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ هٰذَا الْخَيْرَ الَّذِىْ اَعْطَانَا اللّٰهُ تَعَالٰى اَيَكُوْنُ بَعْدَهُ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ السَّيْفُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا يَكُوْنُ قَالَ اِنْ كَانَ لِلّٰهِ تَعَالٰى خَلِيْفَةٌ فِى الْاَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَاَخَذَ مَالَكَ فَاَطِعْهُ وَاِلاَّ فَمُتْ وَاَنْتَ عَاضٌّ بِجَذْلِ شَجَرَةٍ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِىْ نَارِهِ وَجَبَ اَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ

وَمَنْ وَقَعَ فِىْ نَهْرِهٖ وَجَبَ وِزْرُهٗ وَحُطَّ اَجْرُهٗ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ هِىَ قِيَامُ السَّاعَةِ *

৪১৯৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - সুমায়' ইব্‌ন খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন 'তাস্‌তুর' নামক স্থান বিজিত হয়, তখন একটি খচ্চর কেনার জন্য কূফায় গমন করি। তখন আমি মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে কিছু লোককে বসে থাকতে দেখি। আর সেখানে এমন একজনকে বসা দেখতে পাই, যাকে দেখে আমার মনে হয়, লোকটি হিজাযের অধিবাসী। তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করি, ইনি কে ? এরূপ জিজ্ঞাসা করাতে লোকেরা আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে বলে ঃ তুমি এ ব্যক্তিকে চিন না ? ইনি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা)।

তখন হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কল্যাণ ও মংগলের বিষয়াদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো এবং আমি তাঁর নিকট অকল্যাণের বিষয়াদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। এ কথা শুনে লোকেরা তাঁর প্রতি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলে, তিনি বলেন ঃ আমার কথা যারা খারাপ মনে করে, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি বলেন, একদা আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মহান আল্লাহ্ আমাদের যে কল্যাণ ও মংগল দান করেছেন, এরপর কি আবার খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হবে, যেমন আগে ছিল ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। আমি বলি ঃ এর থেকে বাঁচার ব্যবস্থা কি ? তিনি বলেন ঃ তরবারি। আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরপর কি হবে ? তিনি ﷺ বলেন ঃ এ সময় পৃথিবীতে যদি আল্লাহ্‌র কোন প্রতিনিধি থাকে এবং সে জুলুম করে তোমার পিঠ ভেঙ্গে দেয়, তোমার ধন-সম্পদ লুট করে নেয়, তবুও তুমি তার আনুগত্য করবে। আর যদি এরূপ কেউ না থাকে, তবে তুমি জংগলে চলে যাবে এবং গাছের লতা-পাতা খেতে খেতে মরে যাবে।

আমি আরো জিজ্ঞাসা করি ঃ এরপর কি হবে ? তিনি বলেন ঃ এরপর দাজ্জাল বের হবে, যার সাথে নহর ও আগুন থাকবে। যে তার আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, সে অবশ্যই ছওয়াব পাবে এবং তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর যে তার নহরে নিক্ষিপ্ত হবে,সে অবশ্যই গুনাহ্‌গার হবে এবং তার নেকী বরবাদ হবে।

রাবী বলেন ঃ আমি বললাম ঃ এরপর কি হবে ? তিনি বললেন ঃ এরপর কিয়ামত হবে।

٤١٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدِ الْيَشْكُرِىِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ بَقِيَّةٌ عَلٰى اَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلٰى دَخَنٍ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَكَانَ قَتَادَةُ يَضَعُهٗ عَلَى الرِّدَّةِ الَّتِىْ فِىْ زَمَنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَلٰى اَقْذَاءٍ يَقُوْلُ عَلٰى قَذًى وَهُدْنَةٌ يَقُوْلُ صُلْحٌ عَلٰى دَخَنٍ عَلٰى ضَغَائِنَ *

৪১৯৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - খালিদ ইব্‌ন খালিদ ইয়াশ্‌কুরী (র) থেকে বর্ণিত।

রাবী হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ তরবারির পরে কি অবস্থা হবে ? (অর্থাৎ তরবারি দিয়ে কাফির মুশরিকদের ধ্বংসের পর কি হবে?) তিনি ﷺ বলেন ঃ এমন লোক অবশিষ্ট থাকবে, যাদের অন্তর ফিতনা-ফ্যাসাদে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

রাবী বলেন ঃ কাতাদা (র) এ ফিতনাকে ঐ সময়ের ঘটনারূপে উল্লেখ করেন, যা আবূ বকর (রা)-এর সময় ধর্মত্যাগীদের সাথে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ রিদ্দার যুদ্ধ।

٤١٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ نَا سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ جُنَيْدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ اَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فِيْ رَهْطٍ مِنْ بَنِيْ لَيْثٍ فَقَالَ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْنَا بَنُو اللَّيْثِ اَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ فِتْنَةٌ وَّشَرٌّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ هٰذَا الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ يَاحُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللّٰهِ وَاتَّبِعْ مَافِيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هٰذَا الشَّرِّ خَيْرٌ هُدْنَةٌ عَلٰى دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلٰى اَقْذَاءٍ فِيْهَا اَوْ فِيْهِمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِيَ قَالَ لَاتَرْجِعُ قُلُوْبُ اَقْوَامٍ عَلَى الَّذِيْ كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلٰى اَبْوَابِ النَّارِ فَاِنْ تَمُتْ يَاحُذَيْفَةُ وَاَنْتَ عَاضٌّ عَلٰى جِذْلٍ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تَتَّبِعَ اَحَدًا مِنْهُمْ *

৪১৯৮। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - নাসর ইব্‌ন আসিম লায়ছী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা লায়ছ-গোত্রের প্রতিনিধিদের সাথে ইয়াশ্‌কুরী (র)-এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কারা ? আমরা বলি ঃ আমরা লায়ছ গোত্রের লোক। আমরা আপনার কাছে হুযায়ফা (রা)-এর হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। তিনি হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ ভাল অবস্থার পর কি খারাপ অবস্থাল সৃষ্টি হবে ? তিনি বলেন ঃ ফিতনার সৃষ্টি হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ফিতনা-ফ্যাসাদের পর পুনরায় কি ভাল অবস্থার সৃষ্টি হবে ? তিনি বলেন ঃ হে হুযায়ফা ! আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্ঞান অর্জন কর এবং এতে যা আছে তার অনুসরণ কর। তিনি তিনবার একথা বলেন।

রাবী হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ খারাপ অবস্থার পর কি আবার ভাল অবস্থার সৃষ্টি হবে ? তিনি বলেন ঃ " هُدْنَةٌ عَلَى الدَّخَنِ " –আর এরা হবে এমন এক জামাআত, যাদের দিল অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে।

রাবী বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ " هُدْنَةٌ عَلَى الدَّخَنِ " এর অর্থ কি ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলেন ঃ মানুষের অন্তর বা দিল যে অবস্থায় থাকবে, তা থেকে পরিবর্তিত হবে না।

রাবী বলেন ঃ তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ ভাল অবস্থার পর কি আবার খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হবে ? তিনি বলেন ঃ এরপর সর্বগ্রাসী ফিতনার সৃষ্টি হবে, তখন লোকদের আগুনের দরজার দিকে আহ্বান করা হবে। অতএব হে হুযায়ফা ! যদি তুমি সে সময় পাও, তবে তাদের কারো আনুগত্য করার চাইতে, তোমার জন্য উচিত হবে জংগলে গিয়ে গাছের শিকড়, ফল-মূল ইত্যাদি খেতে খেতে মারা যাওয়া।

٤١٩٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ صَخْرِ بْنِ بَدْرٍ الْعَجَلِيِّ عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الْحُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةً فَاهْرِبْ حَتّٰى تَمُوْتَ فَاِنْ تَمُتْ وَاَنْتَ عَاضٌ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهٖ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَكُوْنُ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ لَوْاَنَّ رَجُلاً نُتِجَ فَرَسًا لَّمْ تُنْتِجْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ *

৪১৯৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি তুমি সে ফিতনার যুগে কোন খলীফা না পাও, তবে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে : যতক্ষণ না তুমি মারা যাবে, ততক্ষণ জংগলে গিয়ে ফল-মূল খেয়ে জীবন-ধারণ করবে।

রাবী হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ্ !) তারপর কি হবে ? তিনি বলেন ঃ এ সময় যদি কেউ তার ঘোড়ার-বাচ্চা প্রসব করাতে চায়, তবে সে ব্যক্তি সে সময়ও পাবে না, বরং এর মধ্যেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।

٤٢٠٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهٖ وَثَمَرَةَ قَلْبِهٖ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنْ جَاءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا رَقَبَةَ الْاٰخَرِ قُلْتُ سَمِعْتَ هٰذَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ قُلْتُ هٰذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَامُرُنَا اَنْ نَّفْعَلَ وَنَفْعَلَ قَالَ اَطِعْهُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَاعْصِهٖ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ *

৪২০০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ইমামের নিকট বায়আত গ্রহণ করে, তার উচিত, সাধ্যমত তার আনুগত্য করা। এ সময় যদি অন্য কোন নেতা এসে তাঁর সাথে ঝগড়া শুরু করে দেয়, তবে তাকে হত্যা করবে।

রাবী আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ তুমি কি ইহা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে শুনেছ ? তিনি বলেন ঃ অবশ্যই, আমার দু'টি কান তা শ্রবণ করেছে এবং আমার অন্তর তা হিফাজত করেছে।

রাবী বলেন, আমি বলি ঃ তোমার এই চাচার ছেলে মুআবিয়া আমাদের এরূপ-এরূপ করতে বলে ? (অর্থাৎ সে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলে।) তিনি বলেন ঃ সে যেখানে আল্লাহ্র আনুগত্য করে, সেখানে তার আনুগত্য করবে এবং সে যেখানে আল্লাহ্র নাফরমানী করে, সেখানে তার আনুগত্য করবে না।

٤٢٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِاقْتَرَبَ اَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ نَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يُّحَاصَرُوْا الْمَدِيْنَةَ حَتّٰى يَكُوْنَ اَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلاَحٌ *

৪২০১। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আরবের ঐ ফিতনার প্রতি আফসোস! যা খুবই নিকটবর্তী। যে ব্যক্তি নিজের হাতকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখবে, সে নাজাত পাবে।[১]

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্ন ওয়াহাব, জারীর, উবায়দুল্লাহ্ নাফি' (র) সূত্রে ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সে সময় অতি নিকটবর্তী, যখন মুসলমানদের মদীনাতে ঘিরে ফেলা হবে, এমনকি সব চাইতে দূরে, সালাহ নামক স্থানে, তাদের পতাকাবাহী নেতা হবে।[২]

٤٢٠٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ يُّوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَلاَحٌ قَرِيْبٌ مِّنْ خَيْبَرَ *

৪২০২। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সালাহ্ হলো- খায়বরের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

٤٢٠٣. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ

---

১. সম্ভবত ঃ এ হাদীছে উছমান (রা) আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর সময়ের ফিতনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যা নবী (স.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পর-পরই অনুষ্ঠিত হয় -(অনুবাদক)।

২. 'সালাহ্' খায়বরের নিকট অবস্থিত একটি স্থানের নাম। সম্ভবতঃ এ অবস্থা হবে দাজ্জাল প্রকাশের সময়। -(অনুবাদক)।

اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ اَوْ قَالَ اِنَّ رَبِّىْ زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ فَاُرِيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَاِنَّ مُلْكَ اُمَّتِىْ سَيَبْلُغُ مَا زُوِىَ لِىْ مِنْهَا وَاُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ وَاِنِّى سَاَلْتُ رَبِّىْ تَعَالٰى لِاُمَّتِىْ اَنْ لاَّ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَلاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ وَاِنَّ رَبِّىْ قَالَ لِىْ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ قَضَيْتُ قَضَاءً فَاِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَلاَ اُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَّلاَ اُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِاجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَّنْ بَيْنَ اَقْطَارِهَا اَوْ قَالَ بِاَقْطَارِهَا حَتّٰى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَّيَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يَسْبِىْ بَعْضًا وَّاِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِىَ الْاَئِمَّةُ الْمُضِلِّيْنَ وَاِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِىْ اُمَّتِىْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِىَ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتّٰى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِىَ الْاَوْثَانَ وَاِنَّهُ سَيَكُوْنَ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى ظَاهِرِيْنَ ثُمَّ اتَّفَقَا لاَيَضُرُّهُمْ مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى *

৪২০৩। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য যমীনকে সংকুচিত করে দেন। অথবা তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ যমীনকে আমার জন্য ছোট করে দেন। আর এ সময় আমাকে যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম দিক দেখানো হয়। আমার উম্মতের হুকুমত অবশ্যই সে পর্যন্ত পৌঁছবে, যা আমাকে দেখানো হয়েছে। আর আমাকে দু'টি ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে,-লাল এবং শাদা অর্থাৎ সোনা ও রূপা। আমি আমার মহান রবের নিকট এরূপ দু'আ করি, তিনি যেন আমার উম্মতকে এক সাথে ধ্বংস না করেন এবং তাদের উপর এমন কোন শত্রুকে বিজয়ী না করেন, যে তাদের সমূলে ধ্বংস করবে।

আমার রব আমাকে বলেন ঃ হে মুহাম্মদ ! আমি যখন কোন হুকুম জারি করে, তখন তা রদ হয় না। তবে আমি তোমার উম্মতকে একই দুর্ভিক্ষের বছর এক সাথে ধ্বংস করবো না এবং তাদের উপর এমন কোন শত্রুকে বিজয় প্রদান করবো না, যে তাদের সমূলে ধ্বংস করবে ; তবে তোমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি হবে, যারা একে অন্যকে ধ্বংস ও বন্দী করবে।

তিনি ﷺ আরো বলেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে মধ্যেকার গুমরাহ্‌কারী নেতাদের ব্যাপারে

খুবই ভীত-সন্ত্রস্থ। যখন আমার উম্মতের লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হবে, তখন তা কিয়ামত পর্যন্ত নিরস্ত হবে না। আর কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের সমস্ত গোত্র মুশ্‌রিকদের সাথে মিলে যাবে এবং মূর্তি পূজায় লিপ্ত হবে।

তিনি ﷺ বলেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেককে নিজেকে নবী হিসাবে দাবী করবে। অথচ আমি-ই শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না। বস্তুত আমার উম্মতের এক জামা'আত সব সময় সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের বিরোধীপক্ষ তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ অর্থাৎ কিয়ামত এসে যাবে।

٤٢٠٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَّقَرَاْتُ فِىْ اَصْلِ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ يَّعْنِى الْاَشْعَرِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ اَنْ لَّا يَدْعُوْا عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوْا جَمِيْعًا وَّاَنْ لَّا يَظْهَرَ اَهْلُ الْبَاطِلِ عَلٰى اَهْلِ الْحَقِّ وَاَنْ لَّا تَجْتَمِعُوْا عَلٰى ضَلَالَةٍ *

৪২০৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন আওফ (র) - - - আবূ মালিক আশআরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের তিন ধরনের ফিত্‌না থেকে বাঁচিয়েছেন। যথা ঃ ১। তোমাদের নবী তোমাদের জন্য বদ-দু'আ করবেন না, যাতে তোমরা সবাই এক সাথে হালাক হয়ে যাবে; ২। বাতিলের অনুসারীরা কখনই হকের অনুসারীদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, এবং ৩। তোমরা সবাই এক সাথে গুম্‌রাহ্ হবে না।

٤٢٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ حِرَاشٍ عَنِ الْبَرَاءِ نَا جِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَدُوْرُ رَحَى الْاِسْلَامِ بِخَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ اَوْ سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ اَوْ سَبْعٍ وَّثَلٰثِيْنَ فَاِنْ يَّهْلِكُوْا فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ وَاِنْ يَّقُمْ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ عَامًا قَالَ قُلْتُ مِمَّا بَقِىَ اَوْ مِمَّا مَضٰى قَالَ مِمَّا مَضٰى *

৪২০৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইসলামের চাকা পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ বা সাইত্রিশ বছর আবর্তিত হবে। এ সময় যদি তারা ধ্বংস হয়, তবে তাদের রাস্তা হবে পূর্ববর্তীদের রাস্তার ন্যায়। আর এ সময় যদি তাদের দীন কায়েম হয়, তবে তা তাদের জন্য সত্তর বছর ক্বায়েম থাকবে।

রাবী বলেন ঃ এ সময় আমি তাঁকে ﷺ কে জিজ্ঞাসা করি ঃ এ গণনার শুরু কি অতীত কাল

হতে শুরু হবে, না সামনে থেকে ? তিনি বলেন ঃ এ হিসাবের শুরু অতীত থেকে হবে।[১]

٤٢٠٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَّةُ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ *

৪২০৬। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) ততই কম হবে এবং ফিতনা প্রকাশ পাবে, লোকজন অধিক কৃপণ হবে এবং 'হারাজ' বৃদ্ধি পাবে। তখন বলা হয় ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! হারাজ কি ? তিনি ﷺ হত্যা, আর হত্যা।[২]

٢. بَابُ النَّهْىِ عَنِ السَّعْىِ فِى الْفِتْنَةِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি না করা সম্পর্কে

٤٢٠٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ يَكُوْنُ الْمُضْطَجِعُ فِيْهَا خَيْرًا مِّنَ الْمَجَالِسِ وَالْمَجَالِسُ خَيْرًا مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِّنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ خَيْرًا مِّنَ السَّاعِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَامُرُنِىْ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِاِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِاَرْضِهِ قَالَ فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ شَيْئٌ مِّنْ ذٰلِكَ قَالَ فَلْيَعْمِدْ اِلٰى سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلٰى حَرَّةٍ ثُمَّ لِيَنْجُ مَا اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ *

৪২০৭। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - মুসলিম (র) তার পিতা আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি ফিতনা প্রকাশ পাবে, যখন শায়িত ব্যক্তি – উপবেশনকারীর চাইতে, উপবেশনকারী – দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি – পথচারীর চাইতে উত্তম হবে।

---

১. এ সময়টি – হিজরত থেকে শুরু করে উছমান (রা)-এর খিলাফত কাল পর্যন্ত সীমিত। যার পরিমাণ রাসূলুল্লাহ (সা.) উল্লেখ করেন। – (অনুবাদক।)

২. অর্থাৎ কিয়ামতের আগে দুনিয়াতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারা-মারি, কাটাকাটি, হত্যা-সন্ত্রাস অধিক হারে বৃদ্ধি পাবে –(অনুবাদক)।

তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি সে সময়ে আমাদের কি করার নির্দেশ দেন ? তিনি বলেন ঃ সে সময় যার কাছে উট থাকবে, সে যেন তার উটের সাথে গিয়ে মিশে; যার কাছে বকরী থাকবে, সে যেন তার বকরীর সাথে গিয়ে মিশে এবং যার কোন ক্ষেত থাকবে, সে যেন সেদিকে মনোসংযোগ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। তিনি ﷺ বলেন ঃ যার এ সবের কিছুই থাকবে না, তার উচিত হবে, তার তরবারির ধার পাথরের উপর আঘাত করে নষ্ট করে ফেলা এবং যথাসম্ভব সে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা।

٤٢٠٨. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيُّ نَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عَيَّاشٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَشْجَعِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ دَخَلَ عَلٰى بَيْتِيْ وَبَسَطَ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِيْ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُنْ كَخَيْرِ ابْنَى اٰدَمَ وَتَلاَ يَزِيْدُ لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ الْاٰيَةَ *

৪২০৮। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) - - - সাঈদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) এ হাদীছ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তখন যদি কেউ আমার ঘরে ঢুকে আমাকে হত্যা করতে চায়, তখন আমি কি করবো ?

রাবী বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি আদমের উত্তম সন্তান (হাবিল)-এর মত হবে। এরপর ইয়াযীদ (র) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ " لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ الخ " অর্থাৎ যদি তুমি আমাকে হত্যার জন্য তোমার হাত আমার দিকে সম্প্রসারিত কর, তবুও আমি তোমাকে হত্যার জন্য আমার হাত বিস্তার করবো না।

٤٢٠٩. حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عُثْمَانُ نَا اَبِيْ نَا شِهَابُ بْنُ حِرَاشٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ رَاشِدِ الْجَزْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ وَابِصَةَ الْاَسَدِيُّ عَنْ اَبِيْهِ وَابِصَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ بَعْضَ حَدِيْثِ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَتْلاَهَا كُلُّهُمْ فِى النَّارِ قَالَ فِيْهِ قُلْتُ مَتٰى ذَاكَ يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ تِلْكَ اَيَّامُ الْهَرَجِ حَيْثُ لاَيَامَنُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ قُلْتُ فَمَا تَامُرُنِيْ اِنْ اَدْرَكَنِيْ ذٰلِكَ الزَّمَانُ قَالَ تَكُفُّ لِسَانَكَ وَيَدَكَ وَتَكُوْنُ حِلْسًا مِّنْ اَحْلاَسِ بَيْتِكَ فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ طَارَ قَلْبِيْ مَطَارَةً فَرَكِبْتُ حَتّٰى اَتَيْتُ دِمَشْقَ فَلَقِيْتُ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ فَحَدَّثْتُهُ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَسَمِعَهُ مِنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ *

৪২০৯। আমর ইব্ন উছমান (র) - - - ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি। এরপর তিনি আবূ বাক্‌রা (রা) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন ; নবী ﷺ বলেছেন ঃ এ ফিতনায় যারা মারা যাবে, তারা জাহান্নামে যাবে।

রাবী বলেন ঃ তখন আমি ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ এ অবস্থার সৃষ্টি কখন হবে? তিনি বলেন ঃ যখন ব্যাপক হত্যা শুরু হবে, এমনকি বন্ধু ও বন্ধুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আমি বলি ঃ যদি আমি সে সময় পাই, তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন ? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার হাত ও মুখকে নিয়ন্ত্রিত করবে এবং নিজ ঘরে জড়-পদার্থের ন্যায় অবস্থান করবে।

এরপর উছমান (রা)-কে যখন শহীদ করা হয়, তখন আমার ধারণা হয় যে, সে ফিতনা শুরু হয়েছে। তখন আমি আমার বাহনে সওয়ার হয়ে দামিশকে চলে যাই এবং সেখানে হুরায়ম ইব্ন ফাতিক (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁর কাছে এ হাদীছ বর্ণনা করি। তখন তিনি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেন, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং বলেন ঃ আমি ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছি, যেরূপ তুমি ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করলে।

٤٢١٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَّيُمْسِىْ كَافِرًا وَّيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَّيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِىْ فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوْا اَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوْا سُيُوْفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَاِنْ دَخَلَ عَلٰى عَهْدٍ مِّنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ بَنِىْ اٰدَمَ *

৪২১০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের আগে ফিতনা এরূপ ধারণ করবে, যেরূপ রাতের গভীর আধার। সে সময় লোক সকালে মু'মিন হলে, সন্ধ্যায় কাফিরে পরিণত হবে এবং সন্ধ্যায় মু'মিন হলে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। এ সময় উপবেশনকারী –দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে এবং পদচারী – দ্রুতগামী ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। এ ফিতনার সময় তোমরা তোমাদের তীর-ধনুক ভেঙে ফেলবে এবং তরবারি পাথরের উপর আঘাত করে ভোতা করে ফেলবে। এরপরও যদি কেউ তোমাদের উপর হামলা করতে চায়, তবে সে যেন আদমের উত্তম সন্তান (হাবিল)-এর মত হয়।

٤٢١١. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ رُقَيَّةَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ اٰخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِىْ

طَرِيْقٍ مِنْ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ اِذْ اَتٰى عَلٰى رَأْسٍ مَّنْصُوْبٍ فَقَالَ شَقِيٌّ قَاتِلُ هٰذَا فَلَمَّا مَضٰى قَالَ وَمَا اَرٰى هٰذَا اِلاَّ قَدْ شَقِىَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَّشٰى اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِىْ لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هٰكَذَا فَالْقَاتِلُ فِى النَّارِ وَالْمَقْتُوْلُ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُمَيْرٍ اَوْ سُمَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لِىَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ يَعْنِىْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ وَقَالَ هُوَ فِىْ كِتَابِى ابْنُ سَبْرَةَ وَقَالُوْا سَمُرَةَ وَقَالُوا سُمَيْرَةَ هٰذَا كَلاَمُ اَبِى الْوَلِيْدِ *

৪২১১। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী (র) - - - আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি মদীনার এক রাস্তায় ইব্ন উমার (রা)-এর হাত ধরে ছিলাম। এ সময় ঝুলন্ত একটা মাথা দেখে তিনি বলেন ঃ এ ব্যক্তির হন্তা চরম হতভাগ্য ! সে স্থান অতিক্রম করার পর তিনি বলেন ঃ আমি তো তাকে হতভাগ্য বলে মনে করি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমার কোন উম্মতের কাছে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে যায়, আর সে এরূপ বলে, তবে হত্যাকারী জাহান্নামী হবে এবং নিহত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٤٢١٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْلِىِّ عَنِ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فِيْهِ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُوْنُ الْمَبِيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ وَقَالَ مَاخَادَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ اَوْ قَالَ تَصْبِرُ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا رَاَيْتَ اَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ قُلْتُ مَاخَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِمَنْ اَنْتَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اٰخُذُ سَيْفِىْ فَاَضَعُهُ عَلٰى عَاتِقِى قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ اِذًا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ قَالَ تَلْزَمُ بَيْتَكَ قَالَ قُلْتُ فَاِنْ دَخَلَ عَلَىَّ بَيْتِىْ قَالَ فَاِنْ خَشِيْتَ اَنْ يَّبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَاَلْقِ ثَوْبَكَ عَلٰى وَجْهِكَ يَبُوْءُ بِاِثْمِكَ وَاِثْمِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الْمُشَعَّثَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرُ

حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ *

৪২১২। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ যার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেনঃ হে আবূ যার ! আমি বলিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার খিদমতে হাযির। এরপর তিনি হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেনঃ তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ যার ! যখন (মড়কের কারণে) বহু লোক মারা যাবে এবং (লোক না থাকর কারণে) একটি গোলামের বিনিময়ে একটি বাড়ী পাওয়া যাবে, তখন তুমি কি করবে ? আমি বলিঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সমধিক অভিজ্ঞ ; বা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাকে যা নির্দেশ দেন, (আমি তাই করবো)। তিনি ﷺ বলেনঃ সে সময় তুমি সবর করবে, অথবা তিনি বলেনঃ তুমি সবর কর।

এরপর তিনি ﷺ বলেনঃ হে আবূ যার ! আমি বলিঃ আমি আপনার খিদমতে হাযির। তিনি বলেনঃ যখন তুমি আহ্যার-যায়ত' নামক স্থানটিকে রক্ত-প্লাবিত দেখবে, তখন কি করবে ? আমি বলিঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাকে যা বলেন, আমি তাই করবো। তিনি ﷺ বলেনঃ তখন তুমি নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাবে।

রাবী বলেনঃ এরপর আমি জিজ্ঞাসা করিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে সময় আমি তরবারি নিয়ে তা কি কাঁধে ঝুলিয়ে রাখবো না ? তিনি বলেনঃ তবে তো তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

রাবী বলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিঃ সে সময় আপনি আমাকে কি করতে বলেন ? তিনি বলেনঃ তুমি তোমার ঘরে অবস্থান করবে। আমি বলিঃ তখন যদি হামলা করার জন্য কেউ সেখানে প্রবেশ করে ? তিনি বলেনঃ যদি তুমি আক্রমণের আশংকা কর, তবে তোমার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নেবে (এবং নিহত হয়ে যাবে); ফলে, সে হত্যাকারী তার ও তোমার সমস্ত গুনাহের ভাগী হবে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেনঃ 'মুশআছ'-কে এ হাদীছে হাম্মাদ ইব্ন যায়দ ছাড়া আর কেউ উল্লেখ করেননি।

٤٢١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسٰى يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ اَيْدِكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَّيُمْسِىْ كَافِرًا وَّيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِىْ قَالُوْا فَمَا تَامُرُنَا قَالَ كُوْنُوْا اَحْلَاسَ بُيُوْتِكُمْ *

৪২১৩। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের সামনে রাতের গভীর অন্ধকারের ন্যায় ফিতনা-ফ্যাসাদ

সংঘটিত হবে। সে সময় একজন সকালে মুসলমান হবে, সন্ধ্যায় কাফিরে পরিণত হবে এবং সে সময় উপবেশনকারী – দণ্ডায়মান ব্যক্তি হতে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি– চলাফেরাকারী ব্যক্তি হতে এবং চলমান ব্যক্তি – দৌড়াদৌড়িকারী ব্যক্তি হতে উত্তম হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ সে সময় আপনি আমাদের কি করতে বলেন ? তিনি ﷺ বলেন ঃ তখন তোমরা তোমাদের ঘরের বিছানার ন্যায় (নির্জীব) হয়ে যাবে।

٤٢١٤. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِيْصِىُّ قَالَ نَا حَجَّاجٌ يَّعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ يَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا *

৪২১৪। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, ঐ ব্যক্তি নেক্‌কার, যে ফিতনা থেকে দূরে থাকে ; ঐ ব্যক্তি নেক্‌কার, যে ফিতনা থেকে দূরে থাকে, ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে ফিতনা থেকে দূরে থাকে। আর যে ব্যক্তি ফিতনাগ্রস্ত হওয়ার পর সবর করবে, সে খুবই ভাগ্যবান।

٣. بَابُ فِىْ كَفِّ اللِّسَانِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুখ বন্ধ রাখা সম্পর্কে

٤٢١٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ عَنْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ مَنْ اَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَ لَهُ وَاِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيْهَا كَوُقُوْعِ السَّيْفِ *

৪২১৫। আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই মুক, বধির ও অন্ধরূপ ফিতনা প্রকাশ পাবে। যে ব্যক্তি তা দেখবে, সে ফিতনা তার নিকটবর্তী হবে। আর এ সময় মুখ খোলা, তারবারি চালনার ন্যায় হবে, (অর্থাৎ তা বিপদের কারণ হবে।)

٤٢١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ

رَجُلٍ يُّقَالُ لَهُ زِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْطِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِى النَّارِ اللِّسَانُ فِيْهَا اَشَدُّ مِنْ وُّقُوْعِ السَّيْفِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْاَعْجَمِ *

৪২১৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই এমন এক ফিতনা-ফ্যাসাদ প্রকাশ পাবে, যা গোটা আরবকে ঘিরে ফেলবে। আর এ সময় যারা নিহত হবে, তারা জাহান্নামী। এ সময় মুখ খোলা (বেহুদা কথাবার্তা বলা), তরবারির আঘাতের চাইতেও নিকৃষ্ট হবে।

٤٢١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ قَالَ زِيَادٌ سَمِيْنٌ كُوْشٌ *

৪২১৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল কুদ্দূস (র) থেকে বর্ণিত। যিয়াদ (র) তাঁর কান শাদা থাকার কারণে 'সামীনুন্-কুশুন' বলে তাকে আখ্যায়িত করতো।

٤. بَابُ الرُّخْصَةِ فِى التَّبَدِّىْ فِى الْفِتْنَةِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনা প্রকাশ পেলে জংগলে চলে যাবে

٤٢١٨. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يُّتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْمَطَرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ *

৪২১৮। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই মুসলমানদের উত্তম সম্পদ হবে ঐ বকরীসমূহ, যাদের চরানোর জন্য তারা পর্বতের চূড়ায় ও পানির স্থানসমূহে থাকবে এবং এভাবে তারা দীন রক্ষার জন্য ফিতনা থেকে পালিয়ে যাবে।

٥. بَابُ فِى النَّهْىِ عَنِ الْقِتَالِ فِى الْفِتْنَةِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনা-ফ্যাসাদের সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ না করা

٤٢١٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ

الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَاَنَا اُرِيْدُ يَعْنِىْ فِى الْقِتَالِ فَلَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ *

৪২১৯। আবূ কামিল (র) - - - আহ্নাফ্ ইব্ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যুদ্ধের নিয়তে (আলী (রা)-এর পক্ষে) বের হলে, আমার সাথে আবূ বাক্রা (রা)-এর দেখা হয়। তিনি বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যখন দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে, একজন অপরজনকে মারতে প্রস্তুত হবে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! হত্যাকারী তো জাহান্নামে যাবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তির অপরাধ কি ? তিনি ﷺ বলেন ঃ এ জন্য যে, সেও তো তার ভাইকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল।

٤٢٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا *

৪২২০। মুহাম্মদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল (র) - - - হাসান (রা) থেকে সংক্ষিপ্তভাবে এ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٦. بَابُ فِىْ تَعْظِيْمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ

٤٢٢١. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ قَالَ كُنَّا فِىْ غَزْوَةِ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ بِذُلُقِيَّةَ فَاَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ فَلَسْطِيْنَ مِنْ اَشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ يَعْرِفُوْنَ ذٰلِكَ لَهُ يُقَالُ لَهُ هَانِئُ بْنُ كَلْثُوْمِ بْنِ شَرِيْكٍ الْكِنَانِىُّ فَسَلَّمَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ زَكَرِيَّا وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ قَالَ لَنَا خَالِدٌ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّغْفِرَهُ اِلاَّ مَنْ مَّاتَ مُشْرِكًا اَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَقَالَ هَانِئُ بْنُ كَلْثُوْمٍ سَمِعْتُ مَحْمُوْدَ بْنَ الرَّبِيْعِ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ

عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهٖ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلاَ عَدْلاً قَالَ لَنَا خَالِدٌ ثُمَّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذَكَرِيَّا عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَالَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَاِذَا اَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ وَحَدَّثَ هَانِئُ بْنُ كَلْثُوْمٍ عَنْ مَّحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً *

৪২২১। মু'াম্মাল ইব্ন ফযল (র) - - - খালিদ ইব্ন দিহ্কান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা যখন কুস্তুন্তুনিয়ার যুদ্ধে 'যালকা' নামক স্থানে ছিলাম, তখন ফিলিস্তিনের একজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি, যাকে সকলে চিনতো এবং তার নাম ছিল 'হানী ইব্ন কুলছূম ইব্ন শারীক কিনানী। তিনি এসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ যাকরিয়া (রা)-কে সালাম করেন, যার মর্যাদা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। রাবী বলেন ঃ খালিদ (র) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাকারিয়া (র) আমাকে বলেছেন ঃ আমি উম্মু দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, যিনি আবূ দারদা (রা)-কে বলতে শোনেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি এবং যে মু'মিন অন্য মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, এরা ব্যতীত অন্য সকলের গুনাহ মাফ করবেন।

এরপর হানী ইব্ন কুলছূম (র) বলেন ঃ আমি মাহমূদ ইব্ন রাবী' (র)-কে উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে এবং তাকে হত্যা করে খুশী হবে, তার কোন ফরয এবং নফল ইবাদত আল্লাহ্ কবূল করবেন না।

রাবী বলেন ঃ এরপর খালিদ আমাদের বলেন, ইব্ন আবূ যাকারিয়া (র) আবূ দারদা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ﷺ বলেন ঃ যতক্ষণ কোন মু'মিন অকারণে কাউকে হত্যা করে না, ততক্ষণ সে নিশ্চিত ও নেক্কার থাকে। কিন্তু যখন সে কাউকে হত্যা করে, তখন সে নির্ভীক ও জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়।

হানী ইব্ন কুলছূম (র) মাহমূদ ইব্ন রাবী' (র) থেকে, তিনি উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ مُبَارَكٍ نَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ اَوْ غَيْرُهُ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ سَاَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِىَّ عَنْ قَوْلِهٖ اعْتَبَطَ بِقَتْلِهٖ قَالَ قَالَ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِى الْفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ اَحَدُهُمْ فَيَرٰى اَنَّهُ عَلٰى هُدًى فَلاَ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ تَعَالٰى يَعْنِىْ مِنْ ذٰلِكَ *

৪২২২। আবদুর রহমান ইব্ন আমর (র) - - - খালিদ ইব্ন দিহ্কান (রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া গাস্সানী (র)-কে জিজ্ঞাসা করি, " اِغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ " এ শব্দের অর্থ কি ?

তিনি বলেন ঃ এর অর্থ হলো – যারা ফিত্নার যুগে পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি করে এবং তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করার পর এরূপ মনে করে যে, সে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে ! আর সে ঐ হত্যার পর তাওবা ইস্তিগ্ফারও করে না !

٤٢٢٣. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا حَمَّادٌ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ مُّجَاهِدِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ يَقُوْلُ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا بَعْدَ الَّتِىْ فِى الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ بِسِتَّةِ اَشْهُرٍ *

৪২২৩। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - খারিজা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-কে এ স্থানে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ এ আয়াত ঃ " وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ " অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম যেখানে সে চিরস্থায়ী হবে", সূরা ফুরকানের এ আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ –

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুর শরীক করে না এবং আল্লাহ যাদের হত্য করতে নিষেধ করেছেন, তাদের হত্যা করে না –তবে হক ব্যতীত",–এর ছয় মাস পর নাযিল হয়।

٤٢٢٤. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَوْ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَاَلْتُ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّتِىْ فِى الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ قَالَ مُشْرِكُوْنَا اَهْلِ مَكَّةَ قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَاَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَهٰذِهِ لِاُولٰئِكَ قَالَ فَاَمَّا الَّتِىْ فِى النِّسَاءِ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ

الْاٰيَةَ قَالَ الرَّجُلُ اِذَا عَرَفَ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْمُجَاهِدِ فَقَالَ اِلَّا مَنْ نَدِمَ *

৪২২৪। ইউসুফ ইব্ন মূসা (র) - - - সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ যখন সূরা ফুরকানের এ আয়াত ঃ যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কিছুর শরীক করে না এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না"–নাযিল হয়, তখন মক্কার (নও-মুসলিম) মুশরিকরা এরূপ বলতে থাকে যে," আমর তো আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেছি, অন্যায়ভাবে হত্যাও করেছি; এ ছাড়া আমরা আরো অনেক গুনাহ্ করেছি, (এমতাবস্থায় আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা কি ?) তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "আর যে তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্‌কে নেকীতে পরিবর্তিত করে দেবেন।"

আর সূরা নিসার এ আয়াত ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, সে জাহান্নামে যাবে", ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়, যে ইসলামী শরীআতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে এবং তার তাওবা কবূল হবে না।

রাবী সাঈদ (র) বলেন ঃ আমি এ সম্পর্কে মুজাহিদ (র)-এর সাথে আলোচনা করলে, তিনি বলেন ঃ তবে কেউ যদি যথার্থ-লজ্জিত হয়ে তাওবা করে, তবে তা কবূল হবে।

٤٢٢٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ فِىْ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ قَالَ اَهْلُ الشِّرْكِ قَالَ وَنَزَلَ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ *

৪২২৫। আহমদ ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এ আয়াত ঃ " وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ " অর্থাৎ "যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কিছুর শরীক করে না - - - " এর অর্থ ঐসব লোক, যারা শির্‌ক করেছে এবং শির্‌ক করা অবস্থায় অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে; তাদের গুনাহ্ ঈমান আনার পর এবং তাওবা করার পর মাফ হয়ে যাবে। এর দলীল হলো এ আয়াত ঃ " قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ " "বলুন ঃ হে আমার বান্দাগণ ! যারা তাদের নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে....।

٤٢٢٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا قَالَ مَا نَسَخَهَا شَيْئٌ *

৪২২৬। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - -ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এ আয়াত " وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে...." অন্য কোন আয়াত দ্বারা রহিত হয়নি।

٤٢٢٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ قَالَ هِىَ جَزَاءُه فَاِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ *

৪২২৭। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আবূ মাজ্‌লায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এ আয়াত ঃ "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম",-এর অর্থ ঃ জাহান্নাম-ই তার প্রাপ্য। তবে আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

٧. بَابُ مَا يُرْجٰى فِى الْقَتْلِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ নিহত হওয়ার পরও নাজাতের প্রত্যাশা

٤٢٢٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوالْاَحْوَصِ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ اَمْرَهَا فَقُلْنَا اَوْقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَدْرَكَتْنَا هٰذِهٖ مِنْهُ مِلْكُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلاَّ اِنَّ بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلُ قَالَ سَعِيْدٍ فَرَاَيْتَ الْحَوَانِىْ قُتِلُوْا *

৪২২৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তিনি ভয়াবহ একটি ফিতনার কথা উল্লেখ করেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমরা এ সময় জীবিত থাকি, তবে কি তা আমাদের তা ধ্বংস করে দেবে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ না, এরূপ নয় ; বরং সে সময় তোমরা নিহত হলে, তা তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ হবে।

রাবী সাঈদ (র) বলেন ঃ এরপর আমি আমার ভাইদের (সে ফিতনায়) নিহত হতে দেখি। (অর্থাৎ নবী ﷺ উষ্ট্রের ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করেন।)

٤٢٢٩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ نَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمَّتِىْ

هٰذِهٖ اُمَّةٌ مَّرْحُوْمَةٌ لَيْسَ لَهَا عَذَابٌ فِى الْاٰخِرَةِ وَعَذَابُهَا فِى الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزِّلاَزِلُ وَالْقَتْلُ *

৪২২৯। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার এ উম্মতের উপর আল্লাহ্র রহমত আছে। আখিরাতে তারা (স্থায়ী) আযাব ভোগ করবে না। বরং তাদের কাফ্ফারা এভাবে হবে যে, দুনিয়াতে তাদের শাস্তি হবে-ফিত্না, ভূমিকম্প এবং হত্যা।

كِتَابُ الْمَهْدِيِّ

অধ্যায় ঃ মাহ্দী (আ.) সম্পর্কে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَهْدِيِّ

অধ্যায় ঃ মাহ্দী (আ.) সম্পর্কে

١. بَابُ الْمَهْدِيِّ

১. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম মাহ্দী (আ.) সম্পর্কে

٤٢٣٠. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَزَالُ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْاُمَّةُ فَسَمِعْتُ كَلاَمًا مِّنَ النَّبِىِّ ﷺ لَمْ اَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لاَبِىْ مَا يَقُوْلُ قَالَ كُلُّهُمْ مِّنْ قُرَيْشٍ *

৪২৩০। আমর ইব্ন উছমান (র) - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, এ দীন ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের উপর সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত বার জন খলীফা (নিযুক্ত) হয়।

(রাবী বলেন ঃ) এরপর আমি নবী ﷺ-কে আরো কিছু বলতে শুনি, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি ﷺ কি বলেছেন ? তিনি বলেন ঃ এ সমস্ত খলীফা কুরায়শ বংশ থেকে হবে।

٤٢٣١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ هٰذَا الدِّيْنُ عَزِيْزًا اِلَى اثْنَى

عَشَرَ خَلِيْفَةً قَالَ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوْا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيْفَةً قُلْتُ لأَبِىْ يَا اَبَتِ مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ *

৪২৩১। মূসা ইব্‌ন ইসামাঈল (র) - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, "বার জন খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এ দীন 'ইয্‌যতের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাবী বলেন ঃ একথা শুনে সাহাবীগণ তাকবীর দেন এবং চিৎকার করেন। এরপর তিনি ﷺ আস্তে আস্তে কিছু বলেন, (যা আমি শুনতে না পাওয়ায়) আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি ঃ হে আমার প্রিয় পিতা ! তিনি ﷺ কি বলেছেন ? তিনি বলেন ঃ সে সব খলীফা কুরায়শ বংশ থেকে হবে।

٤٢٣٢. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا زُهَيْرٌ نَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ نَا الأَسْوَادُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى مَنْزِلِهٖ اَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوْا ثُمَّ يَكُوْنُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَكُوْنُ الْهَرَجُ *

৪২৩২। ইব্‌ন নুফায়ল (র) - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) এ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে আরো অতিরিক্ত উল্লেখ করেন যে, এরপর তিনি ﷺ তাঁর ঘরে ফিরে কুরায়শগণ এসে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এরপর কি হবে ? তিনি ﷺ বলেন ঃ তারপর 'হারাজ' অর্থাৎ হত্যা ও খুন-খারাবী শুরু হবে।

٤٢٣٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُمْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا زَائِدَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ فِطْرٍ الْمَعْنٰى كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ يَوْمًا قَالَ زَائِدَةُ لَطَوَّلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتّٰى يَبْعَثَ رَجُلاً مِنِّىْ اَوْ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِىْ وَاسْمُ اَبِيْهِ اسْمَ اَبِىْ زَادَ فِىْ حَدِيْثِ فِطْرٍ يَمْلأُ الاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ لاَتَذْهَبُ اَوْلاَ تَنْقَضِى الدُّنْيَا حَتّٰى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِىْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَفْظُ عُمَرَ وَاَبِىْ بَكْرٍ بِمَعْنٰى سُفْيَانَ *

৪২৩৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ

যদি দুনিয়ার মাত্র একদিনও বাকী থাকে, তবুও আল্লাহ্ সেদিনকে এত দীর্ঘ করে দেবেন যে, তাতে আমার থেকে অথবা আমার আহ্লে-বায়ত থেকে এমন এক ব্যক্তিকে পয়দা করবেন, যার নাম হবে আমার নামের মত এবং তার পিতার নাম হবে – আমার পিতার নামের মত।

রাবী ফিত্‌র (র)-এর হাদীছে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, 'সে ব্যক্তি যমীনকে আদল ও ইনসাফে পূর্ণ করবে, যেরূপ তা অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ হয়েছিল।'

রাবী সুফিয়ান (র)-এর হাদীছে আছে যে, (নবী ﷺ বলেছেন ঃ) দুনিয়া ততক্ষণ ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না আমার বংশ থেকে একজন আরবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে। যার নাম হবে আমার নামের মত।

٤٢٣٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا فِطْرٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِىْ بَزَّةَ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ اِلاَّ يَوْمٌ لَبَعَثَ اللّٰهُ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يَمْلَاُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا *

৪২৩৪। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি আকাশের একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তবুও মহান আল্লাহ্ আমার আহ্লে-বায়ত থেকে এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন, যিনি পৃথিবীকে ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করবেন, যেমন তা জুল্‌ম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল।

٤٢٣٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا اَبُوْ الْمَلِيْحِ الْحَسَنُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمَهْدِىُّ مِنْ عِتْرَتِىْ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَّسَمِعْتُ اَبَا الْمَلِيْحِ يُثْنِىْ عَلٰى عَلِىِّ بْنِ نُفَيْلٍ وَّيَذْكُرُ مِنْهُ صَلَاحًا *

৪২৩৫। আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, "মাহদী আমার ঔরসজাত ফাতিমার বংশ থেকে হবে।"

٤٢٣٦. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بُزَيْعٍ نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَهْدِىُّ مِنِّىْ اَجْلَى الْجَبْهَةِ اَقْنَى الْاَنْفِ يَمْلَاُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَّعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَّجَوْرًا وَّيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ *

৪২৩৬। সাহ্ল ইব্ন তাম্মাম (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মাহদী আমার বংশোদ্ভুত হবে, যার ললাট প্রশস্ত ও নাক উঁচু হবে। যিনি পৃথিবীকে আদ্ল-ইনসাফ দ্বারা এরূপ পূর্ণ করবেন, যেরূপ তা অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ ছিল। তিনি সাত বছর রাজত্ব করবেন।

٤٢٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَكُوْنُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا اِلَى مَكَّةَ وَيَاتِيْهِ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُوْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُوْنَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ عَلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَاِذَا رَاَى النَّاسُ ذٰلِكَ اَتَاهُ اَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُوْنَهُ ثُمَّ يَنْشَؤُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ اَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ اِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ وَذٰلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيْمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَيُلْقِى الْاِسْلاَمُ بِجِرَانِهِ اِلَى الْاَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلِّىْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِيْنَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعَ سِنِيْنَ *

৪২৩৭। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একজন খলীফার মৃত্যুর সময় মতানৈক্য দেখা দিলে এবং সে সময় মদীনা থেকে এক ব্যক্তি পালিয়ে মক্কায় আসলে, সেখানকার অধিবাসিগণ তার পাশে সমবেত হবে এবং তাকে ইমামতি করার জন্য সামনে পাঠাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে। এরপর লোকেরা তার হাতে 'হাজরে- আসওয়াদ' ও 'মাকামে-ইবরাহীমের' মাঝে বায়আত গ্রহণ করবে। সে সময় শামদেশ থেকে তার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরিত হবে, যারা মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত 'বায়দা' নামক স্থানে মাটিতে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। লোকেরা যখন এ অবস্থা দেখবে, তখন শাম ও ইরাকের ওলী-আবদালগণ তার নিকট উপস্থিত হয়ে, 'হাজরে-আসওয়াদ' ও 'মাকামে-ইব্রাহীমের' মাঝে বায়আত গ্রহণ করবে। এরপর কুরায়শ বংশে এমন এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করবে। যার মা হবে 'কালব' গোত্রের। যারা তাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাবে এবং এ যুদ্ধে তারা বিজয়ী হবে। এরা 'কালব' গোত্রের সেই সৈন্য, যারা মাহ্দীর সৈন্যদের হাতে পরাজিত হবে। এ সময় যারা কালব গোত্রের গনীমতের মালের অংশ গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হবে না, তাদের জন্য আফসোস ! এরপর মাহ্দী (আ) গনীমতের মাল লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিয়ে, নবী ﷺ -এর সুন্নত

পুনরুজ্জীবিত করবেন। সে সময় সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি সাত বছর জীবিত থাকার পর ইনতিকাল করবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযার সালাত আদায় করবে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ কোন কোন বর্ণনাকারী হিশাম (র) সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নয় বছর জীবিত থাকবেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ সাত বছর।

٤٢٣٨. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ تِسْعَ سِنِيْنَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ غَيْرُ مُعَاذٍ عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِيْنَ *

৪২৩৮। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - কাতাদা (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ মাহ্দী (আ) নয় বছর জীবিত থাকবেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ রাবী মুআয (র)-এর বর্ণনা ব্যতীত, হিশাম (র)-এর বর্ণনাতেও নয় বছরের উল্লেখ আছে।

٤٢٣٩. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ نَا اَبُو الْعَوَّامِ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَحَدِيْثُ مُعَاذٍ اَتَمُّ *

৪২৩৯। ইব্ন মুছান্না (র) - - - উম্মু সালামা (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তবে মুআয (রা)-এর হাদীছ সম্পূর্ণ।

٤٢٤٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِقِصَّةِ جَيْشِ الْخَسْفِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ يُخْسَفُ بِهِمْ وَلٰكِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى نِيَّتِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَحُدِّثْتُ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ وَنَظَرَ اِلٰى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِىُّ ﷺ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهٖ رَجُلٌ يُسَمّٰى بِاِسْمِ نَبِيِّكُمْ ﷺ يُشْبِهُ فِى الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُ فِى الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً يَمْلَأُ الْاَرْضَ عَدْلًا وَقَالَ هَارُوْنُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا

كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ
الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاثٍ عَلٰى مُقَدِّمَتِهٖ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُوْرٌ يُوَطِّئُ اَوْ يُمَكِّنُ لِاٰلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَ عَلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ اَوْ
قَالَ اِجَابَتُهُ *

৪২৪০। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - উম্মু সালামা (রা) নবী ﷺ থেকে 'যমীনে-ধসে যাওয়া' সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার কি অবস্থা হবে, যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে যোগদান করবে ? তিনি বলেন ঃ সেও তাদের সাথে যমীনে ধসে মারা যাবে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে তার নিয়তের উপর উঠানো হবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) হারূন ইব্‌ন মুগীরা থেকে, তিনি আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আলী (রা) তাঁর পুত্র হাসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ আমার এ ছেলে জান্নাতের যুবদের সর্দার, যেমন নবী ﷺ বলেছেন ঃ তিনি ﷺ আরো বলেন ঃ অতি সত্তর তার বংশে এমন এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করবে, যার নাম হবে তোমাদের নবীর অনুরূপ। স্বভাব-চরিত্রে তিনি তাঁরই মত হবেন, তবে আকৃতিতে নয়। এরপর আলী (রা) বলেন ঃ তিনি পৃথিবীকে আদল-ইনসাফে পরিপূর্ণ করবেন।

হারূন (র) - - - আমর ইব্‌ন কায়স (র) থেকে, তিনি হিলাল ইব্‌ন আমর (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি আলী (রা)-কে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ 'অরাইন্‌-নাহার' থেকে এমন এক ব্যক্তি বের হবে, যার নাম হবে 'হারিছ ইব্‌ন হাররাছ' এবং তার আগে অপর এক ব্যক্তি রেব হবে, যাকে লোকেরা 'মানসূর' বলবে। তিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার- পরিজনদের তেমনি ভাবে আশ্রয় দেবেন, যেমনি ভাবে কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আশ্রয় দিয়েছিল। প্রত্যেক মু'মিনের উচিত হবে তাঁকে সাহায্য করা এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়া।

كِتَابُ الْمَلَاحِمِ

অধ্যায় ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَلاَهِمِ
অধ্যায় ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ

١. بَابُ مَايَذْكُرُ فِىْ قَرْنِ الْمِائَةِ
১. অনুচ্ছেদ ঃ শতাব্দীর বর্ণনা সম্পর্কে

٤٢٤١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْدِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ شَرَاحِيْلَ بْنِ يَزِيْدَ الْمُعَافِرِىِّ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِيْمَا اَعْلَمُ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَاسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَا ابْنُ شُرَيْحٍ الْاَسْكَنْدَرَانِىُّ لَمْ يُجْزِبِهِ شَرَاحِيْلَ *

৪২৪১। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি দীনের 'তাজ্দীদ' বা সংস্কার সাধন করবেন।

٢. بَابُ مَايَذْكُرُ مِنْ مَلاَحِمِ الرُّوْمِ
২. অনুচ্ছেদ ঃ রোমের যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে

٤٢٤٢. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ الْاَوْزَعِىُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ مَكْحُوْلُ وَابْنُ اَبِىْ ذَكَرِيَّا اِلٰى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ

جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى ذِىْ مِخْبَرٍ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَيْنَا فَسَاَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا اٰمِنًا فَتَغْزُوْنَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّنْ وَّرَائِكُمْ فَتُنْصَرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَتَسْلَمُوْنَ ثُمَّ تَرْجِعُوْنَ حَتّٰى تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِىْ تُلُوْلٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ وَتَغْدِرُ الرُّوْمُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ *

৪২৪২। নুফায়লী (র) - - - জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জুবায়র (র) বলেন ঃ আমার সাথে নবী ﷺ -এর এক সাহাবী 'মিখ্‌বার' (রা)-এর কাছে চলো। আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, জুবায়র (র) তাকে সন্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা অচিরেই রোমের সাথে সন্ধি করবে।" এরপর তোমরা ও তারা সম্মিলিতভাবে অন্য এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তাতে বিজয়ী হয়ে গনীমতের মাল হাসিল করবে। এরপর সেখান থেকে ফিরে আসবে এবং এমন এক ময়দানে অবতরণ করবে, যা টিলাময় হবে। তখন নাসারাদের জনৈক ব্যক্তি ক্রুশ উঁচু করে বলবে ঃ এ যুদ্ধে ক্রুশ বিজয়ী হয়েছে। তখন মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে তাকে মেরে ফেলবে। সে সময় রোমের বাসিন্দারা সন্ধি ভংগ করে, একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

٤٢٤٣. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ قَالَ نَا اَبُوْ عَمْرٍو عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَزَادَ فِيْهِ وَيَثُوْرُ الْمُسْلِمُوْنَ اِلٰى اَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُوْنَ فَيُكْرِمُ اللّٰهُ تِلْكَ بِالشَّهَادَةِ اِلاَّ اَنَّ الْوَلِيْدَ جَعَلَ الْحَدِيْثَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ ذِىْ مِخْبَرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَوْحٌ وَيَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ كَمَا قَالَ عِيْسٰى *

৪২৪৩। মুআম্মাল ইব্‌ন ফযল (র) - - - হাস্‌সান ইব্‌ন আতিয়া (র) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেখানে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, সে সময় মুসলিম সৈন্যগণ দ্রুত তাদের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে শহীদ হওয়ার কারণে সম্মানিত করবেন।

ওয়ালীদ (র) - - -জুবায়র ও মিখবার (রা) থেকে। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣. بَابٌ فِىْ اَمَارَاتِ الْمَلاَحِمِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহের আলামত সম্পর্কে

٤٢٤٤. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِمْرَانُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ وَفَتْحُ قُسْطُنْطِيْنِيَّةِ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلٰى فَخِذِ الَّذِىْ حَدَّثَهُ اَوْ مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا لَحَقٌّ كَمَا اَنَّكَ هٰهُنَا كَمَا اَنَّكَ قَاعِدٌ يَّعْنِىْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ *

৪২৪৪। আব্বাস আম্বারী (র) - - - মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বায়তুল মুকাদ্দিসের প্রতিষ্ঠা মদীনার অমংগলের কারণ হবে। আর মদীনার খারাবী ফিতনা সৃষ্টির কারণ হবে। বস্তুত ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি কুস্‌তুন্‌তুনিয়া বিজয়ের কারণ হবে এবং কুস্‌তুন্‌তুনিয়ার বিজয়-দাজ্জাল বের হওযার কারণ হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত মুআয (রা)-এর কাঁধে বা হাঁটুতে মেরে বলেন ঃ এ সবই সত্য, যেমন তুমি এখানে আছো – তা সত্য; যেমন তুমি বসে আছো– তা সত্য।

٤. بَابُ فِىْ تَوَاتُرِ الْمَلَاحِمِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে

٤٢٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سُفْيَانَ الْغَسَّانِىِّ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ قُطَيْبٍ السَّكُوْنِىِّ عَنْ اَبِىْ بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرٰى وَفَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ فِىْ سَبْعَةِ اَشْهُرٍ *

৪২৪৫। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ভয়াবহ ফিতনা, কুস্‌তুন্‌তুনিয়া বিজয় এবং দাজ্জাল বের হওয়া – সাত মাসের মধ্যে ঘটবে।

٤٢٤٦. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِىُّ نَا بَقِيَّةُ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ وَيَخْرُجُ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ فِى السَّابِعَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عِيْسٰى *

৪২৪৬। হাইওয়া ইব্ন শুরায়হ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কুস্‌তুন্‌তুনিয়া শহর বিজয় এবং ভয়াবহ ফিতনা বের হওয়ার মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান থাকবে এবং সপ্তম বছরে দাজ্জাল বের হবে।

٥. بَابُ فِىْ تَدَاعِى الْاُمَمِ عَلَى الْاِسْلَامِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামের উপর অন্য জাতির বিজয় সম্পর্কে

٤٢٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ نَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْعَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَن تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكَلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَّمِنْ قِلَّةٍ نَّحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَّلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ✱

৪২৪৭। আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের উপর বিজয়ী হবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী বড় পাত্রের দিকে আসে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ আমাদের সংখ্যা কি কম হবে ? তিনি বলেন ঃ না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত। আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে অলসতার সৃষ্টি করে দেবেন। তখন জনৈক সাহাবী বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অলসতার সৃষ্টি কেন হবে ? তিনি বলেন ঃ দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যু ভয়ের জন্য।

٦. بَابُ فِى الْمَعْقِلِ مِنَ الْمَلَاحِمِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ কোথায় থাকবে ?

٤٢٤٨. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ نَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوْطَةِ اِلٰى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يُحَاصَرُوْا اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحُ *

৪২৪৮। হিশান ইব্‌ন আম্মার (র) - - - আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দাজ্জালের আবির্ভাবকালে ভয়াবহ যুদ্ধের সময় মুসলমানদের দুর্গ দামিশক শহরের এক পাশে অবস্থিত ‘গুতা’ নামক স্থানে হবে, যা শামের (সিরিয়ার) একটি উত্তম শহর।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ ইব্‌ন ওয়াহাব (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে মদীনার মুসলমানদের ঘিরে ফেলা হবে, এমনকি তাদের দূরবর্তী সীমানা হবে ‘সালাহ্’ নামক স্থান।

٤٢٤٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَسَلَاحُ قَرِيْبٌ مِّنْ خَيْبَرَ *

৪২৪৯। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - ইমাম যুহ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ‘সালাহ্’ নামক স্থানটি খায়বরের নিকট অবস্থিত।

٧. بَابُ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ مِنَ الْمَلَاحِمِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় ফিতনা হওয়া সম্পর্কে

٤٢٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ نَا اِسْمٰعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّدٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ قَالَ هَارُوْنُ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَجْمَعَ اللّٰهُ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِّنْهَا وَسَيْفًا مِّنْ عَدُوِّهَا *

৪২৫০। আবদুল ওয়াহাব ইব্‌ন নাজ্‌দা (র) - - - আওফ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ এ উম্মতের উপর এক সাথে দু'টি বিপদ একত্রিত করবেন না যে, তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকবে এবং শত্রু ও তাদের উপর হামলা করবে।

٨. بَابُ فِى النَّهْىِ عَنْ تَهْيِيْجِ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

৮. অনুচ্ছেদঃ তুরস্ক ও হাবশার সাথে অকারণে গোলযোগ না করা সম্পর্কে

٤٢٥١. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدِ الرَّمْلِيُّ قَالَ نَا ضَمْرَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اَبِيْ

سُكَيْنَةَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُحَرَّرِيْنَ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ دَعُوا الْحَبْشَةَ مَا وَدَعُوْكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوْكُمْ *

৪২৫১। ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - আবূ সাকীনা (রা) নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যতদিন হাবশের জনগণ তোমাদের সাথে কোনরূপ ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়, ততদিন তোমরা তাদের সাথে ঝগড়া করবে না এবং তুর্কীর জনগণ যতদিন তোমাদের সাথে গোলযোগ না করে, তোমরাও করবে না।

٩. بَابُ فِىْ قِتَالِ التُّرْكِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ তুর্কীর সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে

٤٢٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ الاَ سْكَنْدَرَانِىُّ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلُ الْمُسْلِمُوْنَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوْهَهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبِسُوْنَ الشَّعْرَ *

৪২৫২। কুতায়বা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত ততদিন অনুষ্ঠিত হবে না, যতদিন না মুসলিমগণ তুর্কী (কাফিরদের) সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুর্কীরা এমন এক জাতি, যাদের চেহারা তালের মত এবং তারা পশমের জুতা ব্যবহার করবে।

٤٢٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ السَّرْحِ وَغَيْرُهُمَا قَالُوْا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ ابْنُ السَّرْحِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ ذُلْفَ الْاَنُوْفِ كَانَ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ *

৪২৫৩। কুতায়বা এবং ইব্‌ন সারহ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত ততদিন অনুষ্ঠিত হবে না, যতদিন না তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যারা পশম-যুক্ত জুতা ব্যবহার করে। আর তোমরা তুর্কীদের সাথে লড়াই করবে, যাদের চোখ ছোট হবে এবং নাক চেপটা হবে, আর তাদের চেহারা হবে ঢালের মত।

٤٢٥٤. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِىُّ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى نَا بَشِيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَدِيْثِ يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الْاَعْيُنِ يَعْنِى التُّرْكَ قَالَ تَسُوْقُوْنَهُمْ ثَلٰثَ مِرَارٍ حَتّٰى تُلْحِقُوْهُمْ

بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَاَمَّا فِى السِّيَاقَةِ الْاَوْلٰى فَيَنْجُوْا مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَاَمَّا فِىْ الثَّانِيَةِ فَيَنْجُوْا بَعْضٌ وَّيُهْلِكُ بَعْضٌ وَاَمَّا فِى الثَّالِثَةِ فَيُصْطَلَمُوْنَ اَوكَمَا قَالَ*

৪২৫৪। জা'ফর ইব্‌ন মুসাফির (র) - - - বুরায়দা (রা) তার পিতা হতে তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তুর্কীর একটি ছোট চোখ বিশিষ্ট কাওম তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা তিনবার তাদের পরাস্ত করবে, এমন কি তোমরা তাদের আরব উপদ্বীপের সাথে মিলিয়ে দেবে। তাদের মধ্যে যারা প্রথমবার পালাবে, তারা মুক্তি পাবে। দ্বিতীয়বার যুদ্ধের সময় কিছু লোক ধ্বংস হবে এবং কিছু লোক নাজাত পাবে। আর তৃতীয়বার যুদ্ধের সময় তারা সমূলে ধ্বংস হবে, অথবা তিনি ﷺ এ ধরনের কিছু বলেছেন।

١٠. بَابٌ فِىْ ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ বসরা সম্পর্কে

٤٢٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ نَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ نَا مُسْلِمُ بْنُ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِىْ بِغَائِطٍ يُّسَمُّوْنَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهْرٍ يُّقَالُ لَهُ دَجْلَةُ يَكُوْنُ عَلَيْهَا جَسْرٌ يَّكْثُرُ اَهْلُهَا وَتَكُوْنُ مِنْ اَمْصَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ ابْنُ يَحْيٰى قَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ وَيَكُوْنُ مِنْ اَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاذَا كَانَ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُوْ قَنْطُوْرَا عِرَاضُ الْوُجُوْهِ صِغَارُ الْاَعْيُنِ حَتّٰى يَنْزِلُوْا عَلٰى شَطِّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ اَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَّاخُذُوْنَ اَذنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرِيَّةَ وَهَلَكُوْا وَفِرْقَةٌ يَاخُذُوْنَ لاَنْفُسِهِمْ وَكَفَرُوْا فِرْقَةٌ يَّجْعَلُوْنَ ذَرَارِيْهِمْ خَلْفَ ظُهُوْرِهِمْ وَيُقَاتِلُوْنَهُمْ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ *

৪২৫৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মতের কিছু লোক নীচু যমীনে অবতরণ করবে, যাকে বসরা বলা হয়, যা এক নদীর পাশে অবস্থিত হবে, যার নাম হলো- দাজলা। সে নদীর উপর একটা পুল হবে। সেটা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা হবে এবং তা মুহাজিরদের শহরে পরিণত হবে।

রাবী ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আবূ মুআম্মার (রা) বলেছেন ঃ শহরটি মুসলমানদের শহরে পরিণত হবে। শেষ যুগে 'কানতূরার' বংশধরগণ, যারা চওড়া চেহারা এবং ছোট চোখ বিশিষ্ট হবে, তারা নদীর তীরে অবতরণ করে তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের একদল গরুর লেজের ব্যবসা এবং কৃষিকাজে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হবে, দ্বিতীয় দল তাদের জান-বাঁচিয়ে কাফির হয়ে যাবে এবং তৃতীয় দলটি তাদের বাচ্চাদের পেছনে রেখে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাবে।[১]

٤٢٥٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ نَا مُوْسَى الْخَيَّاطُ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ ذَكَرَهُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا اَنَسُ اِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُوْنَ اَمْصَارًا وَاِنَّ مِصْرًا مِّنْهَا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ اَوِ الْبُصَيْرَةُ فَاِنْ اَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا اَوْ دَخَلْتَهَا فَاِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلاَهَا وَسُوْقَهَا وَبَابَ اُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيْهَا فَاِنَّهُ يَكُوْنُ بِهَا خَسْفٌ وَّقَذْفٌ وَّرَجْفٌ وَّقَوْمٌ يَبِيْتُوْنَ يُصْبِحُوْنَ قِرَادَةً وَّخَنَازِيْرَ *

৪২৫৬। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, হে আনাস ! লোকরা কিছু শহর তৈরী করবে, যার একটি শহরের নাম হবে বস্‌রা বা বুস্‌রা। যদি তুমি সেখানে যাও এবং সেখানে প্রবেশ কর, তবে তুমি তার লবণাক্ত ভূমি, সবুজ তৃণভূমি, বাজার এবং আমীর-উমারাদের থেকে দূরে থাকবে। বরং তুমি সেখানকার জংগলে বসবাস করবে। কেননা, সেখানকার যমীন ধসে যাবে, পাথর বর্ষিত হবে এবং ভূমিকম্প হবে। আর সেখানকার কিছু অধিবাসী এরূপ হবে যে, তারা রাতযাপনের পর সকালে শূকর ও বানরে রূপান্তরিত হবে।

٤٢٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ انْطَلَقْنَا حَاجِّيْنَ فَاِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا اِلٰى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الاُبُلَّةُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنْ يَّضْمَنُ لِىْ مِنْكُمْ اَنْ يُّصَلِّىَ لِىْ فِىْ مَسْجِدِ الْعِشَارِ رَكْعَتَيْنِ اَوْاَرْبَعًا وَّيَقُوْلُ هٰذِهِ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مِنْ مَّسْجِدِ الْعِشَارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُهَدَاءَ لاَيَقُوْمُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِى النَّهْرَ *

৪২৫৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - সালিহ্ ইব্‌ন দিরহাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমি হজ্জ করতে গেলে, জনৈক ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়।

১। উল্লেখিত ঘটনাটি আব্বাসীয় খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে সংঘটিত হয়। -(অনুবাদক।)

তিনি আমাদের বলেন ঃ তোমাদের ওদিকে আবলা' নামক একটি বস্তি আছে না ? আমরা বলি ঃ হাঁ। তখন তিনি বলেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে আমার তরফ থেকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, সে ঈশার মসজিদে (যা ফুরাত নদীর পাশে অবস্থিত) হাযির হয়ে, দুই বা চার রাকাআত সালাত আদায়ের পর এরূপ দুআ করবে যে, 'ইহা আবূ হুরায়রা (রা)-এর জন্য।'

(কেননা, তিনি বলেন ঃ) আমি আমার প্রিয় আবুল কাসিম ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঈশার মসজিদ থেকে এমন শহীদদের উঠাবেন, যারা বদর যুদ্ধের শহীদদের সাথে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ 'ঈশার' মসজিদটি ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত, আর এখানকার শহীদ হলেন - কারবালার শহীদগণ।

١١. بَابُ ذِكْرِ الْحَبْشَةِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ হাবশীদের সম্পর্কে

٤٢٥٨. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ اَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ نَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اتْرُكُوا الْحَبْشَةَ مَا تَرَكُوْكُمْ فَانَّهُ لاَيَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ اِلاَّ ذُوْ السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ *

৪২৫৮। কাসিম ইব্‌ন আহমদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা হাবশীদের ছেড়ে দাও, যতদিন তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। কেননা, কা'বা ঘরের সম্পদ তো সে ক্ষুদ্র পায়ের গোছা বিশিষ্ট হাবশী লোকটি বের করে নেবে।[১]

١٢. بَابُ اِمَارَاتِ السَّاعَةِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে

٤٢٥٩. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ اِلٰى مَرْوَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَمِعُوْهُ يُحَدِّثُ فِى الْاٰيَاتِ اَنَّ اَوَّلَهَا الدَّجَّالُ قَالَ فَانْصَرَفْتُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ الْاٰيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ

১। কিয়ামত নিকটবর্তী হলে, হযরত ঈসা (আ.)-এর দুনিয়াতে অবতরণের পর সম্ভবতঃ এরূপ ঘটনা ঘটবে। (–অনুবাদক)।

مَّغْرِبِهَا اَوِ الدَّبَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحًى فَاَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْاُخْرٰى عَلٰى اَثَرِهَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ وَاَظُنُّ اَوَّلَهُمَا خُرُوْجًا طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا *

৪২৫৯। মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) - - - আবূ যুরআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার মদীনাতে মারওয়ানের কাছে একটি প্রতিনিধি দল আসে। তখন তারা মারওয়ানকে এরূপ বর্ণন। করতে শোনে যে, কিয়ামতের সর্ব প্রথম আলামত হলো দাজ্জাল বের হওয়া।

রাবী বলেন ঃ এরপর আমি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ হাদীছ বর্ণনা করলে, তিনি বলেন ঃ সে তো কিছুই বলেনি। আমি রাসূলূল্লাহ্‌ ﷺ বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো 'দারবাতুল আরদ' (এক ধরনের বিশেষ প্রাণী)-এর বের হওয়া। এ দু'টি নিদর্শনের যে কোন একটি আগে প্রকাশ পেলে, দ্বিতীয়টি এর সাথে সাথেই প্রকাশ পাবে।

আবদুল্লাহ্‌ (রা), যিনি তাওরাত যাবুর ঐশীগ্রন্থ পাঠ করতেন, তিনি বলেন ঃ আমার ধারণা এই যে, এ দু'টি নিদর্শনের মধ্যে প্রথমে নিদর্শন হবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া।

٤٢٦٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَهَنَّادٌ الْمَعْنٰى قَالَ مُسَدَّدٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ نَا فُرَاتٌ الْقَزَّازُ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا نَتَحَدَّثُ فِى ظِلِّ غُرْفَةٍ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْنَا السَّاعَةَ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ تَكُوْنَ اَوْلَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَكُوْنَ قَبْلَهَا عَشْرُ اٰيَاتٍ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ وَخُرُوْجُ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَالدَّجَّالِ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَالدُّخَانِ وَثَلٰثُ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاٰخِرُ ذٰلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِّنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ تَسُوْقُ النَّاسَ اِلَى الْمَحْشَرِ *

৪২৬০। মুসাদ্দাদ (র) - - - হুযায়ফা ইব্‌ন উসায়দ গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূলূল্লাহ্‌ ﷺ-এর ঘরের ছায়ায় বসে ছিলাম। আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ সময় আমাদের কণ্ঠস্বর চড়ে গেলে, তখন রাসূলূল্লাহ্‌ ﷺ বলেন ঃ কিয়ামত কখনো হবে না, অথবা কিয়ামত ততক্ষণ কায়েম হবে না, যতক্ষণ না তার পূর্বে দশটি আলামত প্রকাশ পায়। তাহলো ঃ ১। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে; ২। দাববাতুল আরদ বের হবে ; ৩। ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে; ৪। দাজ্জাল বের হবে; ৫। ঈসা ইব্‌ন মারয়াম আসমান থেকে অবতরণ করবে: ৬। ধোঁয়া প্রকাশ পাবে; ৭। তিনটি স্থান ধসে যাবে- পশ্চিমে; ৮। পূর্বে; ৯। আরব উপদ্বীপ এবং ১০।

সবশেষে ইয়ামনের আদন প্রান্তর হতে আগুন বের হবে, যা লোকদের সিরিয়ার 'মাহ্শার' নামক স্থানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

٤٢٦١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلُ عَنْ عُمَرَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَاهَا النَّاسُ اٰمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لاَيَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا الْاٰيَةَ *

৪২৬১। আহমদ ইব্‌ন আবূ শুআয়ব (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। লোকেরা যখন তা উদিত হতে দেখবে, তখন ঈমান আনলে আর কোন উপকার হবে না, যদি না সে এর আগে ঈমান আনে, অথবা ঈমান থাকাবস্থায় নেকী অর্জন না করে।

١٣. بَابُ حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزٍ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফোরাত নদী থেকে সোনার খনি বের হওয়া

٤٢٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْن سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُوْنِىُّ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ اَنْ يَّحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَاخُذْ مِنْهُ شَيْئًا *

৪২৬২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদী থেকে সোনার খনি বের হবে। সেখানে যে উপস্থিত থাকবে, সে যেন তা থেকে কিছু না নেয়।

٤٢٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْن سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِّنْ ذَهَبٍ *

৪২৬৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এরূপ বলেছেন ঃ তবে তিনি তাতে এরূপ ও বলেছেন যে, সেখানে সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে।

١٤. بَابُ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল বের হওয়া সম্পর্কে

٤٢٦٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَاَبُوْ مَسْعُوْدٍ قَالَ حُذَيْفَةُ لاَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ اَعْلَمُ مِنْهُ اِنَّ مَعَهُ بَحْرًا مِنْ مَّاءٍ وَّنَهْرًا مِنْ نَّارٍ فَالَّذِيْ تَرَوْنَ اَنَّهُ نَارٌ فَاِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْبَدَرِيُّ هٰكَذَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪২৬৪। হাসান ইব্ন আমর (র) - - - রিব'ঈ ইব্ন হিরাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হুযায়ফা এবং আবূ মাসঊদ (রা) একত্রিত হলে, হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ দাজ্জালের সাথে যা থাকবে, সে সম্পর্কে আমি খুবই জ্ঞাত। তার সাথে একটি পানির সাগর এবং আগুনের নহর থাকবে। তোমরা যাকে আগুন মনে করবে, তা হবে পানি।

রাবী আবূ মাসঊদ বদরী (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছি।

٤٢٦٥. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَابُعِثَ نَبِيٌّ اِلاَّ قَدْ اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الدَّجَّالَ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اَلاَ وَاِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ تَعَالٰى لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبًا كَافِرًا *

৪২৬৫। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যত নবী এসেছেন, তারা সবাই তাদের উম্মতকে কানা ও মিথ্যাবাদী দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। জেনে রাখ ! সে হবে কানা। আর তোমাদের মহান রব কানা নন এবং তার দু' চোখের মাঝখানে " كافر " 'কাফির' শব্দ লেখা থাকবে।

٤٢٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ك ف ر *

৪২৬৬। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - শুবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার কপালে ك ف ر (অর্থাৎ কাফির) লেখা থাকবে।

٤٢٦٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَقْرَاُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ *

৪২৬৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, দাজ্জালের কপালে লেখা 'কাফির' শব্দটি প্রত্যেক মুসলমান পড়তে পারবে।

٤٢٦٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا جَرِيْرٌ نَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى الدَّهْمَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَ اللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَاتِيْهِ وَهُوَ يَحْسَبُ اَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتْبَعُهُ فَمَا يُبْعَثُ بِهٖ مِنَ الشُّبْهَاتِ اَوْلِمَا يُبْعَثُ بِهٖ مِنَ الشُّبُهَاتِ هٰكَذَا قَالَ *

৪২৬৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাজ্জালের খবর শুনবে, সে যেন তার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহ্র শপথ ! যে ব্যক্তি তার কাছে যাবে, সে তাকে মু'মিন মনে করে, তার অনুসারী হয়ে যাবে। কেননা, তার কাছে সন্দেহে নিক্ষেপকারী বস্তু থাকবে।

٤٢٦٩. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ بُحَيْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ لاَّ تَعْقِلُوْا اَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ رَجُلٌ قَصِيْرٌ اَفْحَجُ جَعْدٌ اَعْوَرُ مَطْمُوْسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِيَةٍ وَلاَحَجْرَاءَ فَاِنْ اُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ عَمْرُو بْنُ الْاَسْوَدِ وَلِىَ الْقَضَاءَ *

৪২৬৯। হায়ওয়া ইব্ন শুরায়হ (র) - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছি, এতদসত্ত্বেও আমার ভয় হয়, তোমরা তাকে চিনতে পারবে না। (জেনে রাখ !) মাসীহ্ দাজ্জাল হবে বেঁটে, তার পদক্ষেপ হবে দীর্ঘ, মাথার চুল হবে কুঞ্চিত, আর সে হবে কানা। তার চোখ হবে সমতল, যা উপরে উঠে থাকবে না এবং নীচে থাকবে না। এরপরও যদি তোমরা সন্দীহান হও, তবে জেনে রাখ! তোমাদের রব কানা নন।

আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ আমর ইব্ন আস্ওয়াদ (র) কাযী ছিলেন।

٤٢٧٠. حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِىُّ الْمُؤَذِّنُ نَا الْوَلِيْدُ نَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِىِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنْ يَّخْرُجْ وَاَنَا فِيْكُمْ فَاَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَاِنْ يَّخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُءٌ حَجِيْجُ

نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِىْ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَاِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ قُلْنَا وَمَا لُبْثُهُ فِى الْاَرْضِ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَّيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَّيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَّسَائِرُ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْيَوْمَ الَّذِىْ كَسَنَةٍ اَتَكْفِيْهَا فِيْهِ صَلٰوةُ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ قَالَ لَا اُقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِىَّ دِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ *

৪২৭০। সাফ্ওয়ান ইব্ন সালিহ্ (র) - - - নাওয়াস ইব্ন সামআন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেন ঃ আমি যদি তোমাদের মধ্যে থাকাকালে সে বের হয়, তবে আমি তার প্রতি দোষারূপ করবো তোমাদের আগে। আর আমি যখন তোমাদের সাথে থাকবো না, সে যদি তখন বের হয়, তখন তোমাদের উচিত হবে তার প্রতি দোষারূপ করা। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার খলীফা স্বরূপ হবেন, (অর্থাৎ তিনি তাদের দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা করবেন।) এরপর তোমরা যারা তার দেখা পাবে, তার উচিত হবে, তার সামনে সূরা কাহাফের প্রথম দিকের আয়াতগুলি পাঠ করা। কেননা, তা পাঠ করলে, তোমরা তার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি ঃ সে পৃথিবীতে কত দিন থাকবে ? তিনি ﷺ বলেন ঃ চল্লিশ দিন। যার একদিন হবে এক বছরের সমান, আরেক দিন হবে - এক মাসের সমান, অপর দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমান দিনের সমান। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সেদিন আমরা এক দিন ও রাতে যত ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, সেরূপ সালাত আদায় করলে যথেষ্ট হবে কি ? তিনি বলেন ঃ না। বরং তোমরা ঐ দিনের মধ্য হতে, তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় নিরূপণ করে নেবে, (এবং সে হিসাবে সালাত আদায় করবে)। এরপর ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) দামিশক শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত শাদা-মিনারের নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করবেন। তিনি তাকে 'লুদ' নামক স্থানে পাবেন এবং সেখানে তাকে হত্যা করবেন।

٤٢٧١. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ نَا ضَمْرَةَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ وَذَكَرَ الصَّلٰوَاتِ مِثْلُ مَعْنَاهُ *

৪২৭১। ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সালাত আদায়ের কথা এভাবেই উল্লেখ করেছেন।

٤٢٧٢. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ نَا سَالِمُ بْنُ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ

مَعْدَانَ عَنْ حَدِيْثِ اَبِى الدَّرْدَاءِ يَرْوِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيْمِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ وَقَالَ شُعْبَةُ مِنْ اٰخِرِ الْكَهْفِ *

৪২৭২। হাফ্স ইব্ন উমার (র) - - - আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।

আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ হিশাম দাসতাওয়ায়ী (র) কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে। 'শুবা (র) বলেছেন ঃ সূরা কাহাফের শেষ অংশ, (যার মুখস্থ থাকবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।)

٤٢٧٣. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اٰدَمَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ يَعْنِىْ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَبِىٌّ وَّاِنَّهُ نَازِلٌ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلٌ مَّرْبُوْعٌ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَاَنَّ رَاْسَهُ يَقْطُرُوَاِنْ لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْاِسْلاَمِ فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللّٰهُ فِىْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا اِلاَّ الْاِسْلاَمَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفّٰى فَيُصَلِّىْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ *

৪২৭৩। হুদ্বা ইব্ন খালিদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার এবং ঈসা (আ)-এর মাঝে কোন নবী আসবে না। অবশ্য তিনি (আসমান থেকে) অবতরণ করবেন। তোমরা যখন তাঁকে দেখবে, তখন তাঁকে এভাবে চিনবে যে, 'তিনি হবেন মধ্যম আকৃতির, তাঁর দেহের রং হবে লাল-সাদা মিশ্রিত, তাঁর পরিধানের কাপড় হবে হালকা হলুদ রং বিশিষ্ট দু'খানি চাদর এবং তাঁর মাথার চুল ভিজে না থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরতে থাকবে। তিনি ইসলামের জন্য লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন, ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর নিধন করঁবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সময়ে ইসলাম ব্যতীত আর সব মতবাদকে ধ্বংস করে দেবেন। তিনি-ই দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর জীবিত থাকার পর ইনতিকাল করবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযার সালাত আদায় করবেন।

١٥. بَابُ خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের গোয়েন্দা সম্পর্কে

٤٢٧٤. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَّرَ الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ لَيْلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ اِنَّهُ حَبَسَنِيْ حَدِيْثٌ كَانَ يُحَدِّثُنِيْهِ تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ عَنْ رَّجُلٍ كَانَ فِيْ جَزِيْرَةٍ مِّنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَاِذَا اَنَا بِامْرَاَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَ مَا اَنْتِ قَالَتْ اَنَا الْجَسَّاسَةُ اذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْقَصْرِ فَاَتَيْتُهُ فَاِذَا رَجُلٌ يَّجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلْسَلٌ فِى الْاَغْلَالِ يَنْزُوْ فِيْمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ اَنْتَ فَقَالَ اَنَا الدَّجَّالُ اَخْبَرَجَ نَبِيُّ الْاُمِّيِّيْنَ بَعْدُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَطَاعُوْهُ اَمْ عَصَوْهُ قُلْتُ بَلْ اَطَاعُوْهُ قَالَ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّهُمْ *

৪২৭৪। নুফায়লী (র) - - - ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈশার সালাত আদায়ে বিলম্ব করেন। এরপর তিনি বের হয়ে বলেন ঃ তামীম দারীর বর্ণিত ঘটনা শুনতে গিয়ে আমার দেরী হয়ে গেছে। তা হলো ঃ জনৈক ব্যক্তি জাহাজ যোগে ভ্রমণকালে, তুফানের ফলে সেটি সমুদ্রের কোন এক উপকূলে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে এক মহিলার দেখা পায়, যে তার নিজের মাথার চুল ধরে টানছিল। এ অবস্থা দেখে সে ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ তুমি কে ? সে বলে ঃ আমি একজন গোয়েন্দা। তুমি এ প্রাসাদের দিকে চল। তখন আমি সেখানে গিয়ে দেখি যে, আসমান ও যমীনের মাঝখানে, শিকলে আবদ্ধ একটি লোক, যে তার নিজের চুল ধরে টেনে ছিঁড়ছে।

٤٢٧٥. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ يَعْقُوْبَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ نَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بُرَيْدَةَ نَا عَامِرُبْنُ شَرَاحِيْلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مُنَادِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُنَادِيْ اَنَّ الصَّلٰوةَ جَامِعَةٌ فَخَرَجْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُمْ يَضْحَكُ قَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ اِنْسَانٍ مُّصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اِنِّيْ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ وَّلَا رَغْبَةٍ وَّلٰكِنْ جَمَعْتُكُمْ اَنَّ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَّصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَاَسْلَمَ وَحَدَّثَنِيْ حَدِيْثًا وَّافَقَ الَّذِيْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِيْ اَنَّهُ رَكِبَ فِيْ سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَّعَ ثَلٰثِيْنَ رَجُلًا مِّنْ لَّخْمٍ وَّجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِى الْبَحْرِ فَارْفَعُوْا اِلٰى جَزِيْرَةٍ حِيْنَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ

فَجَلَسُوْا فِىْ اَقْرَبِ السَّفِيْنَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ اَهْلَبُ كَثِيْرَةُ الشَّعْرِ قَالُوْا وَيْلَكَ مَا اَنْتِ قَالَتْ اَنَا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوْا اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ فِىْ هٰذَا الدَّيْرِ فَاِنَّهُ اِلٰى خَبَرِكُمْ بِالْاَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا اَنْ تَكُوْنَ شَيْطَانَةً فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتّٰى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَاِذَا فِيْهِ اَعْظَمُ اِنْسَانٍ رَاَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَّاَشَدُّهُ وَثَاقًا مَجْمُوْعَةً يَدَاهُ اِلٰى عُنُقِهٖ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَسَاَلَهُمْ عَنْ نَّخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرٍ وَعَنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ قَالَ اِنِّىْ اَنَا الْمَسِيْحُ وَاَنَّهُ يُوْشِكُ اَنْ يُّؤْذَنَ لِىْ فِى الْخُرُوْجِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاِنَّهُ فِىْ بَحْرِ الشَّامِ اَوْ بَحْرِ يَمَنٍ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَاهُوَ مَرَّتَيْنِ وَاَوْمَا بِيَدِهٖ مَرَّتَيْنِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ قَالَتْ حَفِظْتُ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৪২৭৫। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাআয্‌যিন-কে বলতে শুনি, 'সালাত একত্রকারী; (অর্থাৎ সালাতের জন্য একত্রিত হও।) এরপর আমি বের হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে সালাত আদায় করি। সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসি মুখে মিম্বরের উপর আরোহণ করে বলেন ঃ সবাই নিজ-নিজ স্থানে বসে থাক। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি জান, কি জন্য আমি তোমাদের একত্রিত করেছি ? তাঁরা বলেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে অধিক অবগত। তিনি বলেন ঃ এখন আমি তোমাদের দীনের কাজে উৎসাহিত ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য একত্রিত করিনি, বরং আমি তোমাদের (একটি ঘটনা শুনাবার জন্য) একত্রিত করেছি।

তাহলো ঃ তামীমদারী খৃষ্টান ছিল, সে এসে বায়আত হয়ে ইসলাম কবূল করেছে। আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছি, সে বলেছে ঃ একবার সে 'লাখাম' ও 'জুযাম' গোত্রের ত্রিশজন লোকের সাথে জাহাজ যোগে সমুদ্র ভ্রমণে বের হয়। এক মাস সমুদ্রে চলার পর তাদের জাহাজটি একটি দ্বীপে গিয়ে পৌছায়, আর তখন ছিল সন্ধ্যা সমাগত। তখন তারা ছোট-ছোট নৌকা যোগে দ্বীপে গিয়ে পৌছায়। সেখানে তারা লম্বা চুল বিশিষ্ট একটি আশ্চর্য ধরনের প্রাণীর সাক্ষাৎ পায়। তারা তাকে বলে ঃ তুমি ধ্বংস হও, তুমি কে ? তখন সে বলে ঃ আমি একজন গোয়েন্দা। তোমরা এই প্রাসাদে অবস্থানকারী ব্যক্তির কাছে চলো; কেননা, সে তোমাদের খবরের জন্য খুবই উদগ্রীব।

রাবী বলেন ঃ যখন সে আমাদের কাছে সে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে, তখন আমরা সে প্রাণী সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়ি যে, হয়তো সে শয়তান ! আমরা সেখান থেকে দ্রুত চলে যাই এবং উক্ত প্রাসাদে প্রবেশ করি এবং সেখানে বিশাল আকৃতির এমন এক ব্যক্তিকে দেখি, যার মত আর কাউকে এর আগে দেখিনি। সে শিকলে বাঁধা ছিল এবং তার দু'হাত ঘাড়ের সাথে আবদ্ধ ছিল। এরপর

পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

এরপর সে তাদের কাছে 'বায়সান' নামক স্থানের খেজুর, 'যাআর নামক কূপ এবং উম্মী-নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। সে বলে ঃ আমি মাসীহ দাজ্জাল। অতি সত্বর আমাকে বের হওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে।

তারপর নবী ﷺ বলেন ঃ দাজ্জাল শাম অথবা ইয়ামনের সমুদ্রে অবস্থিত একটি দ্বীপে বন্দী অবস্থায় আছে। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ না, বরং সে পূর্বের দিকে আছে, আর তিনি তাঁর হাত দিয়ে সে দিকে দু'বার ইশারা করেন। ফাতিমা (রা) বলেন ঃ আমি এ হাদীছ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি এবং মনে রেখেছি।

٤٢٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدْرَانَ نَا الْمُعْتَمِرُ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لاَيَصْعَدُ عَلَيْهِ اِلاَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ ذَكَرَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ صَدْرَانَ بَصْرِيٌّ غَرِقٌ فِى الْبَحْرِ مَعَ ابْنِ مِسْوَرٍ لَّمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ *

৪২৭৬। মুহাম্মদ ইব্ন সাদ্‌রান (র) - - - ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ জোহরের সালাত আদায় শেষে মিম্বরের উপর আরোহণ করেন। আর তিনি ﷺ -এর আগে কোন দিন জুমু'আর দিন ছাড়া মিম্বরে আরোহণ করেননি। এরপর তিনি ﷺ এ হাদীছ বর্ণনা করেন।

٤٢٧٧. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنَّهُ بَيْنَمَا اُنَاسٌ يَّسِيْرُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَنَفِذَ طَعَامُهُمْ فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزِيْرَةٌ فَخَرَجُوْا يُرِيْدُوْنَ الْخُبْزَ فَلَقِيَتْهُمُ الْجَسَّاسَةُ فَقُلْتُ لاَبِيْ سَلَمَةَ وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَ امْرَاَةٌ تَجُرُّ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَاْسِهَا قَالَتْ فِيْ هٰذَا الْقَصْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَسَاَلَ عَنْ نَّخْلِ بَيْسَانَ وَ عَنْ عَيْنِ زُغَرٍ قَالَ هُوَ الْمَسِيْحُ فَقَالَ لِيْ ابْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ اِنَّ هٰذَا فِى الْحَدِيْثِ شَيْئًا مَّا حَفِظْتُهُ قَالَ شَهِدَ جَابِرٌ اَنَّهُ هُوَ ابْنُ صَائِدٍ قُلْتُ فَاِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ وَاِنْ مَّاتَ قُلْتُ فَاِنَّهُ قَدْ اَسْلَمَ قَالَ وَاِنْ اَسْلَمَ قُلْتُ فَاِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ وَاِنْ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ *

৪২৭৭। ওয়াসিল ইব্ন আবদুল 'আলা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর আরোহণ করেন, তারপর বলেন ঃ কিছু লোক সমুদ্রে ভ্রমণকালে তাদের খাবার ফুরিয়ে যায়। তখন তারা খাদ্যের অন্বেষণে এক দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হলে, তাদের সাথে এক গোয়েন্দা রমণীর দেখা হয়।

রাবী ওয়ালীদ (র) বলেন ঃ আমি তখন আবূ সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করে ঃ ঐ গোয়েন্দা রমণী কে ছিল ? তিনি বলেন ঃ সে এমন এক মহিলা ছিল, যে তার দেহের ও মাথার চুল টেনে ছিঁড়ছিল। সে মহিলা (তাদের) বলে ঃ তোমরা এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ তখন সে (দাজ্জাল) 'বায়সান' নামক স্থানের খেজুর ও যাআর নামক কূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

রাবী বলেন ঃ সে-ই দাজ্জাল। আবূ সালামা (রা) আমাকে বলেন, জাবির (রা) এ হাদীছ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু বর্ণনা করেন, যা আমার মনে নেই।

জাবির (রা) বলেন ঃ দাজ্জাল হলো ইব্ন সাঈদ, (যে মদীনার লোক ছিল এবং নবী ﷺ ও তাকে দেখেছিলেন)। তখন আমি বলি ঃ সে তো মারা গেছে ? তিনি বলেন ঃ যদিও সে মারা গেছে ! আমি বলি ঃ সে তো ইসলাম কবূল করেছিল? তিনি বলেন ঃ যদিও সে ইসলাম কবূল করেছিল! আমি বলি ঃ সে তো মাদীনাতে প্রবেশ করেছিল ? তিনি বলেন ঃ যদিও সে মদীনাতে প্রবেশ করেছিল!

١٦. بَابُ خَبَرِ ابْنِ الصَّائِدِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইব্ন সায়েদ সম্পর্কে

٤٢٧٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ خَشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِابْنِ صَائِدٍ فِيْ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ اُطُمِ بَنِيْ مُغَالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ظَهْرَهٗ بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ابْنُ صَائِدٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِّلنَّبِيِّ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَاْتِيْكَ قَالَ يَاْتِيْنِيْ صَادِقٌ وَّكَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خُلِطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ قَدْ خَبَاْتُ لَكَ خَبِيْئَةً وَّخَبَاَ لَهٗ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْسَاْ

فَلَنْ تَعْدُ وَقَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ فَاضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ يَكُنْ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ يَعْنِى الدَّجَّالَ وَاِنْ لاَّ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ فِىْ قَتْلِهِ *

৪২৭৮। আবূ আসিম খাশীশ ইব্ন আস্রাম (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে একদা নবী ﷺ একদল সাহাবীর সাথে, যার মধ্যে উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) ও ছিলেন, ইব্ন সাঈদ-এর কাছে যান। তখন সে বনূ মুগালার দুর্গের পাশে বাচ্চাদের সাথে খেলা করছিল, আর সে সময় সে নিজেও ছোট ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার পিঠে হাত রাখার আগে সে জানতে পারিনি এবং তাকে চিনতেও পারিনি। এরপর তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ আমি আল্লাহ্ ও তার রাসূলদের উপর ঈমান রাখি। এরপর নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কাছে কি আসে ? তখন সে বলে ঃ আমার কাছে সত্য এবং মিথ্যা উভয় ধরনের খবর আসে। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তোমার কাজ সন্দেহপূর্ণ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমার জন্য একটি বিষয় গোপন রেখেছি, আর তা হলো–'যেদিন আসমার হতে স্পষ্ট ধোঁয়া বের হবে, (অর্থাৎ সে সময় দাজ্জাল বের হবে)। তখন ইব্ন সাঈদ বলে ঃ গোপন বিষয়টি হলো 'দুখ, অর্থাৎ ধোঁয়া।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুই দূর-হ : তুই তোর ধারণার বেশী কিছুই করতে পারবি না। এ সময় উমার (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আবার তাকে হত্যার অনুমতি দিন। তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করায় কোন লাভ নেই।

٤٢٧٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا اَشُكُّ اَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالُ ابْنُ صَيَّادٍ *

৪২৭৯। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমার এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, মাসীহ দাজ্জাল হলো – ইব্ন সাইয়াদ।

٤٢٨٠. حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَاَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَحْلِفُ بِاللّٰهِ اَنَّ ابْنَ الصَّيَّادِ الدَّجَّالُ فَقُلْتُ تَحْلِفُ بِاللّٰهِ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى ذٰلِكَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪২৮০। ইব্ন মুআয (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে আল্লাহ্র নামে এরূপ শপথ করেত দেখেছি যে, ইব্ন সাইয়াদ-ই

প্রকৃত দাজ্জাল তখন আমি তাঁকে বলি ঃ আপনি কি এ কথার উপর আল্লাহ্‌র শপথ করেন ? তিনি বলেন ঃ আমি উমার (রা)-কে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিকট শপথ করতে শুনেছি। অথচ তিনি ﷺ তা অস্বীকার করেননি।

٤٢٨١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ مُوْسٰى قَالَ نَا شَيْبَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ فَقَدْ نَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ *

৪২৮১। আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হাররার ঘটনার দিন থেকে (অর্থাৎ ইয়াযীদের সৈন্যদল যেদিন মদীনায় প্রবেশ করে); ইব্‌ন সাইয়াদ আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

٤٢٨٢. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ ثَلٰثُوْنَ دَجَّالًا كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى *

৪২৮২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশ জন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তারা সবাই মনে করবে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল।

٤٢٨٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِيْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ ثَلٰثُوْنَ كَذَّابًا دَجَّالًا كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى رَسُوْلِهِ *

৪২৮৩। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তারা সবাই আল্লাহ্ এবং তার রাসূলকে অস্বীকার করবে।

٤٢٨٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقُلْتُ لَهُ اَتَرٰى هٰذَا مِنْهُمْ يَعْنِيْ الْمُخْتَارَ قَالَ عُبَيْدَةُ اَمَا اِنَّهُ مِنَ الرُّؤُسِ *

৪২৮৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাররাহ্ (র) - - - ইব্‌রাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উবায়দা সালমানী (রা) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি সালমানী (রা) -কে জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনি কি মনে করেন, মুখ্‌তার দাজ্জালদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন ঃ সে তো তাদের নেতা!

١٧. بَابُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে

٤٢٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا يُوْنُسُ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُزَيمَةَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَادَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ يَاهٰذَا اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَاِنَّهُ لَايَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ اَنْ يَكُوْنَ اَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ اِلٰى قَوْلِهٖ فَاسِقُوْنَ ثُمَّ قَالَ كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلٰى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا اَوْ لَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا *

৪২৮৫। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সর্ব প্রথম বনূ ইসরাঈলদের মাঝে খারাবী এভাবে সৃষ্টি হয় যে, যখন তাদের এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে মিলিত হতো, তখন বলতো ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর এবং খারাপ কাজ পরিহার কর। কেননা তোমার জন্য এরূপ করা উচিত নয়। এরপর সে ব্যক্তি পরদিন তার সাথে মিলিত হতো, কখন সে তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে না বলে বরং সে তার খাদ্য-পানীয় ও বৈঠকে শরীক হতো। যখন তারা এরূপ করলো, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে পরস্পরের সাথে মিশ্রিত করে দেন। এরপর তিনি ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন ঃ মহান আল্লাহ্ বনূ-ইসরাঈলদের মাঝে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর দাঊদ ও ঈসা (আ)-এর যবানীতে লা'নত করেছেন। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা সৎ-কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। তোমরা অত্যাচারীর দু'হাত ধরে তাকে জুলুম থেকে সত্যের প্রতি সেরূপ ফিরিয়ে দেবে, যেরূপ ফিরিয়ে দেওয়া উচিত এবং তাদেরকে সত্যের উপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে।

٤٢٨٦. حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ نَا اَبُوْ شِهَابٍ الْحَنَّاطُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بِنَحْوِهٖ زَادَ وَلَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ

عَنْ سَالِمِ الْاَفْطَسِ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَوَاهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ ‎*

৪২৮৬। খাল্ফ ইব্ন হিশাম (র) - - - ইব্ন মাসউদ (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ তবে এ হাদীছে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে মিলিয়ে দেবেন এবং তিনি তাদের উপর লা'নত করার মত – তোমাদের উপরও লা'নত করবেন।

٤٢٨٧. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ الْمَعْنٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللّٰهُ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَتَضَعُوْنَهَا عَلٰى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ قَالَ عَنْ خَالِدٍ وَاِنَّا سَمِعْنَا النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَاْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَوْشَكَ وَاَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ وَقَالَ عَمْرٌو وَعَنْ هُشَيْمٍ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُغَيِّرُوْ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرُوْا اِلاَّ يُوْشِكُ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ اَبُوْ اُسَامَةَ وَجَمَاعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ فِيْهِ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِى هُمْ اَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ ‎*

৪২৮৭। ওয়াহাব ইব্ন বাকীয়্যা (র) - - - আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রশংসার পর বলেন ঃ হে লোক সকল ! তোমরা এ আয়াত তিলাওয়াত কর, কিন্তু তোমরা একে অ-স্থানে প্রয়োগ কর। তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, তোমাদের মাঝে যারা গুমরাহ হবে, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে শর্ত হলো–যদি তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।

রাবী খালিদ (রা) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন লোকেরা জালিমের হাত ধরে তাকে জুলুম করা থেকে বিরত না রাখবে, তখন মহান আল্লাহ্ তাদের উপর ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল করবেন।

রাবী আমর ইব্ন হুশায়ম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে কাওম এরূপ হবে যে, তারা যখন গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন তা প্রতিরোধ করার মত কিছু লোক থাকা সত্ত্বেও যদি তারা প্রতিকার না করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে আযাবে গ্রেফতার করবেন।

রাবী শু'বা (র) বলেন ঃ যে সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক গুনাহে লিপ্ত হবে, আল্লাহ্ তাদের সকলকে আযাবে নিপতিত করবেন।

٤٢٨٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يُّعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِى يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ فَلاَ يُغَيِّرُوا اِلاَّ اَصَابَهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا *

৪২৮৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্ন জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তি. কোন কাওমের মধ্যে গুনাহে লিপ্ত হয় এবং তারা সে ব্যক্তিকে সে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে না ; আল্লাহ্ তাদের মৃত্যুর পূর্বে. তাদের উপর আযাব প্রেরণ করেন।

٤٢٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَاشِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَّعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ اَن يُّغَيِّرَهُ بِيَدِهٖ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ وَقَطَعَ هَنَّادٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ وَمَرَّفِيْهِ ابْنُ الْعَلاَءِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّم يَسْتَطِعَ بِلِسَانِهٖ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ *

৪২৮৯। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (ব) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি কাউকে কোনরূপ শরীআত বিরোধী কাজে লিপ্ত দেখবে. তখন যদি শক্তি থাকে. তবে তাকে হাত দিয়ে (শক্তি দিয়ে) ঐ অপকর্ম থেকে বিরত রাখবে। যদি তার হাত দিয়ে প্রতিহত করার মত ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখের দ্বারা বাঁধা দেবে এবং তার পক্ষে যদি ইহাও সম্ভব না হয়. তবে অন্তর দিয়ে (তার কাজকে) ঘৃণা করবে এবং ইহাই দুর্বলতম ঈমানের অংশ।

٤٢٩٠. حَدَّثَنَا اَبُوا الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُوْ بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُمَيَّةَ الشَّعْبَانِىَّ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىَّ فَقُلْتُ يَا اَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ سَاَلْتُ عَنْهَا خَبِيْرًا سَاَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَا هَوا عَنِ الْمُنْكَرِ

حَتّٰى اِذَا رَاَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَّهَوًى مُتَّبَعًا وَّدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَاْىٍ بِرَاْيِهٖ فَعَلَيْكَ يَعْنِىْ بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ فَاِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ اَيَّامًا الصَّبْرُ فِيْهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ اَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَّعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهٖ قَالَ وَزَادَنِىْ غَيْرُهٗ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُم قَالَ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ *

৪২৯০। আবূ রাবী' (র) - - - আবূ উমাইয়া শা'বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, হে আবূ ছা'লাবা ! এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! তুমি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করেছে। একদা আমি এ আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পর তোমার দায়িত্ব হলো - সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। একাজ তুমি ততক্ষণ করবে, যতক্ষণ না তুমি লোকদের কৃপণতার অনুসারী এবং স্বীয় খাহেশের অনুগামী দেখবে। আর দুনিয়াকে দীনের উপর প্রাধান্য দিতে থাকে এবং প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি নিজের মতামতের অনুসরণকারী হয়। এমতাবস্থায় তুমি তোমার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং সাধারণের কথা পরিত্যাগ করবে। কেননা, এর পরেই সবরের সময়। আর সে সময় সবর করা এরূপ, যেন জ্বলন্ত আগুন হাতে রাখা। সে সময় যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পঞ্চাশ জনের সমান ছাওয়াব পাবে। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তাদের মাঝের পঞ্চাশ জনের নেকীর অনুরূপ নেকী সে পাবে ? তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমাদের মত পঞ্চাশ জনের ছাওয়াবের অনুরূপ ছাওয়াব সে পাবে।

٤٢٩١. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ اَنَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ حَازِمٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ اَوْيُوْشِكُ اَنْ يَّاتِىَ زَمَانٌ يُّغَرْبَلُ النَّاسُ فِيْهِ غَرْبَلَةً تَبْقٰى حُثَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَتُهُمْ وَاخْتَلَفُوْا فَكَانُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ فَقَالُوْا كَيْفَ بِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ تَاخُذُوْنَ مَاتَعْرِفُوْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا تُنْكِرُوْنَ وَتُقْبِلُوْنَ عَلٰى اَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُوْنَ اَمْرَ عَامَّاتِكُمْ *

৪২৯১। কা'নাবী (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সে সময় তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে ? অথবা তিনি ﷺ বলেন ঃ অচিরেই সে সময় আসছে, যখন ভাল লোকদের ছিনিয়ে নেওয়া হবে- (মারা যাবে) এবং খারাপ

লোকেরা জীবিত থাকবে। সে সময় তারা তাদের আমানত ও ওয়াদা পূরণ করবে না, বরং তারা দ্বিধা-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এরপর নবী ﷺ তাঁর দু'হাতের আংগুল মিশ্রিত করার পর বিচ্ছিন্ন করে দেখান। তখন সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে সময় আমরা কি করবো ? তিনি ﷺ বলেন ঃ তখন তোমরা যা ভাল বলে বিবেচনা করবে, তা করবে এবং যা খারাপ মনে করবে, তা পরিত্যাগ করবে। বিশেষতঃ সে সময় তোমরা সকলের চিন্তা না করে, নিজেদের ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে।

٤٢٩٢. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا يُوْنُسَ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ اَبِى الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَخَفَّتْ اَمَانَتُهُمْ وَكَانُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعَهُ قَالَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ كَيْفَ اَفْعَلُ عِنْدَ ذٰلِكَ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاكَ وَقَالَ الْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِاَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ اَمْرَ الْعَامَّةِ *

৪২৯২। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমার ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশে সমবেত ছিলাম। সে সময় তিনি একটি ফিতনার বিষয় উল্লেখ করে বলেন ঃ যখন তোমরা লোকদের আমানতে খিয়ানত, ওয়াদা খেলাফী এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখবে : -এ সময় তিনি তার হাতের আংগুল একত্রিত করার পর বিচ্ছিন্ন করেন।

রাবী বলেন ঃ এ সময় আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি ঃ তখন আমাদের করণীয় কি? আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। তিনি ﷺ বলেন ঃ সে সময় তুমি তোমার ঘরে অবস্থান করবে। নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখবে, তোমার বিবেচনায় যা ভাল মনে করবে, তা-ই করবে এবং যা খারাপ মনে করবে, তা পরিহার করবে। সে সময় তুমি সকলের কথা চিন্তা না করে, নিজের চিন্তাই করবে।

٤٢٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِىُّ نَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُوْنَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ اَوْ اَمِيْرٍ جَائِرٍ *

৪২৯৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাদা (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম জিহাদ হলো – জালিম বাদশাহ অথবা হাকিমের সামনে ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলা।

٤٢٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ بَكْرٍ نَا مُغِيْرَةُ بْنُ زِيَادِ نِ الْمُوْصِلِّى عَنْ عَدِىِّ بْنِ عَدِىٍّ عَنِ الْعُرُسِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِى الْاَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَا وَقَالَ مَرَّةً اَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا *

৪২৯৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - উমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন যমীদের উপর কোন গুনাহের কাজ অনুষ্ঠিত হয়, তখন তা দেখে যে খারাপ মনে করে অথবা ঘৃণা করে; সে ব্যক্তি এরূপ, যেন সে গুনাহের কাজ দেখে নাই. পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজ নিজে প্রত্যক্ষ করে না, অথচ সে গুনাহের কাজ অনুষ্ঠিত হলে খুশী হয় : সে ব্যক্তি এরূপ, যেন সে নিজেই তা প্রত্যক্ষ করে।

٤٢٩٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ نَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ عَدِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ قَالَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا *

৪২৯৫। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আদী ইব্‌ন আদী (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে, যেরূপ উরস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ দেখে খারাপ মনে করবে, সে যেন তা দেখলো না।

٤٢٩٦. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا شُعْبَةُ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَنْ يَّهْلِكَ النَّاسُ حَتّٰى يَعْذِرُوْا اَوْ يُعْذَرُوْا مِنْ اَنْفُسِهِمْ *

৪২৯৬। সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) - - - আবুল বাখ্‌তারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার কাছে ঐ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন।

রাবী সুলায়মান (র) বলেন ঃ আমার নিকট নবী ﷺ এর জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, মানুষেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না তাদের গুনাহ্ এত অধিক হবে যে, যার জন্য ওযর পেশের কোন সুযোগ থাকবে না।

١٨. بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামত হওয়া সম্পর্কে

٤٢٩٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ فِيْ اُخِرِحَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ اَرَاَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّ عَلٰى رَاسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لاَيَبْقٰى مِمَّنْ هُوْ عَلٰى ظَهْرِالْاَرْضِ اَحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِيْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ عَنْ مِّائَةِ سَنَةٍ وَّاِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ يُرِيْدُ اَنْ يَّنْخَرِمَ هٰذَا الْقَرْنُ *

৪২৯৭। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জীবনের শেষ পর্যায়ে একদা আমাদের সাথে ইশার সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে তিনি দাঁড়ান এবং বলেন ঃ তোমরা আজ যে রাতকে দেখছো . এ রাতে যত লোক পৃথিবীতে জীবিত আছে. একশো বছর পর এদের কেউ-ই অবশিষ্ট থাকবে না।

ইব্ন উমার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ বক্তৃতা শুনে লোকেরা ভুলের মধ্যে আপতিত হয়। কেননা, তারা এ হাদীছের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করতো যে. কিয়ামত একশো বছর পরে অনুষ্ঠিত হবে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বর্ণনা করেন যে, বর্তমানে যে সব লোক পৃথিবীতে বেঁচে আছে. এদের কেউ-ই একশো বছর পর বেঁচে থকবে না এবং এই যুগের (সাহাবীদের) পরিসমাপ্তি ঘটবে।

٤٢٩٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ سَهْلٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَعْجِزَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاُمَّةَ مِنْ نِّصْفِ يَوْمٍ *

৪২৯৮। মূসা ইব্ন সাহ্ল (র) - - - আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতকে (কিয়ামতের দিনের) অর্ধেক দিনের চাইতে কম সময়ের মধ্যে ধ্বংস করবেন না।

٤٢٩٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ نَا صَفْوَانُ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنِّيْ لاَرْجُوْاَنْ لاَّتَعْجِزَ اُمَّتِيْ

عِنْدَ رَبِّهَا اَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ قِيْلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ *

৪২৯৯। আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - সাআদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি আশা করি, আমার উম্মত এত কষ্টকর হবে না যে, আল্লাহ্ তাদের অর্ধেক দিনের ও (কিয়ামতের) সুযোগ দেবেন না। তখন সাআদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ "ঐ দিনের অর্ধেক-এর অর্থ কি ? তিনি বলেন ঃ এর অর্থ পাঁচশত বছর।[১]

১. কেননা, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছরের অনুরূপ হবে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সেদিন (কিয়ামতের) তোমাদের রবের নিকট এক হাজার বছরের অনুরূপ হবে।" কাজেই এর অর্ধেক সময় হলো পাঁচশো বছর। - (অনুবাদক)।

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

অধ্যায় ঃ শাস্তির বিধান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

অধ্যায় ঃ শাস্তির বিধান

١. بَابُ الْحُكْمُ فِيْمَنِ ارْتَدَّ

১. অনুচ্ছেদ ঃ মুরতাদের শাস্তির বিধান

٤٣٠٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ عَلِيًّا اَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ اَكُنْ لِاُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ وَيْحَ ابْنُ عَبَّاسٍ *

৪৩০০। আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - ইকরাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) ঐ সব লোকদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন, যারা মুরতাদ হয়েছিল। এ সংবাদ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি বলেন ঃ যদি আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে আমি তাদের আগুনে জ্বালাতে দিতাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তির (বস্তু) দ্বারা কাউকে শাস্তি দেবে না। অবশ্য আমি তাদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করতাম। কেননা, তিনি ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ দীন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হযে যায়, তবে তোমরা তাকে হত্যা করবে। আলী (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এ নির্দেশ শুনে বলেন ঃ ওয়াহ্ ! ওয়াহ্ ! ইব্‌ন আব্বাস (রা) সত্য বলেছেন। আর ইহাই নবী ﷺ -এর নির্দেশ।[১]

১। আলী (রা) সম্ভবত : বিশেষ কোন কারণে মুরতাদদের জ্বালিয়ে দেন। আর এ ও হতে পারে যে, এ সময় পর্যন্ত তিনি নবী (সা)-এর এই হদীছের খবর জানতে পারেননি। (অনুবাদক।)

٤٣٠١. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَايَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ اَلثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ *

৪৩০১। আমর ইব্ন আওন (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ মুসলমানের রক্ত হালাল নয়, যে এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, ''আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল।'' তবে তিনটি কারণে কোন মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল ঃ (১) যদি কোন বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করে ; (২) যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তবে এর বিনিময়ে হত্যা করা এবং (৩) যে ব্যক্তি দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মুসলমানের জামাআত থেকে বেরিয়ে যায়।

٤٣٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِىُّ نَاابْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَّشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ فِىْ اِحْدٰى ثَلٰثٍ رَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ اِحْصَانٍ فَاِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّهُ يُقْتَلُ اَوْ يُصَلَّبُ اَوْ يُنْفٰى مِنَ الْاَرْضِ اَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا *

৪৩০২। মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের রক্ত হালাল নয়, যে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ''আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল, ''তবে তিনটির মধ্যে যে কোন একটি কারণে তার রক্ত প্রবাহিত করা হালাল ঃ (১) যদি কেউ বিবাহ করার পর যিনা করে, তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে; (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ব করার জন্য বের হবে, তাকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলী দণ্ড দেওয়া হবে, অথবা দেশ থেকে বের করা হবে এবং (৩) যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে, তার জীবনের বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে।

٤٣٠٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَّمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ نَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ نَا اَبُوْ بُرْدَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَقْبَلْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَمَعِىَ رَجُلَانِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَحَدُهُمَا عَنْ يَّمِيْنِىْ وَالْاٰخَرُ عَنْ يَسَارِىْ فَكِلَاهُمَا سَاَلَا الْعَمَلَ النَّبِىُّ ﷺ سَاكِتٌ فَقَالَ مَا تَقُوْلُ يَا اَبَا مُوْسٰى اَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَطْلَعَانِىْ عَلٰى مَا فِىْ اَنْفُسِهِمَا وَمَا

شَعَرْتُ اَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ قَالَ وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى سِوَاكِهٖ تَحْتَ شَفَتِهٖ قَلَصَتْ قَالَ لَنْ نَّسْتَعْمِلَ اَوْلاَ نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهُ وَلٰكِنِ اذْهَبْ اَنْتَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ اَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ اَنْزِلْ وَاَلْقٰى لَهُ وِسَادَةً فَاِذَا رَاجُلٌ عِنْدَهُ مُوْثَقٌ قَالَ مَا هٰذَا قَالَ هٰذَا كَانَ يَهُوْدِيًّا فَاَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِيْنَهُ دِيْنَ السُّوْءِ قَالَ لاَ اَجْلِسُ حَتّٰى يُقْتَلَ قَضَاءَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قَالَ اجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لاَ اَجْلِسُ حَتّٰى يُقْتَلَ قَضَاءَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَاَمَرَبِهٖ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ اَمَّا اَنَا فَاَنَامُ وَاَقُوْمُ اَو اَقُوْمُ وَاَنَا وَاَرْجُوْا فِىْ نَوْمَتِىْ مَا اَرْجُوْا فِىْ قَوْمَتِىْ *

৪৩০৩। আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল (র) - - - আবূ বুরদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করি, যখন আমার সাথে আশ্‌আর গোত্রের দুই ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন আমার ডানদিকে এবং অপরজন বামদিকে ছিল। তারা উভয়ই কর্মচারী নিযুক্ত হতে চাইলে নবী ﷺ চুপ করে থাকেন। এরপর তিনি বলেন ঃ হে আবূ মূসা, অথবা হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স! তুমি কি বল? তখন আমি বলি ঃ ঐ জাত-পাকের কৃসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। এই দুই ব্যক্তি তাদের মনের গোপন ইচ্ছা আমাকে অবহিত করেনি এবং আমি জানতাম না যে, তারা চাকরীর জন্য দরখাস্ত করবে।

আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ সে সময় আমি নবী ﷺ -এর মিস্‌ওয়াকের দিকে তাকাচ্ছিলাম, যা তাঁর ঠোঁটের নীচে ছিল এবং এ কারণে তাঁর ঠোঁট উপরের দিকে উঠানো ছিল। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে শাসনভার পেতে চায়, আমি তাকে শাসক হিসাবে নিয়োগ করি না। কাজেই হে আবূ মূসা, অথবা হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স! তুমিই শাসনভার গ্রহণ কর'। এরপর তিনি আমাকে ইয়ামনের গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করেন। পরে তিনি ﷺ মা'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) ইয়ামনের শাসনকর্তা হিসাবে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।

আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ যখন মা'আয (রা) তার কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাকে বসার জন্য অনুরোধ করেন এবং তার জন্য একটি বালিশ রেখে দেন। এ সময় মা'আয (রা) তার নিকট বন্ধনযুক্ত অবস্থায় এক- ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন এ ব্যক্তি কে ? তখন আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ এই ব্যক্তি আগে ইয়াহূদী ছিল, পরে সে ইসলাম কবূল করে, এরপর সে ঐ খারাপ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন মা'আয (রা) বলেন ঃ আমি ততক্ষণ বসবো না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করা হয়। তখন আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ হ্যাঁ, এরূপই হবে। আপনি বসুন। তখন মা'আয (রা) তিন বার এরূপ বলেন ঃ আমি ততক্ষণ বসবো না, যতক্ষণ না এই

ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করা হয়। এরপর আবূ মূসা (রা) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তা কার্যকর হয়। পরে তাঁরা রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তখন তাঁদের একজন, সম্ভবতঃ মা'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন ঃ আমি রাতে ঘুমাই এবং উঠে সালাত ও আদায় করি; অথবা আমি রাতে উঠে সালাতও আদায় করি এবং ঘুমাইও। আর আমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার জন্য যেরূপ ছাওয়াবের আশা করি, ঐরূপ ছাওয়াব আমি ঘুমিয়ে থাকাবস্থায়ও আশা করি।

٤٣٠٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحَمَّانِيُّ يَعْنِيْ عَبْدَ الْحَمِيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى وَيَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَاَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلاً كَانَ يَهُوْدِيًا فَاَسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ لاَ اَنْزِلَ عَنْ دَابَّتِيْ حَتّٰى يُقْتَلَ فَقُتِلَ قَالَ اَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدْ اُتِيَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ *

৪৩০৪। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যখন ইয়ামনের শাসনকর্তা, তখন মা'আয (রা) আমার নিকট আসেন। এ সময় একজন ইয়াহূদী মুসলমান হয়ে, পরে ইসলাম পরিত্যাগ করে। সে সময় মা'আয (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ যতক্ষণ না এ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, ততক্ষণ আমি আমার বাহন থেকে অবতরণ করবো না। পরে তাকে হত্যা করা হয়। এই দুই জনের একজন বলেন ঃ হত্যার পূর্বে তাকে তাওবা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

٤٣٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا حَفْصٌ نَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَاُتِيَ اَبُوْ مُوْسٰى بِرَجُلٍ قَدِارْتَدَّ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَدَعَاهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ قَرِيْبًا مِّنْهَا فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ وَاَبِيْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُرِ الْاِسْتِتَابَةَ وَرَوَاهُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْاِسْتِتَابَةَ *

৪৩০৫। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - আবূ বুরদা (র) এ ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ একদা আবূ মূসা (রা)-এর নিকট জনৈক মুরতাদ ব্যক্তিকে হাযির করা হয়। তিনি তাকে প্রায় বিশদিন যাবৎ পুনরায় মুসলমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। পরে মা'আয (রা) ও সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে দীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে তা অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করা হয়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র (র), আবূ বুরদা (র)-এর নিকট যা বর্ণনা করেছেন, সেখানে তাওবার কথা উল্লেখ নেই।

রাবী ইব্‌ন ফুযায়ল –শায়বানী (র) হতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন আবূ বুরদা (র) হতে, তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি আবূ মূসা (রা) হতে যা বর্ণনা করেছেন, সেখানে তাওবার কথা উল্লেখ নেই।

٤٣٠٦. حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتّٰى ضُرِبَ عُنُقُهُ وَمَا اسْتَتَابَهُ *

৪৩০৬। ইব্‌ন মা'আয (র) - - - কাসিম (র) হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, মা'আয (রা) ততক্ষণ তার বাহন হতে অবতরণ করেননি, যতক্ষণ না সে ব্যক্তির মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করা হয়। আর তাকে তাওবা করতে বলা হয়নি।

٤٣٠٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ نِ الْمَرْوَزِىُّ نَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَّزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِى السَّرْحِ يَكْتُبُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَاَمَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَاَجَارَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪৩০৭। আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'আদ ইব্‌ন আবূ সারাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর লেখক ছিলেন। তিনি শয়তানের প্ররোচনায় গুমরাহ হয়ে পুনরায় কাফিরদের সাথে মিলিত হন। পরে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এ সময় উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) তার নিরাপত্তার জন্য আবেদন পেশ করলে- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

٤٣٠٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ زَعَمَ السُّدِّىُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَاَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ بِهٖ حَتّٰى اَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْ عَبْدَ اللّٰهِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَاْبٰى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فَقَالَ اَمَا كَانَ فِيْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ يَّقُوْمُ اِلٰى هٰذَا حِيْنَ رَاٰنِىْ كَفَفْتُ يَدِىْ عَنْ بَيْعَتِهٖ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوْا مَا نَدْرِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا فِىْ نَفْسِكَ اَلاَّ اَوْمَاتَ اِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ اِنَّهُ لاَيَنْبَغِىْ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ خَائِنَةُ الْاَعْيُنِ *

৪৩০৮। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সারহ্ উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর নিকট আত্মগোপন করেছিল। তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবদুল্লাহ্কে বায়'আত করান। তখন তিনি ﷺ তার দিকে তিনবার তাকান এবং তাকে বায়'আত করতে অস্বীকার করেন। পরে তিনি ﷺ তাকে বায়'আত করাবার পর বলেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কোন বুদ্ধিমান লোক কি ছিল না, যে আমাকে তার নিকট হতে বায়'আত গ্রহণের হাত সরিয়ে নিতে দেখে, দাঁড়িয়ে তাকে হত্যা করে ফেলতো? তখন সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আপনার মনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। যদি আপনি চোখের ইশারায় এরূপ ইঙ্গিত করতেন, তবে ভাল হতো। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ কোন নবীর পক্ষে চোখ দিয়ে এ ধরনের ইংগিত করা উচিত নয়।

٤٣٠٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ اِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ *

৪৩০৯। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, যখন কোন গোলাম শিরকের প্রতি চলে যায়, (অর্থাৎ আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়); তখন তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

٢. بَابُ الْحُكْمُ فِيْمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ

২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর মর্যাদাহানিকারী ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কে

٤٣١٠. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى الْخَتَلِيُّ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ اَعْمٰى كَانَتْ لَهُ اُمُّ وَلَدٍ تَشْتِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيْهِ فَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِيْ وَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتُ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِى النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتِمُهُ فَاَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِيْ بَطْنِهَا وَاتَّكَاَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَّا اَصْبَحَ ذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ اُنْشِدُ اللّٰهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِيْ عَلَيْهِ حَقٌّ اِلاَّ قَامَ الْاَعْمٰى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتّٰى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيْكَ فَاَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِيْ وَاَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَلِيْ مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِيْ رَفِيْقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ

وَتَقَعُ فِيْكَ فَاَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِيْ بَطْنِهَا وَاتَّكَاتُ عَلَيْهَا حَتّٰى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَ اَشْهَدُوْا اِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ *

৪৩১০। আব্বাদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন এক অন্ধ ব্যক্তির একটি দাসী ছিল। সে নবী করীম ﷺ -এর শানে বেয়াদবিসূচক কথাবার্তা বলতো। সে অন্ধ ব্যক্তি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতো, কিন্তু সে তা মানতো না। সে ব্যক্তি তাকে ধমকাতো, তবু সে তা থেকে বিরত হতো না। এমতাবস্থায় এক রাতে যখন সে দাসী নবী ﷺ -এর শানে অমর্যাদাকর কথাবার্তা বলতে থাকে, তখন ঐ অন্ধ ব্যক্তি একটি ছোরা নিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড আঘাত করে, যার ফলে সে দাসী মারা যায়। এ সময় তার এক ছেলে তার পায়ের উপর এসে পড়ে, আর সে যেখানে বসে ছিল, সে স্থানটি রক্তাপ্লুত হয়ে যায়। পরদিন সকালে এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আলোচনা হয়, তখন তিনি সকলকে একত্রিত করে বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই এবং ইহা তার জন্য আমার হক স্বরূপ । তাই, যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে, সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। সে সময় অন্ধ লোকটি লোকদের সারি ভেদ করে প্রকম্পিত অবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর সামনে গিয়ে বসে পড়ে এবং বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তার হন্তা । সে আপনার সম্পর্কে কটুক্তি ও গালি-গালাজ করতো। আমি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতাম ও ধমকাতাম। কিন্তু সে তার প্রতি কর্ণপাত করতো না। ঐ দাসী থেকে আমার দু'টি সন্তান আছে, যারা মনি-মুক্তা সদৃশ এবং সেও আমার খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু গত রাতে সে যখন পুনরায় আপনার সম্পর্কে কটুক্তি গাল-মন্দ করতে থাকে, তখন আমি আমার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি এবং ছোরা দিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে হত্যা করি। তখন নবী করীম ﷺ বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক যে, ঐ দাসীর রক্ত ক্ষতিপূরণের অযোগ্য বা মূল্যহীন।

٤٣١١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِىَّ ﷺ تَقَعُ فِيْهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتّٰى مَاتَتْ فَاَبْطَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَمَهَا *

৪৩১১। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ইয়াহূদী নারী নবী করীম ﷺ -এর প্রতি কটুক্তি ও গালি-গালাজ করতো। এ কারণে কোন একব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ নারীর খুনের বদলা বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

٤٣١٢. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَنَاهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَنَصِيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اَبِىْ بَكْرٍ فَتَغَيَّظَ عَلٰى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ تَاْذَنُ لِىْ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ فَاَذْهَبَتْ كَلِمَتِىْ غَضَبَهُ فَقَامَ فَدَخَلَ فَاَرْسَلَ اِلَىَّ فَقَالَ مَا الَّذِىْ قُلْتَ انِفًا قُلْتُ ائْذَنْ لِىْ اَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ اَكُنْتَ فَاعِلاً لَوْ اَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لَفْظُ يَزِيْدَ *

৪৩১২। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ বায়বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আবু বকর (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি কোন এক ব্যক্তির প্রতি খুবই রাগান্বিত হলে, আমি তাকে বলি ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা! আপনি আমাকে তার হত্যার অনুমতি দিন। আমার এ কথা শুনে তার ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং তিনি উঠে তার গৃহে চলে যান। এরপর তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি বলেছিলে? তখন আমি বলি ঃ আমি আপনার কাছে ঐ ব্যক্তির মস্তক দ্বিখণ্ডিত করার অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি বলেন ঃ যদি আমি তোমাকে এরূপ অনুমতি দিতাম, তবে কি তুমি তাকে হত্যা করতে ? তখন আমি বলি ঃ নিশ্চয়ই। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পর, আর কোন ব্যক্তির জন্য এরূপ করার অধিকার নেই।

٣. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُحَارَبَةِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে

٤٣١٣. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ قَوْمًا مِّنْ عُكْلٍ اَوْقَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلِقَاحٍ وَّاَمَرَهُمْ اَنْ يَّشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوْا فَلَمَّا صَحُّوْا قَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ خَبَرُهُم مِّنْ اَوَّلِ النَّهَارِ فَاَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتّٰى جِيْئَ بِهِمْ فَاَمَرَبِهِمْ فَقُطِعَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ اَعْيُنَهُمْ وَاُلْقُوْا فِى الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ فَهٰؤُلاَءِ قَوْمٌ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ *

৪৩১৩। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উকল অথবা উরায়না গোত্রের কিছু নও-মুসলিম লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু

মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কয়েকটি উট প্রদান করেন এবং সে উটের দুধ ও পেশাব তাদের পান করতে বলেন।-এরপর তারা জংগলের কাছে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। পরে তারা সুস্থ হলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে, নবী ﷺ -এর উট নিয়ে চলে যায়। পরদিন এ খবর নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাদের পশ্চাদধাবনের উদ্দেশ্যে একদল লোক প্রেরণ করেন, যারা দুপুরের সময় তাদের বন্দী করে নিয়ে আসে। তখন নবী করীম ﷺ তাদের হাত ও পা কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। তাদের চোখে গরম সূঁচ ঢুকিয়ে দিতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তাদের ফেলে রাখা হয়। যার ফলে তারা পিপাসার্থ পানি পান করতে চায়, কিন্তু তাদের পানি দেওয়া হয়নি।

রাবী আবূ কিলাবা (র) বলেন ঃ তারা চুরি ও হত্যা করেছিল এবং ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়ে আল্লাহ্‌ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

٤٣١٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ بِاِسْنَادِهٖ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَاَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَاُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ *

৪৩১৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ আইউব তার সনদে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ সূঁচ গরম করার নির্দেশ দেন, যা তাদের চোখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে হত্যা করা হয়নি। (কারণ তারা নবী ﷺ -এর রাখালকে এভাবে শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছিল।)

٤٣١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنُ سُفْيَانَ اَنَا ح وَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ طَلَبِهِمْ قَافَةً فَاُتِيَ بِهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا الْاٰيَةَ *

৪৩১৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) এরূপ বর্ণনা করেন, তবে তিনি আরো বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের পেছনে একদল লোক পাঠান, যারা তাদের বন্দী করে নিয়ে আসে। তখন মহান আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন ঃ যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশের মধ্যে ফিত্‌না-ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হলো– তাদের শূলী দণ্ডও দিতে হবে, অথবা তাদের এক পাশের হাত এবং অপর পাশের পা কেটে ফেলতে হবে। (শরীআতের বিধান অনুযায়ী ইহাই চোর, ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের শাস্তি।)

٤٣١٦. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ وَّقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ اَنَسٌ فَلَقَدْ رَاَيْتُ اَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الْاَرْضَ فِيْهِ

عَطَشًا حَتّٰى مَاتُوْا *

৪৩১৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমি তাদের এক জনকে দেখেছিলাম, যে পিপাসার কারণে নিজের মুখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। এ অবস্থায় তারা মারা যায়।

٤٣١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَدَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ نَهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ *

৪৩১৭। মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এ ঘটনার পর নবী করীম ﷺ 'মুছলা' করতে, (অর্থাৎ হাত-পা কাটতে ও চোখে গরম সূঁচ ঢুকাতে) নিষেধ করেন।

٤٣١٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَحْمَدُ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ اُنَاسًا اَغَارُوْا عَلٰى اِبِلِ النَّبِىِّ ﷺ وَاسْتَاقُوْهَا وَارْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلاَمِ وَقَتَلُوْا رَاعِىَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنًا فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَاُخِذُوْا فَقَطَعَ اَيْدِيَهِمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ قَالَ وَنَزَلَتْ فِيْهِمْ اٰيَةُ الْمُحَارِبَةِ وَهُمُ الَّذِيْنَ اَخْبَرَ عَنْهُمْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْحَجَّاجَ حِيْنَ سَاَلَهُ *

৪৩১৮। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিছু লোক মুরতাদ হয়ে নবী ﷺ-এর উট লুট করে নিয়ে যায় এবং তার রাখালকে ও হত্যা করে, যে মুসলমান ছিল। নবী করীম ﷺ তাদের পেছনে একদল লোককে পাঠান, যারা তাদের বন্দী করে নিয়ে আসে। তখন তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং তাদের চোখে গরম সূঁচ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

রাবী বলেন ঃ তাদের শানেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। -এরপর হাজ্জাজ আনাস (রা)-কে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি ঐ সব লোকদের কথা উল্লেখ করেন।

٤٣١٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَطَعَ الَّذِيْنَ سَرَقُوْا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ

يُصَلَّبُوا الْآيَةَ *

৪৩১৯। আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - আবূ যিনাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উট লুণ্ঠনকারী ব্যক্তিদের হাত-পা কেটে ফেলে এবং চোখের মধ্যে গরম শলাকা ঢুকিয়ে শাস্তি দেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এ আয়াত নাযিল করেন ঃ যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য এ শাস্তিই যথেষ্ট যে, তাদের হত্যা করবে নয়তো শূলীদণ্ড দেবে।

٤٣٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا مُوسَى بْنُ اسْمٰعِيْلَ قَالَ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الْحُدُوْدُ يَعْنِيْ حَدِيْثَ اَنَسٍ *

৪৩২০। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন (র) বলেন ঃ উপরোক্ত ঘটনাটি শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেকার। অর্থাৎ আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঘটনার পর আয়াতটি নাযিল হয়।

٤٣٢١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِي الْمُشْرِكِيْنَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ اَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذٰلِكَ اَنْ يُقَامَ فِيْهِ الْحَدُّ الَّذِيْ اَصَابَ *

৪৩২১। আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হলো– হয় তাদের হত্যা করবে, নয়তো শূলীদণ্ড দেবে। অথবা তাদের এক দিকের হাত এবং অন্য দিকের পা কেটে দেবে - - - হতে গাফুরুর রাহীম পর্যন্ত আয়াতটি কাফিরদের শানে নাযিল হয়। আর তাদের মাঝের কোন ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার আগে যদি তাওবা করে, তবে এ ধরনের তাওবা করার কারণে, শরীআতের যে নির্দেশ তার প্রতি ওয়াজিব হয়ে যায়, তা মাফ হয় না।

٤. بَابُ فِي الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيْهِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ শরীআতের বিধান অনুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা সম্পর্কে

٤٣٢٢. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ ح وَنَا قُتَيْبَةُ بْنِ سَعِيْدِ الثَّقَفِىُّ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا يَعْنِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ الاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ النَّبِىِّ ﷺ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اُسَامَةُ تَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ انَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُم اَنَّهُمْ كَانُوْا اذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৩২২। যায়দ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাখযূমী গোত্রের জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় কুরায়শ নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা এরূপ বলাবলি করে যে, এ ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কথা বলবে? পরে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুবই স্নেহ করেন, তিনিই এ কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি। এরপর উসামা (রা) নবী করীম ﷺ -এর নিকট সে মহিলা সম্পর্কে সুপারিশ করলে, তিনি ﷺ বলেন ঃ হে উসামা! তুমি কি আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তির বিধানের বিরুদ্ধে সুপারিশ করতে চাও ? এরপর তিনি ﷺ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা প্রসংগে বলেন ঃ তোমাদের আগের লোকেরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যেকার কোন শরীফ লোক চুরি করতো, তখন তারা তার উপর শাস্তির বিধান কায়েম করতো। আল্লাহ্‌র শপথ। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

٤٣٢٣. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَاَةٌ مَّخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَطْعِ النَّبِىُّ ﷺ يَدَهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى ابْنُ وَهْبٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَقَالَ فِيْهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ اِنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ قَالَ اسْتَعَادَتِ امْرَاَةٌ وَّرَوَاهُ مَسْعُوْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ سَرَقَتْ قَطِيْفَةً مِّنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ اَمْرَاةً سَرَقَتْ فَعَاذَتْ لِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪৩২৩। আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম (র) - - - আইশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক মাখযূমী নারী এক ব্যক্তির নিকট হতে কিছু মাল ধার নেওয়ার পর - তা অস্বীকার করে। তখন নবী ﷺ সে স্ত্রীলোকের হাত কাটার নির্দেশ দেন। রাবী লায়ছের বর্ণনা অনুযায়ী, সে মহিলার হাত কেটে ফেলা হয়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ ইব্‌ন ওয়াহাব - ইউনুস হতে, তিনি যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে লায়ছের হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ -এর মক্কা বিজয়কালে চুরি করেছিল।

রাবী লায়ছ - ইউনুছ হতে, তিনি শিহাব (র) হতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন যে, একজন মহিলা কোন এক ব্যক্তির নিকট হতে কিছু ধার নেয় এবং পরে তা অস্বীকার করে। মাসউদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি সেখানে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গৃহ হতে একটি চাদর চুরি করেছিল।

রাবী আবূ যুবায়রা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক মহিলা চুরি করার পর যয়নব বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

٤٣٢٤. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ قَالَ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ اِلاَّ الْحُدُوْدَ *

৪৩২৪। জা'ফর ইব্‌ন মুসাফির (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সম্রাট ব্যক্তিদের ব্যাপারে- শরীআত নির্ধারিত বিধান ব্যতীত - অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

٥. بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُوْدِ مَالَمْ تَبْلُغُ السُّلْطَانَ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ হাকীমের সামনে পেশের আগে অপরাধ ক্ষমা করা প্রসংগে

٤٣٢٥. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَعَافُوْا الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِىْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ *

৪৩২৫। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অপরাধ তোমাদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তোমরা পরস্পর তা ক্ষমা করে দেও। আর যদি তা আমার নিকট পেশ করা হয়, তবে তার জন্য শরীআত সম্মত শাস্তি প্রদান ওয়াজিব হয়ে যায়।

٦. بَابُ السِّتْرِ عَلٰى اَهْلِ الْحُدُوْدِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যথাসম্ভব শাস্তির বিধান গোপন করা

٤٣٢٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ مَاعِزًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَقَرَّ عِنْدَهُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاَمَرَ بِرَجْمِهٖ وَقَالَ لِهُزَالٍ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَّكَ *

৪৩২৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - নুয়াইম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, মা'ইয (রা) নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে চারবার যিনার কথা স্বীকার করেন। যার ফলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন এবং হুযালা (রা)-কে বলেন ঃ যদি তুমি এ কথাকে তোমার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে (অর্থাৎ গোপন রাখতে), তবে তা তোমার জন্য উত্তম হতো।

٤٣٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّ هُزَالاً اَمَرَ مَاعِزًا اَنْ يَّاتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُخْبِرَهُ *

৪৩২৭। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - ইব্ন মুনকাদির (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুযালা (রা) মা'ইয (রা)-কে বলেন ঃ তুমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে তোমার অপকর্মের (যিনার) কথা তাঁকে বল।

٧. بَابُ فِيْ صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيْئُ فَيُقِرُّ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ হাকিমের সামনে নিজের দোষ স্বীকার করা সম্পর্কে

٤٣٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا الْفِرْيَابِيُّ نَا اِسْرَائِيْلُ نَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ امْرَاَةً خَرَجَتْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تُرِيْدُ الصَّلٰوةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضٰى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ اِنَّ ذٰلِكَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ اِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوْا فَاَخَذُوْا الرَّجُلَ الَّذِيْ ظَنَّتْ اَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَاَتَوْهَا بِهٖ فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هٰذَا فَاَتَوْا بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا اَمَرَ بِهٖ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ

اللّٰهِ اَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اذْهَبِىْ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ الَّذِىْ وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمْهُ فَقَالَ لَقَدْ تَّابَ تَوْبَةً لَّوْتَابَهَا اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ اَيْضًا عَنْ سِمَاكٍ *

৪৩২৮। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - -আলকামা তাঁর পিতা ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ -এর যামানার জনৈক মহিলা সালাত আদায়ের জন্য গমনকালে পথিমধ্যে তার সাথে একজন পুরুষের দেখা হলে, সে ব্যক্তি জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে। সে মহিলা চীৎকার দিলে, তার পাশ দিয়া গমনকালে জনৈক ব্যক্তি এর কারণ জানতে চায়। তখন সে মহিলা বলে ঃ অমুক ব্যক্তি আমার সাথে এরূপ অপকর্ম করেছে। পরে তার পাশ দিয়ে মুহাজিরদের একটি দল গমনকালে সে মহিলা তাদের বলে ঃ অমুক ব্যক্তি আমার সাথে এরূপ কাজ করেছে। তারপর তারা গিয়ে এক ব্যক্তিকে ধরে আনে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে, সে-ই এরূপ করেছে। এরপর তারা সে ব্যক্তিকে উক্ত মহিলার কাছে উপস্থিত করলে, সে ও বলে ঃ হাঁ। এই ব্যক্তিই এ অপকর্ম করেছে। তখন তাঁরা সে ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যায়। নবী করীম ﷺ যখন সে ব্যক্তির উপর শরীআতের নির্দেশ জারী করার মনস্থ করেন, তখন মহিলার সাথে অপকর্মকারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি-ই এ অপকর্ম করেছি। তখন নবী করীম ﷺ -সে মহিলাকে বলেন ঃ তুমি চলে যাও, আল্লাহ্ তোমার অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন। এরপর তিনি ﷺ সে লোকটির সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। তখন সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ -এর নিকট ব্যভিচারী লোকটিকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করলে, তিনি ﷺ বলেন ঃ লোকটি এমন তাওবা করেছে যে, সমস্ত মদীনাবাসী এরূপ তাওবা করলে, তা কবূল হতো।[১]

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ এ হাদীছ সিমাক (র) হতে আস্‌বাত্ ইব্‌ন নসর (র)ও বর্ণনা করেছেন।

٨. بَابُ فِى التَّلْقِيْنِ فِى الْحَدِّ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ অপরাধীর অপরাধ স্বীকার সম্পর্কে

٤٣٢٩. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ مَوْلٰى اَبِىْ ذَرٍّ عَنْ اَبِىْ اُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِلِصٍّ قَدِاعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا

১. সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তির খাস তাওবা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) জ্ঞাত ছিলেন, যা তিনি সাধারণের সামনে গোপন রাখেন। আর এ কারণেই তিনি তার ক্ষমার ঘোষণা প্রদান করেন। (-অনুবাদক)।

أَخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيْئَ فَقَالَ
اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ
ثَلاَثًا قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ
قَالَ عَنْ أَبِيْ أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৩২৯। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ উমাইয়া মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম ﷺ-এর নিকট একজন চোরকে উপস্থিত করা হয়, যে চুরির কথা স্বীকার করে। কিন্তু তার কাছে চোরাই মাল পাওয়া যায়নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমার মনে হয় তুমি চুরি করনি। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ হ্যাঁ, আমি চুরি করেছি। নবী ﷺ দুই বা তিনবার এরূপ বলেন ঃ এবং সে ব্যক্তিও চুরির কথা স্বীকার করে। তখন নবী ﷺ তার হাত কাটার নির্দেশ দেন এবং তা কার্যকরী হয়। এরপর তাকে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করা হলে, তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার অপরাধের জন্য আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর এবং ক্ষমা চাও। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ আমি এ জন্য আল্লাহ্র নিকট তাওবা ও ইস্তিগ্ফার করছি। তখন নবী করীম ﷺ তিনবার এরূপ বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি এ ব্যক্তির তাওবা কবূল করুন।

٩. بَابُ الرَّجُلُ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلاَ يُسَمِّيْهِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে, কিন্তু উহার নাম না বলে– সে সম্পর্কে

٤٣٣٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ
حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ أُسَامَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ تَوَضَّأْتَ حِيْنَ أَقْبَلْتَ قَالَ نَعَمْ
قَالَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِيْنَ صَلَّيْنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَفَى عَنْكَ *

৪৩৩০। মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) - - - আবূ উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা কোন এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি শাস্তির উপযুক্ত হয়েছি। আপনি আমাকে শরীআতের বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করুন। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি এখানে আমার আগে উযূ করেছ ? সে ব্যক্তি বলে ঃ হাঁ। তিনি ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি আমাদের সাথে সালাত আদায় করেছ ? সে ব্যক্তি বলে ঃ হাঁ। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি চলে যাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন।

١٠. بَابُ فِى الْاِمْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ মারপিট করে অন্যায় সম্পর্কে স্বীকৃতি আদায় করা

٤٣٣١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا بَقِيَّةُ نَا صَفْوَانُ نَا اَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَرَارِىُّ اَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكِلاَعِيِّيْنَ سُرِقَ لَهُمْ مَّتَاعٌ فَاتَّهَمُوْا اُنَاسًا مِّنَ الْحَاكَةِ قَالُوا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ صَاحِبَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَلَسَهُمْ اَيَّامًا ثُمَّ خَلّٰى سَبِيْلَهُمْ فَالَوا النُّعْمَانَ فَقَالُوْا خَلَّيْتَ سَبِلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَّلاَ امْتِحَانٍ فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ اِنْ شِئْتُمْ اَنْ اَضْرِبَهُمْ فَاِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَاِلاَّ اَخَذْتُ مِنْ ظُهُوْرِكُمْ مِّثْلَ مَا اَخَذْتُ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ فَقَالُوْا هٰذَا اَحُكْمُكَ فَقَالَ هٰذَا حُكْمُ اللّٰهِ وَحُكْمُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪৩৩১। আবদুল ওয়াহাব ইব্‌ন নাজ্‌দা (র) - - - আয্‌হার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ হারারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিলা' গোত্রের কিছু লোকের মাল চুরি হয়। তারা কিছু সংখ্যক তাঁতির উপর সন্দেহ করে, তাদের নবী করীম ﷺ -এর সাহাবী নু'মান ইব্‌ন বাসীরের নিকট নিয়ে যায়। তিনি তাদের কিছুদিন অন্তরীণ রাখার পর ছেড়ে দেন। তখন কিলা' গোত্রের লোকেরা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে ঃ আপনি তাদের মারপিট না করে এবং ভালমত যাচাই না করে ছেড়ে দিলেন ? তখন নু'মান (রা) বলেন ঃ তোমরা কি বলতে চাও ? আমি এ শর্তে তাদের মারপিট করতে পারি, যদি তাদের নিকট হতে চুরি যাওয়া মাল বের হয় ; অন্যথায় তোমাদেরও এরূপ মারপিট করা হবে। একথা শুনে কিলা' গোত্রের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে ঃ এ কি আপনার হুকুম ? তিনি বলেন ঃ এতো আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ।

١١. بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيْهِ السَّارِقُ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কী পরিমাণ মাল চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে, সে সম্পর্কে

٤٣٣٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৩৩২। আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম ﷺ এক দীনারের ১/৪ অংশ বা এর অধিক মূল্যের জিনিস চুরি করলে হাত কাটার নির্দেশ দিতেন।[১]

٤٣٣٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالاَ نَا ح وَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا ابنُ وَهبٍ قَالَ اَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ وَعَمرَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ اَحمَدُ بنُ صَالِحٍ القَطعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৩৩৩। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম ﷺ এক দীনারের ১/৪ অংশ বা এর অধিক মাল চুরি করলে, চোরের হাত কাটা যাবে।

রাবী আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) বলেনঃ এক দীনারের ১/৪ অংশ বা এর অধিক চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

٤٣٣٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ *

৪৩৩৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিরহাম মূল্যের ঢাল চুরি করার কারণে এক ব্যক্তির হাত কাটার নির্দেশ দেন।

٤٣٣٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ اَنَّ نَافِعًا مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِّنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ *

৪৩৩৫। আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক জন চোরের হাত কাটেন, যে স্ত্রী লোকদের সারি থেকে তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরি করেছিল।

٤٣٣٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَهٰذَا وَلَفْظُهُ وَهُوَ اَتَمُّ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى

---

১. দীনার বলা হয় স্বর্ণ মুদ্রাকে এবং দিরহাম রৌপ্য মুদ্রাকে। তৎকালে ১২ দিরহাম সমান ছিল– এক দীনার। সে হিসাবে তিন দিরহাম অর্থাৎ ১/৪ দীনার মূল্যের মাল চুরি করার কারণে নবী করীম (সা) চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন। বর্তমান বিশ্বের মুদ্রামানের দৃষ্টিতে, দীনারের মূল্য স্থির করে–এর ভিত্তিতে শরীআতের হাত-কাটার বিধান চালু করা সম্ভব। (–অনুবাদক।)

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ دِيْنَارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَمَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ بِاِسْنَادِهِ *

৪৩৩৬। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক ব্যক্তির হাত কাটেন, যার মূল্য ছিল এক দীনার অথবা দশ দিরহাম।

١٢. بَابُ مَالاَ قَطْعَ فِيْهِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ যে সমস্ত জিনিস চুরি করলে হাত কাটা যায় না সে সম্পর্কে

٤٣٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ اَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِىْ حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدٰى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانُ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَاَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ اِلٰى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَسَاَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَقَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَّلاَ كَثَرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ مَرْوَانُ اَخَذَ غُلاَمِىْ وَهُوَ يُرِيْدُ قَطْعَ يَدِهِ وَاَنَا اُحِبُّ ان تَمْشِىَ مَعِى اِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِىْ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَشٰى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ حَتّٰى اَتٰى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَّلاَ كَثَرٍ فَاَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَاُرْسِلَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْكَثَرُ الْجُمَّارُ *

৪৩৩৭। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক গোলাম অন্যের বাগান থেকে একটি চারা চুরি করে নিয়ে তা তার মনিবের বাগানে লাগায়। সে চারার মালিক তা খুঁজে বের করে ঐ গোলামের বিরুদ্ধে মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইব্ন হাকামের দরবারে মামলা দায়ের করে। তখন মারওয়ান তাকে বন্দী করে রাখে এবং তার হাত কাটার কথা বলতে থাকে। তখন গোলামের মালিক রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন তিনি বলেন ঃ আমি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, "ফল, ফলের কাদি বা চারা চুরির অপরাধে হাত কাটা যায় না।" সে ব্যক্তি বলে ঃ মারওয়ান আমার গোলামকে বন্দী করে রেখেছেন এবং তিনি তার হাত কাটার ইচ্ছা করছেন। কাজেই আমি আশাকরি, আপনি আমার সাথে গিয়ে তাঁকে এ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীছ শুনাবেন, যা আপনি তাঁর নিকট হতে শ্রবণ করেছেন। তখন রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) তার সাথে মারওয়ানের নিকট গমন করেন এবং বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, "ফল, ফলের কাদি ও চারা চুরির কারণে হাত কাটা যায় না।" এ কথা শুনে মারওয়ান সে গোলামকে মুক্তি প্রদানের নির্দেশ দেন।

٤٣٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ نَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَّخَلّٰى سَبِيْلَهُ *

৪৩৩৮। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাব্বান (রা) এ হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে, মাওয়ান সে গোলামকে কয়েকটি বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেন।

٤٣٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ اَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْئٍ مِّنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَعُقُوْبَةٌ وَّمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ اَنْ يُّؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ *

৪৩৩৯। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবুদল্লাহ্ ইব্ন আমার ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বৃক্ষের ফল সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যদি কোন অভাবী লোক তার প্রয়োজন অনুপাতে তা খায় এবং কাপড় ভরে না নেয়, তবে এতে দোষের কিছু নেই। আর যদি কেউ কাপড় ভরে নেয়, তবে তার থেকে এর বিনিময় আদায় করতে হবে, বা তাকে সতর্ক করার জন্য কিছু শাস্তিও দিতে হবে। আর কোন ব্যক্তি যদি ফল খাওয়ার পরিবর্তে তা পেড়ে জমা করে (চুরির উদ্দেশ্যে), যার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমান হয়, তবে এজন্য অবশ্যই তার হাত কাটা যাবে।

١٣. بَابُ الْقَطْعُ فِى الْخَلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ছিনতাই ও আত্মসাৎকারীর শাস্তি সম্পর্কে

٤٣٤٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ

وَّمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَّشْهُوْرَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ *

৪৩৪০। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। আর যে ব্যক্তি অন্যের মাল ছিনতাই করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

এ সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ খিয়ানতকারীর হাতও কাটা যাবে না।

٤٣٤١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ زَادَ وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَانِ الْحَدِيْثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ وَبَلَغَنِىْ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا سَمِعَهُمَا بْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِيْنَ الزَّيَاتِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ *

৪৩৪১। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) - - - জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, পকেটমারের শাস্তি হাত কাটা নয়। (কেননা সে প্রকাশ্যে মাল চুলি করে।)

١٤. بَابُ فِىْ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ সংরক্ষিত স্থান হতে মাল-চোরের শাস্তি সম্পর্কে

٤٣٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادُ بْنُ طَلْحَةَ نَا اَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ اُخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ عَلٰى خَمِيْصَةٍ لِّىْ ثَمَنَ ثَلٰثِيْنَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّىْ فَاُخِذَ الرَّجُلُ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَاَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَتَقْطَعُهُ مِنْ اَجْلِ ثَلٰثِيْنَ دِرْهَمًا اَنَا اَبِيْعُهُ وَاُنْسِيْهِ ثَمَنَهَا قَالَ فَهَلاَّ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تَاتِيَنِىْ بِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ

حُجَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفْوَانُ وَرَوَاهُ طَاؤُسٌ وَمُجَاهِدٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيْصَةً مِنْ تَحْتِ رَاسِهِ وَرَوَاهُ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَاسِهِ فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأُخِذَ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فَنَامَ فِى الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ السَّارِقُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ *

৪৩৪২। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি মসজিদে আমার চাদর বিছিয়ে শুয়ে ছিলাম, যার মূল্য ছিল ত্রিশ দিরহাম। এক ব্যক্তি এসে আমার থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়, যাকে অপর এক ব্যক্তি ধরে ফেলে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির করা হলে, তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দেন।

রাবী বলেন, তখন আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি ঃ আপনি কি এর মূল্য ত্রিশ দিরহাম হওয়ার কারণে তার হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন ? আমি তা তার নিকট ঐ মূল্যে বাকী বিক্রি করছি। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমার যদি এরূপ করার ইচ্ছা, তবে তুমি বিষয়টি আমার সামনে পেশ করার আগে করনি কেন ?

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ যায়েদা–সিমাক হতে, তিনি জুআয়দ ইব্‌ন হুযায়র (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় সাফওয়ান নিদ্রিত ছিলেন।

রাবী মুজাহিদ ও তাউস (র) বর্ণনা করেন যে, সাফওয়ান (র) নিদ্রিত থাকাবস্থায় একজন চোর তার মাথার নীচ থেকে তার চাদর নিয়ে যায়।

রাবী আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ চোর তার মাথার নীচ থেকে চাদর নেওয়ার সময় তিনি জাগ্রত হন এবং চীৎকার দেন : তখন অন্য লোক তাকে ধরে ফেলে।

রাবী যুহর (র) সাফ্‌ওয়ান (রা) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ সাফ্‌ওয়ান (রা) মসজিদে নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে তার উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। এ সময় একজন চোর তা চুরি করে নেয়। এরপর তাকে ধরে নবী করীম ﷺ -এর নিকট হাযির করা হয়।

١٥. بَابُ فِى الْقَطْعِ فِى الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন জিনিস ধার নিয়ে অস্বীকার করলে শাস্তিস্বরূপ হাত কাটা সম্পর্কে

٤٣٤٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنٰى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ قَالَ مَخْلَدٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُوْمِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِهَا فَقُطِعَتْ

يَدَهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ زَادَ فِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ هَلْ مِنِ امْرَاَةٍ تَائِبَةٍ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَكَلَّمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ بْنُ غُنَجٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ فِيْهِ فَشَهِدَ عَلَيْهَا *

৪৩৪৩। হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মাখযূমী গোত্রের জনৈক মহিলা লোকের নিকট হতে জিনিস ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করতো। তখন নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশে সে মহিলার হাত কাটা হয়।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ জুয়ায়রিয়া (র) নাফি' (র) হতে তিনি ইব্‌ন উমার (রা) হতে, অথবা সুফিয়া বিনত আবূ উবায়দা (রা) হতে বেশী বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দেওয়ার পর বলেন ঃ কোন মহিলা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সামনে তাওবা করবে কি ? তিনি ﷺ তিনবার এরূপ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু উক্ত মহিলা সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোন কথা বলেনি।

٤٣٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَعَارَتِ امْرَاَةٌ يَعْنِىْ حُلِيًّا عَلَى اَلْسِنَةِ اُنَاسٍ يُعْرَفُوْنَ وَلاَ تُعْرَفُ هِىَ فَبَاعَتْهُ فَاُخِذَتْ فَاُتِىَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَاَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَهِىَ الَّتِىْ شَفَعَ فِيْهَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ *

৪৩৪৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার কোন এক মহিলা কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় কিছু অলংকার ধার নেয় এবং পরে তা বিক্রি করে দেয়। পরে তাকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট হাযির করা হলে, তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। উক্ত মহিলা সম্পর্কে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) নবী ﷺ -এর নিকট সুপারিশ করেন, (যা আগে বর্ণিত হয়েছে)।

٤٣٤٥. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَاَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَادَ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَهَا *

৪৩৪৫। আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মাখ্‌যূম গোত্রের জনৈক মহিলা অন্যের নিকট হতে জিনিসপত্র ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার

করতো। তখন নবী ﷺ সে মহিলার হাত কাটার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

রাবী লায়ছ (র) ইব্ন শিহাব (র) হতে হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এরপর নবী ﷺ সে মহিলার হাত কেটে দেন।

١٦. بَابٌ فِي الْمَجْنُوْنِ يَسْرِقُ اَوْ يُصِيْبُ حَدًّا

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ পাগলের চুরি বা অন্য কোন অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে

٤٣٤٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلٰى حَتّٰى يَبْرَاَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَكْبَرَ *

৪৩৪৬। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, (অর্থাৎ যাদের ভাল-মন্দ আসল লেখা হয় না)। এরা হলো ঃ (১) নিদ্রিত ব্যক্তি–যতক্ষণ না সে জাগরিত হয়; (২) পাগল ব্যক্তি –যতক্ষণ না সুস্থ হয় এবং (৩) নাবালক ছেলে মেয়ে–যতক্ষণ না তারা বয়োপ্রাপ্ত হয়।

٤٣٤٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُوْنَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيْهَا اُنَاسًا فَاَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ تُرْجَمَ فَمُرَّ بِهَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ فَقَالَ مَاشَاْنُ هٰذِهِ قَالُوْا مَجْنُوْنَةُ بَنِيْ فُلَانٍ زَنَتْ فَاَمَرَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوْا بِهَا ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلٰثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنَ حَتّٰى يَبْرَاَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَعْقِلُ قَالَ بَلٰى قَالَ فَمَا بَالُ هٰذِهِ تُرْجَمُ قَالَ شَيْئَ قَالَ فَاَرْسِلْهَا قَالَ فَاَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ *

৪৩৪৭। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমার (রা)-এর নিকট একজন পাগলীকে উপস্থিত করা হয়, যে যিনা করেছিল। তিনি ﷺ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে, তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। এ সময় আলী (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে সে মহিলা সম্পর্কে জানতে চান। তখন তাকে বলা হয়-ঃ সে অমুক গোত্রের একজন পাগল

মহিলা। সে যিনা করায়, তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন আলী (রা) বলেন ঃ তাকে ফিরিয়ে আনো। উক্ত মহিলাকে ফিরিয়ে আনা হলে, আলী (রা) উমার (রা)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনিন ! আপনি কি অবগত নন যে, তিন ধরনের ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ? তারা হলো ঃ (১) পাগল- যতক্ষণ না সে সুস্থ হয় (২) নিদ্রিত ব্যক্তি-যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালেগ ছেলে-মেয়ে-যতক্ষণ না তারা বালেগ হয়। তখন উমার (রা) বলেন ঃ হাঁ। আলী (রা) জানতে চান, তবে কেন এই পাগলীকে পাথর মেরে হত্যা করা হচ্ছে? তখন উমার (রা) বলেন ঃ এখন আর এরূপ করা হবে না। আলী (রা) বলেন ঃ আপনি তাকে ছেড়ে দিন। তখন উমার (রা) তাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাকবীর পাঠ করতে থাকেন।

٤٣٤٨. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحْوَهُ وَقَالَ اَيْضًا حَتّٰى يَعْقِلَ وَقَالَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يُفِيْقَ قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ *

৪৩৪৮। ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র) - - - আমাশ (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন ঃ যতক্ষণ না সে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। আর তিনি পাগল সম্পর্কে বলেন ঃ যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায়।

রাবী বলেন ঃ একথা শুনে উমার (রা) "আল্লাহু আকবর" বলেন।

٤٣٤٩. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ اَبِىْ ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ بِمَعْنٰى عُثْمَانَ قَالَ اَوَمَا تَذْكُرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلٰى عَقْلِهٖ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَخَلّٰى عَنْهَا سَبِيْلَهَا *

৪৩৪৯। ইব্‌ন সার্‌হ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আলী (রা) এ সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ আপনি কি তা ভুলে গেছেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে তিন ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। যথা ঃ (১) পাগল- যতক্ষণ না সে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় ; (২) নিদ্রিত ব্যক্তি–যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালেগ ছেলে–মেয়ে–যতক্ষণ না তারা বালেগ হয়।

একথা শোনার পর তিনি বলেন ঃ আপনি সত্য বলেছেন। পরে তিনি সে মহিলাকে ছেড়ে দেন।

٤٣٥٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ الْمَعْنٰى عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ ظَبْيَانَ قَالَ هَنَّادٌ الْجَنْبِىُّ قَالَ اُتِىَ

عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيْلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ فَقَالَ ادْعُوْالِيْ عَلِيًّا فَجَاءَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ فَقَالَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ حَتّٰى يَبْرَاَ وَاِنَّ هٰذِهِ مَعْتُوْهَةُ بَنِيْ فُلاَنٍ لَعَلَّ الَّذِيْ اَتَاهَا اَتَاهَا وَهِيَ فِيْ بَلاَئِهَا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ اَدْرِيْ فَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ وَاَنَا لاَ اَدْرِيْ *

৪৩৫০। হান্নাদ (র) - - - আবূ জায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমার (রা)-এর কাছে এমন একজন মহিলা আসে, যে যিনা করেছিল। তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। আলী (রা) তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে, সে মহিলাকে মুক্ত করে দেন। এ খবর উমার (রা)-এর নিকট পৌছলে তিনি আলী (রা)-কে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। তখন আলী (রা) বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনিন। আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা হলো ঃ (১) নাবালেগ-যতদিন না বালেগ হয় ; (২) নিদ্রিত ব্যক্তি-যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, এবং (৩) পাগল-যতক্ষণ না জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়। মহিলাটি অমুক গোত্রের পাগলিনী। সম্ভবতঃ তার এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে, কেউ তার সাথে যিনা করেছে। তখন উমার (রা) বলেন ঃ আমি এর কিছুই জানি না। আলী (রা)ও বলেন ঃ আমিও কিছুই জানি না।

٤٣٥١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ فِيْهِ وَالْخَرِفِ *

৪৩৫১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরা হলো ঃ (১) নিদ্রিত ব্যক্তি-যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় ; (২) ছোট শিশু-যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং (৩) পাগল-যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ রাবী ইব্‌ন জুরায়হ (র) তার বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন যে, ঐ বৃদ্ধ-ব্যক্তি, যার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, সেও এদের অন্তর্ভুক্ত।

١٧. بَابٌ فِي الْغُلاَمِ يُصِيْبُ الْحَدَّ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নাবালেগ ছেলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলে

٤٣٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِيْ عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَكَانُوْا يَنْظُرُوْنَ فَمَنْ اَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَّمْ يَنْبُتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَّمْ يَنْبُتْ *

৪৩৫২। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - আতিয়া কুরাযী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ও কুরায়যা গোত্রের বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, (যাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল)। সে সময় লোকেরা তদন্ত করে দেখছিল এবং যাদের নাভীর নীচে চুল উঠেছিল, তাদের হত্যা করা হচ্ছিল। আর আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম, যাদের তখনো নাভীর নীচে পশম উঠেনি। ফলে আমাকে হত্যা করা হয়নি।

٤٣٥٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَكَشَفُوْا عَانَتِيْ فَوَجَدُوْهَا مَنْ لَّمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُوْنِيْ فِي السَّبْيِ *

৪৩৫৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্‌ন উমায়র (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী আরো বলেন ঃ এরপর তারা আমার লজ্জাস্থান উলংগ করে দেখে যে, সেখানে কোন পশম গজায়নি। ফলে তারা আমাকে হত্যা না করে বন্দী করে রাখে।

٤٣٥٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ اُحُدٍ اِبْنَ اَرْبَعَةَ عَشَرَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشَرَ سَنَةً فَاَجَازَهُ *

৪৩৫৪। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - ইব্‌ন উমার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাকে উহুদের যুদ্ধের সময় নবী করীম ﷺ -এর সামনে হাযির করা হয়, আর এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর। ফলে তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেননি।এরপর তাকে নবী করীম ﷺ -এর সামনে খন্দকের যুদ্ধের সময় উপস্থিত করা হয় ; আর এ সময় তার বয়স ছিল পনের বছর। তখন নবী ﷺ তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন।

٤٣٥٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْحَدَّيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ *

৪৩৫৫। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাবী নাফি' (র)–উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ এ হলো প্রাপ্ত বয়স্কদের মাঝের সময়সীমা।

١٨. بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ فِى الْغَزْوِ اَيُقْطَعُ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সফরে চুরি করলে হাত কাটা যাবে কি ?

٤٣٥٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ وَيَزِيْدَ بْنِ صُبَيْحٍ الْاَصْبَحِىِّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِيْ اُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِبْنِ اَرْطَاةَ فِى الْبَحْرِ فَاُتِىَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرُ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاتُقْطَعُ الْاَيْدِىُ فِى السَّفَرِ وَلَوْلَا ذَاكَ لَقَطَعْتُهُ *

৪৩৫৬। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - জুনাদা ইব্‌ন আবু উমাইয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা বুস্‌র ইব্‌ন আরতাত (রা)-এর সাথে সমুদ্রের সফরে ছিলাম। তখন তাঁর নিকট 'মিস্‌দার'নামক একজন চোরকে হাযির করা হয়, যে উষ্ট্রী চুরি করেছিল। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা সফরে থাকাবস্থায় কোন চোরের হাত কাটবে না। যদি অবস্থা এরূপ না হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

١٩. بَابُ فِىْ قَطْعِ النَّبَّاشِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাফন চোরের হাত কাটা সম্পর্কে

٤٣٥٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنِ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُوْنُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ اَوْمَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ اَوْ قَالَ تَصْبِرُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ يُقْطَعُ النَّبَّاشُ لِاَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ *

৪৩৫৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ হে আবূ যার! তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হাযির এবং আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি। তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি সে সময় কি করবে, যখন ব্যাপকহারে লোক জন মারা যাবে এবং একটি গোলামের বিনিময়ে কবরের স্থান পাওয়া যাবে ? তখন আমি বলি ঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সমধিক অবহিত। তিনি ﷺ বলেন ঃ এ সময় তুমি সবর করবে, অথবা সবর করা উচিত! ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ রাবী হাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান (রা)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কাফন চোরের ও হাত কাটা যাবে; কেননা সে মৃতের আবাসগৃহে প্রবেশ করে চুরি করে।

٢٠. بَابُ السَّارِقُ يَسْرِقُ مِرَارًا

২০. অনুচ্ছেদ ঃ যে বার বার চুরি করে, তার শাস্তি সম্পর্কে

٤٣٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْهِلَالِيُّ نَا جَدِّيْ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جِيْئَ بِسَارِقٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْئَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْئَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ ثُمَّ اُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ فَاُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةُ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَا فَاَلْقَيْنَاهُ فِيْ بِئْرٍ وَّرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ *

৪৩৫৮। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক চোরকে নবী করীম ﷺ -এর সামনে হাযির করা হলে, তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ লোক তো কেবল চুরি করেছে! তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তবে তার হাত কেটে দাও। তখন সে ব্যক্তির ডান হাত কেটে দেওয়া হয়। এরপর সে দ্বিতীয়বার চুরি করলে, তাকে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হয় এবং তিনি তার হত্যার নির্দেশ দেন। তখনও সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো কেবল চুরি করেছে। তিনি ﷺ বলেন ঃ তার পা কেটে দাও। তখন তার বাম-পা কেটে ফেলা হয়। এরপর সে ব্যক্তিকে তৃতীয় বার নবী করীম ﷺ-এর সামনে পেশ করা হলে, তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো চুরি করেছে। এরপর তিনি কাটার নির্দেশ দিলে, সে ব্যক্তির বাম-হাত কাটা হয়। পরে সে ব্যক্তিকে চতুর্থবার নবী ﷺ -এর সামনে পেশ করা হলে, তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখনও সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যক্তি তো চুরি করেছে। তখন তিনি কাটার নির্দেশ দিলে, তার ডান-পা কেটে ফেলা হয়। এরপর সে ব্যক্তিকে পঞ্চমবারের অপরাধের কারণে নবী ﷺ -এর সামনে হাযির করা হলে, তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।

জাবির (রা) বলেন ঃ এরপর আমরা তাকে প্রান্তরে নিয়ে হত্যা করি এবং তার লাশ টেনে কূপের কাছে নিয়ে তাতে নিক্ষেপ করি। পরে তার মৃত দেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করি।

٢١. بَابٌ فِى السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ فِىْ عُنُقِهِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ চোরের কাটা হাত তার গলায় ঝুলানো সম্পর্কে

٤٣٥٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا حَجَّاجٌ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ سَأَلْنَا فُضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِىْ الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ اَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِىْ عُنُقِهِ *

৪৩৫৯। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ফুযালা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র)-কে, চোরের হাত কেটে তার গলায় ঝুলানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একজন চোরকে হাযির করা হলে, তার হাত কাটা যায়। এরপর তিনি ﷺ তার কর্তিত হাত চোরের গালায় ঝুলিয়ে দিতে বলেন।

٤٣٦٠. حَدَّثَنَا مُوْسٰى يَعْنِى ابْنَ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبُوْ عَوَنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوْكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ *

৪৩৬০। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন গোলাম চুরি করবে, তখন তাকে বিক্রি করে দাও, অর্ধেক মূল্য হলেও।

٢٢. بَابٌ فِى الرَّجْمِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ পাথর মেরে হত্যা করা সম্পর্কে

٤٣٦١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللاَّتِىْ يَاتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً وَّذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْاَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ وَالَّذَانِ يَاتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا

فَانْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا فَنُسِخَ ذٰلِكَ بِايَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ *

৪৩৬১। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরআনের এ আয়াত- "তোমাদের মাঝে যে সব মহিলারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাদের জন্য চারজন সাক্ষী নির্ধারিত কর। যদি তারা সে মহিলার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে সাক্ষী দেয়, তবে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখ, অথবা যতক্ষণ না আল্লাহ্ তার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করে দেন।" মহিলাদের পরে পুরুষদের কথা উল্লেখ করার পর, উভয়ের কথা একত্রে কুরআনে এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ তোমাদের মাঝে যে পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি প্রদান কর। আর যদি তারা তাওবা করে এবং ভাল হয়ে যায়, তবে তাদের ক্ষমা কর। এ আয়াতটি দুররার আয়াত নাযিল হওয়ার পর বাতিল হয়ে গেছে। আয়াতটি হলো ঃ যিনাকারী পুরুষ ও যিনাকারিণী স্ত্রী লোককে একশতটি বেত্রাদণ্ড প্রদান কর।

٤٣٦٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ نَامُوْسٰى عَنْ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ السَّبِيْلُ الْحَدُّ *

৪৩৬২। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পূর্ববর্তী হাদীছে যে 'সাবীল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো-'হদ্' বা আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তির বিধান।

٤٣٦٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عُرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَّرَمْىٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَّ نَفْىُ سَنَةٍ *

৪৩৬৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার কাছ থেকে শিখে নেও, আমার কাছ থেকে শিখে নেও, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য সাবীল বা পথ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যদি বিবাহিত পুরুষ-বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে যিনা করে, তবে তাদের শাস্তি হলো-একশত বেত্রাদণ্ড এবং পাথর মেরে হত্যা। আর যদি অবিবাহিত পুরুষ-কোন অবিবাহিতা স্ত্রীর সাথে যিনা করে, তবে তাদের শাস্তি হলো-একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার।

٤٣٦٤. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بِاِسْنَادِ يَحْيٰى وَمَعْنَاهُ قَالاَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ *

৪৩৬৪। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (র) - - - হাসান (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ যিনাকারী পুরুষ ও মহিলার শাস্তি হলো- একশত বেত্রাদণ্ড এবং পাথর মেরে হত্যা।

٤٣٦٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَاهُشَيْمٌ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ يَعْنِى ابْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتٰبَ فَكَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأنَاهَا وَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَاِنِّىْ خَشِيْتُ اِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ اَن يَّقُوْلَ قَائِلٌ مَّا نَجِدُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اِذَا كَانَ مُحْصَنًا اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ حَمْلٌ اَوِاعْتِرَافٌ وَّاَيْمُ اللّٰهِ لَوْلاَ اَنْ يَّقُوْلَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَتَبْتُهَا *

৪৩৬৫। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) খুত্‌বা দেওয়ার সময় বলেন যে, মহান আল্লাহ্ মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং তাঁর উপর কিতাব ও নাযিল করেন, যাতে রজমের নির্দেশ আছে। আমরা তা তিলাওয়াত করে ভাল ভাবে মুখস্থ করেছি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা ও রজম করেছি। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে হয়তো কেউ এরূপ বলবে ঃ আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে রজম সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাই না। ফলে তারা আল্লাহ্‌র একটি ফরয নির্দেশ পরিত্যাগ করার কারণে গুম্‌রাহ হয়ে যাবে।

এরপর তিনি বলেন ঃ যে সব নর-নারী যিনায় লিপ্ত হয়, তাদের জন্য রজমের নির্দেশ আছে; যদি সে বিবাহিত হয়, যদি সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, অথবা গর্ভবতী হয়, অথবা সে নিজে তা স্বীকার করে।

আল্লাহ্‌র শপথ! যদি লোকেরা এরূপ বলাবলি না করতো যে, উমার আল্লাহ্‌র কিতাবে অতিরিক্ত যোগ করেছে, তবে আমি রজমের আয়াত লিখে দিতাম।

٤٣٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا وَاكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هُزَالٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَّتِيْمًا فِىْ حِجْرِ اَبِىْ فَاَصَابَ جَارِيَةً مِّنَ الْحَىِّ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ ائْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبِرْهُ

بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَاِنَّمَا يُرِيْدُ بِذٰلِكَ رَجَاءَ اَن يَكُوْنَ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ فَاَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ زَنَيْتُ فَاَقِمْ عَلَيَّ كِتَابِ اللّٰهِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ زَنَيْتُ فَاَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللّٰهُ فَاَعَرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ زَنَيْتُ فَاَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللّٰهِ حَتّٰى قَالَهَا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلاَنَةٍ قَالَ هَلْ ضَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ نَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَمَرَبِهٖ اَنْ يُّرْجَمَ فَاُخْرِجَ بِهٖ اِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَجَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُنَيْسٍ وَقَدْ عَجِزَ اَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيْفِ بَعِيْرٍ فَرَمَاهُ بِهٖ فَقَتَلَهُ ثُمَّ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ هَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ لَعَلَّهُ اَنْ يَّتُوْبَ اللّٰهَ عَلَيْهِ *

৪৩৬৬। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - ইয়াযীদ ইব্ন নুআয়েম ইব্ন হুযাল (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ মা'ইয ইব্ন মালিক ইয়াতীম ছিলেন এবং তিনি আমার পিতার নিকট লালিত-পালিত হন। একদা তিনি মহল্লার একটি মেয়ের সাথে ব্যভিচার করেন। তখন আমার পিতা তাকে বলেন ঃ তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যাও এবং অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত কর। সম্ভবতঃ তিনি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন–তোমার অপকর্মের জন্য। আর তার এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাতে মা'ইযের নাজাতের কোন ব্যবস্থা হয়ে যায়। এরপর মা'ইয (রা) তাঁর নিকট যান এবং বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যিনা করেছি, আপনি আমার উপর আল্লাহ্র কিতাবের হুকুম কার্যকরী করুন। একথা শুনে নবী ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি দ্বিতীয়বার বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যিনা করেছি, আপনি আমার উপর আল্লাহ্র কিতাবের হুকুম কার্যকরী করুন। এ ভাবে তিনি চারবার তার ত্রুটির কথা স্বীকার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি তো চারবার তোমার দোষের কথা স্বীকার করেছ। এখন বল ঃ তুমি কার সাথে যিনা করেছ ? তখন তিনি বলেন ঃ অমুক মেয়ের সাথে। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তার সাথে শয়ন করেছিলে ? মা'ইয বলেন ঃ হাঁ। নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি কি তার সাথে মিলিত হয়েছিলে ? মা'ইয বলেন ঃ হাঁ। এরপর নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তার সাথে সংগম করেছিলে ? মা'ইয বলেন ঃ হাঁ। এ সব শুনে নবী ﷺ তাকে রজম বা পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। তাকে হার্‌রা নামক স্থানে নেওয়া হয় এবং পাথর মারা শুরু হলে ভয়ে অস্থির হয়ে তিনি পালাতে থাকেন। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স তাকে কাবু করে ফেলেন। তাঁর সংগী ক্লান্ত হয়ে পড়ায়, তিনি উটের খুর দিয়ে তাকে আঘাত করে হত্যা

করেন। এরপর তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না ? সে হয়তো খালিস তাওবা করতো এবং আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিত।

٤٣٦٧. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قِصَّةَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لِىْ حَدَّثَنِىْ حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ذٰلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ اَسْلَمَ مِمَّنْ لاَ اَتَّهِمُ قَالَ وَلَمْ اَعْرِفْ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ فَجِئْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ اِنَّ رِجَالاً مِّنْ اَسْلَمَ يُحَدِّثُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ ذَكَرُوْا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍمِّنَ الْحِجَارَةِ حِيْنَ اَصَابَتْهُ اَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ وَمَا اَعْرِفُ الْحَدِيْثِ قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ كُنْتُ فِيْمَنْ رَّجَمَ الرَّجُلَ اِنَّمَا لَمَّا خَرَجْنَا بِهٖ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمِ رُدُّوْنِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ قَوْمِىْ قَتَلُوْنِىْ وَغَرُّوْنِىْ مِنْ نَّفْسِىْ وَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ قَاتِلِىْ فَلَمْ يَنْزِعْ عَنْهُ حَتّٰى قَتَلْنَاهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَخْبَرْنَاهُ قَالَ فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ وَجِئْتُمُوْنِىْ بِهٖ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ فَاَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلاَ قَالَ فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيْثِ *

৪৩৬৭। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা (রা)-এর নিকট মা'ইয ইব্ন মালিক (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন ঃ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, তোমরা আসলামের লোকদের মধ্য হতে তাকে পরিত্যাগ করনি। আমি অবশ্য এ জন্য তাদের দোষারূপ করি না।

রাবী বলেন ঃ আমি হাদীছের এ অর্থ বুঝতে না পারায় জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট যাই এবং বলি ঃ আসলাম গোত্রের কোন কোন লোক এ হাদীছ বর্ণনা করে যে, "যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে মা'ইযের পাথরের আঘাত প্রাপ্তির, তার ভীতি-জনক অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়, তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না ? আমি এ হাদীছের অর্থ বুঝতে অক্ষম। তখন জাবির (রা) বলেন ঃ হে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি এ হাদীছ সম্পর্কে অধিক

অভিজ্ঞ এবং মা'ইযের রজমকারীদের মাঝে আমি অন্যতম। এরপর তিনি বলেন ঃ আমরা তাকে ময়দানে নিয়ে যখন পাথর মারা শুরু করি, তখন স্থির হয়ে চীৎকার করে বলে যে, হে জনগণ! তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফিরিয়ে নিয়ে চল। কেননা, আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে মেরে ফেলার জন্য ধোঁকাবাজী করেছে। তারা আমাকে বলেছিল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে হত্যার নির্দেশ দেবেন না। কিন্তু তার এ কথার প্রতি আমরা কর্ণপাত না করে, তাকে হত্যা করে ফেলি। আমরা ফিরে এসে এ সম্পর্কে নবী ﷺ -কে অবহিত করলে- তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না এবং কেন আমার কাছে আনলে না ? যাতে তিনি ﷺ তাকে শাস্তি কবূল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। কাজেই, নবী ﷺ -এর এ নির্দেশ শাস্তি মাফ করার জন্য ছিল না। এরপর রাবী মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ এখন আমি সঠিকভাবে হাদীছের অর্থ বুঝতে পারলাম।

٤٣٦٨. حَدَّثَنَا اَبُوْكَامِلٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا خَالِدٌ يَّعْنِى الْحَذَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَاَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَسَاَلَ قَوْمَهُ اَمَجْنُوْنٌ هُوَ قَالُوْا لَيْسَ بِهٖ بَاسٌ فَقَالَ اَفَعَلْتَ بِهَا قَالَ نَعَمْ فَاَمَرَ بِهٖ اَنْ يُّرْجَمَ فَانْطُلِقَ بِهٖ فَرُجِمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ *

৪৩৬৮। আবূ কামিল (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ,একদা মা'ইয ইব্ন মালিক (রা) নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে ঃ সে যিনা করেছে। তখন নবী ﷺ তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেন। এ ভাবে মা'ইয (রা) কয়েক বার এরূপ স্বীকারুক্তি করতে থাকলে নবী ﷺ ও তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকেন। অবশেষে তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ লোকটা কি পাগল ? তারা বলেন ঃ না, এ ধরনের কোন লক্ষণ তার মধ্যে নেই। তখন নবী ﷺ মা'ইয (রা)-কে জিজ্ঞাস করেন ঃ তুমি কি সে মহিলার সাথে যিনা করেছ ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তখন নবী ﷺ পাথর মেরে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এরপর লোকেরা তাকে ময়দানে নিয়ে পাথর মেরে হত্যা করে। তাঁর জানাযার সালাত আদায় করা হয়নি।

٤٣٦٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ جِيْئَ بِهٖ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيْرٌ اَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَاءٌ فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهٖ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ اَنَّهُ قَدْ زَنٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا قَالَ لَاوَاللّٰهِ اِنَّهُ قَدْ زَنَى الْاٰخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ اَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَلَفَ اَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيْبٌ كَنَبِيْبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ اِحْدٰهُنَّ الْكُثْبَةَ اَمَا اِنَّ اللّٰهَ اِنْ يُّمَكِّنِّىْ مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ نَكَلْتُهُ عَنْهُنَّ *

৪৩৬৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি মা'ইয ইব্‌ন মালিক (রা)-কে তখন দেখি, যখন তাকে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হয়। তিনি খর্বাকৃতি বিশিষ্ট স্থূল দেহী লোক ছিলেন এবং সে সময় তার দেহে কোন চাদর ছিল না। তিনি চারবার এরূপ স্বীকারুক্তি করেন যে, "আমি যিনা করেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ সম্ভবতঃ তুমি তাকে চুম্বম করেছ। মা'ইয (রা) বলেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যিনা করেছি। তখন নবী ﷺ পাথর মেরে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।

এরপর নবী ﷺ খুত্‌বা দেওয়ার সময় বলেনঃ যখন আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর করি, তখন কাফিলার পেছনে তদারককারী এক ব্যক্তি থাকে, যে বকরীর মত শব্দ করে এবং সুযোগমত কোন মহিলার সাথে শয়তানী চক্রান্তের ফলে যিনায় লিপ্ত হয়। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ তোমরা শুনে রাখ, যদি মহান আল্লাহ্ আমাকে শক্তি দান করেন, তবে আমি ঐ ব্যক্তিকে মহিলাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবো।

٤٣٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَالاَوَّلُ اَتَمُّ قَالَ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ سِمَاكٌ فَحَدَّثْتُ بِهٖ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ اِنَّهُ رَدَّهُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ *

৪৩৭০। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - সিমাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীছ শ্রবণ করেছি কিন্তু প্রথম হাদীছটি সম্পূর্ণ। রাবী বলেনঃ নবী ﷺ দু'বার মা'ইযের কথাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

রাবী সিমাক (র) বলেনঃ সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) এ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, নবী করীম ﷺ মা'ইয (রা) -এর স্বীকারুক্তিকে চারবার প্রত্যাখ্যান করেন।

٤٣٧١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِىْ بْنُ اَبِىْ عَقِيْلٍ الْمِصْرِىُّ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَسَاَلْتُ سِمَاكًا عَنِ الْكُثْبَةِ فَقَالَ اللَّبَنُ الْقَلِيْلُ *

৪৩৭১। আবদুল গনী (র) - - - শুবা (র) বলেনঃ আমি রাবী সিমাক (রা)-কে 'কুছ্‌বা' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেনঃ 'কুছ্‌বা' শব্দের অর্থ হলো - অল্প দুধ, অর্থাৎ মনি বা বীর্য, (যা সহবাসকালে নির্গত হয়)।

٤٣٧٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَا عِزِابْنِ مَالِكٍ اَحَقٌّ مَابَلَغَنِىْ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّىْ قَالَ بَلَغَنِىْ عَنْكَ اَنَّكَ وَقَعْتَ عَلٰى جَارِيَةِ بَنِىْ فُلاَنٍ قَالَ نَعَمْ فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ قَالَ فَاَمَرَبِهٖ فَرُجِمَ *

৪৩৭৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মা'ইয ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার সম্পর্কে আমাকে যা বলা হয়েছে, তা কি সত্য ? তিনি বলেন ঃ আপনি আমার সম্পর্কে কি জেনেছেন ? নবী ﷺ বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি তুমি অমুক গোত্রের জনৈক দাসীর সাথে যিনা করেছ। মা'ইয (রা) বলেন ঃ হাঁ; এ ভাবে তিনি চারবার স্বীকারুক্তি করলে নবী ﷺ তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন।

٤٣٧٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْا اَحْمَدَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ شَهِدْتَ عَلٰى نَفْسِكَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ *

৪৩৭৩। নসর ইব্ন আলী (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা মা'ইয (রা) ইব্ন মালিক (রা) নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে দু'বার যিনায় লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করলে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর মা'ইয (রা) পুনরায় নবী ﷺ -এর কাছে এসে দু'বার যিনার কথা স্বীকার করেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি নিজেই চারবার যিনার কথা স্বীকার করেছ। তখন তিনি সাহাবীদের বলেন ঃ তোমরা একে নিয়ে যাও এবং পাথর মেরে হত্যা কর।

٤٣٧٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا جَرِيْرٌ حَدَّثَنِيْ يَعْلٰى عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ح وَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمٍ قَالَ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ نَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلٰى يَعْنِيْ ابْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ اَوْغَمَزْتَ اَوْنَظَرْتَ قَالَ لاَ قَالَ اَفَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ اَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُوْسٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا لَفْظُ وَهْبٍ *

৪৩৭৪। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ মা'ইয ইব্ন মালিক (রা)-কে বলেন ঃ সম্ভবত ঃ তুমি তাকে চুম্বন করেছ, নয়তো স্পর্শ করেছ, অথবা তার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছ। তখন মা'ইয (রা) বলেন ঃ না। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তবে কি তুমি তার সাথে সংগম করেছ। তিনি বলেন ঃ হাঁ। এ কথা শুনে নবী ﷺ তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন।

রাবী মূসা ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এরূপ বর্ণনা করেননি। বরং রাবী ওয়াহাব নিজেই এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٣٧٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْا الزُّبَيْرِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ جَاءَ الْاَسْلَمِىُّ اِلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَنَّهُ اَصَابَ امْرَاَةً حَرَامًا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَقْبَلَ فِى الْخَامِسَةِ فَقَالَ اَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتّٰى غَابَ ذٰلِكَ مِنْكَ فِىْ ذٰلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيْبُ الْمِرْوَدُ فِى الْمُكْحَلَةِ وَالرِّشَاءُ فِى الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ اَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَّا يَاتِى الرَّجُلُ مِنِ امْرَاَتِهِ حَلَالاً قَالَ وَمَا تُرِيْدُ بِهٰذَا الْقَوْلِ قَالَ اُرِيْدُ اَنْ تُطَهِّرَنِىْ فَاَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِهِ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اُنْظُرْ اِلٰى هٰذَا الَّذِىْ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتّٰى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتّٰى مَرَّ بِجِيْفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ اَيْنَ فُلَانٌ وَّفُلَانٌ فَقَالَ نَحْنُ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اُنْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيْفَةِ هٰذَا الْحِمَارِ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَنْ يَّاكُلُ مِنْ هٰذَا قَالَ فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ اَخِيْكُمَا اٰنِفًا اَشَدُّ مِنْ اَكْلٍ مِّنْهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهُ لَاٰنَ نَفِىْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيْهَا *

৪৩৭৫। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীকার করে যে, সে হারামভাবে একজন মহিলার সাথে যিনা করেছে, আর সে ব্যক্তি চারবার এরূপ স্বীকারুক্তি করে। কিন্তু নবী ﷺ প্রতিবারই তার কথা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর সে ব্যক্তি পঞ্চমবারের মত স্বীকারুক্তি করার জন্য হাযির হলে, নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তার সাথে সংগম করেছ ? তখন সে বলে ঃ হাঁ। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার গুপ্তাংগ কি তার গুপ্তাংগের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছিল ? সে বলে ঃ হাঁ। তখন নবী ﷺ তাকে আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার গুপ্তাংগ কি তার গুপ্তাংগের মধ্যে এরূপ অদৃশ্য হয়েছিল, যেমন সুরমা দানির মধ্যে তার শলাকা বা কূপের মধ্যে রশি অদৃশ্য হয়ে যায় ? তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ হাঁ। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি কি জান, যিনা কী ? সে বলে ঃ যেরূপ কেউ হালাল- ভাবে তার স্ত্রীর সাথে সংগম করে, আমি এরূপই হারামভাবে তার সাথে সংগম করেছি। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ এখন তুমি কিসের ইচ্ছা পোষণ কর ? সে ব্যক্তি বলে ঃ আমি আশা করি, আপনি আমাকে পবিত্র করবেন। এরপর নবী করীম ﷺ তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলে, তা কার্যকরী করা হয়।

এরপর নবী ﷺ তাঁর দু'জন সাহাবীকে এরূপ বলতে শোনেন, যাদের একজন এরূপ বলছিল; আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্কে গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি নিজে তা প্রকাশ করায় কুকুরের মত মৃত্যুবরণ করলো। একথা শুনে নবী ﷺ চুপ থাকেন। এরপর সামনে কিছু দূর গমনের পর তিনি দেখতে পান যে, একটি মৃত গাধা পড়ে আছে, যার পা উপরের দিকে। তখন তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ অমুক, অমুক ব্যক্তি কোথায় ? তখন তারা দু'জন সেখানে হাযির হয়ে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা উপস্থিত। তখন তিনি তাদের বলেন ঃ এসো এবং তোমরা এ মৃত গাধার গোশ্‌ত ভক্ষণ কর। তখন তারা দু'জন বলে ঃ হে আল্লাহ্র নবী ! ইহা কে ভক্ষণ করে থাকে ? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ত্রুটি যেভাবে আলোচনা করেছ, তা এই মরা গাধার গোশত খাওয়ার চাইতেও গুরুতর ! আল্লহ্র শপথ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন; তোমরা শুনে নাও! মা'ইয (রা) এখন জান্নাতের নহরে গোসল করছে।

٤٣٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَسْلَمَ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حَتّٰى شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَبِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لاَ قَالَ اَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ فِيْ الْمُصَلّٰى فَلَمَّا اَذلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَاُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَّلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ *

৪৩৭৬। মুহাম্মদ ইব্ন মুতাওয়াককিল (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আসলাম গেত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে যিনার কথা স্বীকার করে। তখন তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। সে ব্যক্তি আবার যিনার কথা স্বীকার করলে, তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নেন। এভাবে সে ব্যক্তি চারবার যিনার কথা স্বীকার করলে, নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ? সে বলল ঃ না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি বিবাহিত ? সে বলে ঃ হাঁ।

রাবী বলেন ঃ এরপর নবী ﷺ -এর নির্দেশে সে ব্যক্তিকে ঈদের ময়দানে নিয়ে, পাথর মেরে হত্যা করা হয়। পাথর মারা শুরু হলে সে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে পাঁকড়াও করে, পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

নবী করীম ﷺ সে ব্যক্তির প্রশংসা করেন, কিন্তু তিনি তার জানাযার নামায পড়াননি।

٤٣٧٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ

النَّبِىُّ ﷺ بِرَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ خَرَجْنَابِهٖ اِلَى الْبَقِيْعِ فَوَاللّٰهِ مَا اَوْثَقْنَاهُ وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ وَلٰكِنَّهُ قَامَ لَنَا قَالَ اَبُوْ كَامِلٍ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَذَفِ فَاشْتَدُّوْا فَشَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتّٰى اَتٰى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلاَمِيْدِ الْحَرَّةِ حَتّٰى سَكَتَ قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَلَهُ وَلاَ سَبَّهُ *

৪৩৭৭। আবূ কামিল (র) - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন নবী করীম ﷺ মা'ইয ইব্ন মালিক (রা)-কে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন, তখন আমরা তাকে নিয়ে ময়দানে গমন করি। আল্লাহ্র শপথ! এ সময় আমরা তাকে বাঁধি নাই এবং তার জন্য কোন গর্তও খুদি নাই, বরং তিনি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান।

রাবী আবূ কামিল (র) বলেন ঃ তখন আমরা তার প্রতি প্রচণ্ডভাবে হাঁড়, পাথর ও ঢিলা নিক্ষেপ করতে থাকি। আঘাতের প্রচণ্ডতায় তিনি পালাতে চাইলে, আমরা তার পশ্চাদধাবন করি। তিনি হুররা নামক স্থানে পৌঁছে দণ্ডায়মান হলে, আমরা সেখানকার বড় বড় পাথর তার প্রতি নিক্ষেপ করতে থাকি। ফলে তিনি মারা যান।

রাবী বলেন ঃ নবী করীম ﷺ তার জন্য কোন ইস্তিগ্ফার করেননি এবং তাকে খারাপও বলেননি।

٤٣٧٨. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اِسْمٰعِيْلَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَيْسَ بِتَمَامِهٖ قَالَ ذَهَبُوْا يَسُبُّوْنَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ ذَهَبُوْا يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ هُوَ رَجُلٌ اَصَابَ ذَنْبًا حَسِيْبُهُ اللّٰهُ *

৪৩৭৮। মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র) - - - আবূ নায্রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তবে তা অসম্পূর্ণ।

রাবী বলেন ঃ লোকেরা তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ বলতে থাকলে নবী ﷺ তা থেকে নিষেধ করেন। আর লোকেরা তার মাগ্ফিরাতের জন্য দু'আ করতে থাকলে তিনি তাতে বাঁধা দেন এবং বলেন ঃ সে এমন এক ব্যক্তি, যার দ্বারা একটি অপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। তার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

٤٣٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ نَا اَبِىْ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَنْكَهَ مَاعِزًا *

৪৩৭৯। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) - - - বুরায়দা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী

করীম ﷺ মা'ইয ইব্‌ন মালিক (রা)-এর মুখ শুকে দেখেছিলেন, তিনি মদ পান করেছেন কিনা–তা নিশ্চিত হবার জন্য।

٤٣٨٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْاَهْوَازِىُّ نَا اَبُوْ اَحْمَدَنَا بَشِيْرُ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَتَحَدَّثُ اَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَا عِزَبْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعْنَا بَعْدَ اعْتِرَا فِيْهَا اَوْقَالَ لَوْلَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَا فِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا وَاِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ *

৪৩৮০। আহমদ ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (র) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ এরূপ বলাবলি করতাম যে, গামিদ গোত্রের যিনাকারিণী মহিলা এবং মা'ইয ইব্‌ন মালিক (রা) যদি যিনার কথা স্বীকার করার পর অস্বীকার করতো, অথবা প্রথমবার স্বীকার করার পর, আর যদি স্বীকার না করতো; তবে নবী ﷺ তাদের 'রজমের' শাস্তি প্রদান করতেন না। কিন্তু তারা চতুর্থবার যিনার কথা স্বীকার করায়, তাদের পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

٤٣٨١. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاؤُدَ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ عَبْدَةُ اَنَا حَرَمِىُّ بْنُ حَفْصٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُلَاثَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجْلَاجِ حَدَّثَهُ اَنَّ اللَّجْلَاجَ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِى السُّوْقِ فَمَرَّتِ امْرَاَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَثُرْتُ فِيْمَنْ ثَارَ وَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ اَبُوْ هٰذَا مَعَكَ فَسَكَتَتْ فَقَالَ شَابٌّ حَذْوَهَا اَنَا اَبُوْهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَنْ اَبُوْ هٰذَا مَعَكَ فَقَالَ الْفَتٰى اَنَا اَبُوْهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْاَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا مَا عَلِمْنَا اِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرَبِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَخَرَجْنَابِهِ فَحَفَرْنَالَهُ حَتّٰى اَمْكَنَّا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتّٰى هَدَاَ فَجَاءَ رَجُلٌ يَّسْاَلُ عَنِ الْمَرْجُوْمِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْنَا هٰذَا جَاءَ يَسْاَلُ عَنِ الْخَبِيْثِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُوَ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ فَاِذَا هُوَ اَبُوْهُ فَاَعَنَّاهُ عَلٰى غُسْلِهِ وَتَكْفِيْنِهِ وَدَفْنِهِ وَمَا اَدْرِىْ قَالَ وَلَاالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ اَمْ لاَ وَهٰذَا حَدِيْثُ عَبْدَةَ وَهُوَ اَتَمُّ *

৪৩৮১। আব্দা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - লাজ্লাজ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি বাজারে বসে কাজ করতে থাকাবস্থায় দেখতে পান যে, একজন মহিলা একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখ লোকজন দাঁড়িয়ে যায় এবং আমিও দাঁড়িয়ে যাই। পরে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হই। তখন নবী ﷺ সে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এই বাচ্চাটির পিতা কে ? সে মহিলা চুপ করে থাকলে, তার সামনের একজন পুরুষ লোক বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এর পিতা। তখন নবী ﷺ পুনরায় সে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ ছেলেটির পিতা কে ? তখনও সে যুবক লোকটি বলে ঃ আমি তার পিতা। তখন নবী ﷺ তার নিকটবর্তী এক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তার কাছে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ আমরা তো তাকে ভাল বলেই জানতাম। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি বিবাহিত ? সে বলে ঃ হাঁ। এরপর নবী ﷺ -এর নির্দেশে সে লোককে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

রাবী বলেন ঃ তখন আমরা তাকে সাথে নিয়ে বের হই এবং একটি গর্ত খুদে, তাকে তার মধ্যে আবদ্ধ করে, তার প্রতি পাথর মারা শুরু করি; ফলে সে মারা যায়। তখন এক ব্যক্তি তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে সেখানে আসলে আমরা তাকে নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে যাই এবং বলি ঃ এই লোকটি ঐ খাবীছ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সে খাবীছ নয়, বরং পবিত্র। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঐ লোকটির মর্যাদা মিশ্ক-আম্বর থেকেও অধিক। আর এই লোকটি ওর পিতা। আমরা তাকে মা'ইযের গোসল ও কাফন -দাফনে সহযোগিতা করি।

রাবী বলেন ঃ আমার স্মরণ নেই যে, তিনি এরূপ বলেছিলেন কিনা, "এরপর তিনি তার নামাযে সহযোগিতা করেন।"

٤٣٨٢. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ح وَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَنْطَاكِيُّ نَا الْوَلِيْدُ جَمِيْعًا قَالَ نَا مُحَمَّدٌ وَقَالَ هِشَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِبَعْضِ هٰذَا الْحَدِيْثِ *

৪৩৮২। হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - - খালিদ লাজ্লাজ (রা) তাঁর পিতা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ কিছু বর্ণনা করেছেন।

٤٣٨٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَنَا ابْنُ السَّرْحِ الْمَعْنٰى اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلًا زَنٰى بِامْرَاَةٍ فَاَمَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ اُخْبِرَ اَنَّهُ مُحْصَنٌ فَاَمَرَ بِهٖ فَرُجِمَ *

৪৩৮৩। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি একজন মহিলার সাথে যিনা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বেত্রাদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। এরপর যখন তিনি ﷺ জানতে পারেন যে, লোকটি বিবাহিত, তখন তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন।

٤٣٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَبُوْ يَحْيَى الْبَزَّارُ قَالَ اَنَا عَاصِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً زَنٰى بِامْرَاَةٍ فَلَمْ يُعْلَمْ بِاِحْسَانِهٖ فَجُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِاِحْصَانٍ فَرُجِمَ *

৪৩৮৪। মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র) - - - জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি একজন মহিলার সাথে যিনা করে। এ সময় লোকটি বিবাহিত কিনা তা জানা যায়নি, কাজেই তাকে বেত্রাদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর যখন জানা যায় যে, লোকটি বিবাহিত, তখন তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

٢٣. بَابٌ فِى الْمَرْاَةِ الَّتِىْ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুহায়না গোত্রের মহিলা সম্পর্কে, যাকে নবী ﷺ পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন।

٤٣٨٥. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ هِشَامًا الدَّسْتُوَائِىَّ وَاَبَانَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنٰى عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ امْرَاَةً قَالَ فِىْ حَدِيْثِ اَبَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّهَا زَنَتْ وَهِىَ حُبْلٰى فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلِيًّا لَّهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ فَجِئْ بِهَا فَلَمَّا اَنْ وَّضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَاَمَرَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ اَمَرَهُمْ فَصَلُّوْا عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نُصَلِّىْ عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَّ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لَمْ يَقُلْ عَنْ اَبَانَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا *

৪৩৮৫। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জুহায়না গোত্রের জনৈক মহিলা নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে যে, সে যিনা করেছে এবং সে গর্ভবতী। তখন নবী ﷺ তার অভিভাবকদের ডেকে বলেন ঃ তোমরা একে ভালভাবে দেখাশুনা করবে, আর যখন সে বাচ্চা প্রসব করবে, তখন তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এরপর সে মহিলা সন্তান প্রসব করলে, তার অভিভাবকরা তাকে নবী ﷺ

করেছিলেন। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো গর্ভবতী। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও। সে মহিলা ফিরে যায়, কিন্তু পরদিন সকালে সে আবার নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তোমার সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ফিরে যাও। এরপর সে চলে যায় এবং সন্তান প্রসবের পর নব-জাতককে নিয়ে তাঁর নিকট হাযির হয় এবং বলে ঃ আমি একে প্রসব করেছি। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং এ সন্তানকে ততদিন দুধপান করাও, যতদিন সে দুধ না ছাড়ে। এরপর সে মহিলা চলে যায় এবং দুধ ছাড়াবার পর পুনরায় তার সন্তানকে নিয় নবী ﷺ -এর কাছে হাযির হয়। এ সময় তার সন্তানের হাতে কিছু খাবার ছিল, যা সে খাচ্ছিল। তখন তিনি সে সন্তানকে কোন মুসলমানের হাতে সোপর্দ করার নির্দেশ দেন এবং সে মহিলাকে 'রজম' করার হুকুম দেন। তখন একটি গর্ত খুদে তাকে সেখানে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। খালিদ (রা) সে মহিলার রজমের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে পাথর দিয়ে আঘাত করায়, সে মহিলার দেহের রক্তের ছিটে তার মুখের উপর এসে পড়ে, যাতে তিনি রাগান্বিত হয়ে সে মহিলা সম্পর্কে কটুক্তি করেন। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ হে খালিদ! তুমি চুপ থাক। আল্লাহ্‌র শপথ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন ; এ মহিলা এমন তাওবা করেছে ; যদি কোন জালিম ব্যক্তি এরূপ তাওবা করে, তবে তার সমস্ত গুনাহ্ মার্জিত হবে। এরপর নবী ﷺ -এর নির্দেশে সে মহিলার জানাযার নামায আদায়ের পর তাকে দাফন করা হয়।

٤٣٨٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ زَكَرِيَّا اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَجَمَ امْرَاَةً فَحُفِرَلَهَا اِلَى الثُّنْدُوَةِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ اَفْهَمَنِىْ رَجُلٌ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ الْغَسَّانِىُّ جُهَيْنَةُ وَغَامِدٌ وَبَارِقٌ وَاحِدٌ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ نَازَكَرِيَّا بْنُ سُلَيْمٍ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمَّصَةِ ثُمَّ قَالَ ارْمُوْا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ فَلَمَّا طَفِئَتْ اَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ فِى التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ *

৪৩৮৮। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একজন মহিলার রজম করেন, তখন তার জন্য বুক পর্যন্ত গর্ত খোঁড়া হয়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ হাদীছটি আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারেছ সূত্রে যাকারিয়া ইব্‌ন সুলায়ম এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, "এরপর নবী ﷺ সে মহিলার প্রতি বুটের ন্যায় একটি পাথর নিক্ষেপ করে বলেন ঃ তোমরা তার মুখকে বাদ দিয়ে পাথর নিক্ষেপ কর। সে মহিলা মারা গেলে নবী ﷺ তার লাশকে গর্ত থেকে বের করিয়ে–তার জন্য জানাযার নামায আদায় কবেন।

٤٣٨٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ وَكَانَ اَفْقَهَهُمَا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَائْذَنْ لِيْ اَنْ اَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ اِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا وَالْعَسِيْفُ الْاَجِيْرُ فَزَنٰى بِامْرَاَتِهٖ فَاَخْبَرُوْنِيْ اَنَّ عَلَى ابْنِيَ الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَّبِجَارِيَةٍ لِّيْ ثُمَّ اِنِّيْ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِيْ اَنَّمَا عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَّتَغْرِيْبُ عَامٍ وَّاِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَاَتِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ اِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهٗ مِائَةً وَغَرَّبَهٗ عَامًا وَاَمَرَ اُنَيْسًا الْاَسْلَمِيَّ اَنْ يَّاْتِيَ امْرَاَةَ الْاٰخَرِ فَاِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا *

৪৩৮৯। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ একদা দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে মোকদ্দমা দায়ের করে। তাদের একজন বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দেন। তাদের মধ্যেকার দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিল; সেও বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের মাঝের ব্যাপারটি আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে দেন। আর এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলার অনুমতি দেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি বল। তখন সে ব্যক্তি বলে যে, ব্যাপার হলো ঃ আমার ছেলে এ লোকের চাকর ছিল, যে মজুরীর বিনিময়ে তার কাজ করতো। আর সে ঐ লোকের স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। তখন তারা আমার কাছে এরূপ খবর দেয় যে, আমার ছেলের উপর রজমের দণ্ড অর্পিত হয়েছে। তখন আমি তার পক্ষে একশত বকরী ও একটি দাসী ফিদ্‌য়া স্বরূপ প্রদান করেছি। এরপর আমি জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে, তারা আমাকে বলেছে ঃ আমার ছেলের শাস্তি হলো-একশত বেত্রাদণ্ড এবং এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার। আর ঐ স্ত্রীলোককে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি শুনে রাখ, আল্লাহ্র শপথ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন; আমি তোমাদের মধ্যেকার বিবাদের ফায়সালা আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে করে দেব; আর তা হলো ঃ তোমার বকরী এবং দাসী তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তার ছেলের শাস্তি হলো-একশত বেত্রাদণ্ড ও এক বছরের জন্য দেশ থেকে

বহিষ্কার। এরপর তিনি উনায়ম আস্‌লামী (রা)-কে বলেন ঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীকে নিয়ে এসো, যদি সে যিনার কথা স্বীকার করে, তবে তাকে রজম করবে। তখন সে মহিলা যিনার কথা স্বীকার করলে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

٢٤. بَابٌ فِىْ رَجْمِ الْيَهُوْدِيَّيْنِ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদী নারী-পুরুষের রজম সম্পর্কে

٤٣٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَاتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُو اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ اَنَّ رَجُلاً مِّنْهُمْ وَامْرَاَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَجِدُوْنَ فِى التَّوْرٰةِ فِىْ شَانِ الزِّنَا قَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ اِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَاَتَوْا بِالتَّوْرٰةِ فَنَشَرُوْهَا فَجَعَلَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلٰى اٰيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَاقَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَهَا فَاِذَا فِيْهِ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَامُحَمَّدُ فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ فَاَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِىْ عَلَى الْمَرْاَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ *

৪৩৯০। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর কাছে এসে বলে ঃ তাদের মধ্যেকার একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা যিনা সম্পর্কে তাওরাতে কি নির্দেশ পাও ? তারা বলে ঃ আমরা তো ব্যভিচারীদের অসম্মানিত করি এবং বেত্রাদণ্ড দেই। তখন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম (রা) বলেন ঃ তোমরা মিথ্যা বলছো। তাওরাতে রজমের হুকুম আছে। তখন তারা তাওরাত এনে , তা পড়তে শুরু করলে, এক ব্যক্তি রজমের আয়াতের উপর তার হাত রাখে এবং এর সামনের ও পেছনের আয়াত পড়তে থাকে। তখন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম (রা) তাকে বলেন ঃ তুমি তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে, সেখানে রজমের আয়াত দেখা যায়। তখন তারা বলে ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি সত্য বলেছেন। এতে রজমের আয়াত আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ সে ইয়াহূদী নর-নারীকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দিলে, তা কার্যকর করা হয়।

রাবী আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন ঃ সে সময় আমি দেখেছি, পুরুষ লোকটি – মহিলাকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছিল।

٤٣٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَلِيُّ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَهُوْدِيٍّ مُحَمَّمٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هٰكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِيْ قَالُوْا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلاً مِّنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ لَهُ نَشَدْتُكَ بِاللّٰهِ الَّذِيْ نَزَلَ التَّوْرَ عَلٰى مُوْسٰى هٰكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِكُمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَوَلَوْلاَ اَنَّكَ نَشَدْتَّنِيْ بِهٰذَا لَمْ اُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلٰكِنَّهُ كَثُرَ فِيْ اَشْرَافِهَا فَكُنَّا اِذَا اَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ وَاِذَا اَخَذْنَا الضَّعِيْفَ اَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَنَجْتَمِعُ عَلٰى شَيْئٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَاضِيْعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيْمِ وَالْجَلْدِ وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَوَّلُ مَنْ اَحْيَا اَمْرَكَ اِذَا مَاتُوْهُ فَاَمَرَ بِهٖ فَرُجِمَ مَا نَزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا لاَاِلٰى قَوْلِهٖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ فِيْ الْيَهُوْدِ اِلٰى قَوْلِهٖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ فِيْ الْيَهُوْدِ اِلٰى قَوْلِهٖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ قَالَ هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا يَعْنِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ *

৪৩৯১। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে দিয়ে একজন ইয়াহূদী যাচ্ছিল, যার মুখে কাল দাগ দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি তাদের ডেকে বলেন ঃ তোমরা কি যিনাকারীর শাস্তি তাওরাত এরূপ পেয়েছ ? তারা বলে ঃ হাঁ। তখন নবী. ﷺ তাদের একজন আলিমকে ডাকেন এবং বলেন ঃ আমি তোমাকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি মূসার উপর তাওরাত নাযিল করেন। তোমরা কি তোমাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে যিনার শাস্তি এরূপ পেয়েছ ? তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ না। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আপনি আমাকে এরূপ কঠিন শপথ প্রদান না করতেন, তবে তা আমি আপনার কাছে প্রকাশ করতাম না। আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থে যিনার শাস্তি রজম পাই। কিন্তু যখন আমাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনার প্রচলন অধিক হয়ে যায়, তখন কোন শরীফ লোক এজন্য দোষী সাব্যস্ত হলে আমরা তাকে ছেড়ে দেই এবং কোন দুর্বল লোক যিনা করলে তার উপর শরীআতের নির্দেশিত শাস্তি প্রদান করি। আমরা সর্ব সম্মতভাবে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আমরা নিজেরাই এমন

একটি হদ্ বা শাস্তি নির্ধারণ করে নেই, যা শরীফ ও দুর্বল ব্যক্তিদের উপর একইভাবে প্রয়োগ করা যায়। তখন আমরা মুখে কাল দাগ ও বেত্রাদণ্ডের ব্যবস্থা নির্ধারণ করি এবং রজমের ব্যবস্থা পরিহার করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তারা যখন তোমার নির্দেশ পরিত্যাগ করেছে, তখন **সর্ব প্রথম** আমিই তা জারী করবো। তিনি তখন সে ব্যক্তির উপর রজমের হুকুম জারী করলে – তা কার্যকরী করা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ হে রাসূল! তারা যেন আপনাকে কষ্ট না দেয়, যারা কাফির হওয়ার কারণে জল্দি করে -------- যারা আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে ফায়সালা করে না, তারা কাফির।" এ নির্দেশ ইয়াহূদীদের সম্পর্কে। এরপর আল্লাহ্র বাণী ঃ "যারা আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারা জালিম।" এ আয়াতও ইয়াহূদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়। তারপর আল্লাহ্র এ বাণীঃ "যারা আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারা ফাসিক।" এ আয়াত সব ধরনের কাফিরদের সম্পর্কে নাযিল হয়।

٤٣٩٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَنِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَتَى نَفَرٌ مِّنْ يَهُوْدٍ فَدَعَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْقُفِّ فَاَتَاهُمْ فِيْ بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ رَجُلاً مِّنَّا زَنٰى بِامْرَاَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِالتَّوْرٰةِ فَاُتِيَ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهٖ وَوَضَعَ التَّوْرٰةَ عَلَيْهَا وَقَالَ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِمَنْ اَنْزَلَكَ ثُمَّ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَعْلَمِكُمْ فَاُتِيَ بِفَتًى شَابٍّ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ *

৪৩৯২। আহমদ ইব্ন সাঈদ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ইয়াহূদীদের একটি দল এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে 'কুফ্' নামক স্থানে ডেকে নিয়ে যায়। তিনি তাদের সাথে সেখানকার এক মাদ্রাসায় গেলে তারা বলে ঃ হে আবুল কাসিম! আমাদের এক ব্যক্তি একজন মহিলার সাথে যিনা করেছে, আপনি সে সম্পর্কে তাদের মাঝে ফায়সাল দেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য একটি বালিশ রেখে দেয়, তিনি তাঁর উপর বসে বলেন ঃ তোমরা আমার কাছে তাওরাত নিয়ে এসো। তাঁর কাছে তাওরাত আনা হলে, তিনি বালিশ নিয়ে তার উপর তাওরাত রাখেন। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ আমি তোমার উপর এবং তোমার নাযিলকারীর উপর ঈমান রাখি। তারপর তিনি বলেন ঃ তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি সব চাইতে জ্ঞানী,তাকে ডাক। তখন একজন যুবক আলিম (আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুরিয়া)-কে ডাকা হয়। পরে 'রজম' সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে; যেরূপ রাবী মালিক-নাফি'(র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٣٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ نَا رَجُلٌ مِّنْ مُزَيْنَةَ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ نَا يُوْنُسُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ

بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ رَجُلاً مِّنْ مُّزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيْهِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُ مَعْمَرٍ وَّهُوَ اَتَمُّ قَالَ زَنٰى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ وَامْرَاَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْهَبُوْا بِنَا اِلٰى هٰذَا النَّبِىِّ ﷺ فَاِنَّهُ نَبِىٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيْفِ فَاِنْ اَفْتَانَا بِفُتْيَادُوْنَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَابِهَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْنَا فُتْيَا نَبِىٍّ مِّنْ اَنْبِيَائِكَ قَالَ فَاَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ اَصْحَابِهٖ فَقَالُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَاتَرٰى فِىْ رَجُلٍ وَّامْرَاَةٍ زَنَيَا فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتّٰى اَتٰى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ اُنْشِدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ التَّوْرٰةَ عَلٰى مُوْسٰى تَجِدُوْنَ فِى التَّوْرٰةِ عَلٰى مَنْ زَنَا اِذَا اُحْصِنَ قَالُوْا يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْبِيَةُ اَن يُّحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلٰى حِمَارٍ وَّيُقَابَلُ اَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ وَسَكَتَ شَابٌّ مِّنْهُمْ فَلَمَّا رَاٰهُ النَّبِىُّ ﷺ سَكَتَ اَلَظَّبِهِ النِّشْدَةَ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِذ نَشَدْتَّنَا فَاِنَّا نَجِدُ فِى التَّوْرٰةِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَمَا اَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ اَمْرَاللّٰهِ قَالَ زَنٰى ذُوْقَرَابَةٍ مِّنْ مَّلِكٍ مِنْ مُّلُوْكِنَا فَاَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ ثُمَّ زَنٰى رَجُلٌ فِىْ اُسْرَةٍ مِّنَ النَّاسِ فَاَرَادَ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُوْنَهُ وَقَالُوْا لاَيُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتّٰى تَجِيْئَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ فَاصْطَلَحُوْا عَلٰى هٰذِهِ الْعُقُوْبَةِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِنِّىْ اَحْكُمُ بِمَا فِى التَّوْرٰةِ فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَبَلَغَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِمْ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْهُمْ *

৪৩৯৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়াহূদীদের থেকে একজন পুরুষ ও একজন নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তখন তারা একজন অপর জনকে বলে ঃ চল আমরা এদের নিয়ে এই নবীর কাছে যাই ; কেননা, তাকে শরীআতের হাল্‌কা নির্দেশসহ পাঠানো হয়েছে। কাজেই, তিনি যদি আমাদের ব্যাপারে রজমের চাইতে নীচু পর্যায়ের কোন নির্দেশ দেন, তবে আমরা তা মেনে নেব। আর এটি আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একটি উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ হবে যে, আমরা তাকে (আল্লাহ্‌কে) বলবো ঃ এতো তোমার নবীদের মধ্য হতে এক নবীর নির্দেশ।

রাবী বলেন ঃ তখন তারা নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসে এবং তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে তখন মসজিদে বসেছিলেন। তারা বলে ঃ হে আবুল কাসিম ! যে সমস্ত নারী-পুরুষ যিনা করে, এদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? তিনি তাদের সাথে কোন কথা না বলে, তাদের এক মাদ্রাসায় গমন করেন এবং এর দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি মূসার উপর তাওরাত নাযিল করেছেন ; তোমরা যিনা সম্পর্কে তাকে কিরূপ নির্দেশ দেখতে পাও, যদি সে ব্যক্তি বিবাহিত হয় ? তখন তারা বলে ঃ আমাদের নিকট তার শাস্তি হলো ঃ তার মুখে কাল দাগ দেওয়া, অসম্মানিত করা এবং বেত্রাঘাত করা। আর এভাবে অপমান করা যে, যিনাকারীদের গাধার পিঠে, তার পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসিয়ে দিয়ে, লোকদের মাঝে ঘুরানো।

রাবী বলেন ঃ এ সময় ইয়াহূদীদের এক যুবক চুপ করে বসে থাকে। নবী ﷺ তাকে চুপ থাকতে দেখে, তাকে আল্লাহ্‌র নামের শপথ দিতে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন সে যুবক বলে ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি যখন আমাকে আল্লাহ্‌র নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, তখন আমি বলতে বাধ্য যে, "তাওরাতের মধ্যে যিনার শাস্তি হলো রজম। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করে, কিরূপে তা পরিবর্তন করলে ? তখন সে বলে ঃ আমাদের জনৈক বাদশাহ তার একজন নিকটাত্মীয় যিনা করায়, তিনি তাকে রজম করেন নি। এরপর একজন সাধারণ লোক যিনা করলে, বাদশাহ তাকে রজম করার ইচ্ছা করেন। তখন সে লোকের সম্প্রদায়ের লোকেরা উপস্থিত হয়ে এরূপ দাবী করে যে, যতক্ষণ না বাদশাহ তার নিকটাত্মীয়কে এনে আমাদের সামনে পাথর মেরে হত্যা করবে; ততক্ষণ আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের লোককে রজম করতে দেব না। যখন তারা এরূপ শাস্তিদানে (মুখে কাল দাগ--- ইত্যাদি) একমত হয়ে সমস্যার সমাধান করে। তখন নবী করীম ﷺ বলেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে তাওরাতের হুকুম অনুযায়ী ফায়সালা দিচ্ছি। তিনি সে দু'জনের ব্যাপারে রজমের হুকুম দিলে, তা কার্যকর করা হয়।

রাবী যুহ্‌রী (র) বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয় ঃ আমি তাওরাত নাযিল করেছি, যাতে হিদায়াত ও নূর আছে। আর ঐ সব নবীরা তাওরাতের নির্দেশ মত ফায়সালা করে থাকে, যারা আল্লাহ্‌র অনুগত। নবী করীম ﷺ ও ঐ সমস্ত নবীদের অন্যতম ছিলেন।

٤٣٩٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى اَبُوْ الْاَصْبَغِ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ يَّعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِّنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ زَنٰى رَجُلٌ وَّامْرَاَةٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ وَقَدْ اُحْصِنَا حِيْنَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوْبًا عَلَيْهِمْ فِى التَّوْرٰةِ فَتَرَكُوْهُ وَاَخَذُوا بِالتَّجْبِيَةِ يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْلٍ

مُطَلًّى بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلٰى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِمَّا يَلِيْ دُبُرَ الْحِمَارِ فَاجْتَمَعَ اَحْبَارٌ مِنْ اَحْبَارِهِمْ فَبَعَثُوْا قَوْمًا اُخَرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا سَلُوْهُ عَنْ حَدِّ الزِّنٰى وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ فِيْهِ لَنْ يَكُوْنُوْا مِنْ اَهْلِ دِيْنِهٖ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَخُيِّرَ فِيْ ذٰلِكَ قَالَ فَاِنْ جَاؤُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ *

৪৩৯৪। আবদুল আযীয ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়াহূদীদের একজন নারী ও একজন পুরুষ যিনা করে, আর তারা ছিল বিবাহিত। এর ঘটনা তখনকার, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবেমাত্র হিজরত করে মদীনায় আসেন এবং তাওরাতের ও ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান ছিল –পাথর মেরে হত্যা করা। কিন্তু তারা এ নির্দেশ অমান্য করে, যিনাকারীদের জন্য শাস্তি স্বরূপ –একশত বেত্রাঘাত এবং গাধার পিঠে উল্টোমুখী বসিয়ে নগর পরিক্রমার মাধ্যমে অপমান করাকে– নির্দিষ্ট করে নেয়। ইয়াহূদীদের কিছু সংখ্যক আলিম একত্র হয়ে, একদল লোককে এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠায়। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে রাবী বলেন ঃ যেহেতু ইয়াহূদীরা তাঁর ﷺ -এর অনুসারী ছিল না, এ জন্য আল্লাহ্ তাঁকে এমন ইখ্‌তিয়ার দেন যে, যদি তারা আপনার কাছে কোন ব্যাপারে ফায়সালার জন্য আসে, তবে আপনি সে ব্যাপারে ফায়সালা দিতে পারেন এবং না-ও দিতে পারেন। যদি আপনি তাদের ব্যাপারে কোন ফায়সালা দেন, তবে তা যেন ইনসাফ-ভিত্তিক হয়। কেননা, আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।

٤٣٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ مُجَالِدٌ اَنَا عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُوْدُ بِرَجُلٍ وَّامْرَاَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا فَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَاَتَوْهُ بِابْنَيْ صُوْرِيَا فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ تَجِدَانِ اَمْرَ هٰذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ قَالاَ نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ اِذَا شَهِدَ اَرْبَعَةٌ اَنَّهُمْ رَاَوْا ذَكَرَهُ فِيْ فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا اَنْ تَرْجُمُوْهَا قَالاَ ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالشُّهُوْدِ فَجَاءُوْا بِاَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوْا اَنَّهُمْ رَاَوْا ذَكَرَهُ فِيْ فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهِمَا *

৪৩৯৫। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মূসা (র) - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ইয়াহূদীরা দু'জন যিনাকার নারী-পুরুষকে (নবী ﷺ-এর নিকট) নিয়ে আসে। তখন তিনি তাদের বলেন ঃ তোমরা তোমাদের দু'জন আলিমকে আনো। তখন তারা বিখ্যাত ইয়াহূদী আলিম

সুরিয়ার দু'পুত্রকে নিয়ে আসে। তখন তিনি তাদের বলেন ঃ তোমরা তোমাদের দু'জন আলিমকে আনো। তখন তারা বিখ্যাত ইয়াহূদী আলিম সুরিয়ার দু'পুত্রকে নিয়ে আসে। তখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা দু'জন এ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তাওরাতে কিরূপ নির্দেশ পেয়েছে ? তারা বলে ঃ আমরা তাওরাতে কিরূপ নির্দেশ পেয়েছ ? তারা বলে ঃ আমরা তাওরাতে এরূপ নির্দেশ পেয়েছি যে, যখন চার ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য দিবে "আমরা পুরুষের পুরুষাংগটি স্ত্রীলোকের যোনীতে এরূপ প্রবেশ করতে দেখেছি, যেরূপ যেরূপ সুরমাদানীর মধ্যে এর শলাকা প্রবেশ করে। এরূপ সাক্ষ্য পাওয়ার পর তাদের রজম করা হয়। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ এমতাবস্থায় কিসে তোমাদের এ দু' ব্যক্তিকে পাথর মেরে হত্যা করতে বাঁধা দিচ্ছে ? তারা দু'জন বলে ঃ আমাদের বাদশাহী চলে গেছে, কাজেই আমরা এরূপ নির্দেশ পালন করতে পসন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাক্ষী আনার জন্য নির্দেশ দিলে, তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে। আর তারা এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, "তারা পুরুষ লোকটির লিংগ স্ত্রীলোকটির যোনীতে এভাবে প্রবেশ করতে দেখেছে, যেভাবে সুরমাদানীর মধ্যে এর শলাকা প্রবেশ করে। তখন নবী ﷺ তাদেরকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন।

٤٣٩٦. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا بِالشُّهُوْدِ فَشَهِدُوْا *

৪৩৯৬। ওয়াহাব ইব্ন বাকীয়া (র) - - - ইবরাহীম ও শা'বী নবী করীম ﷺ হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে এর উল্লেখ নেই যে, নবী ﷺ তাদের ডাকলে– তারা সাক্ষ্য প্রদান করে।

٢٥. بَابُ الرَّجُلُ يَزْنِىْ بِحَرِيْمِهِ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন পুরুষ–মুহ্‌রিম নারীর সাথে যিনা করে

٤٣٩٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا مُطَرِّفٌ عَنْ اَبِى الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَطُوْفُ عَلٰى اِبِلٍ لِّىْ ضَلَّتْ اِذ اَقْبَلَ رَكْبٌ اَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ فَجَعَلَ الْاَعْرَابُ يَطِيْفُوْنَ بِىْ بِمَنْزِلَتِىْ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ اَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوْا مِنْهَا رَجُلاً فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوْا اَنَّهُ اَعْرَسَ بِامْرَاةِ اَبِيْهِ *

৪৩৯৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার একটা উট হারিয়ে গেলে আমি তা অনুসন্ধান করতে থাকি। এ সময় কয়েকজন অশ্বারোহী আসে, যাদের কাছে পতাকা ছিল। নবী করীম ﷺ -এর সাথে আমার নিকট সম্পর্ক আছে মনে করে কয়েকজন

আরবী আমার চারপাশে ঘুরাঘুরি করতে থাকে। এরপর তারা একটি গম্বুজের কাছে যায় এবং সেখান থেকে এক ব্যক্তিকে বের করে এনে তার শিরশ্ছেদ করে। আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে। সে তার সৎ-মাকে বিয়ে করেছিল।

٤٣٩٨. حَدَّثَنَا عَمْرُوْبْنُ قُسَيْطٍ الرُّقِيُّ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقِيْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ تُرِيْدُ فَقَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَاَةَ اَبِيْهِ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ وَاٰخُذَ مَالَهُ *

৪৩৯৮। আমর ইব্‌ন কুসায়ত (র) - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার চাচার সাথে সাক্ষাৎ করি, যার হাতে একটি পতাকা ছিল। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে পাঠাচ্ছেন, যে তার সৎ-মাকে বিয়ে করেছে। তিনি আমাকে তার শিরচ্ছেদ করতে এবং তার ধন-সম্পদ নিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٦. بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِيْ بِجَارِيَةِ امْرَاَتِهٖ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করলে তার শাস্তি সম্পর্কে

٤٣٩٩. حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ اَنَّ رَجُلاً يُّقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَّقَعَ عَلٰى جَارِيَةِ امْرَاَتِهٖ فَرُفِعَ اِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَّهُوَ اَمِيْرٌ عَلَى الْكُوْفَةِ فَقَالَ لَاَقْضِيَنَّ فِيْكَ بِقَضِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ اَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَّاِنْ لَّمْ تَكُنْ اَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوْهُ قَدْ اَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ قَالَ قَتَادَةُ كَتَبْتُ اِلٰى حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ اِلَيَّ بِهٰذَا *

৪৩৯৯। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - হাবীব ইব্‌ন সালিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি, যাকে আবদুর রহমান ইব্‌ন হুনায়ন বলা হতো, সে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করে। তখন এ ব্যাপারটি কূফার শাসনকর্তা নু'মান ইব্‌ন বশীরের গোচরে আনা হয়। তিনি বলেন ঃ আমি তোমার ব্যাপারে সে ভাবে ফায়সালা করবো, যে ভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা করেছিলেন। যদি তোমার স্ত্রী তোমার জন্য এ দাসীকে হালাল করে থাকে, তবুও আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো। আর যদি সে তাকে তোমার জন্য হালাল না করে থাকে, তবে আমি তোমাকে রজম করবো অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করবো। তদন্তের পর জানা যায় যে, তার স্ত্রী তার জন্য সে দাসীকে হালাল

করেছিল। এরপর নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) তাকে একশত বেত্রাদণ্ডের নির্দেশ প্রদান করেন।

রাবী কাতাদা (র) বলেন ঃ আমি এ সম্পর্কে জানার জন্য হাবীব ইব্ন সালিমের নিকট পত্র লিখলে, তিনি আমার নিকট এ হাদীছটি লিখে পাঠিয়ে দেন।

٤٤٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَاتِيْ جَارِيَةَ امْرَاَتِهٖ قَالَ اِنْ كَانَتْ اَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً وَّاِنْ لَّمْ تَكُنْ اَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ *

৪৪০০। মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - নু'মান ইব্ন বাশীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সে ব্যক্তির ব্যাপারে, যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করেছিল, এরূপ নির্দেশ দেন যে, "যদি তার স্ত্রীর তার জন্য সে দাসীকে হালাল করে দেয়, তবে তাকে একশো বেত্রাদণ্ড প্রদান করতে হবে; অন্যথায় তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।

٤٤٠١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِيْ رَجُلٍ وَّقَعَ عَلٰى جَارِيَةِ امْرَاَتِهٖ اِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَّعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَاِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَّعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَّمَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلَامٌ عَنِ الْحَسَنِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُوْنُسُ وَمَنْصُوْرٌ قَبِيْصَةَ *

৪৪০১। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - সালামা ইব্ন মুহাব্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা দেন, যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করেছিল। তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি সে ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে বল প্রয়োগ করে যিনা করে থাকে, তবে সে দাসী আযাদ হয়ে যাবে এবং এর বিনিময়ে তার মালিককে একটি দাসী প্রদান করতে হবে। আর যদি সে স্বেচ্ছায় তার সাথে যিনা করে থাকে – তার স্ত্রীকে অনুরূপ একট দাসী দিতে হবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ এ বর্ণনাটি হাসান (র) থেকে-ইউনুস ইব্ন উবায়দ, আমর ইব্ন দীনার মানসূর ইব্ন যাজান এবং সালাম-এ ভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে ইউনুস এবং মানসূর কাবীসা (র) -এর কথা উল্লেখ করেননি।

٤٤٠٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ الاَّ اَنَّهُ قَالَ وَاِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِىَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَّالِهِ لِسَيِّدَتِهَا *

৪৪০২। আল্লী ইব্‌ন হুসায়ন (র) - - - সালামা ইব্‌ন মুহাব্বাক (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে এরূপ বর্ণিত আছে যে, "যদি সে দাসী ইচ্ছাকৃত ভাবে সংগম করায়, তবে সে আযাদ হয়ে যাবে, আর ঐ ব্যক্তির মাল থেকে দাসীর মূল্য সে মনিব স্ত্রীলোককে দিতে হবে।

٢٧. بَابُ فِىْ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ

২৭. অনুচ্ছেদ : সমকামিতার শাস্তি সম্পর্কে

٤٤٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ نَاعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَّجَدْتُّمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍ وَمِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّفَعَهُ *

৪৪০৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন কাউকে লূতের কাওমের মত কাজে (সমকামে) লিপ্ত দেখবে, তখন এর কর্তা এবং যার সাথে এরূপ করা হবে, উভয়কে হত্যা করবে।

٤٤٠٤. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ خُثَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَّمُجَاهِدًا يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْبِكْرِ يُوْجَدُ عَلَى اللُّوْطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ *

৪৪০৪। ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি অবিবাহিত ব্যক্তি সমকামিতার সময় ধরা পড়ে, তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।

٢٨. بَابُ فِيْمَنْ اَتٰى بَهِيْمَةً

২৮. অনুচ্ছেদ : পশুর সাথে সংগম করলে তার শাস্তি সম্পর্কে

٤٤٠٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ

حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتٰى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَاشَانُ الْبَهِيْمَةِ قَالَ مَا اُرَاهُ قَالَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يُّوْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذٰلِكَ الْعَمَلُ *

৪৪০৫। আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ কোন পশুর সাথে সংগম করে, তবে তাকে হত্যা করবে এবং সে পশুকেও তার সাথে হত্যা করবে।

রাবী বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ পশুর অপরাধ কি ? তিনি বলেন ঃ আমার মনে হয়, তিনি সে পশুর গোশত খাওয়া ভাল মনে করেননি, যার সাথে কেউ এরূপ কুকর্ম করে।

٤٤٠٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اَنَّ شَرِيْكًا وَّاَبَا الْاَحْوَصِ وَاَبَا بَكْرِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثُوْهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ رَزِيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِى يَاْتِى الْبَهِيْمَةَ حَدٌّ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ كَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَّقَالَ الْحَكَمُ اَرٰى اَنْ يُّجْلَدَ وَلاَ يَبْلُغْ بِهِ الْحَدَّ وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِى قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ حَدِيْثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو *

৪৪০৬। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পশুর সাথে সংগমকারীর কোন শাস্তি নেই।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আতা (র)ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর হাকাম (র) বলেন ঃ আমার মতে তাকে চাবুক মারতে হবে, তবে সমকামীদের চাইতে তার বেত্রাদণ্ডের সাজা কিছু কম হতে হবে। রাবী হাসান (র) বলেন ঃ সে ব্যক্তির শাস্তি যিনাকারীর ন্যায়। আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আসিম (র) বর্ণিত হাদীছ, আমর ইব্ন আবূ আমর (র)-এর হাদীছকে দুর্বল করে দেয়।

٢٩. بَابُ اِذَا اَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْاَةُ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ যিনার কথা স্বীকার করলে এবং স্ত্রীলোক তা অস্বীকার করলে – কি হুকুম হবে ?

٤٤٠٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ نَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَفْصٍ نَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً اَتَاهُ فَاَقَرَّ عِنْدَهُ اَنَّهُ زَنٰى بِامْرَاَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَرْاَةِ فَسَاَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ

فَانْكَرَتْ اَنْ تَكُوْنَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا *

৪৪০৭। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'আদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে স্বীকার করে যে, সে অমুক মহিলার সাথে যিনা করেছে, সে তার নামও উল্লেখ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে মহিলাকে এনে সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে তা অস্বীকার করে। তখন নবী ﷺ সে ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন এবং সে মহিলাকে ছেড়ে দেন।

٤٤٠٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا مُوْسَى بْنُ هَارُوْنَ الْبَرْدِيُّ نَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَيَّاضٍ الْاَنْبَارِيِّ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَقَرَّ اَنَّهُ زَنٰى بِاِمْرَاَةٍ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَّكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَاَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْاَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ *

৪৪০৮। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বকর ইব্‌ন লায়ছ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে চারবার স্বীকার করে যে, সে অমুক মহিলার সাথে যিনা করেছে। সে ব্যক্তি অবিবাহিত থাকার কারণে তাকে একশো বেত্রাদণ্ড প্রদান করা হয়। এরপর নবী ﷺ সে মহিলাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্‌র শপথ, সে মিথ্যা বলেছে। তখন সে ব্যক্তিকে মিথ্যা তোহ্‌মত দেয়ার কারণে আশিটি দোর্‌রা মারা হয়।

٣٠. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُصِيْبُ مِنَ الْمَرْاَةِ مَادُوْنَ الْجِمَاعِ فَيَتُوْبُ قَبْلَ اَنْ يَّاخُذَ الْاِمَامُ

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস ব্যতীত আর সব কিছু করলে এবং ধরা পড়ার আগে তাওবা করলে – এর হুকুম কি ?

٤٤٠٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا مُسَرْهَدٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ نَا سِمَاكٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ قَالاَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ عَالَجْتُ امْرَاَةً مِّنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ فَاَصَبْتُ مِنْهَا مَادُوْنَ اَنْ اَمَسَّهَا فَاَنَا هٰذَا فَاَقِمْ عَلَيَّ مَاشِئْتَ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْكَ لَوْسَتَرْتَ عَلٰى نَفْسِكَ فَلَمْ

يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَاتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً فَدَعَاهُ فَتَلاَ عَلَيْهِ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَهُ خَاصَّةً اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً *

৪৪০৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বলে যে, মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমার সাথে একজন মহিলার দেখা হলে,আমি তার সাথে সংগম ব্যতীত আর সবই করেছি। এখন আমি আপনার কাছে উপস্থিত আপনি যা ইচ্ছা করেন, সে শাস্তি আমাকে দেন। তখন উমার (রা) বলেনঃ আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারটি গোপন রেখেছিলেন, যদি তুমি তা গোপন রাখতে! নবী করীম ﷺ এর কোন উত্তর দেননি। এরপর লোকটি চলে গেলে নবী ﷺ তাকে ডেকে আনার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠান। তাকে ডেকে আনার পর নবী ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করে শোনানঃ তুমি দিনের দু'অংশে (ফজর, জোহর ও আসর) এবং রাতের আঁধারে (মাগরিব ও ঈশার) সালাত আদায় করবে। কেননা, ভাল কাজ মন্দ কাজকে বিনষ্ট করে দেয়।

তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ নির্দেশ কি এ ব্যক্তির জন্য খাস, না সকলের জন্য? তিনি বলেনঃ বরং এ নির্দেশ সর্বকালের সব লোকের জন্য।

٣١. بَابٌ فِى الْاَمَةِ تَزْنِىْ وَلَمْ تُحْصَنْ

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ অবিবাহিতা দাসী যিনা করলে – তার শাস্তি সম্পর্কে

٤٤١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ اِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ اَدْرِىْ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ *

৪৪১০। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জনৈকা দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে যিনা করেছে; কিন্তু সে অবিবাহিতা। নবী ﷺ বলেনঃ যদি সে যিনা করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। যদি সে আবার যিনা করে, তবে আবার তাকে বেত্রাঘাত করবে। এরপর ও যদি সে যিনা করে, তবে তাকে বিক্রি করে দেবে, যদি তা সামান্য রশির বিনিময়েও হয়।

রাবী ইব্‌ন শিহাব (র) বলেনঃ নবী তৃতীয়বার না চতুর্থবার যিনা করার পর তাকে বিক্রি করতে বলেন, তা আমার জানা নেই।

٤٤١١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا زَنَتْ اَمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَاِنْ عَادَتْ فِى الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيْرٍ اَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعْرٍ *

৪৪১১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কারো দাসী যিনা করে, তবে তোমরা তাকে শাস্তি দেবে, কেবল ধমক দিয়ে ছেড়ে দেবে না এরূপ তিনবার করবে। আর যদি সে চতুর্থবার যিনা করে, তবে বেত্রাঘাত করার পর তাকে বিক্রি করে দেবে ; যদিও তা সামান্য চুলের রশির বিনিময়েও হয়।

٤٤١٢. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللّٰهِ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا وَقَالَ فِىْ الرَّابِعَةِ فَاِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللّٰهِ ثُمَّ لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعْرٍ *

৪৪১২। ইব্‌ন নুফায়ল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যিনাকারিণী দাসীকে প্রত্যেকবার আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে। কেবল মাত্র ধমক দিয়ে ছেড়ে দেয়া যাবে না। তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি সে চতুর্থবার যিনা করে, তবে তাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দেয়ার পর বিক্রি করে দেবে ; যদিও তা একগুচ্ছ চুলের রশির বিনিময়েও হয়।[১]

٣٢. بَابُ فِىْ اِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيْضِ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির উপর হদ্‌ লাগানো সম্পর্কে

٤٤١٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُ اشْتَكٰى رَجُلٌ مِّنْهُمْ حَتّٰى اُضْنِىَ فَعَادَ جِلْدَهُ عَلٰى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِّبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ

১. দাসীদের আল্লাহ কিতাবের বিধান অনুসারে শাস্তি দেয়ার অর্থ হলো ঃ তাকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করতে হবে। কেননা, আযাদ মহিলাদের মুকাবিলায় তাদের হক যেমন অর্ধেক, তেমনি শাস্তির ব্যাপারেও অর্ধেক ; এটাই শরীআতের বিধান। (–অনুবাদক)।

অপেক্ষা কর, এরপর তাকে শাস্তি দেবে। তিনি ﷺ আরো বলেন ঃ তোমরা তোমাদের দাসীদের উপর হদ্ কায়েম করবে, (যদি তারা যিনা করে)।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আবুল আহ্ওয়াস - আবদুল আলা (র) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শু'বা (র)- আবদুল আলা (র) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তাতে রয়েছে ঃ যতদিন সে সন্তান প্রসব না করে, ততদিন তাকে মারবে না। রাবী বলেন ঃ প্রথম বর্ণনাটি সঠিক।

٣٣. بَابٌ فِيْ حَدِّ الْقَاذِفِ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে

٤٤١٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقِيْفِيُّ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ السَّمْعِيُّ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ اَنَّ ابْنَ اَبِيْ عَدِيٍّ حَدَّثَهُم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلاَ تَعْنِيْ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ اَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْاَةِ فَضَرَبُوْا حَدَّهُمْ *

৪৪১৫। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আমার পবিত্রতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, তখন নবী করীম ﷺ মিম্বরের উপর উঠে, আমার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করে, এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, (যা অপবাদকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়)। এরপর তিনি ﷺ মিম্বর থেকে নেমে দু'জন পুরুষ (মিস্তাহ্ ও হাস্সান ইব্ন ছাবিত) ও একজন স্ত্রীলোক (হাম্না বিন্ত জাহাশ্)-এর উপর হদের বিধান জারী করেন। তখন লোকেরা তাদের উপর তা কায়েম করে।

٤٤١٦. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةُ قَالَ فَامَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَاَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ ابْنُ اَثَاثَةَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ وَيَقُوْلُوْنَ الْمَرَاةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ *

৪৪১৬। নুফায়লী (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু সেখানে আইশা (রা)-এর কথা উল্লেখ নেই।

রাবী বলেন ঃ নবী করীম ﷺ দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের উপর শাস্তির বিধান জারী করেন, যারা দুর্নাম রটনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন হাস্সান ইব্ন ছাবিত এবং মিস্তাহ্ ইব্ন আছাছা (রা)।

নুফায়লী (র) বলেন ঃ লোকেরা যে মহিলার কথা বলতো, তিনি ছিলেন-হাম্‌না বিনত জাহাশ্‌ (রা)।

٣٤. بَابُ فِى الْحَدِّ فِى الْخَمْرِ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ মদপানের শাস্তি সম্পর্কে

٤٤١٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يُوَقِّتْ فِى الْخَمْرِ حَدًّا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلَقِىَ يَمِيْلُ فِى الْفَجِّ فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا حَاذٰى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ اَفَعَلَهَا وَلَمْ يَامُرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهٖ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ حَدِيْثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هٰذَا *

৪৪১৭। হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - ইকরামা ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ মদের ব্যাপারে কোন শাস্তি নির্ধারণ করেননি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে টলমল পদে চলতে শুরু করলে, লোকেরা তাকে ধরে নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে যেতে চাইলে; সে যখন আব্বাস (রা)-এর বাড়ীর কাছে পৌঁছে, তখন হঠাৎ পালিয়ে আব্বাস (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে এবং আত্মগোপন করার জন্য দেয়ালের সাথে মিশে যায়। ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করা হলে, তিনি হাসেন এবং বলেন ঃ সে কি এরূপ করেছে ? এরপর তিনি তার সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ হাসান ইব্‌ন আলী (রা) বর্ণিত এ হাদীছটি কেবল মদীনাবাসীদের একক বর্ণনা।

٤٤١٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اَبُوْ ضَمْرَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوْهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهٖ الضَّارِبُ بِنَعْلِهٖ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهٖ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخْزَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقُوْلُوْا هٰكَذَا لَاتُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ *

৪৪১৮। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একজন মদ পানকারী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাকে প্রহার কর।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ তখন আমাদের থেকে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে, কেউ কাপড় দিয়ে তাকে মারতে থাকে। মারার পর কেউ বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে অসম্মানিত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা এরূপ বলো না। তার উপর প্রাধান্য বিস্তারে শয়তানের সাহায্য করো না।

٤٤١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ نَاجِيَةَ الْاَسْكَنْدَرَانِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيْهِ بَعْدَ الضَّرْبِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ بَكِّتُوْهُ فَاَقْبَلُوْهُ عَلَيْهِ يَقُوْلُوْنَ مَااتَّقَيْتَ اللّٰهَ مَاخَشِيْتَ اللّٰهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَرْسَلُوْهُ وَقَالَ فِيْ اٰخِرِهِ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا *

৪৪১৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ (র) - - - ইব্‌ন হাদ উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ সে ব্যক্তিকে মারধর করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন যে, তোমরা তাকে ধমক দিয়ে ছেড়ে দাও। তখন তাঁরা এরূপ বলতে থাকে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্যও লজ্জিত হওনি! এরপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি এ হাদীছের শেষে বলেন ঃ তোমরা বরং বল যে, আপনি তাকে মাফ করে দেন: ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি তার উপর রহম করুন। অন্যান্য বর্ণনা কারিগণ এ ধরনের আরো কিছু কথার উল্লেখ করেছেন।

٤٤٢٠. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ الْمَعْنٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَدَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ فَلَمَّا وُتِيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ النَّاسَ فَقَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيْفِ قَالَ مُسَدَّدٌ مِّنَ الْقُرٰى وَالرِّيْفِ فَمَا تَرَوْنَ فِيْ حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ تَرٰى اَنْ تَجْعَلَهُ كَاَخَفِّ الْحُدُوْدِ فَجَلَدَ فِيْهِ ثَمَانِيْنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ اَرْبَعِيْنَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

ضَرَبَ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ اَرْبَعِيْنَ *

৪৪২০। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ মদ পানকারীদের খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে শাস্তি দিতেন। আবূ বকর (রা) মদ পানকারীদের চল্লিশ কোড়া (চাবুক) মারতেন। এরপর উমার (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি লোকদের ডেকে বলেন ঃ বর্তমানে লোকেরা খেজুর বাগানের নিকটবর্তী যমীনে বসবাস করে, (অর্থাৎ তারা অধিকহারে মদপান করছে), তাই তাদের ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি ? তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) তাঁকে বলেন ঃ তাদের ব্যাপারে আপনি হালকা ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করুন। তখন আশিটি কোড়া মারার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ ইব্‌ন আবূ আরুবা (র) কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ মদ পানকারীদের খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে চল্লিশবার মারতেন।

রাবী শু'বা (র) কাতাদা (রা) থেকে, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মদ পানকারীদের দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশ বার মারতে হবে। (এতে ৮০টি বেত্রাঘাত হবে ৪০x২=৮০)।

٤٤٢١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَّمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْمَعْنٰى قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الدَّنَاجِ حَدَّثَنِىْ حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرُّقَاشِىُّ هُوَ اَبُوْ سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَاُتِىَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَشَهِدَ الْاٰخَرُ اَنَّهٗ رَاٰهُ يَتَقَيَّاُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ اِنَّهٗ لَمْ يَتَقَيَّاهَا حَتّٰى شَرِبَهَا فَقَالَ لِعَلِىٍّ اَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِىٌّ لِّلْحَسَنِ اَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلّٰى قَارَّهَا فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَاَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهٗ وَعَلِىٌّ يَّعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ قَالَ حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِىُّ ﷺ اَرْبَعِيْنَ وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَّهٰذَا اَحَبُّ اِلَىَّ *

৪৪২১। মুসাদ্দাদ (র) - - - হুসায়ন ইব্‌ন মুনযির রুকাশী (র), যিনি আবূ সাসান নামে পরিচিত- থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন সেখানে ওয়ালীদ ইব্‌ন উকাবা (রা)-কে উপস্থিত করা হয়। এ সময় তাঁর বিরুদ্ধে হুমরান (রা) ও অপর এক ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে মদ পান করতে দেখেছে। অপর ব্যক্তি বলে ঃ সে তাকে মদ বমি করতে দেখেছে। তখন উছমান (রা) বলেন ঃ সে মদ না পান করলে, কিভাবে মদ বমি করবে ? এরপর তিনি আলী (রা)-কে তার উপর হদ কায়েম করার নির্দেশ দেন। তখন আলী (রা) হাসান (রা)-কে বলেন ঃ যারা শাসন কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত, তাদের উচিত এ দায়িত্ব পালন

করা। তখন আলী (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা)-কে নির্দেশ দেন, তার উপর হদ কায়েম করার জন্য। তখন তিনি কোড়া নিয়ে তাকে মারা শুরু করেন এবং আলী (রা) তা গুনতে থাকেন। চল্লিশ কোড়া মারা শেষ হলে, আলী (রা) বলেন ঃ থাম, নবী করীম ﷺ মদ পানকারীকে চল্লিশ কোড়া মারতেন। কাজেই, তার জন্য ইহাই যথেষ্ট। তিনি আরো বলেন ঃ আবূ বকর (রা) মদ পানকারীকে চল্লিশ কোড়া মারতেন। কিন্তু উমার (রা) আশিটি কোড়া মারার প্রচলন করেন। আর এ সবই সুন্নাত্ তরীকা। তবে আমার কাছে এটিই অধিক প্রিয়।

٤٤٢٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنِ الدَّانَاجِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذَرِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ جَلَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَكَمَلَهَا عُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ الْاَصْمَعِىُّ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلّٰى قَارَّهَا وَلِّ شَدِيْدَهَا مَنْ تَوَلّٰى هَيِّنَهَا *

৪৪২২। মুসাদ্দাদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) মদ পানকারীকে চল্লিশ বার কোড়া মারার শাস্তি দিতেন। আর উমার (রা) তা আশিতে পূর্ণ করেন। এ সবই সুন্নাত।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ এ বাক্যের অর্থ হলো ঃ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلّٰى قَارَّهَا যে ব্যক্তি খিলাফতের সুখ-শান্তি ভোগ করবে, সে-ই এর কঠিন দায়িত্ব পালন করবে।

٣٥. بَابُ اِذَا تَتَابَعَ فِىْ شُرْبِ الْخَمْرِ

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ বার বার মদ পানকারীর শাস্তি সম্পর্কে

٤٤٢٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبُوْا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ اِنْ شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ اِنْ شَرِبُوْا فَجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ اِنْ شَرِبُوْا فَاقْتُلُوْهُمْ *

৪৪২৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ মদ পান করে, তবে তাকে কোড়া মারবে। সে যদি আবার মদ পান করে, তবে তাকে কোড়া মারবে। এরপরও যদি মদ পান করে, পুনরায় তাকে কোড়া মারবে। তারপরও যদি মদ খায় (চতুর্থবার), তবে তাকে হত্যা করবে।

٤٤٢٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ

ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهٰذَا الْمَعْنٰى قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ فِى الْخَامِسَةِ اِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوْهُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ كَذَا فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ غُطَيْفٍ فِى الْخَامِسَةِ *

৪৪২৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ বলেছেন।

٤٤٢٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَنْطَاكِىُّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ الْوَاسِطِىُّ نَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ اِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ اِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَكَذَا حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ وَكَذَا حَدِيْثُ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنْ شَرِبُوْا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُمْ وَكَذَا حَدِيْثُ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَذٰلِكَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ الْجَدَلِىِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَاِنْ عَادَ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ *

৪৪২৫। নাসর ইব্‌ন আসিম (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ মদ পান করে মাতাল হয়, তবে তাকে কোড়া মারবে। সে মদ খেয়ে আবার মাতাল হয়, তবে তাকে আবার চাবুক মারবে। সে যদি পুনরায় মদ খেয়ে মাতাল হয়, তবে তাকে আবারও কোড়া মারবে। আর সে যদি চতুর্থবার মদ খেয়ে মাতাল হয়, তবে তখন তাকে হত্যা করবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আমর ইব্‌ন আবূ সালাম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ যদি কেউ মদ পান করে, তবে তাকে চাবুক মারবে। যদি এভাবে সে চতুর্থবার মদ পান করে, তবে তাকে হত্যা করবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ সুহায়ল (র) আবূ সালিহ্ হতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন ঃ যদি চতুর্থবার মদ পান করে, তোমরা তাকে হত্যা করবে।

এভাবে আবূ নুঈম (র) ইব্‌ন উমার (রা) থেকে, নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। রাবী শরীদ (র) ও নবী করীম ﷺ হতেও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

রাবী জাদালী (র) মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যদি সে ব্যক্তি তৃতীয় বা চতুর্থবার মদ পান করে, তবে তোমরা তাকে হত্যা করবে।

٤٤٢٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ نَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ فَاُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ اُتِىَ بِهٖ فَجَلَدَهُ وَرُفِعَ الْقَتْلُ فَكَانَتْ رُخْصَةً قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَ عِنْدَهُ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمَخُوْلُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُوْنَا وَافِدِىْ اَهْلِ الْعِرَاقِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ *

৪৪২৬। আহমদ ইব্ন আব্দা (র) - - - কাবীসা ইব্ন যুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ মদ পান করে, তবে তাকে চাবুক মারবে। যদি সে আবার মদ পান করে, তবে তাকে আবর চাবুক মারবে। এরপর সে যদি তৃতীয় বা চতুর্থবার মদ পান করে, তবে তাকে হত্যা করবে। পরে একজন মদ পানকারীকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে, তিনি তাকে কোড়ার শাস্তি দেন। তাকে পুনরায় আনা হলে, তিনি পুনরায় তাকে ঐরূপ শাস্তি দেন। এরপর তাকে তৃতীয়বার নবী করীম ﷺ -এর কাছে পেশ করা হলে, তিনি তাকে চাবুক মেরে শাস্তি দেন। পরে তাকে চতুর্থবার হাযির করা হলে, নবী করীম ﷺ তাকে চাবুক মারেন এবং সে সময় হতে হত্যার নির্দেশ মওকুফ হয়ে যায়, যা পূর্বে কার্যকর ছিল।

٤٤٢٧. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ نَاشَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَااَدْرِىْ اَوْمَا كُنْتُ اَدْرِىْ مَنْ اَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا اِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيْهِ شَيْئًا اِنَّمَا هُوَشَيْئٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ *

৪৪২৭। ইসমাঈল ইব্ন মূসা (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যার উপর হদ কায়েম করবো, (ফলে সে মারা যাবে); তার দিয়াত বা রক্তপণ আমি দেব না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদ পানকারীদের ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি। এ ব্যাপারে শাস্তির যে বিধান প্রচলিত আছে, তা আমাদের দ্বারা নির্ধারিত।

٤٤٢٨. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَزْهَرَ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاٰنَ وَهُوَ فِى الرِّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَبَيْنَمَا

هُوَ كَذَالِكَ اِذْ اُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ اضْرِبُوْهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَّنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيْتَخَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْجَرِيْدَةُ الرُّطْبَةُ ثُمَّ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُرَابًا مِّنَ الْاَرْضِ فَرَمٰى بِهٖ فِىْ وَجْهِهٖ *

৪৪২৮। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আযহার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার সামনে সেই দৃশ্যটি এখনও স্পষ্ট, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর বাহনে আরোহণ করে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর বাহন তালাস করছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তিকে নবী করীম ﷺ-এর সামনে আনা হয়, যে মদ পান করেছিল। তখন তিনি লোকদের বলেন ঃ তোমরা তাকে প্রহার কর। একথা শুনে কেউ তাকে জুতা দিয়ে, কেউ তাকে লাঠি দিয়ে এবং কেউ খেজুরের ডাল দিয়ে তাকে প্রহার করতে থাকে।

রাবী ইব্‌ন ওয়াহাব (র) বলেন ঃ লোকেরা তাকে পাতাবিহীন খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মুষ্টি মাটি নিয়ে সে ব্যক্তির মুখে নিক্ষেপ করেন।

٤٤٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ وَجَدْتُّ فِىْ كِتَابِ خَالِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ عَقِيْلٍ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَزْهَرِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثٰى فِىْ وَجْهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ اَمَرَ اَصْحَابَهُ فَضَرَبُوْهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ حَتّٰى قَالَ لَهُمْ ارْفَعُوْا فَرَفَعُوْا فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْخَمْرِ اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ اَرْبَعِيْنَ صَدْرًا مِّنْ اِمَارَتِهٖ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِيْنَ فِىْ اٰخِرِ خِلَافَتِهٖ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِيْنَ وَاَرْبَعِيْنَ ثُمَّ اَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِيْنَ*

৪৪২৯। ইব্‌ন সারুহ্ (র) - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আযহার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একজন মদ পানকারী ব্যক্তিকে হাযির করা হয়, যখন তিনি হুনায়নে অবস্থান করছিলেন। তিনি মুখের উপর এক মুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করেন এবং তাঁর সাহাবীগণকে নির্দেশ দেন তাকে মারধর করার জন্য। তখন তাঁরা তাকে মারধর করে। এরপর তিনি যখন বলেন ঃ মারপিট বন্ধ কর; তখন তারা তা থেকে বিরত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর, আবূ বকর (রা) মদ পানকারীদের চল্লিশ কোড়া মারতেন। উমার (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে চল্লিশ দোররা মারতেন, পরে তাঁর খিলাফতের শেষের দিকে আশি দোররা মারতেন। উছমান

(রা) তাঁর আমলে কখনো চল্লিশ এবং কখনো আশি দোররা মারতেন। অবশেষে মুআবিয়া (রা) তাঁর শাসনামলে আশি দোররা নির্ধারিত করেন।

٣٦. بَابُ فِى اِقَامَةِ الحَدِّ فِى الْمَسْجِدِ

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে শাস্তি প্রদান করা সম্পর্কে

٤٤٣٠. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا صَدَقَةُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ نَا الشُّعْبِىُّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وُثَيْمَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّسْتَقَادَ فِىْ الْمَسْجِدِ وَاَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الْاَشْعَارُ وَاَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ *

৪৪৩০। হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - -হাকীম ইব্ন আবূ হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে, কবিতা পাঠ করতে এবং শাস্তি প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧. بَابُ فِىْ ضَرْبِ الْوَجْهِ فِى الْحَدِّ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ শাস্তি প্রদানের সময় মুখের উপর মারা সম্পর্কে

٤٤٣١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ *

৪৪৩১। আবূ কামিল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ অন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করে, তখন সে যেন তার চেহারার উপর আঘাত না করে।

٣٨. بَابُ فِى التَّعْزِيْرِ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ শাস্তি সম্পর্কে

٤٤٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ اِلاَّ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى *

৪৪৩২। কুতায়রা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত, অন্য কোন শাস্তি, দশ কোড়ার বেশী প্রদান করা যাবে না।

٤٤٣٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرٍ اِنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بُرْدَةَ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ *

৪৪৩৩। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - আবূ বুরদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছি।

كِتَابُ الدِّيَاتِ

অধ্যায় ঃ রক্তপণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الدِّيَاتِ

অধ্যায় ঃ রক্তপণ

١. بَابُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ হত্যার বিনিময়ে হত্যা সম্পর্কে

٤٤٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مُوْسٰى عَنْ عَلِىِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيْرُ وَكَانَ النَّضِيْرُ اَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَانَ اِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيْرِ قُتِلَ بِهٖ وَاِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيْرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فُوْدِى بِمِائَةِ وَسَقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِىُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيْرِ رَجُلاً مِّنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوْا ادْفَعُوْهُ اِلَيْنَا نَقْتُلْهُ فَقَالُوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَتَوْهُ فَنَزَلَتْ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ *

৪৪৩৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরায়যা ও নাযীর– ইয়াহূদীদের এ দু'টি গোত্রের মধ্যে- নাযীর গোত্রটি অধিক সম্মানিত ছিল। কুরায়রা গোত্রের কোন লোক, নাযীর গোত্রের কোন লোককে হত্যা করলে, এর বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হতো। অপর পক্ষে নাযীর গোত্রের কোন লোক কুরায়যা গোত্রের কোন লোককে হত্যা করলে, এর বিনিময়ে হত্যাকারীকে "একশো ওসক" ফিদ্‌য়া বা রক্তপণ দিতে হতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায়

আসেন, তখন নাযীর গোত্রের একটি লোক, কুরায়যা গোত্রের একজনকে হত্যা করে। তখন নাযীর গোত্রের লোকেরা তাদের বলে ঃ হত্যাকারীকে আমাদের হাতে সোপর্দ কর, আমরা তাকে হত্যা করবো। তখন বনূ কুরায়যা বলে ঃ আমাদের ও তোমাদের মাঝে নবী ﷺ আছেন, চল তার কাছে যাই। তারা নবী ﷺ-এর কাছে আসলে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ যদি আপনি তাদের মাঝে ফায়সালা করেন, তবে ইনসাফের সাথে করবেন। আর ইনসাফ হলো ঃ জানের বিনিময়ে জান। এরপর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ তারা কি যাহিলী যুগের ফায়সালা পসন্দ করে ? (এরূপ করা উচিত নয়।)

٢. بَابُ لاَيُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ اَخِيْهِ وَاَبِيْهِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা বা ভাইয়ের অপরাধে– অন্যকে শাস্তি দেয়া যাবে না

٥٣٣٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ اَيَادٍ حَدَّثَنَا اَيَادٌ عَنْ اَبِىْ رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ اَبِىْ نَحْوَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَبِى ابْنُكَ هٰذَا قَالَ اِىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ حَقًّا قَالَ اَشْهَدُ بِهٖ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبْهِىْ فِىْ اَبِىْ وَمِنْ حَلْفِ اَبِىْ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ اَمَا اِنَّهُ لاَيَجْنِىْ عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِىْ عَلَيْهِ وَقَرَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى *

৪৪৩৫। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আবূ রিম্‌ছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতার সাথে নবী ﷺ -এর নিকট গমন করি। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ একি তোমার ছেলে ? তিনি বলেন ঃ কা'বার রবের শপথ! হাঁ। নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি কি সত্য বলছো ? আমার পিতা বলেন ঃ এ ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি। তিনি বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এজন্য মুচকি হাসেন যে, আমার চেহারার সাথে আমার পিতার চেহারার হুবহু মিল ছিল, তবুও আমার পিতা শপথ করেন। এরপর নবী ﷺ বলেন ঃ জেনে রাখ! তোমার অপরাধে সে দোষী সাব্যস্ত হবে না এবং তুমিও তার অপরাধে দোষী হবে না। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ একে অপরের গুনাহের বোঝা উঠাবে না।

٣. بَابُ الْاِمَامِ يَامُرُ بِالْعَفْوِ فِى الدَّمِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ রক্তপণ মাফের ব্যাপারে ইমামের নির্দেশ সম্পর্কে

٥٣٣٦. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنَ اَبِى الْعَوْجَاءِ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اُصِيْبَ بِقَتْلٍ اَوْ خَبْلٍ فَاِنَّهُ يَخْتَارُ اِحْدٰى ثَلٰثٍ اِمَّا اَنْ

يَّقتَصَّ وَاِمَّا اَنْ يَعْفُوَ وَاِمَّا اَنْ يَّاخُذَ الدِّيَةَ فَاِنْ اَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

৪৪৩৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ শূরায়হ খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির উপর কোন হত্যার বা অংগচ্ছেদের বিপদ আসে, তাকে যেন তিনটির মধ্যে কোন একটি সুযোগ দেয়া হয়। হয়তো রক্তপণ নেবে, নয়তো মাফ করে দেবে, অথবা বিনিময় নেবে। এরপর যদি সে চতুর্থ কোন বিষয়ের আকাংক্ষা করে, তবে তার হাত ধরে তা থেকে বিরত রাখতে হবে। এরপরও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে, তবে তার জন্য ভীষণ আযাব নির্ধারিত আছে।

٥٣٣٧. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رُفِعَ اِلَيْهِ شَيْئٌ فِيْهِ قِصَاصٌ اِلاَّ اَمَرَ فِيْهِ بِالْعَفْوِ *

৪৪৩৭। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কোন কিসাসের মোকদ্দমা দায়ের হতে দেখেছি, তখনই আমি তাঁকে নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের তা মাফ করে দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে দেখেছি।

٥٣٣٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَدَفَعَهُ اِلٰى وَلِىِّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَااَرَدْتُ قَتْلَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْوَلِىِّ اَمَا اِنَّهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ قَالَ فَخَلّٰى سَبِيْلَهُ قَالَ فَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّىَ ذَا النِّسْعَةِ *

৪৪৩৮। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ-এর যামানায় এক ব্যক্তি নিহত হলে, তাঁর কাছে এ মোকদ্দমা আসে। তখন তিনি হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের হাতে সোপর্দ করেন। হত্যাকারী বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র শপথ ! আমি তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারি নাই। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের বলেন ঃ যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয় এবং তোমরা তাকে হত্যা কর, তবে নিশ্চয়ই তোমরা জাহান্নামী হবে। একথা শুনে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। এ সময় তার দু' হাত চামড়ার বেল্ট দিয়ে বাঁধা ছিল। সে তা টেনে ছিড়ে ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে আসে। ফলে তার উপাধি হয়ে যায়। "ফিতাধারী ব্যক্তি।"

٤٤٣٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ نَايَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفٍ نَاحَمْزَةُ اَبُوْعُمَرِ الْعَائِذِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ جِيْئَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِيْ عُنُقِهِ النِّسْعَةُ قَالَ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ اَتَعْفُوْا قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَاخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهٖ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ اَتَعْفُوْا قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَاخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهٖ فَلَمَّا كَانَ فِى الرَّابِعَةِ قَالَ اَمَا اِنَّكَ اِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوْءُ بِاِثْمِهٖ وَاِثْمِ صَاحِبِهٖ قَالَ فَعَفَا عَنْهُ قَالَ فَاَنَا رَاَيْتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ *

৪৪৩৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায়সারা (র) - - - ওয়ায়েল ইব্ন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে একজন হত্যাকারীকে আনা হয়। যার গলায় চামড়ার বেল্ট বাঁধা ছিল। তখন নবী ﷺ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বলে ঃ না। তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি কি রক্তপণ গ্রহণ করবে ? সে বলে ঃ না। তখন নবী ﷺ আবার তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তাকে হত্যা করবে ? সে বলে ঃ হাঁ। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তাকে নিয়ে যাও। এরপর সে ব্যক্তি যখন তাকে নিতে চাইলো, তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি তাকে মাফ করে দেবে ? সে বলে ঃ না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি রক্তপণ গ্রহণ করবে ? সে বলে ঃ না। তখন নবী বলেন ঃ তুমি কি তাকে হত্যা করবে ? সে বলে ঃ হাঁ। তখন তিনি তাকে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। এসময় তিনি তাকে চতুর্থবারের মত বলেন ঃ দেখ, যদি তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, হবে সে ব্যক্তি তোমার ও নিহত ব্যক্তির গুনাহের ভাগী হবে। এ কথা শুনে সে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়।

রাবী বলেন ঃ তখন আমি সে হত্যাকারী ব্যক্তিকে বেল্ট টানতে টানতে যেতে দেখি।

٤٤٤٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْسَرَةَ نَايَحْيَي بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ جَامِعُ بْنَ مَطَرٍقَالَ حَدَّثَنِيْ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ *

৪৪৪০। উবাদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (র) - - - জামে ইব্ন মাতার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলকামা ইব্ন ওয়ায়েল উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٤٤٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ الْحَجَّاجِ نَا يَزِيْدُ بْنُ عَطَاءِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنُ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ بِحَبَشِيٍ فَقَالَ اِنَّ هٰذَ اقْتَلَ ابْنَ اَخِيْ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ

ضَرَبْتُ رَاسَهُ بِالْفَاسِ وَ لَمْ اُرِدْ قَتْلَهُ قَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّى دِيَتَهُ قَالَ لاَ قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ اَرْسَلْتُكَ تَسْئَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَمَوَ الِيْكَ يُعْطُوْنَكَ قَالَ لاَ قَالَ لِلرَّجُلِ خُذْهُ فَخَرَجَ بِهٖ لِيَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّهُ اِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلَ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ فَقَالَ هُوَذَا فَمُرْ فِيْهِ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسِلْ يَبُوْءُ بِاِثْمِ صَاحِبِهٖ وَاِثْمِهٖ فَيَكُوْنُ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ فَاَرْسَلَهُ *

৪৪৪১। মুহাম্মদ ইব্ন আওফ (র) - - - আলকামা ইব্ন ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি একজন হাবশীকে নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর কাছে আসে এবং বলে ঃ এ ব্যক্তি আমার ভাইয়ের ছেলেকে হত্যা করেছে। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি তাকে কিরূপে হত্যা করেছ ? সে বলে ঃ আমি তার মাথায় কুঠার দিয়ে আঘাত করেছিলাম, কিন্তু এতে আমার হত্যার ইচ্ছা ছিল না। তিনি বলেন ঃ তোমার কাছে রক্তপণ দেয়ার মত মাল আছে কি ? সে বলে ঃ না। তিনি বলেন যদি আমি তোমাকে ছেড়ে দেই তবে কি তুমি লোকদের থেকে চেয়ে রক্তপণের টাকা যোগাড় করতে পারবে ? সে বলে ঃ না। তিনি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তেমার ওয়ারিছরা তোমার পক্ষ হতে দিয়াত পরিশোধ করতে পারবে কি ? সে বলে ঃ না। তখন নবী ﷺ নিহত ব্যক্তির চাচাকে বলেন ঃ তুমি তাকে নিয়ে যাও। সে ব্যক্তি তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে নিতে চাইলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি এ ব্যক্তি তাকে হত্যা করে, তবে সেও অনুরূপ গুনাহের অধিকারী হবে। নবী ﷺ -এর এ কথা তার ব্যাপারে যা খুশী ফায়সালা করুন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তাকে ছেড়ে দাও। সে নিহত ব্যক্তির ও তার নিজের গুনাহের কারণে দোজখের অধিবাসী হবে। একথা শুনে সে তাকে ছেড়ে দেয়।

٤٤٤٢. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا مُحَمَّدُ يَعْنِى ابْنَ اِسْحٰقَ فَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ ضُمَيْرَةَ ح وَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَّاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَبْرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِىَّ وَهٰذَا حَدِيْثُ وَهْبٍ وَّهُوَ اَتَمُّ يُحَدِّثُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مُوْسٰى وَجَدِّهٖ وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُنَيْنًا ثُمَّ رَجَعْنَا اِلٰى حَدِيْثِ وَهْبٍ اَنَّ مُحَلِّمَ ابْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِىَّ قَتَلَ رَجُلاً مِّنْ اَشْجَعَ

فِى الْاِسْلاَمِ وَذٰلِكَ اَوَّلُ غِيَرٍ قَضٰى بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةَ فِىْ قَتْلِ الْاَشْجَعِىِّ لاَنَّهُ مِنْ غَطْفَانَ وَ تَكَلَّمَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُوْنَ مُحَلِّمٍ لاَنَّهُ مِنْ خُنْدُفٍ فَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ كَثُرَتِ الْخُصُوْمَةَ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعُيَيْنَةُ اَلاَ تَقْبَلُ الْغِيَرَ فَقَالَ عُيَيْنَةَ لاَ وَاللّٰهِ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى نِسَائِهٖ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحَزَنِ مَا اَدْخَلَ عَلٰى نِسَائِىْ قَالَ ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُوْمَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعُيَيْنَةُ اَلاَ تَقْبَلُ الْغِيَرَ فَقَالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذٰلِكَ اَيْضًا اِلٰى اَنْ قَامَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ لَيْثٍ يُّقَالُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَّفِىْ يَدِهٖ دَرَقَةٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمْ اَجِدْ لَمَّا فَعَلَ هٰذَا فِىْ غُرَّةِ الْاِ سْلاَمِ مَثَلاً اِلاَّ غَنَمًا وَرَدَتْ فَرَمٰى اَوَّلَهَا فَنَفَرَ اٰخِرُهَا اسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيِّرْ غَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُوْنَ فِىْ فَوْرِنَا هٰذَا وَخَمْسُوْنَ اِذَا رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَذٰلِكَ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ وَمُحَلِّمٌ رَّجُلٌ طَوِيْلٌ اٰدَمُ وَهُوَ فِى طَرْفِ النَّاسِ فَلَمْ يَزَالُوْا حَتّٰى تَخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِىْ بَلَغَكَ وَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ فَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَتَلْتَهُ بِسِلاَحِكَ فِىْ غُرَّةِ الْاِسْلاَمِ اَللّٰهُمَّ لاَتَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ بِصَوْتٍ عَالٍ زَادَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَقَامَ وَاَنَّهُ لِيَتَلَقّٰى دُمُوْعَهُ بِطَرْفِ رِدَائِهٖ قَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ فَزَعَمَ قَوْمُهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَغْفَرَلَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ *

৪৪৪২। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - যিয়াদ ইব্‌ন সা'আদ ইব্‌ন যামীরা (রা) তার পিতা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ই হুনায়েনের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলেন।

রাবী ওয়াহাব (র)-এর সূত্রে বলেন ঃ মুহাল্লাম ইব্‌ন জাছামা লায়ছী (রা) আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তিকে ইসলামী যুগে হত্যা করেছিল। এটাই ছিল প্রথম দিয়াতের ঘটনা, যার ফায়সালা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেন। এরপর উয়ায়না আশাজ গোত্রের পক্ষে কথাবার্তা বলেন, আর তিনি ছিলেন গাত্‌ফান গোত্রের লোক এবং আকরা' ইব্‌ন হাবিস (রা) মুহাল্লাম গোত্রের পক্ষে কথাবার্তা বলেন, আর তিনি ছিলেন খুন্‌দুফ গোত্রের লোক। কথাবার্তা চলাকালে ঝগড়া যখন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে উয়ায়না ! তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে না ? তখন উয়ায়না বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি দিয়াত গ্রহণ করবো না; যতক্ষণ না তাদের স্ত্রীলোকেরা ঐরূপ শোকাতুরা হয়,

যেরূপ আমাদের মহিলারা হয়েছে। এভাবে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা চলতে থাকে এবং ঝগড়া যখন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে; তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে উয়ায়ানা! তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে না ? তখন উয়ায়না (রা) আগের মত জবাব প্রদান করে। এ সময় লায়ছ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, যার নাম ছিল মুকায়তিল, যিনি স্বশস্ত্র অবস্থায় ঢালসহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ ব্যক্তি ইসলামের প্রথম যুগে যা করেছে, তার উদাহারণ ঐ বকরীর পালের মত, যারা কোথাও পানি পান করাকালে, তাদের একটি কারাহত হলে বাকীরা ভয়ে পালিয়ে যায়। কাজেই, আজ এ ব্যক্তির নিকট হতে কিসাস না নিয়ে, যদি দিয়াত কবূল করা হয়, তবে ভবিষ্যতে আরো লোক নিহত হতে থাকবে, যা ইসলামী বিধানের পরিবর্তন স্বরূপ হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন এই নির্দেশ দেন ঃ হত্যাকারী এখনই পঞ্চাশটি উট প্রদান করবে এবং বাকী পঞ্চাশটি উট মদীনায় ফিরে গিয়ে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে দেবে। এ ঘটনা নবী ﷺ -এর কোন এক সফরে ঘটেছিল।

মুহাল্লাম (রা) ছিলেন দীর্ঘদেহী এবং উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। তিনি এতক্ষণ লোকদের একপাশে বসেছিলেন। মুক্তির নির্দেশ প্রাপ্তির পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে এসে বসেন। এ সময় তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। এরপর তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যে অপরাধ করেছি, তা আপনি জানেন। আমি মহান আল্লাহ্র কাছে তাওবা করছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি মহান আল্লাহ্র দরবারে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি কি ইসলামের প্রথম যুগে তোমার তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করনি ? ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি মুহাল্লামকে ক্ষমা করবেন না। তিনি উচ্চকণ্ঠে এরূপ ঘোষণা দেন।

রাবী আবূ সালামা (র) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এ কথা শুনে মুহাল্লাম তার চাদরের কোণা দিয়ে নিজের অশ্রু মুছতে থাকেন।

রাবী ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ তার কাওমের লোকদের ধারণা ছিল, অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাল্লামের মাগ্ফিরাতের জন্য দু'আ করেন।

٤. بَابُ وَلِيِّ الْعَمَدِ يَاخُذُ الدِّيَةَ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী দিয়াত নিতে চাইলে সে সম্পর্কে

٤٤٤٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ نَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هٰذَا الْقَتِيْلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَاِنِّىْ عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِىْ هٰذِهٖ قَتِيْلٌ فَاَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ اَنْ يَّاخُذُوا الْعَقْلَ اَوْ يَقْتُلُوْا *

৪৪৪৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ শুরায়হ কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বলেন ঃ হে খুযা'আ গোত্রের লোকেরা ! তোমরা শ্রবণ কর। তোমরা হুযায়ল গোত্রের এ লোককে হত্যা করেছ। আমি এর দিয়াত আদায় করে দেবে। আমার এই নির্দেশের পর যদি কোন গোত্রের কেউ নিহত হয়, তবে তার উত্তরাধিকারীদের দু'টি ইখ্তিয়ার থাকবে – হয় তারা দিয়াত গ্রহণ করবে, নয়তো হত্যাকারীকে কতল করবে।

٤٤٤٤. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ نَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ دَاوُدَا نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ نَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُّؤْدَى وَاِمَّا اَنْ يُّقَادَ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُبْ لِيْ قَالَ الْعَبَّاسُ اَكْتُبُوْالِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اكْتُبُوْا لاَبِيْ شَاهٍ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ اَحْمَدُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اكْتُبُوْالِيْ يَعْنِيْ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৪৪৪। আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন মক্কা বিজয় হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বলেন ঃ যার কোন আপন জন মারা গেছে, তার দু'টি ইখতিয়ার আছে। হয়তো সে হত্যাকারীর নিকট হতে দিয়াত গ্রহণ করবে, নয়তো কিসাস নিবে। তখন ইয়ামনের আবূ শাহ্ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটি আমাকে লিখে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা আবূ শাহকে এটা লিখে দাও।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ আবূ শাহ (রা) বলেছিলেন ঃ তোমরা আমাকে নবী ﷺ -এর ভাষণটি লিখে দাও।

٥. بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ اَخْذِ الدِّيَةِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করলে – সে সম্পর্কে

٤٤٤٥. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَاَحْسِبُهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اُعْفِيْ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ اَخْذِ الدِّيَةِ *

৪৪৪৫। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হত্যাকরী থেকে দিয়াত গ্রহণের পর তাকে হত্যা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো না।

٦. بَابُ فِيْمَنْ سَقٰى رَجُلاً سَمًّا اَوْ اَطْعَمَهُ فَمَا اَيُقَادُمِنْهُ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কাউকে বিষাক্ত খাদ্য-পানীয় পান করায় এবং সে তাতে মারা যায়, তবে তার থেকে কিসাস নেয়া যাবে কি না ?

٤٤٤٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيِّ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ امْرَاَةً يَهُوْدِيَّةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَاةً مَّسْمُوْمَةً فَاَكَلَ مِنْهَا فَجِيْئَ بِهَا اِلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اَرَدْتُّ لاَقْتُلَكَ فَقَالَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلٰى ذٰلِكِ اَوْ قَالَ عَلَىَّ قَالَ فَقَالُوْا لاَنَقْتُلُهَا قَالَ لاَ فَمَا زَالَتْ اَعْرِفُهَا فِىْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪৪৪৬। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ইয়াহূদী এক নারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বিষ-মিশ্রিত বকরীর গোশত নিয়ে আসে। যা থেকে তিনি কিছু ভক্ষণ করেন। ঐ মহিলাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির করা হলে, তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন সে বলে ঃ আমি আপনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এরূপ করেছি। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে এ জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন নি। তখন সাহাবীগণ বলেন ঃ আমরা কি তাকে হত্যা করবো না ? তিনি বলেন ঃ না।

রাবী আনাস (রা) বলেন ঃ আমি এ বিষের ক্রিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দাঁতের মাড়িতে সব সময় প্রকাশ পেতে দেখেছি।

٤٤٤٧. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيْدٍ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ح وَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَّاَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ هَارُوْنُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَاَةً مِّنَ الْيَهُوْدِ اَهْدَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَاةً مَّسْمُوْمَةً قَالَ فَمَا عَرَضَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذِهِ اُخْتُ مُرَحَّبٍ الْيَهُوْدِيَّةِ الَّتِىْ سَمَّتِ النَّبِىَّ ﷺ *

৪৪৪৭। দাঊদ ইব্ন রাশীদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার এক ইয়াহূদী রমণী নবী করীম ﷺ -এর নিকট হাদিয়া স্বরূপ একটি বিষ-মিশ্রিত বকরীর গোশত প্রেরণ করে। যদ্দরুণ তিনি তাকে কিছুই বলেননি।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ সে মহিলাটি ছিল মুরাহ্হাব নামক এক ইয়াহূদীর বোন, যে নবী ﷺ -এর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।

٤٤٤٨. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً مِّنْ اَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَّصْلِيَّةً ثُمَّ اَهْدَتْهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الذِّرَاعَ فَاَكَلَ مِنْهَا وَاَكَلَ رَهْطٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ مَعَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهَا اَسَمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاةَ قَالَتِ الْيَهُوْدِيَّةُ مَنْ اَخْبَرَكَ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ هٰذِهِ فِيْ يَدِيَ الذِّرَاعُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَرَدْتِ اِلٰى ذٰلِكَ قَالَتْ قُلْتُ اِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَمْ يَضُرُّهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ نَّبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتُوُفِّيَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كَاهِلِهِ مِنْ اَجْلِ الَّذِيْ اَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجَمَهُ اَبُوْهِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلٰى لِبَنِيْ بَيَاضَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ *

৪৪৪৮। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বরের একজন ইয়াহূদী নারী ভুনা-বকরীর সাথে বিষ মিশ্রিত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার রানের গোশত ভক্ষণ করেন এবং সাহাবীদের কেউ কেউ তা ভক্ষণ করে। এ সময় তিনি তাঁর সাহাবীদের বলেন ঃ তোমরা তোমাদের হাত উঠিয়ে নেও, (অর্থাৎ তোমরা আর খেয়োনা)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে ইয়াহূদী নারীকে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি এ বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়েছ ? তখন সে জিজ্ঞাসা করে ঃ কে আপনাকে এ খবর দিয়েছে ? তিনি বলেন ঃ বকরীর এই রানটি। তখন সে নারী বলে ঃ হাঁ। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার এরূপ করার উদ্দেশ্য কি ? সে নারী বলে ঃ যদি আপনি নবী হন, তবে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না ; আর যদি আপনি নবী না হন, তবে আপনার থেকে পরিত্রাণ পাব, (এ জন্য আমি এরূপ করেছি)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে মহিলাকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করেননি। বিষ মিশ্রিত গোশত ভক্ষণের ফলে নবী ﷺ-এর সাহাবীদের কেউ কেউ মারা যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে এ বকরীর বিষ-মিশ্রিত গোশত খাওয়ার কারণে তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে শিংগা লাগান। আবূ হিন্দ (রা), যিনি বনূ বায়াযা আনসারী (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি গাভীর শিং ও ছুরির দ্বারা নবী ﷺ-এর দেহে শিংগা লাগান।

٤٤٤٩. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ نَا خَالِدٌ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَهْدَتْ لَهُ يَهُوْدِيَّةٌ بِخَيْبَرَ بِشَاةٍ مَّصْلِيَّةٍ نَحْوَ

حَدِيْثِ جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ الْاَنْصَارِيُّ فَاَرْسَلَ اِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِيْ صَنَعْتِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ جَابِرٍ فَاَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُتِلَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ اَمْرَ الْحِجَامَةِ *

৪৪৪৯। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বরের এক ইয়াহূদী নারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটি বিষ-মিশ্রিত ভুনা-বকরী হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করে। এরপর তিনি জাবির (রা)-এর হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ এ বকরীর গোশত খাওয়ার কারণে বিশ্‌র ইব্‌ন বারা' ইব্‌ন মা'রুর আনসারী (রা) ইন্‌তিকাল করেন। তখন নবী ﷺ সে মহিলাকে উপস্থিত করে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কেন এরূপ করলে ? এরপর তিনি জাবির (রা)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে মহিলাকে হত্যার নির্দেশ দিলে, তাকে হত্যা করা হয়। রাবী এ বর্ণনায় শিংগা লাগানোর কথা উল্লেখ করেননি।

٧. بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ اَوْمَثَّلَ بِهِ اَيُقَادُ مِنْهُ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করে, অথবা তার কোন অংগছেদ করে, তার থেকে কি কিসাস নেওয়া হবে ?

٤٤٥٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৪৫০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করবে, তাকে আমরা হত্যা করবো, আর যে ব্যক্তি তার গোলামের নাক-কান কাটবে, আমরাও তার নাক-কান কেটে দেব।

٤٤٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَامُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَصٰى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَحَمَّادٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ مِثْلَ حَدِيْثِ مُعَاذٍ *

৪৪৫১। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - আবূ কাতাদা (রা) উপরোক্ত হাদীছের সনদে, অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার গোলামকে খাসী করবে, আমরাও তাকে খাসী করে ছাড়বো। এরপর রাবী শো'বা ও হাম্মাদের হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) এ হাদীছ হিশাম থেকে, মা'আযের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٤٥٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِاِسْنَادِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ زَادَ ثُمَّ اِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَكَانَ يَقُوْلُ لاَيُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ *

৪৪৫২। হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - কাতাদা (রা) শু'বা (র)-এর সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর রাবী হাসান (র) এ হাদীছ ভুলে যান এবং বলেন ঃ কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।

٤٤٥٣. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لاَيُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ *

৪৪৫৩। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন আযাদ ব্যক্তিকে গোলামের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।

٤٤٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيْمٍ الْعَتَكِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَنَا سَوَّارُ اَبُوْ حَمْزَةَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ جَارِيَةٌ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَيْحَكَ مَالَكَ فَقَالَ شَرٌّ اَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةٌ لَهُ فَغَارَ فَجَبَّ مَذَا كِيْرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذْهَبْ اَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى مَنْ نُصْرَتِيْ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اَوْ قَالَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ *

৪৪৫৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান (র) - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়েব (র) তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা এক ব্যক্তি চীৎকার দিতে দিতে নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার একটি দাসী। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কি হয়েছে বল ? তখন সে বলে ঃ খুবই খারাপ ! আমার মনিবের একটি দাসী আছে, তাকে আমি দেখে ফেলাতে মনিব ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পুরুষাংগ কেটে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সে ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে ডাকা হলে, সে না আসায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যাও তুমি আযাদ। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ ব্যাপারে কে আমাকে সাহায্য করবে ? (অর্থাৎ আমার মনিব যদি জোরপূর্বক ধরে নিয়ে আমাকে দাসে পরিণত করে, তবে কে আমাকে সাহায্য করবে ?) তখন নবী ﷺ বলেন ঃ প্রত্যেক মু'মিন বা

প্রত্যেক মুসলমান তোমার সাহায্য করবে।

٨. بَابُ الْقَسَامَةِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী পরিচয় না পাওয়া গেলে, মহল্লাবাসীদের কসম গ্রহণ সম্পর্কে

٤٤٥٥. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنٰى قَالاَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَتَّهَمُّوا الْيَهُوْدَ فَجَاءَ اَخُوْهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَاَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِىْ اَمْرِ اَخِيْهِ وَهُوَ اَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكُبْرُ الْكُبْرُ اَوْ قَالَ لِيَبْدَ اَلْكُبْرُ فَتَكَلَّمَا فِىْ اَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهٖ فَقَالُوْا اَمْرٌ لَّمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهٖ قَالَ سَهْلٌ دَخَلْتُ مِرْبَدًا لَّهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِىْ نَاقَةٌ مِّنْ تِلْكَ الْاِبِلِ بِرِجْلِهَا قَالَ حَمَّادٌ هٰذَا اَوْ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ فِيْهِ اَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَّتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ اَوْ قَاتِلِكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِشْرٌ دَمَ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ يَّحْيٰى كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَّرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَّحْيٰى فَبَدَاَ بِقَوْلِهٖ تُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا يَّحْلِفُوْنَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاِسْتِحْقَاقَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ *

৪৪৫৫। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছমা ও রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ মুহায়য়েসা ইব্‌ন মাসউদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল (রা) খায়বরের উদ্দেশ্যে বের হন। কিন্তু তারা একটি খেজুর বাগানে পৌঁছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল নিহত হন। লোকেরা ইয়াহূদীদের দোষারূপ করে। তখন তার ভাই আবদুর রহমান

ইব্‌ন সাহ্‌ল এবং চাচাতো ভাই – হুয়ায়সা ও মুহায়সা (রা) নবী করীম ﷺ -এর কাছে গমন করেন। এ সময় আবদুর রহমান, যিনি তাদের মধ্যে সব চাইতে কম বয়সের ছিলেন, তার ভাইয়ের ব্যাপারটি নবী ﷺ -কে বলতে শুরু করেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ বড়কে সম্মান কর : অথবা তিনি বলেন ঃ বড়কে বলতে দাও। তখন হুয়ায়সা ও মুহায়সা (রা) নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কসম করে বলবে ঃ সে হত্যা করেছে। তখন তারা বলে ঃ আমরা যা দেখিনি, সে ব্যাপারে আমরা কি ভাবে কসম করবো ? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তাহলে ইয়াহূদীদের পঞ্চাশ ব্যক্তি এ সম্পর্কে কসম করে বলবে ঃ তারা এ ব্যাপারে দোষী নয়, বরং দোষ মুক্ত। তখন তারা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তারা তো কাফির !

রাবী বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তাদের দিয়াত দিয়ে দেন।

রাবী সাহ্‌ল (রা) বলেন ঃ আমি একদিন তাদের আস্তাবলে গেলে, সে উট থেকে একটি উট আমাকে পদাঘাত করে। রাবী হাম্মাদ (র) ও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ বিশ্‌র ইব্‌ন মুফাদ্‌দাল ও মালিক (র) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ তোমরা কি পঞ্চাশটি কসম খেয়ে তোমাদের নিহত ব্যক্তির হকদার হতে চাও ?[১]

٤٤٥٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِّنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهٖ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَّمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلٰى خَيْبَرَ مِنْ جُهْدٍ اَصَابَهُمْ فَاَتٰى مُحَيِّصَةُ فَاَخْبَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِىْ فَقِيْرٍ اَوْ عَيْنٍ فَاَتٰى يَهُوْدَ فَقَالَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ فَاَقْبَلَ حَتّٰى قَدِمَ عَلٰى قَوْمِهٖ فَذَكَرَ لَهُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ اَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِىْ كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرْكَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَّدُوْا صَاحِبَكُمْ وَاِمَّا اَنْ يُّؤْذَنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ فَكَتَبُوْا اَنَّا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বলেন ঃ কোন মহল্লার যে সমস্ত লোকেরা কতলের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হবে, কেবল তারাই কসম খাবে। আর সে মহল্লার অধিবাসীদের সংখ্যা যদি পঞ্চাশের কম হয়, তা একাধিক কসম দিয়ে পূরণ করতে হবে। এরূপ করাকেই "ক্বাসামা" বলে। কিন্তু কাসামাতে কিসাস ওয়াযিব নয়। অবশ্য কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে দিয়াত দিতে হবে। (–অনুবাদক।)

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا لَيْسُوْا مُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِىْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ *

৪৪৫৬। আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছ্‌মা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল ও মুহায়না (রা) বিপদগ্রস্ত হয়ে খায়বরের দিকে রওয়ানা হন। এ সময় মুহায়সা (রা)-কে কোন এক ব্যক্তি এরূপ সংবাদ দেয় যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল (রা)-কে হত্যা করে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি ইয়াহূদীদের কাছে গিয়ে বলেন ঃ তারা বলে ঃ আল্লাহ্‌র কসম "আমরা তাকে হত্যা করিনি। এরপর তিনি তার কাওমের কাছে ফিরে গিয়ে, তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর তিনি, তার বড় ভাই হুয়ায়াসা এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহ্‌ল (রা) নবী ﷺ -এর কাছে গমন করেন। এ সময় মুহায়না (রা) যিনি খায়বরের ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন, তা বর্ণনা করতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ বড় ভাইয়ের বলা উচিত। এরপর হুয়ায়সা (রা) বর্ণনা শেষ করলে, পুনরায় মুহায়সা (রা) বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হয়তো ইয়াহূদীরা দিয়াত প্রদান করবে, নয়তো তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে তাদের কাছে পত্র লিখলে তারা জানায় ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুয়ায়সা ও আবদুর রহমান (রা)-কে বলেন ঃ তোমরা কি কসম খেয়ে তোমাদের ভাইয়ের কিসাস গ্রহণ করতে পার ? তারা বলে ঃ না। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তবে ইয়াহূদীরা তোমাদের জন্য শপথ করে বলুক। তারা বলে ঃ তারা তো মুসলমান নয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ হতে দিয়াত আদায় করে দেন এবং তিনি তাদের কাছে একশো উট পাঠিয়ে দেন, যা তাদের ঘরে পৌঁছে যায়।

রাবী সাহ্‌ল (রা) বলেন ঃ এর থেকে একটা লাল রঙের উট আমাকে লাথি মেরেছিল।

٤٤٥٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ نَا ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ابْنِ سُفْيَانَ اَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرِّعَا عَلٰى شَطِّ لَيَّةِ الْبَحْرَةِ قَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ مِنْهُمْ وَهٰذَا لَفْظُ مَحْمُوْدٍ بِبَحْرَةٍ اَقَامَةُ مَحْمُوْدٌ وَّحْدَهُ عَلٰى شَطِّ لَيَّةِ الْبَحْرَةِ *

৪৪৫৭। মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ নাযর ইব্‌ন মালিকের এক ব্যক্তিকে 'বাহ্‌রাতির-রিগা' নামক স্থানে 'লাইয়াতি বাহারের' পাশে কাসামার কারণে হত্যা করেছিলেন।

٩. بَابُ فِىْ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাসামার দ্বারা কিসাস গ্রহণ না করা

٤٤٥٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِىُّ نَا اَبُوْ نُعَيْمٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِىُّ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَفَرًا مِّنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوْا اِلٰى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا فَوَجَدُوْا اَحَدَهُمْ قَتِيْلاً فَقَالُوْا لِلَّذِيْنَ وَجَدُوْهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا فَقَالُوْا مَا قَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً فَانْطَلَقْنَا اِلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ تَاْتُوْنِىْ بِالْبَيِّنَةِ عَلٰى مَنْ قَتَلَ قَالُوْا مَالَنَا بَيِّنَةٍ قَالَ فَيَحْلِفُوْنَ لَكُمْ قَالُوْا لاَ تَرْضٰى بِاَيْمَانِ الْيَهُوْدِ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَن يُّبْطُلَ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِّنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ *

৪৪৫৮। হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - বাশীর ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক আনসার, যার নাম ছিল সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছামা (রা) তাকে বলেন যে, আমাদের কিছু লোক খায়বর অভিমুখে রওয়ানা হয়। তারা পথিমধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় তারা দেখতে পায় যে, তাদের একজন নিহত হয়েছে। তখন তারা ঐ ব্যক্তির লাশ যেখানে ছিল, তাদের বলে ঃ তোমরাই একে হত্যা করেছ। তারা বলে ঃ না, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং তার হত্যাকারী কে, তা-ও আমরা জানি না। এরপর আমরা নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে ঘটনা বিবৃত করলে, তিনি বলেন ঃ যে তাকে হত্যা করেছে, তার ব্যাপারে তোমরা আমার সামনে সাক্ষ্য পেশ কর। তখন তারা বলে ঃ আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি ﷺ বলেন ঃ তবে তারা তোমাদের জন্য কসম করে বলুক। তারা বলে ঃ আমরা তো ইয়াহূদীদের শপথে রাযী হতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটা অপসন্দ করেন যে, নিহত ব্যক্তির রক্ত বৃথা যাক। তাই তিনি সাদাকার উট থেকে একশো উট তাদেরকে দিয়াতস্বরূপ প্রদান করেন।

٤٤٥٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ رَاشِدٍ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىِّ نَا عُبَادَةُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اَصْبَحَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ مَقْتُوْلاً بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ اَوْلِيَاءُهُ اِلٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَنْ يَكُنْ ثَمَّ اَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّمَا هُمْ يَهُوْدُ وَقَدْ يَجْتَرِؤُنَ عَلٰى اَعْظَمَ مِنْ هٰذَا قَالَ فَاخْتَارُوْا

مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ فَاسْتَحْلِفُوْهُمْ فَابَوْا فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ *

৪৪৫৯। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনসারদের এক ব্যক্তি খায়বর নামক স্থানে নিহত হয়। তখন তার উত্তরাধিকারিগণ নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কাছে কি এমন দু'জন সাক্ষী আছে, যারা নিহত ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে ? তারা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেখানে তো কোন মুসলমান ছিল না, তারা তো সবাই ইয়াহূদী। তারা এর চাইতে জঘন্য কাজ করেও চিন্তা করে না। এরপর তিনি বলেন ঃ তোমরা তাদের থেকে পঞ্চাশজনকে বেছে নাও এবং তাদের শপথ প্রদান করাও। এতে তারা আপত্তি করলে, নবী ﷺ নিজের পক্ষ হতে তাদের দিয়াত দিয়ে দেন।

٤٤٦٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ نَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ اَنَّ سَهْلاً وَّاللّٰهِ اَوْهَمَ الْحَدِيْثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلَى الْيَهُوْدِ اَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ قَتِيْلٌ فَدُوْهُ فَكَتَبُوْا يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا مَّا قَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا قَاتِلاً قَالَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ *

৪৪৬০। আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন বুজায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ ! সাহ্ল এ হাদীছের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। আসল ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াহূদীদের নিকট এমর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, তোমাদের নিকট এক ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কাজেই তোমরা তার দিয়াত আদায় কর। তখন তারা এর জবাবে পঞ্চাশ বার কসম খেয়ে লেখে যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং তার হত্যাকারী কে, তা আমরা জানি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ হতে দিয়াতস্বরূপ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের একশো উট প্রদান করেন।

٤٤٦١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِّجَالٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْيَهُوْدِ وَبَدَاَبِهِمْ يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُوْنَ رَجُلاً فَابَوْا فَقَالَ لِلْاَنْصَارِ اسْتَحِقُّوْا فَقَالُوْا نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دِيَةً عَلَى يَهُوْدَ لِاَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ *

৪৪৬১। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ও সুলায়মান ইব্ন ঘাসার

(রা) একজন আনসার থেকে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম ﷺ ইয়াহূদীদের বলেন ঃ তোমাদের পঞ্চাশজন কসম কর। তখন তারা তা অস্বীকার করে। তখন তিনি আনসারদের বলেন ঃ তোমরা কসম দিয়ে তোমাদের হক প্রতিষ্ঠিত কর। তখন তারা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি গায়েবের উপর কসম করবো ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে নিহত ব্যক্তির দিয়াত ইয়াহূদীদের উপর চাপিয়ে দেন। কেননা, তাদের মাঝেই সে ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায়।

١٠. بَابُ اَيُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ بِحَجَرٍ اَوْ بِمِثْلِ مَاقَتَلَ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ হত্যাকারী হতে কিসাস গ্রহণ করা সম্পর্কে

٤٤٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ جَارِيَةً وُّجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَاسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا اَفُلاَنٌ اَفُلاَنٌ حَتّٰى سَمَّى الْيَهُوْدِىَّ فَاَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَاُخِذَ الْيَهُوْدِىُّ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّرَضَّ رَاسُهُ بِالْحِجَارَةِ *

৪৪৬২। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা একটা মেয়ের মাথা পাথর দ্বারা দলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কে তোমার সাথে এরূপ দুর্ব্যবহার করেছেন ? অমুক, না অমুক : এ পর্যায়ে একজন ইয়াহূদীর নাম উচ্চারিত হলে, সে মাথা হেলিয়ে তা সমর্থন করে। তখন সে ইয়াহূদীকে পাকড়াও করা হলে, সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করার নির্দেশ দেন।

٤٤٦٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيًا قَتَلَ جَارِيَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ عَلٰى حُلِىٍّ لَّهَا ثُمَّ اَلْقَاهَا فِىْ قَلِيْبٍ وَّرَضَّحَ رَاسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَاُخِذَ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَاَمَرَبِهٖ اَنْ يُّرْجَمَ حَتّٰى يَمُوْتَ فَرُجِمَ حَتّٰى مَاتَ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ وَرَوَاهُ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَيُّوْبَ نَحْوَهُ *

৪৪৬৩। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ইয়াহূদী, অলংকারের লোভে জনৈক আনসার সাহাবীর মেয়েকে হত্যা করে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং তার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। সে ধৃত হয়ে নবী করীম ﷺ-এর সামনে উপস্থিত হলে, তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। এরপর তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ ইব্ন জুরায়হ আইউব (র) হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

٤٤٦٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ

زَيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْهَا اَوْضَاحٌ لَّهَا فَرَضَخَ رَاسَهَا يَهُوْدِيٌّ بِحَجَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ قَتَلَكِ قَالَتْ نَعَمْ بِرَاَسِهَا فَاَمَرَبِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৪৬৪। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একটা মেয়ে অলংকারে সুসজ্জিত ছিল। তখন (অলংকারের লোভে) জনৈক ইয়াহূদী পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ -বিচূর্ণ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে মেয়েটির কাছে তখন যান, যখন তার দেহে প্রাণের স্পন্দন ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে তোমাকে মেরেছে ? অমুক মেরেছে কি ? তখন সে মাথা হেলিয়ে বলে ঃ না। তিনি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আচ্ছা, অমুক মেরেছে কি ? তখনও সে মাথা হেলিয়ে বলে ঃ না। এরপর তিনি বলেন ঃ আচ্ছা, অমুক ব্যক্তি তোমাকে মেরেছে কি ? তখন সে মাথা হেলিয়ে বলে ঃ হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশে দু'টি পাথর দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়।

١١. بَابُ اَيُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কাফিরের বিনিময়ে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না

٤٤٦٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَّمُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ نَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَالْاَشْتَرُ اِلٰى عَلِيٍّ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ اِلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ لاَ اِلاَّ مَافِىْ كِتَابِ هٰذَا قَالَ مُسَدَّدٌ فَاَخْرَجَ كِتَابًا قَالَ اَحْمَدُ كِتَابًا مِّنْ قِرَابِ سَيْفِهٖ فَاِذَا فِيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ تَكَافَادِمَائُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ اَلاَ لاَيُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَّلاَ ذُوْعَهْدٍ فِىْ عَهْدِهٖ مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْاٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ اَبِىْ عَرُوْبَةَ فَاَخْرَجَ كِتَابًا *

৪৪৬৫। আহমদ ইব্ন হাম্বাল (র) - - - কায়স ইব্ন আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি এবং উশ্তুর ইব্ন মালিক (র) আলী (রা)-এর নিকট গমন করি। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে কি এমন বিশেষ কোন কথা বলে গেছেন, যা সাধারণের নিকট বলেননি ? তিনি বলেন ঃ না, তবে যা তিনি বলেছেন, তা সবই আমার এ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। এরপর তিনি তার তরবারির খাপ থেকে একটি চিঠি বের করেন, যাতে এরূপ লেখা ছিল ঃ সমস্ত মুসলমানের রক্ত সমান এবং সমস্ত মুসলমান – অমুসলিমের মুকাবিলায় এক হাতস্বরূপ।

নগণ্যতম মুসলমানের উপর অন্যান্য মুসলমানের হক আছে। কিন্তু কোন মুসলমানকে – কোন কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না এবং কোন যিম্মীকেও তার (ওয়াদা পূরণের) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হত্যা করা যাবে না। যে ব্যক্তি দীনের মধ্যে নতুন কিছু আমদানী করবে, এর যিম্মাদারী তারই উপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি দীন সম্পর্কে নতুন কিছু বলবে, বা যে এরূপ করবে, তার সহযোগিতা করবে ; সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্, সমস্ত ফেরেশতা এবং সকল মানুষের লা'নত বর্ষিত হবে।

٤٤٦٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَلِيٍّ زَادَ فِيْهِ وَيُجِيْرُ عَلَيْهِمْ اَقْصَاهُمْ وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلٰى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيْهِمْ عَلٰى قَاعِدِهِمْ *

৪৪৬৬। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (র) - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, একজন নগণ্য ব্যক্তি ও তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে এবং একজন সাহসী যোদ্ধা ও একজন ভীরু যোদ্ধা ও গনীমতের মালের সমান অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি সৈন্যদলে অবস্থান করে যুদ্ধ করবে এবং যে দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করবে, উভয়ই মালে-গনীমতের সমান অংশ পাবে।

١٢. بَابُ فِيْ وُجِدَ مَعَ اَهْلِهٖ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ

১২. অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর কাছে অন্য পুরুষকে পায়, সে কি তাকে হত্যা করবে ?

٤٤٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ اَهْلِهٖ رَجُلاً يَقْتُلُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَعْدٌ بَلٰى وَالَّذِيْ اَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْمَعُوْا اِلٰى مَايَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ اِلٰى مَايَقُوْلُ سَعْدٌ *

৪৪৬৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ না তখন সা'দ (রা) বলেন ঃ

আল্লাহর শপথ ! যিনি আপনাকে সত্যসত সম্মানিত করেছেন। (আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করবো)। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের নেতা কি বলছেন, তা তোমরা শোন।

রাবী আবদুল ওয়াহাব (র) বলেন ঃ সা'দ কি বলেছে ?

٤٤٦٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَاَتِىْ رَجُلاً اُمْهِلُهُ حَتّٰى اٰتِىَ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ قَالَ نَعَمْ *

৪৪৬৮। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলেন ঃ আমি যদি আমার স্ত্রীর কাছে অন্য কোন পুরুষকে পাই, তবে চার ব্যক্তির সাক্ষ্য না পাওয়া পর্যন্ত আমি কি তাকে ছেড়ে দেব ? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

١٣. بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلٰى يَدَيْهِ خَطَأً

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারী হাতে কেউ যদি ভুলে আহত হয়, তবে কি করতে হবে।

٤٤٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ اَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِىْ صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ اَبُوْ جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَاَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالُوْا اَلْقَوَدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوْا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوْا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ هٰؤُلاَءِ اللَّيْثِيِّيْنَ اَتَوْنِىْ يُرِيْدُوْنَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوْا اَرَضِيْتُمْ قَالُوْا لاَفَهَمَّ الْمُهَاجِرُوْنَ بِهِمْ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَكُفُّوْا عَنْهُمْ فَكَفُّوْا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ اَرَضِيْتُمْ فَقَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ اِنِّىْ خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوْا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَرَضِيتُم قَالُوا نَعَم *

৪৪৬৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম

ﷺ আবূ জাহ্‌ম ইব্‌ন হুযায়ফা (রা) যাকাত আদায় করার জন্য পাঠায়। তখন তার সাথে এ ব্যাপারে এক ব্যক্তির বচসা হলে, তিনি তাকে মারধর করেন, যাতে তার মাথা ফেটে যায়। তার গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমাদের কিসাস বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন। তিনি বলেন ঃ তোমরা এ পরিমাণ মাল গ্রহণ কর। তারা তাতে রাযী না হলে, তিনি বলেন ঃ তোমরা এ পরিমাণ মাল গ্রহণ কর। এতেও তারা রাযী না হলে, তিনি বলেন ঃ তোমরা এ পরিমাণ মাল গ্রহণ কর। তখন তারা তা নিতে সম্মত হয়। এরপর নবী ﷺ বলেন ঃ আমি দুপুরে ভাষণ দিয়ে লোকদেরকে তোমাদের সম্মতির কথা জানিয়ে দেব। তখন তারা বলে ঃ ঠিক আছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ খুতবা দেয়ার সময় বলেন ঃ লায়ছ গোত্রের এ সব লোকেরা আমার নিকট কিসাস গ্রহণের জন্য এসেছিল, আমি তাদের এ পরিমাণ মাল দিয়েছি এবং তারা তাতে রাযী হয়েছে। এরপর তিনি তাদের বলেন ঃ তোমরা কি রাযী হয়েছ? তারা বলে ঃ না। তখন মুহাজিররা তাদের শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাদের তা থেকে বিরত রাখেন। ফলে তারা বিরত থাকে। এরপর নবী ﷺ তাদের আহ্বান করে আরো কিছু মাল দেয়ার ঘোষণা দেন এবং বলেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট হয়েছে। তখন তারা বলে ঃ হাঁ। নবী ﷺ বলেন ঃ এখন আমি আমার ভাষণে লোকদেরকে তোমাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দেই? তখন তারা বলে ঃ হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ভাষণের মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলে ঃ হাঁ।

١٤. بَابُ الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الْاَمِيْرِ مِنْ نَفْسِهِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ মারপিটের কিসাস এবং হাকীমের নিজের থেকে কিসাস দেয়া প্রসংগে

٤٤٧٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَسِّمُ قَسْمًا اَقْبَلَ رَجُلٌ فَاَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعُرْجُوْنٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ *

৪৪৭০। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্‌ (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কিছু জিনিস পত্র বণ্টন করছিলেন। সে সময় এক ব্যক্তি তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লে, তিনি তাকে সরাবার উদ্দেশ্যে ধাক্কা দিলে, তাঁর হাতের ছুরির আঘাতে সে ব্যক্তির মুখ যখম হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ সে ব্যক্তিকে বলেন ঃ তুমি এসো এবং আমার থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ কর। সে ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি আপনাকে মাফ করে দিয়েছি।

٤٤٧١. حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ

عَنْ اَبِىْ فِرَاسٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَبْعَثْ عُمَّالِىْ لِيَضْرِبُوْا اَبْشَارَكُمْ وَلاَ لِيَأْخُذُوا اَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهٖ ذٰلِكَ فَلْيَرفَعهُ اِلَىَّ اُقِصُّهُ مِنْهُ قَالَ عَمْرُوبْنُ الْعَاصِ لَوْاَنَّ رَجلاً اَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهٖ تُقِصُّهُ مِنْهُ قَالَ اِىْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اُقِصُّهُ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَصَّ مِنْ نَفْسِهٖ *

৪৪৭১। আবূ সালিহ্ (র) - - - আবূ ফিরাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি আমার কর্মচারীদের এজন্য পাঠাই না যে. তারা তোমাদের শরীরে আঘাত করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেবে। যদি কেউ এরূপ করে. তবে আমাকে জানালে. তার থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবো।

আমর ইব্ন আস (রা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ যদি কর্মচারী তার কোন প্রজাকে ভদ্রতা শিখবার জন্য শাস্তি দেয়. তবুও কি আপনি সে জন্য তার থেকে কিসাস গ্রহণ করবেন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আল্লাহ্র শপথ ! যার নিয়ন্ত্রকে আমার জীবন। আমি তার থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবো। কেননা. আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর নিজের পক্ষ হতেও কিসাস আদায় করতে দেখেছি।

١٥. بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের খুনীকে ক্ষমা করা সম্পর্কে

٤٤٧٢. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيْدٍ نَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمُقْتَتِلِيْنَ اَنْ يَنْحَجِزُوا الْاَوَّلَ فَالاَوَّلَ اِنْ كَانَتِ امْرَاَةٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَنْحَجِزُوا يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ *

৪৪৭২। দাউদ ইব্ন রাশীদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মারামারিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের উচিত, কিসাস গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকা। যে অধিক নিকটবর্তী, তার উচিত হত্যাকারীকে ক্ষমা করা ; যদিও সে মহিলা হয়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ " يَنْحَجِزُوْا " শব্দের অর্থ – কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

٤٤٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا ابْنُ السَّرحِ نَا سُفْيَانُ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ مَنْ قُتِلَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِىْ عِمِّيَا فِىْ رَمْىٍ يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ اَوْ ضَرْبٍ بِالسِّيَاطِ

اَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَوَدُيَدٍ ثُمَّ اتَّفَقَ وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَغَضَبُهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلاَ عَدلٌ وَّحَدِيْثُ سُفْيَانَ اَتَمُّ *

৪৪৭৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - তাউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত পাথরের মারা যাবে, অথবা চাবুক বা লাঠির আঘাতে মারা যাবে, এটা ভুলবশতঃ হত্যার অনুরূপ। এর দিয়াত হবে ভুলবশতঃ হত্যার দিয়াতের মত। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হবে, তার হত্যার বিনিময়ে কিসাস দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি মারামারি থামাতে গিয়ে মারা যাবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত ও গযব। তার থেকে তাওবা ও ফিদ্‌য়া গ্রহণ করা যাবে না এবং তার ফরয ও নফল আমল কবূল করা হবে না। সুফিয়ান (র) বর্ণিত হাদীছটি সম্পূর্ণ।

٤٤٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ غَالِبٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ نَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ *

৪৪৭৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ গালিব (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এরপর তিনি রাবী সুফিয়ান (র) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦. بَابُ الدِّيَةِ كَمْ هِىَ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ দিয়াতের (হত্যার বিনিময়ের) পরিমাণ সম্পর্কে

٤٤٧٥. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ نَا اَبِىْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ مَنْ قَتَلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِّنَ الاِبِلِ ثَلٰثُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلٰثُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَّثَلاَثُوْنَ حِقَّةٌ وَّعَشْرَةُ بَنِىْ لَبُوْنٍ ذَكَرٍ *

৪৪৭৫। হারূন ইব্‌ন যায়দ (র) - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভুলবশতঃ হত্যার জন্য একশো উট প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন ; যার ত্রিশটি হবে এক বছর বয়সের, ত্রিশটি দু'বছর বয়সের, ত্রিশটি তিন বছর বয়সের এবং বাকী দশটি দু-তিন বছরের বয়সের হতে হবে।

٤٤٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُثْمَانَ نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيْمَةُ الدِّيَةِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانَ مِائَةِ دِيْنَارٍ اَوْ ثَمَانِيَةَ اٰلَافِ دِرْهَمٍ وَّدِيَةُ اَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَكَانَ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ حَتّٰى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ اَلَا اِنَّ الْاِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلٰى اَهْلِ الذَّهَبِ اَلْفَ دِيْنَارٍ وَّعَلٰى اَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَىْ عَشَرَ اَلْفَ دِرْهَمٍ وَعَلٰى اَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَّعَلٰى اَهْلِ الشَّاةِ اَلْفَىْ شَاةٍ وَّعَلٰى اَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ اَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيْمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ *

৪৪৭৬। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাকীম (র) - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় দিয়াতের মূল্যমান ছিল–আট শত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা আট হাযার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)-এর অনুরূপ। এ সময় আহ্লে-কিতাব (ইয়াহূদ- নাসারা)-দের জন্য দিয়াতের পরিমাণ ছিল মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত দিয়াতের অর্ধেক. যার প্রচলন উমার (রা)-এর খিলাফতের পূর্ব পর্যন্ত ছিল। তিনি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে গিয়ে বলেন ঃ এখন উটের দাম বেড়ে গেছে। রাবী বলেন ঃ এরপর উমার (রা) দিয়াতের মূল্যমান আটশত দীনার হতে এক হাযার দীনারে এবং আট হাযার দিরহাম হতে বার হাযার দিরহাম নির্ধারিত করেন। আর তিনি গাভীর মালিকদের জন্য দুইশো গাভী এবং বকরীর মালিকদের জন্য দু' হাযার বকরী নির্ধারণ করেন। তিনি যিম্মীদের দিয়াত আগের মত বহাল রাখেন এবং তাতে কিছু বৃদ্ধি করেননি. যেমন তিনি মুসলমানদের দিয়াত বৃদ্ধি করেন।

٤٤٧٧. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى الدِّيَةِ عَلٰى اَهْلِ الْاِبِلِ مِائَةً مِّنَ الْاِبِلِ وَعَلٰى اَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَّعَلٰى اَهْلِ الشَّاءِ اَلْفَىْ شَاةٍ وَّعَلٰى حُلَّةٍ وَّعَلٰى اَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَرَاْتُ عَلٰى سَعِيْدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِىِّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ ذَكَرَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ مُوْسٰى وَقَالَ وَعَلٰى اَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لَا اَحْفَظُهُ *

৪৪৭৭। মূসা ইব্‌ন ইসামাঈল (র) - - - আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়াতের ব্যাপারে – উটের মালিকদের জন্য একশো উট, গরুর

মালিকদের জন্য দুইশো গরু, বকরীর মালিকের জন্য দুই হাযার বকরী, কাপড়ের মালিকের উপর একশো জোড়া কাপড় দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি গমের মালিকের জন্য গম দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যার পরিমাণ রাবী মনে রাখতে সক্ষম হননি।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন ইয়াকূব – আবূ তুমায়লা (র) থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আতা (রা) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরয করেছেন, এরপর তিনি মূসা (র) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ তিনি ﷺ গমের বা খাদ্য-শস্যের মালিকের জন্য দিয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ; কিন্তু এর পরিমাণ কি, তা আমার মনে নেই।

٤٤٧٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُوْنَ حِقَّةً وَّعِشْرُوْنَ جَذَعَةً وَّعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَّعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَّعِشْرُوْنَ بَنِيْ مَخَاضٍ ذَكَرًا *

৪৪৭৮। মসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভুলবশত হত্যার জন্য বিশটি হিক্‌কা (চার বছর বয়সের উট), বিশটি জাযা'আ (ভেঁড়া), বিশটি বিনতে মাখায (উটনী), বিশটি বিনতে লাবুন (দুগ্ধবতী উটনী) এবং বিশটি খাসী মাখায (পুরুষ উট) নির্ধারিত করেছেন।

٤٤٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ عَدِيٍّ قَدْ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَى عَشَرَ اَلْفًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ *

৪৪৭৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আদী গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নিহত হলে নবী ﷺ তার জন্য বার হাযার দিরহাম ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ ইব্‌ন উয়ায়না আমর (র) হতে, তিনি ইকরামা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। এখানে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নাম উল্লেখ নেই।

١٧. بَابُ دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ

১৭.অনুচ্ছেদঃ অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত, ভুলবশত হত্যার দিয়াতের অনুরূপ

٤٤٨٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُسَدَّدٌ الْمَعْنٰى قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ

الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ اِلٰى هٰهُنَا حَفِظْتُهُ مِنْ مُسَدَّدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا اَلاَ اِنَّ كُلَّ مَاثُرَةٍ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعٰى مِنْ دَمٍ اَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَىَّ اِلاَّ مَاكَنَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اِنَّ دِيَةَ الْخَطَاءِ شِبْهُ الْعَمْدِ مَاكَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَامِائَةٌ مِّنَ الْاِبِلِ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلاَدُهَا وَحَدِيْثُ مُسَدَّدٍ اَتَمُّ *

৪৪৮০। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দেন। তিনি তিনবার তাকবীর পাঠের পর বলেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। রাবী বলেন ঃ আমি হাদীছের এ অংশটুকু রাবী মুসাদ্দাদ (র) থেকে সংগ্রহ করেছি।

এরপর নবী ﷺ বলেন ঃ জেনে রাখ ! জাহিলী যুগের যে সব ফযীলতের বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে, অথবা যে সব খুন ও মালের দাবী আছে, তা সবই আমার পায়ের নীচে ; (অর্থাৎ তা সবই বাতিল ঘোষিত হলো)। অবশ্য হাজীদের পানি পান করানো এবং আল্লাহ্‌র ঘরের খিদমতের দায়িত্ব পূর্ববৎ বহাল থাকবে, (অর্থাৎ বনূ হাশিম ও বনূ শায়রা এ দু'টি কাজ করে যাবে)।

নবী ﷺ আরো বলেন ঃ শুনে রাখ। অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত, ভুলবশত হত্যার ন্যায়, যা চাবুক বা লাঠির দ্বারা সংঘটিত হয়। এর দিয়াতের পরিমাণ হলো – একশো উট ; যার চল্লিশটি হবে গর্ভবতী এবং অবশিষ্টগুলো হবে সেরূপ, যা আগের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তবে মুসাদ্দাদ (র) বর্ণিত হাদীছটি পরিপূর্ণ।

٤٤٨١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ اَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلٰى دَرَجَةِ الْبَيْتِ اَوِ الْكَعْبَةِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَ حَدِيْثِ خَالِدٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ السَّدُوْسِيِّ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৪৮১। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এরূপ বর্ণনা করেছেন, যেরূপ উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা শরীফের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন, অথবা এর চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন।

٤٤٨٢. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ قَضٰى عُمَرُ فِيْ شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاَثِيْنَ جَذَعَةً وَّاَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً مَّابَيْنَ ثَنِيَّةٍ اِلٰى بَازِلِ عَامِهَا.

৪৪৮২। নুফায়লী (র) - - - মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমার (রা) অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত – ত্রিশটি হিক্‌কা, ত্রিশটি জাযা'আ এবং চল্লিশটি উট – যাদের বয়স ছয় থেকে নয় বছরের মধ্যে আদায় করার নির্দেশ দেন।

٤٤٨٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمُرَةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ فِيْ شِبْهِ الْعَمْدِ اَثْلاَثًا ثَلاَثٌ وَّثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَّثَلاَثٌ وَّثَلاَثُوْنَ جَذَعَةً وَاَرْبَعٌ وَّثَلاَثُوْنَ ثَنِيَّةً اِلٰى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ *

৪৪৮৩। হান্নাদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত পশু দ্বারা তিনভাগে আদায় করতে হবে ; যথা – তেত্রিশটি হিক্‌কা, তেত্রিশটি জাযা'আ, চৌত্রিশটি ছানীয়া – (আট-দশ বছর বয়সের উট) ; যাদের সবই গর্ভবতী হবে।

٤٤٨٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمُرَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْخَطَاِ اَرْبَاعًا خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ حِقَّةً وَّخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَّخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ *

৪৪৮৪। হান্নাদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত চারভাগে আদায় করতে হবে : যথা – পঁচিশটি হিক্‌কা, পঁচিশটি জাযা'আ, পঁচিশটি বিনতে লাবুন এবং পঁচিশটি বিনতে মাখায আদায় করতে হবে।

٤٤٨٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فِيْ شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ حِقَّةً وَّخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ جَذَعَةً وَّخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَّخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مُخَاضٍ *

৪৪৮৫। হান্নাদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে এরূপ বলেছেন যে, পঁচিশটি হিক্‌কা, তেত্রিশটি জাযা'আ, পঁচিশটি বিনতে লাবুন এবং পঁচিশটি বিনতে মাখায দিয়াত হিসাবে আদায় করতে হবে।

٤٤٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى نَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ عَنْ اَبِىْ عِيَّاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِبْنِ ثَابِتٍ فِى الْمُغَلَّظَةِ اَرْبَعُوْنَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَّثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَّثَلاَثُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَّفِى الْخَطَاءِ ثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَّثَلاَثُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَّعِشْرُوْنَ بَنِىْ لَبُوْنٍ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ *

৪৪৮৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান ও যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ চল্লিশটি জাযা'আ, ত্রিশটি হিক্‌কা ও ত্রিশটি বিনতে লাবুন – দিয়াতস্বরূপ দিতে হবে।

তাঁরা ভুলবশত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ ত্রিশটি হিক্‌কা, ত্রিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি বনূ লাবুন (উট) এবং বিশটি বিনতে মাখায উট – আদায় করতে হবে।

٤٤٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى نَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَاِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِى السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ وَّالْاُنْثٰى حِقَّةٌ لاَنَّهُ يَسْتَحِقُّ اَنْ يُّرْكَبَ عَلَيْهِ وَيُحْمَلَ عَلَيْهِ فَاِذَا دَخَلَتْ فِى الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَّجَذَعَةٌ فَاِذَا دَخَلَ فِى السَّابِعَةِ فَهُوَ رُبَاعٌ وَّرُبَاعِيَّةٌ فَاِذَا دَخَلَ فِى الثَّامِنَةِ وَاَلْقَى السِّنَّ الَّذِىْ بَعْدَ الرُّبَاعِيَّةِ فَهُوَ سَدِيْسٌ وَّسَدِسٌ فَاِذَا دَخَلَ فِى التَّاسِعَةِ وَفَطَرَنَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ وَاِذَا دَخَلَ فِى الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَّلٰكِنْ يُّقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَّبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ اِلٰى مَارَادَ وَقَالَ النَّضْرُبْنُ شُمَيْلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ وَّبِنْتُ لَبُوْنٍ لِّسَنَتَيْنِ وَحِقَّةٌ لِّثَلاَثٍ وَّجَذَعَةٌ لاَرْبَعٍ وَّثَنِىٌّ لِّخَمْسٍ وَّرُبَاعٌ لِّستٍّ وَّسَدِيْسٌ لِّسَبْعٍ وَّبَازِلٌ لِّثَمَانٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ وَّالْاَصْمَعِىُّ وَالْجَذُوْعَةُ وَقْتٌ وَّلَيْسَ بِسِنٍّ قَالَ اَبُوْحَاتِمٍ فَاِذَا اَلْقٰى رَبَاعِيَّتَهُ فَهُوَ رُبَاعٌ وَّقَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ اِذَا اَلْقَحَتْ فَهِىَ خَلِفَةٌ فَلاَ تَزَالُ خَلِفَةً اِلٰى عَشْرَةِ اَشْهُرٍ فَاِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ اَشْهُرٍ فَهِىَ عَشْرَاءُ قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ اِذَا اَلْقٰى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِىٌّ وَّاِذَا اَلْقٰى

٤٤٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى نَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ عَنْ اَبِىْ عَيَّاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِبْنِ ثَابِتٍ فِى الْمُغَلَّظَةِ اَرْبَعُوْنَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَّثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَّثَلاَثُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَّفِى الْخَطَاٴ ثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَّثَلاَثُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَّعِشْرُوْنَ بَنِىْ لَبُوْنٍ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ *

৪৪৮৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান ও যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ চল্লিশটি জাযা'আ, ত্রিশটি হিক্‌কা ও ত্রিশটি বিনতে লাবুন – দিয়াতস্বরূপ দিতে হবে।

তাঁরা ভুলবশত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ ত্রিশটি হিক্‌কা, ত্রিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি বনূ লাবুন (উট) এবং বিশটি বিনতে মাখায উট – আদায় করতে হবে।

٤٤٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى نَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَاِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِى السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ وَّالْاُنْثٰى حِقَّةٌ لاَنَّهُ يَسْتَحِقُّ اَنْ يُّرْكَبَ عَلَيْهِ وَيُحْمَلَ عَلَيْهِ فَاِذَا دَخَلَتْ فِى الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَّجَذَعَةٌ فَاِذَا دَخَلَ فِى السَّابِعَةِ فَهُوَ رُبَاعٌ وَّرُبَاعِيَّةٌ فَاِذَا دَخَلَ فِى الثَّامِنَةِ وَاَلْقَى السِّنَّ الَّذِىْ بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ فَهُوَ سَدِيْسٌ وَّسَدِسٌ فَاِذَا دَخَلَ فِى التَّاسِعَةِ وَفَطَرَنَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ وَاِذَا دَخَلَ فِى الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اِسْمٌ وَّلٰكِنْ يُّقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَّبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ اِلٰى مَارَادَ وَقَالَ النَّضْرُبْنُ شُمَيْلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ وَّبِنْتُ لَبُوْنٍ لِّسَنَتَيْنِ وَحِقَّةٌ لِّثَلاَثٍ وَّجَذَعَةٌ لاَرْبَعٍ وَّثَنِىٌّ لِّخَمْسٍ وَّرُبَاعٌ لِّستٍ وَّسَدِيْسٌ لِسَبْعٍ وَّبَازِلٌ لِّثَمَانٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ وَّالْاَصْمَعِىُّ وَالْجَذُوْعَةُ وَقْتٌ وَّلَيْسَ بِسِنٍّ قَالَ اَبُوْحَاتِمٍ فَاِذَا اَلْقٰى رَبَاعِيَّتَهُ فَهُوَ رُبَاعٌ وَّقَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ اِذَا اَلْقَحَتْ فَهِىَ خَلِفَةٌ فَلاَ تَزَالُ خَلِفَةً اِلٰى عَشْرَةِ اَشْهُرٍ فَاِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ اَشْهُرٍ فَهِىَ عَشْرَاءُ قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ اِذَا اَلْقٰى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِىٌّ وَّاِذَا اَلْقٰى

رُبَاعِيَتُهُ فَهُوَ رُبَاعٌ *

৪৪৮৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে সেরূপ বলেছেন, যেরূপ উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ রাবী আবূ উবায়দ ও অন্যান্যরা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, যখন উট বা উটনীর বয়স চার বছর হয়, তখন তাদের বলা হয় – হিক্ এবং হিক্কা। কেননা, এ সময় সে ভার বহনের যোগ্য হয় এবং তার উপর সওয়ার হওয়া যায়। এরপর যখন তার বয়স পাঁচ বছর হয়, তখন উটকে জাযা'আ এবং উটনীকে জাযা'আতুন বলা হয়। পরে তাদের বয়স ছ'বছর হয়, তখন তাদের সামনের দাঁত বের হয়, তখন তাদের ছানী বা ছানীয়া বলা হয়। আর উটের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদের রুবা'আ ও রুবা'ইয়্যা বলা হয়। এরপর উটের বয়স যখন আট বছর হয়, এবং রুবা'ইয়্যা পরবর্তী দাঁত নির্গত হয়, তখন তাদের সাকীসুন ও সাদেসুন বলা হয়। আর উটের বয়স যখন ন'বছর হয়, তখন তার পিঠে কুঁজ দেখা দেয়, তখন তাদের বাযিল – এক বছরের, বাযিল – দু'বছরের, এভাবে বলা হয়। এরপর উটের বয়স যখন দশ বছর হয়, তখন তাদের মুখলিফ – এক বছরের, মুখলিফ – দু'বছরের, এভাবে বলা হয়।

নাযর ইব্‌ন শুমায়ল (র) বলেন ঃ এক বছর উটনীকে – বিনতে মাখায : দু'বছর বয়সের উটনীকে – বিনতে লাবুন : তিন বছর বয়সের উট নীকে হিক্কা, চার বছর বয়সের উটনীকে জাযা'আ ; পাঁচ বছর বয়সের উটনীকে - ছানীয়া ; ছ'বছর বয়সের উটনীকে – রাবু'আ ; সাত বছর বয়সের উটনীকে – সাদীস এবং আট বছর উটনীকে – বাযিল বলা হয়।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ রাবী আবূ হাতিম ও আছমা'ঈ (র) বর্ণনা করেছেন যে, জাযা'আ হলো – একটা সময় মাত্র, এটি বিশেষ কোন বয়সের নাম নয়। রাবী আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ যখন উটের রুবা'ঈ দাঁত বের হয়, তখন তাকে রুবা'আ উট বলা হয়। রাবী আবূ উবায়দা (র) বলেন ঃ যখন উটনী গর্ভবতী হয়, তখন তাকে 'খিল্‌ফা' বলা হয় এবং দশমাস যখন পূর্ণ হয়, তখন সে উটনীকে - 'আশরাউ' বলা হয়।

রাবী আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ যখন উটের সামনের দাঁত রেব হয়, তখন তাকে 'মুছান্না' এবং যখন তার রুবা'ঈ দাঁত বের হয়, তখন তাকে 'রুবা'আ' উটরূপে আখ্যায়িত করা হয়।

١٨. بَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ অংগ-প্রত্যংগের দিয়াত সম্পর্কে

٤٤٨٨. حَدَّثَنَا اَسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا عَبْدَةُ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْاِبِلِ *

৪৪৮৮। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সব আংগুল সমান, এর দিয়াত হলো - দশ - দশটি উট।

٤٤٨٩. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ نَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ عَنْ مَّسْرُوْقِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ قُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ غَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوْقَ بْنَ اَوْسٍ وَرَوَاهُ اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ غَالِبٌ التَّمَّارُ بِاِسْنَادِ اَبِيْ الْوَلِيْدِ وَرَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِيْ صَفِيَّةَ عَنْ غَالِبٍ بِاِسْنَادِ اِسْمٰعِيْلَ *

৪৪৮৯। আবূ ওয়ালীদ (র) - - - আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ সব আংগুল সমান, তখন আমি বলি ঃ প্রত্যেক আংগুলের দিয়াত কি দশ-দশটি উট? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

٤٤٩٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى ح وَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِيْ ح وَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ سَوَاءٌ يَعْنِى الْاِبْهَامَ وَالْخِنْصَرَ *

৪৪৯০। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এটি এবং ওটি অর্থাৎ কনিষ্ঠা এবং অনামিক – দু'টি আংগুলই সমান।

٤٤٩١. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِيْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْاَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ سَوَاءٌ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنٰى عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَحَدَّثَنَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ النَّضْرِ *

৪৪৯১। আব্বাস আনবারী (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সব আংগুল সমান এবং সব দাঁত সমান – দিয়াতের ব্যাপারে। তা সামনের দাঁত হোক বা পেছনের। আর এটি এবং ওটি ও সমান – সমান – অর্থাৎ কনিষ্ঠা ও অনামিকা আংগুল ও সমান।

٤٤٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ اَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ

عَنْ يَّزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَسْنَانُ سَوَاءٌ وَّ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ *

৪৪৯২। মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দাঁত এবং আংগুলই দিয়াতের ব্যাপারে সমান সমান।

٤٤٩٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانَ نَا اَبُوْ نُمَيْلَةَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَزِيْدَ الدَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً *

৪৪৯৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাত ও পায়ের আংগুলসমূহকে মর্যাদার দিক দিয়ে সমান বলে উল্লেখ করেছেন।

٤٤٩٤. حَدَّثَنَا هَدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا هَمَّامٌ نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ خُطْبَتِهٖ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهٗ اِلَى الْكَعْبَةِ فِى الْاَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৪৯৪। হুদ্‌বা ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়েব (রা) তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করীম ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আংগুলের জন্য দিয়াত হলো – দশ-দশটি উট। এ সময় তিনি তাঁর পিঠ কা'বা ঘরের সাথে ঠেশ দিয়ে রাখেন।

٤٤٩٥. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ اَبُوْ خَيْثَمَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِى الْاَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِيْ عَنْ شَيْبَانَ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ فَحَدَّثْنَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ صَاحِبٌ لَّنَا ثِقَةٌ قَالَ شَيْبَانُ نَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِيْ ابْنَ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَاِ عَلٰى اَهْلِ الْقُرٰى اَرْبَعَ مِائَةِ دِيْنَارٍ اَوْعَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلٰى اَثْمَانِ الْاِبِلِ فَاِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِيْ قِيْمَتِهَا وَاِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نُقِصَ مِنْ قِيْمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ اَرْبَعِ مِائَةِ دِنَارٍ اَوْ عِدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ الْاٰفِ دِرْهَمٍ قَالَ وَقَضٰى رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَّمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِى الشَّاءِ فَاَلْفَىْ شَاةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَقْلَ مِيْرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيْلِ عَلٰى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضُلَ فَلِلْعَصَبَةِ قَالَ وَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاَنْفِ اِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ وَاِنْ جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُوْنَ مِنَ الْاِبِلِ اَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ اَوْمِائَةُ بَقَرَةٍ اَوْ اَلْفُ شَاةٍ وَفِى الْيَدِ اِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِى الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِى الْمَامُوْمَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ مِنَ الْاِبِلِ وَثُلُثٌ اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ اَوِ الْبَقَرِ اَوِالشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذٰلِكَ وَفِى الْاَصَابِعِ فِىْ كُلِّ اِصْبَعٍ عَشْرٌ مِّنَ الْاِبِلِ وَفِى الْاَسْنَانِ فِى كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِّنَ الْاِبِلِ وَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ عَقْلَ الْمَرْاَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوْا لَايَرِثُوْنَ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ مَافَضُلَ عَنْ وَّرَثَتِهَا فَاِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُوْنَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْئٌ وَّاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ اَقْرَبُ النَّاسِ اِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدٌ هٰذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِىْ بِهٖ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ *

৪৪৯৫। যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) - - - আমর ইবন শু'আয়েব (রা) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ দাঁতের দিয়াত হলো – পাঁচটি উট।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আমার গ্রন্থে শায়বান (র) সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছি ; কিন্তু আমি তা তার থেকে শুনিনি। এরপর আবূ বকর নামক আমাদের একজন সাথী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যিনি আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য। তিনি শায়াবান (র) হতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন রাশীদ (র) হতে, তিনি সুলায়মান ইব্ন মূসা (র) হতে, তিনি আমর ইব্ন শু'আয়েব (রা) হতে, তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভুলবশত হত্যার জন্য বস্তীবাসীদের উপর চারশো দীনার অথবা এর সম-মূল্যের দিরহাম দিয়াত স্বরূপ ধার্য করেন। আর এই মূল্য ছিল-উটের মূল্যের উপর স্থির কৃত। তিনি দুষ্প্রাপ্যতার সময় উটের মূল্য বাড়িয়ে দিতেন, আর আমদানী বেশী হওয়ার কারণে যখন তার দাম কমে যেত, তখন তিনি দিয়াতের জন্য ধার্যকৃত মূল্যমান কমিয়ে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানার দিয়াতের পরিমাণ চারশো দীনার হতে আটশো দীনার পর্যন্ত পৌঁছাতো; যার মূল্যমান রূপার হিসাবে আট

হাজার দিরহাম হতো। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গরুর মালিকদের উপর দিয়াত হিসাবে দু'শো গরু নির্ধারণ করেন এবং যাদের উপর বকরীর দিয়াত ওয়াজিব হতো, তিনি তাদের দু'হাজার বকরী দেয়ার নির্দেশ দিতেন।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কারো নাক কাটা যায়, তবে এর ফলে সে পূর্ণ দিয়াত পাবে। আর যদি কেবল নাকের মাথা কাটা যায়, তবে সে অর্ধেক দিয়াত পাবে। অর্থাৎ পঞ্চাশটি উট বা এর সম-মূল্যের সোনা বা রূপা, অথবা একশো গরু বা এক হাজার বকরী। আর কারো এক হাত কাটা গেলে, সে অর্ধেক দিয়াত পাবে। এভাবে এক পা কাটা গেলে, সে ও অর্ধেক দিয়াত পাবে। আর যদি কারো মাথায় যখম হয়, তবে তাকে এজন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করতে হবে ; যথা – তেত্রিশটি উট বা এর সম-মূল্যের সোনা বা রূপা। গরু ও বকরীর ক্ষেত্রে নির্দেশ এরূপই এবং পেটের দিয়াতের নির্দেশ ও এরূপ। আর আংগুলের ব্যাপারে – প্রতিটি আংগুলের জন্য বিনিময় হলো– দশটি উট এবং দাঁতের ব্যাপারে প্রতিটি দাঁতের বিনিময় হলো – পাঁচটি উট, যা দিয়াত স্বরূপ আদায় করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন ঃ মহিলার দিয়াত তার আত্মীয়দের মাঝে বণ্টিত হবে এবং তারা হবে ঐ ধরনের লোক, যারা নিকটাত্মীদের মাঝে বন্টনের পর তার অধিকারী হবে। আর যদি কোন মহিলা নিহত হয়, তবে তার দিয়াত, তার উত্তরাধিকারিগণের মাঝে বন্টিত হবে এবং তারাই হত্যাকরীর নিকট হতে 'কিসাস' গ্রহণ করবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন ঃ হত্যাকারীর উত্তরাধিকারিগণ তার সম্পদের অধিকারী হবে না। আর যদি নিহত ব্যক্তির কোন ওয়ারিছ না থাকে, তবে এর পরবর্তী নিকটাত্মীয়গণ এর অধিকারী হবে এবং হত্যাকারী ব্যক্তি কোন সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না।

٤٤٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلِ الْعَامِلِيُّ اَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِىْ بْنَ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ قَالَ وَزَادَ نَا خَلِيْلٌ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ وَّذٰلِكَ اَنْ يَّنْزُ وَالشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُوْنُ دِمَاءً فِى عِمِيًا فِىْ غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ وَّلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ *

৪৪৯৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - আমার ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ গুপ্তহত্যার অপরাধ – ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায়, যা কঠিন অপরাধ। কিন্তু তার হত্যাকারীকে কতল করা যাবে না।

রাবী খলীল (র) ইব্‌ন রাশীদ হতে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, গুপ্তহত্যা একটি শয়তানী- ফিতনা স্বরূপ ; যার ফলে মানুষেরা পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হয় ; অথচ এর হত্যাকারীর পরিচয় জানা যায় না। আর সাধারণত এরূপ হত্যা হাতিয়ার ছাড়াই হয়ে থাকে।

٤٤٩٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا حُسَيْنٌ يَعْنِى الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ *

৪৪৯৭। আবূ কামিল (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হাঁড়ে যখম হলে – এর দিয়াত হবে পাঁচটি উট।

٤٤٩٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِىُّ نَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِىْ عَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ *

৪৪৯৮। মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়েব (রা) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চোখের ব্যাপারে, যা স্বস্থানে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও এর দৃষ্টি শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, এজন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন।

١٩. بَابُ دِيَةِ الْجَنِيْنِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভের-সন্তান দিয়াত সম্পর্কে

٤٤٩٩. حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ النَّمْرِىُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْ هُذَيْلٍ فَضَرَبَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى بِعَمُوْدٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا فَاخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْفَ نَدِىْ مَنْ لاَّ صَاحَ وَلاَ اَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَقَالَ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ وَقَضٰى فِيْهِ بِغُرَّةٍ وَّجَعَلَهُ عَلٰى عَاقِلَةِ الْمَرْاَةِ *

৪৪৯৯। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুযায়ল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী ছিল। যার একজন অন্যজনকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে তার গর্ভস্থিত সন্তান মেরে ফেলে। তখন তারা এ ব্যাপারে নবী ﷺ-এর কাছে মামলা দায়ের করে। এ সময় তাদের একজন বলেন ঃ আমরা সে সন্তানের দিয়াত কিরূপে দেব, যে কাঁদেনি, খাদ্য গ্রহণ করেনি, পান করেনি এবং চীৎকারও করেনি ? নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি গ্রাম্য লোকের মত ছন্দ করে কথা বলছো ! এরপর তিনি হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়-স্বজনের উপর ঐ মৃত সন্তানের দিয়াত স্বরূপ একটি গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দেন।

٤٥٠٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلٰى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِّمَا فِىْ بَطْنِهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ *

৪৫০০। উছমান ইবন আবূ শায়বা (র) - - - মানসূর (র) উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ নিহত সন্তানের দিয়াত, হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়-স্বজনের উপর নির্ধারণ করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ হাকামা (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

٤٥٠١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِىُّ الْمَعْنٰى قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِىْ اِمْلَاصِ الْمَرْاَةِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِيْهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ فَقَالَ ائْتِنِىْ بِمَنْ يَّشْهَدُ مَعَكَ فَاَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ زَادَ هَارُوْنُ فَشَهِدَ اَنَّهُ يَعْنِىْ ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ امْرَاَتِهٖ *

৪৫০১। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) গর্ভস্থিত সন্তান হত্যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক পরামর্শ সভার আয়োজন করেন। তখন মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) বলেন ঃ একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিকট উপস্থিত ছিলাম ; এ সময় তিনি এর জন্য একটি দাস বা দাসী আযাদ করার জন্য নির্দেশ দেন। তখন উমার (রা) বলেন ঃ তুমি তোমার বক্তব্যের সমর্থনে অন্য এক ব্যক্তিকে সাক্ষীরূপে পেশ কর। তখন তিনি মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা)-কে আনলে, তিনি তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

٤٥٠٢. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَّحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِىْ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ اِنَّمَا سُمِّىَ اِمْلَاصًا لِاَنَّ الْمَرْاَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهٖ فَقَدْ مَلَصَ *

৪৫০২। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - উমার (রা) হতে এরূপই বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ এ হাদীছ হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র) এবং হাম্মাদ ইবন সালামা (র) হিশাম ইব্ন

উরওয়া (র) সূত্রে উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রা) বলেছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আমি আবূ উবায়দা (রা) থেকে জানতে পেরেছি যে, গর্ভপাতকে 'ইমলাস' বলা হয়। আর ইমলাস অর্থ - পিছলানো। কেননা, গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রসাবের সময় বাচ্চাকে পিছলিয়ে দেয়। এভাবে যদি কিছু হাত থেকে পিছলে যায়, তবে তাকে 'মালাস' বলা হয়।

٤٥٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْمَصِّيْصِيُّ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ سَاَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ فَقَامَ اِلَيْهِ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَاَتَيْنِ فَضَرَبَتْ اِحْدٰهُمَا بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنِيْنِهَا بِغُرَّةٍ وَّاَنْ تُقْتَلَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمِسْطَحُ هُوَ الصَّوْلَجُ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ الْمِسْطَحُ عُوْدٌ مِّنْ اَعْوَادِ الْخِبَاءِ *

৪৫০৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - উমার (রা) এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে, নবী করীম ﷺ গর্ভস্থিত সন্তান হত্যার ব্যাপারে কি নির্দেশ দিতেন? তখন হাম্‌ল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাবিগা (রা) দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমি দু'জন মহিলার মাঝখানে ছিলাম। এদের একজন অপরজনকে কাঠ দিয়ে আঘাত করে ; ফলে সে মারা যায় এবং তার গর্ভের সন্তানও মারা যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে সন্তানের জন্য দিয়াত স্বরূপ একটি গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দেন এবং হত্যাকারী মহিলাকে কতলের জন্য হুকুম দেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ নাযর ইব্‌ন শুমায়ল (রা) বলেন ঃ এক কণ্ঠ ছিল রুটি পাক করার জন্য সংগৃহীত কাঠ। রাবী আবূ উবায়দ (র) বলেন ঃ তা ছিল তাঁবুর একটি খুঁটি।

٤٥٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاَنْ تُقْتَلَ زَادَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَوْ لَمْ اَسْمَعْ بِهٰذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هٰذَا *

৪৫০৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - তাউস (র) উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে. একদা তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়ান। এরপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে উল্লেখ নেই যে, তিনি সে মহিলাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তবে এখানে অতিরিক্ত উল্লেখ আছে যে, তিনি ﷺ একটা দাস বা দাসী দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তখন উমার (রা) বলেন ঃ আল্লাহু আকবার! যদি আমি এ হুকুম না শুনতাম, তবে আমি অন্যরূপ নির্দেশ দিতাম।

٤٥٠٥. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّمَّارُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا اَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ فَاسْقَطَتْ غُلاَمًا قَدْ نَبَتْ شَعْرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتِ الْمَرْاَةُ فَقَضٰى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا اِنَّهَا قَدْ اَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ اَبُ الْقَاتِلَةِ اِنَّهُ كَاذِبٌ وَّاللّٰهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ اَوْ كَهَانَتُهَا اَدِّ فِى الصَّبِيِّ غُرَّةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ اسْمُ اِحْدٰهُمَا مُلَيْكَةَ وَالْاُخْرٰى اُمِّ غُطَيْفٍ *

৪৫০৫। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হামল ইব্‌ন মালিকের ঘটনা প্রসংগে বলেন ঃ সে স্ত্রীলোকটির গর্ভস্থিত সন্তান, যার মাথায় চুল উঠেছিল, সে মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয় এবং মহিলাটিও মারা যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়-স্বজন হতে দিয়াত আদায় করেন। তখন নিহত মহিলার চাচা বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী ! সে মহিলার যে বাচ্চাটির গর্ভপাত হয়েছে, তার মাথায় চুল আছে। তখন হত্যাকারী মহিলার পিতা বলে ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! সে মিথ্যা বলেছে। সে বাচ্চাটি কাঁদেনি এবং খাদ্য-পানীয় ও গ্রহণ করেনি। অতএব, এরূপ বাচ্চার খুনের বিনিময় কিরূপে হতে পারে ! তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তো জাহিলী যুগের মত ছন্দে-বন্দে কথা বলছো, যেরূপ যাদুকররা বলতো ? তুমি ঐ মৃত সন্তানের বিনিময়ে একটি গোলাম দিয়ে দাও।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উক্ত দু'জন মহিলার মধ্যে একজনের নাম ছিল – মুলায়কা এবং অপর জনের নাম ছিল – গুতায়ফ।

٤٥٠٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ نَا مُجَالِدُ حَدَّثَنِى الشَّعْبِىُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا زَوْجٌ وَّوَلَدٌ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلٰى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّ اَزْوَجَهَا وَوَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُوْلَةِ مِيْرَاثُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَمِيْرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا *

৪৫০৬। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলার একজন অপরজনকে হত্যা করেছিল এবং তাদের স্বামী ও সন্তানাদি ছিল। তখন নবী ﷺ নিহত মহিলার দিয়াত, হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়-স্বজন থেকে আদায় করে দেন এবং তার স্বামী ও সন্তানদের এ থেকে নিষ্কৃতি দেন। তখন নিহত মহিলার আত্মীয়-স্বজনেরা এরূপ দাবী করে যে, এ দিয়াতের মালিক আমরা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ না, এর মালিক হবে তার স্বামী ও সন্তানেরা।

٤٥٠٧. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَاَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ اَوْ لِيْدَةٍ وَقَضٰى بِدِيَةِ الْمَرْاَةِ عَلٰى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَّعَهُمْ فَقَالَ حَمْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِىِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَغْرِمُ دِيَةَ مَنْ لاَّيَشْرَبُ وَلاَ اَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذَا مِنْ اِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ اَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِىْ سَجَعَ *

৪৫০৭। ওয়াহাব ইব্‌ন বায়ান (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুযায়ল গোত্রের দু' মহিলা মারামারি করার সময়, একে অপরকে পাথর দিয়ে আঘাত করে। যার ফলে তার মৃত্যু ঘটে। তখন সে মহিলার আত্মীয়-স্বজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট মামলা দায়ের করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গর্ভস্থিত মৃত সন্তানের জন্য দিয়াতস্বরূপ একটি দাস বা দাসী দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন এবং তা হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়-স্বজনদের পরিশোধ করতে বলেন। এরপর তিনি ঐ দিয়াতের মালের উত্তরাধিকারী হিসাবে নিহত মহিলার স্বামী ও সন্তানদের নির্ধারিত করেন। তখন হাম্‌ল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাবিগা হুযালী বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি সে বাচ্চার দিয়াত কিরূপে দেব, যে কাঁদেনি, খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেনি এবং কথাও বলেনি ? তার খুনের বিনিময় তো বাতিল যোগ্য। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এ ব্যক্তি ছন্দ করে যে ভাবে কথা বলছে, তাতে মনে হচ্ছে, সে যাদুকরদের ভাই।

٤٥٠٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ اَنَّ امْرَاَةَ الَّتِى قَضٰى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلٰى عَصَبَتِهَا *

৪৫০৮। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে মহিলার জন্য দাস বা দাসী প্রদান করতে নির্দেশ দেন! তার সম্পর্কে বলেন ঃ তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার সন্তানের এবং দিয়াতের মালিক হবে আসাবাগণ।

٤٥٠٩. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى نَا يُوْسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ امْرَاَةً حَذَفَتِ امْرَاَةً فَاَسْقَطَتْ

فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ وَلَدَهَا خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ وَنَهٰى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ كَذَا الْحَدِيْثُ خَمْسُ مِائَةِ شَاةٍ وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ *

৪৫০৯। আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) - - - বুবায়দা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা অপর এক মহিলাকে পাথর দিয়ে আঘাত করলে, তার গর্ভপাত ঘটে। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অবহিত করলে, তিনি সে বাচ্চার দিয়াত স্বরূপ পাঁচশো বকরী প্রদানের নির্দেশ দেন এবং সেদিন হতে, সে মহিলাকে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ হাদীছে পাঁচশো বকরীর কথা উল্লেখ আছে। তবে সঠিক ব্যাপার এই যে, দিয়াত স্বরূপ একশো বকরী প্রদান করা হয়।

٤٥١٠. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ نَاعِيْسٰى عَنْ مُحَمَّدٍ يَّعْنِيْ بْنَ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ اَوْ فَرَسٍ اَوْ بَغْلٍ اَبُوْ دَاؤُدَ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَذْكُرَا فَرَسًا وَّلَا بَغْلًا *

৪৫১০। ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গর্ভস্থিত সন্তান হত্যার জন্য দিয়াত স্বরূপ দাস-দাসী, ঘোড়া বা খচ্চর দেওয়ার নির্দেশ দেন।

٤٥١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْفِيُّ قَالَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْغُرَّةُ خَمْسُ مِائَةٍ يَّعْنِيْ دِرْهَمٍ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ رَبِيْعَةُ خَمْسُوْنَ دِيْنَارًا *

৪৫১১। মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র) - - - ইমাম শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দাস-দাসীর মূল্য হলো পাঁচশো দিরহাম।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ রাবী'আ (র) বলেছেন ঃ গুররা বা দাস-দাসীর মূল্য পঞ্চাশ দীনার।

٢٠. بَابُ دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ মুকাতিবের[১] দিয়াত সম্পর্কে

٤٥١٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ

১. দাসমুক্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত মূল আদায়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কৃতদাসকে "মুকাতিব" বলা হয়। (-অনুবাদক)।

عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُوْدَى مَا اَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِىَ دِيَةُ الْمَمْلُوْكِ *

৪৫১২। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিহত মুকাতিব গোলামের দিয়াত সম্পর্কে এরূপ নির্দেশ দেন যে, সে তার মুক্তির জন্য যত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে থাকবে, ঐ অংশের দিয়াত, স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াতের অনুরূপ দিতে হবে এবং বাকী অংশ কৃতদাসের মত – অর্থাৎ অর্ধমূল্য।

٤٥١٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا اَوْ وَرِثَ مِيْرَاثًا يَرِثُ عَلٰى قَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَاِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَجَعَلَهُ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَوْلَ عِكْرِمَةَ *

৪৫১৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন মুকাতিব গোলাম শাস্তিযোগ্য কোন কাজ করবে অথবা কোন সম্পদের মালিক হবে, তখন তার যত অংশ আযাদ হবে, তত অংশের মালিক হবে।

٢١. بَابُ فِىْ دِيَةِ الذِّمِّىِّ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীর দিয়াত সম্পর্কে

٤٥١٤. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ *

৪৫১৪। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যিম্মীর দিয়াত হলো – স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াতের অর্ধেক।

٢٢. بَابُ فِى الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি কারো সাথে মারামারি করার সময়, তাকে প্রতিহত করা সম্পর্কে।

٤٥١٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَاتَلَ اَجِيْرٌ لِّىْ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَهْدَرَهَا وَقَالَ اَتُرِيْدُ اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ فِىْ فِيْكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ قَالَ فَاَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اَهْدَرَهَا وَقَالَ بَعِدَتْ سِنُّهُ *

৪৫১৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - সাফ্ওয়ান ইব্ন ইয়া'লা (র) তার পিতা ইয়া'লা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার একজন কর্মচারী অপর এক ব্যক্তির সাথে মারামারি করার সময় তার হাতে কাঁমড় দেয়, এ সময় সে তার হাত টেনে নিলে – কর্মচারীর সামনের দাঁত ভেঙে যায়। তখন সে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করে। কিন্তু নবী ﷺ তাকে এ ব্যাপারে কোন দিয়াত প্রদান করেননি, বরং এটিকে বেহুদা আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি কি চাও সে তার হাত তোমার মুখে রাখুক, আর তুমি তাকে উটের মত কাঁমড়ে দাও ?

রাবী বলেন ঃ আবূ মুলায়কা (র) তার দাদা হতে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বকর (রা) দাঁত দিয়ে কাঁমড়ানোর জন্য কোন দিয়াত প্রদান করেননি। বরং তিনি বলেন ঃ তার দাঁত ভেঙে যাক।

٤٥١٦. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا هُشَيْمٌ نَا حَجَّاجٌ وَّعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَّعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ بِهٰذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ لِلْعَاضِّ اِنْ شِئْتَ اَنْ نُّمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضَّهَا ثُمَّ تَنْزِعُهَا مِنْ فِيْهِ وَاَبْطَلَ دِيَةَ اَسْنَانِهِ *

৪৫১৬। যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (র) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ যারা দাঁত দিয়ে কাঁমড়ায় – তাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ যদি তুমি চাও, তবে এরূপ হতে পারে যে, তুমি তোমার হাত তার মুখের মধ্যে দেবে, যাতে সে কাঁমড়াতে পারে। এরপর তুমি তোমার হাত তার মুখ থেকে টেনে নেবে। নবী ﷺ সে ব্যক্তির দাঁতের জন্য কোন দিয়াত প্রদান করেননি।

٢٣. بَابُ فِىْ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَايُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَاَعْنَتَ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ চিকিৎসক না হয়ে চিকিৎসা করলে – তার শাস্তি সম্পর্কে

٤٥١٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَنْطَاكِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ مُسْلِمٍ اَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ نَصْرٌ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ الْوَلِيْدُ لَانَدْرِىْ اَصَحِيْحٌ هُوَ اَمْ لَا *

৪৫১৭। নাসর ইব্ন আসিম (র) - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চিকিৎসা-বিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ না হয়ে চিকিৎসা করবে, সে যিম্মাদার হবে।[১]

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ এ হাদীছ ওয়ালীদ ব্যতীত আর কেউে বর্ণনা করেননি। আমি জানি না, হাদীছটি সহীহ্ কি-না।

٤٥١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا حَفْصٌ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلٰى اَبِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا طَبِيْبٍ تَطَبَّبَ عَلٰى قَوْمٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ اِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوْقِ وَالْبَطِّ وَالْكَيِّ *

৪৫১৮। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - আবদুল আযীয ইব্ন উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতার নিকট যারা আসতেন তাদের বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ডাক্তার না হয়ে রোগীর চিকিৎসা করে এবং তার ডাক্তার হওয়া সম্পর্কে যদি কেউ না মানে, আর তার চিকিৎসার দ্বারা কারো ক্ষতি হয়, তবে সে যিম্মাদার হবে। যেমন – কেউ যদি রক্ত মোক্ষম করতে গিয়ে কোন শিরা কেটে ফেলে, অথবা বড় করে কাটে বা ফাঁড়ে, অথবা এমনভাবে দাগ দেয়, যাতে রোগী মারা যায়। তবে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে।

٢٤. بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁতের কিসাস সম্পর্কে

٤٥١٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ اُخْتُ اَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَاَةٍ فَاَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَقَضٰى

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিজ্ঞ চিকিৎসক না হয়ে চিকিৎসা করে এবং তার ভুল ঔষধ প্রয়োগের ফলে কোন লোক মারা যায়, তবে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। (–অনুবাদক)।

بِكِتَابِ اللّٰهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَتُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ قَالَ يَااَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضُوْا بِاَرْشٍ اَخَذُوْهُ فَعَجِبَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَ بَرَّهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قِيْلَ لَهُ كَيْفَ يَقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ قَالَ تُبْرَدُ *

৪৫১৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস ইব্‌ন নাযর (রা)-এর বোন রুবাইয়া কোন এক মহিলার দাঁত ভেঙে দেয়। তারা নবী ﷺ -এর কাছে আসলে, তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান অনুসারে কিসাসের ফায়সালা দেন। তখন আনাস ইব্‌ন নাযর বলেন ঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ্ !) ঐ জাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আপনি আজ তার দাঁত ভাঙবেন না। তিনি ﷺ বলেন ঃ হে আনাস! আল্লাহ্‌র কিতাবের হুকুম হলো কিসাসের ! আর যার দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, তার ওয়ারিছরা দিয়াত গ্রহণে সম্মত হয়। তখন নবী ﷺ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দা আছে, যদি তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে কসম খায়, তখন আল্লাহ্ তা সত্যে পরিণত করে দেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আমি শুনেছি, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, দাঁতের কিসাস কিভাবে নেওয়া হবে ? তিনি বলেন ঃ উকা দিয়ে ঘষতে হবে। (অর্থাৎ দাঁত ভেঙে দিতে হবে।)

٢٥. بَابُ فِى الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন পশু যদি পা দিয়ে লাথি মারে – সে সম্পর্কে

٤٥٢٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الرِّجْلُ جُبَارٌ *

৪৫২০। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পশুর পায়ের আঘাত ধর্তব্য নয়। (অর্থাৎ এতে কোন দিয়াত নেই।)

٤٥٢١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَاسُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْعَجْمَاءُ الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِى لاَتَكُوْنُ مَعَهَا اَحَدٌ وَتَكُوْنُ بِالنَّهَارِ وَلاَتَكُوْنُ بِاللَّيْلِ *

৪৫২১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন চতুষ্পদ পশুর ক্ষতি করা নিরর্থক। একইভাবে খনি বা কূপের মধ্যে পড়ে কেউ মারা গেলে, তার হুকুমও এরূপ। আর কেউ গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার পেলে, তার এক-পঞ্চমাংশ সরকারী তহবিলে দেয়া ওয়াজিব।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা সে সব পশুকে বুঝানো হয়েছে, যাদের সাথে কেউ থাকে না, তারা দিনে ক্ষতি করে, রাতে না।

٢٦. بَابُ فِى النَّارِ تَعَدّٰى

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ সে আগুন সম্পর্কে, যা ছড়িয়ে পড়ে

٤٥٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِىُّ نَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّارُ جُبَارٌ *

৪৫২২। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্‌কিল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আগুনও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।[১]

٢٧. بَابُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُوْنُ لِلْفُقَرَاءِ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফকীর-মিসকীনের ছেলে অপরাধ করলে – সে সম্পর্কে

٤٥٢٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ غُلاَمًا لِاُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ اُذُنَ غُلاَمٍ لِاُنَاسٍ اَغْنِيَاءَ فَاَتٰى اَهْلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا *

৪৫২৩। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ফকীরের ছেলে – একজন ধনী ব্যক্তির ছেলের কান কেটে নেয়। তখন তার পরিবার-পরিজন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা তো ফকীর! তখন তিনি ﷺ তাদের উপর কোন দিয়াত নির্ধারণ করেননি।

---

১. যদি কেউ নিজের ক্ষেতে আগুন জ্বালায়, আর তা অন্যের ঘর বা জিনিষে বাতাসে উড়ে গিয়ে লাগে, তবে এতে কোন দিয়াত দিতে হবে না। (–অনুবাদক)।

٢٨. بَابٌ فِيْ مَنْ قُتِلَ فِيْ عِمِّيًّا بَيْنَ قَوْمٍ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের ভীড়ের চাপে পড়ে কেউ মারা গেলে– সে সম্পর্কে

٤٥٢٤. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِيْ عِمِّيًّا اَوْ رِمِيًّا تَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ اَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَاٍ وَّمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ *

৪৫২৪। সাঈদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জনতার চাপে অথবা পরস্পর পাথর নিক্ষেপের কারণে মারা যায়, বা চাবুকের আঘাতের ফলে মারা যায়, তার দীয়াত হবে ভুলবশত্ হত্যার দিয়াতের অনুরূপ। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়, তার দিয়াত অবশ্যই দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি মারামারিকারী দু'ব্যক্তির মাঝখানে যাবে, তার উপর আল্লাহ্র, ফেরেশতাদের এবং সমস্ত লোকের লা'নত।

كِتَابُ السُّنَّةِ

অধ্যায় ঃ সুন্নাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ السُّنَّةِ

অধ্যায় ঃ সুন্নাহ্

١. بَابُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ সুন্নাতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে

٤٥٢٥. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ اِحْدٰى اَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارٰى عَلٰى اِحْدٰى اَوْ ثِنْتَيْنِ فِرْقَةً وَّتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً *

৪৫২৫। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়া (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদীরা একাত্তর বা বাহাত্তর ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছে : নাসারারাও একাত্তর বা বাহাত্তর দলে বিভক্ত, আর আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে।

٤٥٢٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ نَا صَفْوَانُ ح وَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ صَفْوَانُ نَحْوَهُ حَدَّثَنِىْ اَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَرَازِىُّ عَنْ اَبِىْ عَامِرِ الْهَوْزَنِىِّ عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهُ قَامَ فَقَالَ اَلاَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِيْنَا فَقَالَ اَلاَ اِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَاِنَّ هٰذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلٰى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ زَادَ بْنُ يَحْيٰى وَعَمْرُو فِىْ حَدِيْثِهِمَا وَاِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِى اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ تَجَارٰى

بِهِمْ تِلْكَ الْاَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهٖ وَقَالَ عَمْرُو وَالْكَلْبُ بِصَاحِبِهٖ لَايَبْقٰى مِنْهُ عِرْقٌ وَّلَا مَفْصِلٌ اِلَّا دَخَلَهُ *

৪৫২৬। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ জেনে রাখ ! তোমাদের আগের আহলে-কিতার (ইয়াহূদ ও নাসারা)গণ বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে, আর এ মিল্লাতের লোকগণ অদূর ভবিষ্যতে তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। এক ফিরকা হবে জান্নাতী ; আর তারা ঐ জামাআতভুক্ত, যারা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী হবে।

রাবী ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া এবং আমর (র) তাদের হাদীছে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে এমন একদল লোক সৃষ্টি হবে, যাদের মাঝে গুমরাহী এভাবে বিস্তার লাভ করবে, যেমন ক্ষিপ্ত কুকুরের কাঁমড়ানোর ফলে সৃষ্ট রোগ, (যা রোগীকে পাগল বানিয়ে দেয়)।

রাবী আমার (র) বলেন ঃ ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশন জনিত রোগ - এমন একটা মারাত্মক ব্যাধি যার বিষাক্ত প্রভাব থেকে রোগীর দেহের রগ ও জোড় কিছুই রক্ষা পায় না।

٢. بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْجِدَالِ وَاتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْاٰنِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা ও মুতাশাবিহাতের বর্ণনা প্রসংগে

٤٥٢٧. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هُوَالَّذِىْ اَنْزَلَتْ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ اِلٰى اُوْلِى الْاَلْبَابِ قَالَتْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ *

৪৫২৭। কা'নাবী (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এ আয়াত পাঠ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত 'মুহকাম' বা স্পষ্ট, যা কিতাবের মূল এবং কিছু আয়াত 'মুতাশাবিহ' বা দ্ব্যর্থবোধক .. .. .. আর জ্ঞানী ব্যক্তিরাই নসীহত কবূল করে থাকে। রাবী আইশা (রা) বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যখন তোমরা লোকদের 'মুতাশাবিহ' আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে ; তখন জানবে যে, এরা তারা – যাদের নাম আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। কাজেই তোমরা এদের থেকে দূরে থাকবে।

٣. بَابُ مُجَانَبَةِ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ'আতী স্বেচ্ছাচারীদের প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্পর্কে

٤٥٢٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ *

৪৫২৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ যার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম আমল হলো – আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্র জন্য শত্রুতা পোষণ করা।

٤٥٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِّنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَّةَ تَخَلُّفِهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ حَتّٰى طَالَ عَلَىَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ اَبِىْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيْلِ تَوْبَتِهِ *

৪৫২৯। ইব্ন সার্হ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাআব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কাআব (রা)-কে চলাফেরা করাতেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি বলেন ঃ আমি কাআব ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাবী ইব্ন সার্হ (রা)ও তাবূকের যুদ্ধের সময় নবী ﷺ থেকে কাআবের পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তিনি (কাআব) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তিন জনের সাথে সমস্ত মুসলমানদের কথা বলতে মানা করে দেন। এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, আমি আমার চাচাতো ভাই ইব্ন কাতাদা (র)-এর বাগানের প্রাচীর টপকিয়ে প্রবেশ করে, তাকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ ! তিনি আমার সালামের জবাব দেননি। এরপর তিনি তার তাওবা কবূল হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন।

٤. بَابُ تَرْكِ السَّلاَمِ عَلٰى اَهْلِ الْاَهْوَاءِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ'আতীদের সালামের জবাব না দেয়া প্রসংগে

٤٥٣٠. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ عَنْ يَحْيٰى

بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَاىَ فَخَلَقُوْنِىْ بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ *

৪৫৩০। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা দু'হাত ফাঁটা অবস্থায় আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে আসলে, তারা আমার দু'হাত যাফরান রং লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আমি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম করলে, তিনি তার জবাব না দিয়ে বলেন ঃ তুমি চলে যাও এবং তোমার হাত থেকে এ রং ধুয়ে ফেল।

٤٥٣١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ اعْتَلَّ بَعِيْرٌ لِّصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ وَّعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِزَيْنَبَ اَعْطِيْهَا بَعِيْرًا فَقَالَتْ اَنَا اُعْطِىْ تِلْكَ الْيَهُوْدِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَجَرَ هَاذَا الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ *

৪৫৩১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার সুফিয়া বিন্ত হুয়াই (রা)-এর উট অসুস্থ হয় এবং সে সময় যয়নব (রা)-এর কাছে একটা অতিরিক্ত উট ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যয়নব (রা)-কে বলেন ঃ তুমি উটটি ওকে দিয়ে দাও। তিনি বলেন ঃ ঐ ইয়াহূদীকে দেব ! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হন এবং তিনি যিলহাজ্জ, মুহাররম ও সফর মাসের কয়েক দিন তাঁর সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখেন।

٥. بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْجِدَالِ فِى الْقُرْاٰنِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের মধ্যে ঝগড়া করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

٤٥٣٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَزِيْدُ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمِرَاءُ فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ *

৪৫৩২। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কুরআনের মধ্যে নিজের মত ব্যক্ত করে ঝগড়ার সৃষ্টি করা কুফ্র।

٦. بَابُ فِىْ لُزُوْمِ السُّنَّةِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সুন্নাতের অনুসরণ করা জরুরী

٤٥٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا اَبُوْ عَمْرِو بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَوْفٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلاَ اِنِّىْ اُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلٰى اَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُّم فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ اَلاَ لاَيَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْاَهْلِىُّ وَلاَ كُلُّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلاَ لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ اِلاَّ اَنْ يَّسْتَغْنِى عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَّزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ اَنْ يَّقْرُوْهُ فَاِنْ لَّمْ يَقْرُوْهُ فَلَهُ اَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ *

৪৫৩৩। আবদুল ওয়াহাব (র) - - - মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকরাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জেনে রাখ ! আমাকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে এবং এর সাথে অনুরূপ (হাদীছ) দেয়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে একজন অভাবহীন তৃপ্ত ব্যক্তি তার খাটের উপর অবস্থান করে বলবে ঃ তোমরা এ কুরআনকে গ্রহণ কর এবং এতে যা হালাল বলা হয়েছে. তা হালাল হিসাবে গ্রহণ কর: আর যা হারাম বলা হয়েছে. তা হারাম হিসাবে গ্রহণ কর। জেনে রাখ ! গৃহ-পালিত গাধার গোশ্‌ত তোমাদের জন্য হালাল নয়, কোন হিংস্র জন্তুর গোশ্‌ত ও হালাল নয়. কোন যিম্মীর পরিত্যক্ত মাল হালাল নয়. তবে যদি তার মালিক তা থেকে বে-পরওয়া হয়, সে আলাদা ব্যাপার। আর যদি কেউ মেহমান হিসাবে কোন কাওমের কাছে যায়. তবে তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। তারা যদি সে ব্যক্তি মেহমানদারী না করে. তবে তাদের নিকট থেকে মেহমানের হক গ্রহণ করার অধিকার তার থাকবে।

٤٥٣٤. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِىُّ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىَّ عَائِذَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ لاَيَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِيْنَ يَجْلِسُ اِلاَّ قَالَ اللّٰهُ حَكَمٌ قِسْطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُوْنَ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا اِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيْهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيْهَا الْقُرْاٰنُ حَتّٰى يَاخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْاَةُ وَالْكَبِيْرُ وَالصَّغِيْرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فَيُوْشِكُ قَائِلٌ اَن يَّقُوْلَ مَالِلنَّاسِ لاَيَتَّبِعُوْنِّىْ وَقَدْ قَرَاْتُ الْقُرْاٰنَ مَاهُمْ بِمُتَّبِعِىَّ حَتّٰى اَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَاِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ فَاِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلاَلَةٌ وَّاُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيْمِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الضَّلاَلَةِ عَلٰى لِسَانِ

الْحَكِيْمِ وَقَدْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ لِمُعَاذٍ مَّا يُدْرِيْنِيْ رَحِمَكَ اللّٰهُ اَنَّ الْحَكِيْمَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الضَّلاَلَةِ وَاَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ بَلٰى اجْتَنِبْ مِنْ كَلاَمِ الْحَكِيْمِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِيْ يُقَالُ لَهَا مَاهٰذِهٖ وَلاَ يَغْنِيَنَّكَ ذٰلِكَ عَنْهُ فَاِنَّهُ لَعَلَّهُ اَنْ يُّرَاجِعَ وَتَلَقَّ الْحَقَّ اِذَا سَمِعْتَهُ فَاِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُوْرًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَلاَ لاَيُمْنِكَ ذٰلِكَ عَنْهُ مَكَانَ يَثْنِيَنَّكَ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا بِالْمُشْتَبِهَاتِ مَكَانَ الْمُشْتَهِرَاتِ وَقَالَ لاَيَثْنِيَنَّكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلٰى مَاتَشَابَهَ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيْمِ حَتّٰى تَقُوْلَ مَا اَرَادَ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ *

৪৫৩৪। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন উমায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি মা'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-এর সাথী ছিলেন, তিনি বলেন ঃ মা'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) যখন কোন যিকিরের মজলিসে বসতেন, তখন এরূপ বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সন্দেহ পোষণকারীরা ধ্বংস হয়েছে। একদিন তিনি বলেন ঃ তোমাদের পরবর্তী সময়ে ব্যাপক ফিতনার সৃষ্টি হবে। সে সময় ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে এবং কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে। ফলে, মু'মিন, মুনাফিক, স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড় গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তি তার জ্ঞান অর্জন করবে। তখন এক ব্যক্তি এরূপ বলবে ঃ লোকদের কি হয়েছে ? তারা আমার অনুসরণ কেন করে না, অথচ আমি কুরআন পড়েছি! তারা ততক্ষণ আমার অনুসরণ করবে না, যতক্ষণ না আমি কুরআন ব্যতীত অন্য জিনিস তাদের সামনে পেশ করি। কাজেই, কেউ যদি এরূপ কিছু করে, তবে তোমরা তা অস্বীকার করবে। কেননা, এরূপ যা কিছু উদ্ভাবিত হবে, তা গুমরাহী এবং আমি আলিমদের গুমরাহী সম্পর্কে অধিক শংকিত। কেননা, শয়তান কখনো কখনো আলিমদের মুখ থেকে গুমরাহীর কথা বের করে দেয় এবং কোন কোন সময় মুনাফিক ও সত্য কথা বলে।

রাবী বলেন ঃ তখন আমি মা'আয (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি যে অজ্ঞানের মত কথা বলতে পারে এবং মুনাফিক ও কোন সময় সত্য কথা বলতে পারে, তা আমরা কিভাবে অবগত হতে পারি ? তিনি বলেন ঃ তোমরা জ্ঞানীদের সে সব কথা পরিহার করবে, যা ভুল ও মিথ্যার সাথে প্রসিদ্ধি লাভ করবে এবং লোকেরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে। এ সময় ও তোমরা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না ; কেননা, হয়তো তারা তা থেকে ফিরে আসতে পারে। তোমরা তাদের থেকে সত্য কথা শ্রবণ করবে এবং তা গ্রহণ করবে। কেননা, হকের মধ্যে সত্যের নূর নিহিত থাকে।

٤٥٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ ح وَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ نَا اَسَادُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَمَّادُ بْنُ دَلِيْلٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّضْرِ ح وَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ نَا اَبُو رَجَاءٍ عَنْ اَبِى الصَّلْتِ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ ابْنِ كَثِيْرٍ وَّمَعْنَاهُمْ قَالَ كَعَبَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُوْ عَنِ الْقَدْرِ فَكَتَبَ اَمَّا بَعْدُ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْاِقْتِسَادِ فِىْ اَمْرِهٖ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهٖ ﷺ وَتَرْكِ مَا اَحْدَثَ الْمُحْدِثُوْنَ بَعْدَ مَاجَرَتْ بِهٖ سُنَّتُهُ وَكُفُوْا مُؤْنَتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُوْمِ السُّنَّةِ فَاِنَّهَا لَكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ اعْلَمْ اَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً اِلاَّ قَدْ مَضٰى قَبْلَهَا مَاهُوَا دَلِيْلٌ عَلَيْهَا اَوْ عِبْرَةٌ فِيْهَا وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ كَثِيْرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْخَطَاءِ وَالزَّلَلِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعْمِيْقِ فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَارَضِىَ بِهِ الْقَوْمُ لِاَنْفُسِهِمْ فَاِنَّهُمْ عَلٰى عِلْمٍ وَّقَفُوْا وَبِبَصَرٍنَّاقِدٍ كَفُّوْا وَهُمْ عَلٰى كَشْفِ الْاُمُوْرِ كَانُوْا اَقْوٰى وَالْفَضْلُ مَا كَانُوْا فِيْهِ اَوْلٰى فَاِنْ كَانَ الْهُدٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوْهُمْ اِلَيْهِ وَلَئِنْ قُلْتُمْ اِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَّا اَحْدَثَهُ الَّا مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِهِمْ وَوَرَغِبَ بِنَفْسِهٖ عَنْهُمْ فَاِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُوْنَ فَقَدْ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ بِمَا يَكْفِىْ وَوَصَفُوْا مِنْهُمْ مَّايَشْفِىْ فَمَادُوْنَهُمْ مِّنْ مُّقْصَرٍ وَّمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مُّحْسَرٍ وَّقَدْ قَصَرَ قَوْمٌ دُوْنَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ اَقْوَامٌ فَغَلُوْا وَاِنَّهُمْ بَيْنَ ذٰلِكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْاِقْرَارِ بِالْقَدْرِ فَعَلَى الْخَبِيْرِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَعْتَ مَا اَعْلَمُ مَا اَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُّحْدَثَةٍ وَلاَ ابْتَدَعُوْا مِنْ بِدْعَةٍ هِىَ اَبْيَنُ اَثَرًا وَّلاَ اَثْبَتُ اَمْرًا مِنَ الْاِقْرَارِ بِالْقَدْرِ لَقَدْ كَانَ ذَكَرَهُ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهْلاَءُ يَتَكَلَّمُوْنَ بِهٖ فِىْ كَلاَمِهِمْ وَفِىْ شِعْرِهِمْ يُعَقُّوْنَ بِهٖ اَنْفُسَهُمْ عَلٰى مَافَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْاِسْلاَمُ اِلاَّ شِدَّةً وَّلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَيْرِ حَدِيْثٍ وَّلاَ حَدِيْثَيْنِ وَسَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَتَكَلَّمُوْا بِهٖ فِىْ حَيَاتِهٖ وَبَعْدَ

وَفَاتِهِ يَقِيْنًا وَّتَسْلِيْمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضْعِيْفًا لاَنْفُسِهِمْ اَنْ يَكُوْنَ شَيْئٌ لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمْضِ فِيْهِ قَدْرُهُ وَانَّهُ مَعَ ذٰلِكَ لَفِىْ مُحْكَمِ كِتَابِهِ مِنْهُ اقْتَبِسُوْهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوْهُ وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ كَذَا وَلِمَ قَالَ كَذَا لَقَدْ قَرَؤُا مِنْهُ مَاقَرَاتُمْ وَعَلِمُوْا مِنْ تَاوِيْلِهِ مَاجَهِلْتُمْ وَقَالُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ كُلُّهُ بِكِتَابٍ وَّقَدَرٍ وَّمَا يُقَدَّرُ يَكُنْ وَّمَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَا لَمْ يَكُنْ وَّلاَ نَمْلِكُ لاَنْفُسِنَا نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا ثُمَّ رَغِبُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ وَرَهِبُوْا *

৪৫৩৫। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট পত্রযোগে তাকদীর সম্পর্কে জানতে চান। ... ... আবূস সাল্ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে জানার জন্য উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে পত্র লেখেন। এর জবাবে তিনি লেখেন ঃ আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি - আল্লাহ্কে ভয় করার জন্য এবং তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য এবং তাঁর নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করার জন্য। আর বিদ'আতিগণ যা উদ্ভাবন করেছে, তা পরিহার করার জন্য আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি। বিদ'আতীরা এসব কথা তখন উদ্ভাবন করেছে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ'আত সৃষ্টির পর তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তোমার উচিত, সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। কেননা, সুন্নাতের উপর আমল করলে তুমি আল্লাহ্র হুকুমে গুমরাহী থেকে বেঁচে যাবে। জেনে রাখ ! লোকেরা এমন কোন বিদ'আত সৃষ্টি করিনি, যা বাতিল হওয়ার জন্য দলীল বর্ণিত হয়নি এবং তা দেখাতে শিক্ষা হয়নি। আর সুন্নাতকে তিনি জারী করেছেন, যিনি জানতেন, এর বিরোধিতা করলে কিরূপ গুনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আহমকী হবে। কাজেই, তুমি সে তরীকার অনুসরণ কর, যে তরীকা অনুসরণ করেছিল পূর্ববর্তিগণ। কেননা, তাঁরা দীনের ইল্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী ছিলেন। আর যে কাজ করতে তাঁরা নিষেধ করেছেন, তা জেনে-শুনেই করেছেন। তারা দীনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আর তাদের মাঝে যে যোগ্যতা ছিল, তা ছিল উন্নতমানের। তোমরা যে তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত আছ, যদি তা-ই হিদায়াত হয়, তবে তোমরা অগ্রগামী হয়ে যাবে। আর যদি তোমরা বল, যারা দীনের মধ্যে নতুন কথা সৃষ্টি করেছে; তবে আমরা বলবো ঃ আগের লোকেরাই উত্তম ছিল এবং তারা এদের চাইতে অগ্রগামী ছিল। যতটুকু বর্ণনা করার, তা তাঁরা করেছেন। আর যতটুকু বলা দরকার, তা সবই করেছেন; এর উপরেও কিছু বলার নেই এবং নীচেও কিছু বলার নেই। কিছু লোক তাঁদের থেকে কম বর্ণনা করেছে, তারা ক্ষতি করেছে; আর কিছু লোক তাদের চাইতে বেশী বর্ণনা করেছে। পূর্ববর্তী আলিমগণ মধ্যপন্থী ছিলেন এবং তাঁরা সোজা-সরল রাস্তার অনুসরণকারী ছিলেন। তুমি পত্রে তাকদীর সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। আল্লাহ্র হুকুমে তুমি এ প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের চাইতে অধিক জানী। আমি মনে করি, যত বিদ'আতী সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা যা নতুন উদ্ভাবন করেছে, এর মধ্যে

তাকদীরের বর্ণনা খুবই স্পষ্ট এবং মজবুত। জাহিলী যুগের লোকেরা তাদের কথাবার্তায় তাকদীরের কথা বলতো এবং তাদের কবিতায়--তাকদীর থেকে মসীবত দূর করে দিত। অবশেষে ইসলাম এ ধারণাকে আরো শক্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বা দুই হাদীছে নয়, বরং অনেক হাদীছে তাকদীরের কথা বর্ণনা করেছেন। মুসলমানের তাঁর থেকে এসব শুনেছেন এবং অন্যের কাছে বর্ণনাও করেছেন – তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও ; এর উপর বিশ্বাস রেখে এবং মেনে নিয়ে। আর নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে যে, এমন কিছুই নেই, যা আল্লাহ্ জানেন না এবং তাঁর কিতাবে লেখা নেই, অথবা এ ব্যাপারে আল্লাহ্র ফায়সালা বাস্তবায়িত হয়নি। উল্লেখ্য যে, তাকদীরের বর্ণনা আল্লাহ্র মজবুত কিতাবে রয়েছে, তা থেকে পূর্ববর্তিগণ তাকদীরের মাসআলা-মাসায়েল শিখেছে। যদি তুমি বল ঃ কেন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন, আর কেন এমন বলেন (যা বাহ্যতঃ তাকদীরের বিপরীত)? এর জবাব হলো ঃ আগের যুগের লোকেরা এ আয়াত পড়েছিল এবং তারা এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল, যা তোমরা জান না। তারা আল্লাহ্র কিতাব ও তাকদীর সম্পর্কে বলতো ঃ তা-ই হবে, যা আল্লাহ্ চান ; আর তা হবে না, যা তিনি চান না। আর আমরা আমাদের উপকার ও অপকারের পূর্ণ ক্ষমতা রাখি না। এ বিশ্বাসের উপর পূর্ববর্তিগণ উত্তম কাজ করতেন এবং খারাপ কাজ করতে ভয় পেতেন।

٤٥٣٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ نَا سَعِيْدٌ يَّعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ صَدِيْقٌ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ اِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ اَنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِىْ شَيْئٍ مِّنَ الْقَدْرِ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكْتُبَ اِلَىَّ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يُّكَذِّبُوْنَ بِالْقَدْرِ *

৪৫৩৬। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন উমার (রা)-এর একজন দোস্ত ছিল শাম দেশে, যিনি তার সাথে পত্রালাপ করতেন। একবার ইব্‌ন উমার (রা) তাকে লেখেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকদীরের ব্যাপারে, কথাবার্তা বলেছ ! এখন থেকে তুমি আমার কাছে আর পত্র লিখবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি হবে, যা তাকদীরকে অস্বীকার করবে।

٤٥٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَا اَبَا سَعِيْدٍ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اٰدَمَ لِلسَّمَاءِ خُلِقَ اَمْ لِلاَرْضِ قَالَ لاَبَلْ لِلاَرْضِ قُلْتُ اَرَاَيْتَ لَوِاعْتَصَمَ فَلَمْ يَاكُلْ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ مِنْهُ بُدٌّ قُلْتُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ اِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ

قَالَ اِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لاَيَفْتِنُوْنَ بِضَلاَلَتِهِمْ اِلاَّ مَنْ اَوْجَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَحِيْمُ *

৪৫৩৭। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জার্‌রাহ (র) - - - খালিদ হায্‌যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ হে আবূ সাঈদ! আমাকে বলুন, আদম (আ)-কে কি আসমানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, না যমীনের জন্য ? তিনি বলেন ঃ তাকে যমীনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমি বলি ঃ যদি তিনি গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করতেন ? তিনি বলেন ঃ এ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না, (কেননা, তাঁর তাকদীরে এরূপ লেখা ছিল)। আমি বলি, আপনি আমাকে এ আয়াত সম্পর্কে বলুন ঃ "শয়তান তোমাদের কাউকে গুমরাহ্ করতে পারে না, তবে তাকে, যে জাহান্নামের যাবে।" তিনি বলেন ঃ অবশ্যই শয়তান তার গুমরাহীতে কাউকে আবদ্ধ করতে পারে না, তবে তাকে, যার জন্য আল্লাহ্ জাহান্নাম অবধারিত করেছেন।

٤٥٣٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءَ عَنِ الْحَسَنِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ قَالَ خُلِقَ هٰؤُلاَءِ لِهٰذِهِ وَهٰؤُلاَءِ لِهٰذِهِ *

৪৫৩৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - হাসান (র) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের এজন্য সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাদের পয়দা করেছেন জান্নাতের জন্য এবং ওদের (কাফিরদের) সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামের জন্য।

٥٤٣٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ اَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءَ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَااَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ اِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ قَالَ اِلاَّ مَنْ اَوْجَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ اَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيْمَ *

৪৫৩৯। আবূ কামিল (র) - - - খালিদ হায্‌যা (র) বলেন ঃ আমি হাসান (র)-কে জিজ্ঞাসা করি, এ আয়াতের অর্থ কি ? যেখানে বলা হয়েছে ঃ শয়তান তোমাদের কাউকে গুমরাহ করতে পারে না, তবে যে জাহান্নামে যাবে, (তার কথা স্বতন্ত্র)। তিনি বলেন ঃ অবশ্যই শয়তান তার গুমরাহীর ফাঁদে তাকেই আবদ্ধ করবে, যার জন্য আল্লাহ্ জাহান্নাম ওয়াজিব করেছেন।

٥٤٤٠. حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدٌ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ لاَنْ يَّسْقُطَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَّقُوْلَ الْاَمْرُ بِيَدِىْ *

৪৫৪০। হিলাল ইব্‌ন বিশ্‌র (র) - - - হুমায়দ (র) বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলতেন ঃ আসমান থেকে যমীনে পতিত হওয়া এরূপ বলা থেকে উত্তম যে, "সব কর্তৃত্ব আমার হাতে।"

٣. بَابُ مُجَانَبَةِ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ'আতী স্বেচ্ছাচারীদের প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্পর্কে

٤٥٢٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ *

৪৫২৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ যার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম আমল হলো – আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্র জন্য শত্রুতা পোষণ করা।

٤٥٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَّةَ تَخَلُّفِهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ حَتّٰى طَالَ عَلَىَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ اَبِىْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيْلِ تَوْبَتِهِ *

৪৫২৯। ইব্ন সার্হ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাআব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কাআব (রা)-কে চলাফেরা করাতেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি বলেন ঃ আমি কাআব ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাবী ইব্ন সার্হ (রা)ও তাবূকের যুদ্ধের সময় নবী ﷺ থেকে কাআবের পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তিনি (কাআব) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তিন জনের সাথে সমস্ত মুসলমানদের কথা বলতে মানা করে দেন। এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, আমি আমার চাচাতো ভাই ইব্ন কাতাদা (র)-এর বাগানের প্রাচীর টপকিয়ে প্রবেশ করে, তাকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ ! তিনি আমার সালামের জবাব দেননি। এরপর তিনি তার তাওবা কবূল হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন।

٤. بَابُ تَرْكِ السَّلاَمِ عَلٰى اَهْلِ الْاَهْوَاءِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ'আতীদের সালামের জবাব না দেয়া প্রসংগে

٤٥٣٠. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ عَنْ يَحْيٰى

بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِىْ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَاى فَخَلَقُوْنِىْ بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ *

৪৫৩০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা দু'হাত ফাঁটা অবস্থায় আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে আসলে, তারা আমার দু'হাত যাফরান রং লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আমি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম করলে, তিনি তার জবাব না দিয়ে বলেন ঃ তুমি চলে যাও এবং তোমার হাত থেকে এ রং ধুয়ে ফেল।

٤٥٣١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ اعْتَلَّ بَعِيْرٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِزَيْنَبَ اَعْطِيْهَا بَعِيْرًا فَقَالَتْ اَنَا اُعْطِىْ تِلْكَ الْيَهُوْدِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَجَرَ هَاذَا الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ *

৪৫৩১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার সুফিয়া বিন্‌ত হুয়াই (রা)-এর উট অসুস্থ হয় এবং সে সময় যয়নব (রা)-এর কাছে একটা অতিরিক্ত উট ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যয়নব (রা)-কে বলেন ঃ তুমি উটটি ওকে দিয়ে দাও। তিনি বলেন ঃ ঐ ইয়াহূদীকে দেব ! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হন এবং তিনি যিলহাজ্জ, মুহাররম ও সফর মাসের কয়েক দিন তাঁর সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখেন।

٥. بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْجِدَالِ فِى الْقُرْاٰنِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের মধ্যে ঝগড়া করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

٤٥٣٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَزِيْدُ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمِرَاءُ فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ *

৪৫৩২। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কুরআনের মধ্যে নিজের মত ব্যক্ত করে ঝগড়ার সৃষ্টি করা কুফ্‌র।

٦. بَابُ فِىْ لُزُوْمِ السُّنَّةِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সুন্নাতের অনুসরণ করা জরুরী

٤٥٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا اَبُوْ عَمْرِو بْنُ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَوْفٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلاَ اِنِّيْ اُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلٰى اَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُّم فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ اَلاَ لاَيَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْاَهْلِيُّ وَلاَ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلاَ لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ اِلاَّ اَنْ يَّسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَّزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ اَنْ يَّقْرُوْهُ فَاِنْ لَّمْ يَقْرُوْهُ فَلَهُ اَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ *

৪৫৩৩। আবদুল ওয়াহাব (র) - - - মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকরাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জেনে রাখ ! আমাকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে এবং এর সাথে অনুরূপ (হাদীছ) দেয়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে একজন অভাবহীন তৃপ্ত ব্যক্তি তার খাটের উপর অবস্থান করে বলবে ঃ তোমরা এ কুরআনকে গ্রহণ কর এবং এতে যা হালাল বলা হয়েছে, তা হালাল হিসাবে গ্রহণ কর: আর যা হারাম বলা হয়েছে, তা হারাম হিসাবে গ্রহণ কর। জেনে রাখ ! গৃহ-পালিত গাধার গোশ্‌ত তোমাদের জন্য হালাল নয়, কোন হিংস্র জন্তুর গোশ্‌ত ও হালাল নয়, কোন যিম্মীর পরিত্যক্ত মাল হালাল নয়, তবে যদি তার মালিক তা থেকে বে-পরওয়া হয়, সে আলাদা ব্যাপার। আর যদি কেউ মেহমান হিসাবে কোন কাওমের কাছে যায়, তবে তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। তারা যদি সে ব্যক্তি মেহমানদারী না করে, তবে তাদের নিকট থেকে মেহমানের হক গ্রহণ করার অধিকার তার থাকবে।

٤٥٣٤. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيَّ عَائِذَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ لاَيَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِيْنَ يَجْلِسُ اِلاَّ قَالَ اللّٰهُ حَكَمٌ قِسْطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُوْنَ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا اِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيْهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيْهَا الْقُرْاٰنُ حَتّٰى يَاخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْاَةُ وَالْكَبِيْرُ وَالصَّغِيْرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فَيُوْشِكُ قَائِلٌ اَن يَّقُوْلَ مَا لِلنَّاسِ لاَيَتَّبِعُوْنِيْ وَقَدْ قَرَاْتُ الْقُرْاٰنَ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتّٰى اَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَاِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ فَاِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلاَلَةٌ وَّاُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيْمِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الضَّلاَلَةِ عَلٰى لِسَانِ

الْحَكِيْمِ وَقَدْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ لِمُعَاذٍ مَا يُدْرِيْنِيْ رَحِمَكَ اللّٰهُ اَنَّ الْحَكِيْمَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الضَّلاَلَةِ وَاَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ بَلٰى اجْتَنِبْ مِنْ كَلاَمِ الْحَكِيْمِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِيْ يُقَالُ لَهَا مَاهٰذِهِ وَلاَ يَغْنِيَنَّكَ ذٰلِكَ عَنْهُ فَاِنَّهُ لَعَلَّهُ اَنْ يُّرَاجِعَ وَتَلَقَّ الْحَقَّ اِذَا سَمِعْتَهُ فَاِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُوْرًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَلاَ لاَيُمْنِكَ ذٰلِكَ عَنْهُ مَكَانَ يَثْنِيَنَّكَ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا بِالْمُشْتَبِهَاتِ مَكَانَ الْمُشْتَهِرَاتِ وَقَالَ لاَيَثْنِيَنَّكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلٰى مَاتَشَابَهَ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيْمِ حَتّٰى تَقُوْلَ مَا اَرَادَ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ *

৪৫৩৪। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন উমায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি মা'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-এর সাথী ছিলেন, তিনি বলেন ঃ মা'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) যখন কোন যিকিরের মজলিসে বসতেন, তখন এরূপ বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সন্দেহ পোষণকারীরা ধ্বংস হয়েছে। একদিন তিনি বলেন ঃ তোমাদের পরবর্তী সময়ে ব্যাপক ফিতনার সৃষ্টি হবে। সে সময় ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে এবং কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে। ফলে, মু'মিন, মুনাফিক, স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড় গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তি তার জ্ঞান অর্জন করবে। তখন এক ব্যক্তি এরূপ বলবে ঃ লোকদের কি হয়েছে ? তারা আমার অনুসরণ কেন করে না, অথচ আমি কুরআন পড়েছি! তারা ততক্ষণ আমার অনুসরণ করবে না, যতক্ষণ না আমি কুরআন ব্যতীত অন্য জিনিস তাদের সামনে পেশ করি। কাজেই, কেউ যদি এরূপ কিছু করে, তবে তোমরা তা অস্বীকার করবে। কেননা, এরূপ যা কিছু উদ্ভাবিত হবে, তা গুমরাহী এবং আমি আলিমদের গুমরাহী সম্পর্কে অধিক শংকিত। কেননা, শয়তান কখনো কখনো আলিমদের মুখ থেকে গুমরাহীর কথা বের করে দেয় এবং কোন কোন সময় মুনাফিক ও সত্য কথা বলে।

রাবী বলেন ঃ তখন আমি মা'আয (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি যে অজ্ঞানের মত কথা বলতে পারে এবং মুনাফিক ও কোন সময় সত্য কথা বলতে পারে, তা আমরা কিভাবে অবগত হতে পারি ? তিনি বলেন ঃ তোমরা জ্ঞানীদের সে সব কথা পরিহার করবে, যা ভুল ও মিথ্যার সাথে প্রসিদ্ধি লাভ করবে এবং লোকেরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে। এ সময় ও তোমরা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না ; কেননা, হয়তো তারা তা থেকে ফিরে আসতে পারে। তোমরা তাদের থেকে সত্য কথা শ্রবণ করবে এবং তা গ্রহণ করবে। কেননা, হকের মধ্যে সত্যের নূর নিহিত থাকে।

٤٥٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ ح وَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ نَا اَسَادُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَمَّادُ بْنُ دَلِيْلٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّضْرِ ح وَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ عَن قَبِيصَةَ قَالَ نَا اَبُو رَجَاءٍ عَن اَبِى الصَّلْتِ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ ابْنِ كَثِيْرٍ وَّمَعْنَاهُمْ قَالَ كَعَبَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُوْ عَنِ الْقَدْرِ فَكَتَبَ اَمَّا بَعْدُ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْاِقْتِسَادِ فِىْ اَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَتَرْكِ مَا اَحْدَثَ الْمُحْدِثُوْنَ بَعْدَ مَاجَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكُفُوْا مُؤْنَتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُوْمِ السُّنَّةِ فَاِنَّهَا لَكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ اعْلَمْ اَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً اِلاَّ قَدْ مَضٰى قَبْلَهَا مَاهُوَا دَلِيْلٌ عَلَيْهَا اَوْ عِبْرَةٌ فِيْهَا وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ كَثِيْرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْخَطَاءِ وَالزَّلَلِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعْمِيْقِ فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَارَضِىَ بِهِ الْقَوْمُ لاَنْفُسِهِمْ فَاِنَّهُمْ عَلٰى عِلْمٍ وَّقَفُوْا وَبِبَصَرٍنَّاقِدٍ كَفُوْا وَهُمْ عَلٰى كَشْفِ الْاُمُوْرِ كَانُوْا اَقْوٰى وَالْفَضْلُ مَا كَانُوْا فِيْهِ اَوْلٰى فَاِنْ كَانَ الْهُدٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوْهُمْ اِلَيْهِ وَلَئِنْ قُلْتُمْ اِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَّا اَحْدَثَهُ اِلاَّمَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِهِمْ وَوَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَاِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُوْنَ فَقَدْ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ بِمَا يَكْفِىْ وَوَصَفُوْا مِنْهُمْ مَّايَشْفِىْ فَمَادُوْنَهُمْ مِّنْ مُّقْصَرٍ وَّمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مُّحْسَرٍ وَّقَدْ قَصَرَ قَوْمٌ دُوْنَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ اَقْوَامٌ فَغَلُوْا وَاِنَّهُمْ بَيْنَ ذٰلِكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْاِقْرَارِ بِالْقَدْرِ فَعَلَى الْخَبِيْرِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَعْتَ مَا اَعْلَمُ مَا اَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُّحْدَثَةٍ وَلاَ ابْتَدَعُوْا مِنْ بِدْعَةٍ هِىَ اَبْيَنُ اَثَرًا وَّلاَ اَثْبَتُ اَمْرًا مِنَ الْاِقْرَارِ بِالْقَدْرِ لَقَدْ كَانَ ذَكَرَهُ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهْلاَءُ يَتَكَلَّمُوْنَ بِهِ فِىْ كَلاَمِهِمْ وَفِىْ شِعْرِهِمْ يُعَقُّوْنَ بِهِ اَنْفُسَهُمْ عَلٰى مَافَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْاِسْلاَمُ اِلاَّ شِدَّةً وَّلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَيْرِ حَدِيْثٍ وَّلاَ حَدِيْثَيْنِ وَسَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَتَكَلَّمُوْا بِهِ فِىْ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ

وَفَاتِهِ يَقِيْنًا وَّتَسْلِيْمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضْعِيْفًا لاَنْفُسِهِمْ اَنْ يَّكُوْنَ شَيْئٌ لَّمْ يُحِطْ بِهِ
عِلْمُهُ وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمْضِ فِيْهِ قَدْرُهُ وَاِنَّهُ مَعَ ذٰلِكَ لَفِىْ مُحْكَمِ كِتَابِهِ
مِنْهُ اقْتَبِسُوْهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوْهُ وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ كَذَا وَلِمَ قَالَ كَذَا
لَقَدْ قَرَؤُا مِنْهُ مَاقَرَاتُمْ وَعَلِمُوْا مِنْ تَاوِيْلِهِ مَاجَهِلْتُمْ وَقَالُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ كُلُّهُ
بِكِتَابٍ وَّقَدَرٍ وَّمَا يُقَدَّرُ يَكُنْ وَّمَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَا لَمْ يَكُنْ وَّلاَ نَمْلِكُ
لاَنْفُسِنَا نَفْعًا وَّلاَ ضَرًا ثُمَّ رَغِبُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ وَرَهِبُوْا *

৪৫৩৫। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট পত্রযোগে তাকদীর সম্পর্কে জানতে চান। ... ... আবূস সাল্ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে জানার জন্য উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে পত্র লেখেন। এর জবাবে তিনি লেখেন ঃ আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি - আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য এবং তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য এবং তাঁর নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করার জন্য। আর বিদ'আতিগণ যা উদ্ভাবন করেছে, তা পরিহার করার জন্য আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি। বিদ'আতীরা এসব কথা তখন উদ্ভাবন করেছে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ'আত সৃষ্টির পর তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তোমার উচিত, সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। কেননা, সুন্নাতের উপর আমল করলে তুমি আল্লাহ্‌র হুকুমে গুমরাহী থেকে বেঁচে যাবে। জেনে রাখ ! লোকেরা এমন কোন বিদ'আত সৃষ্টি করিনি, যা বাতিল হওয়ার জন্য দলীল বর্ণিত হয়নি এবং তা দেখাতে শিক্ষা হয়নি। আর সুন্নাতকে তিনি জারী করেছেন, যিনি জানতেন, এর বিরোধিতা করলে কিরূপ গুনাহ, ক্রুটি-বিচ্যুতি ও আহমকী হবে। কাজেই, তুমি সে তরীকার অনুসরণ কর, যে তরীকা অনুসরণ করেছিল পূর্ববর্তিগণ। কেননা, তাঁরা দীনের ইল্‌ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী ছিলেন। আর যে কাজ করতে তাঁরা নিষেধ করেছেন, তা জেনে-শুনেই করেছেন। তারা দীনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আর তাদের মাঝে যে যোগ্যতা ছিল, তা ছিল উন্নতমানের। তোমরা যে তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত আছ, যদি তা-ই হিদায়াত হয়, তবে তোমরা অগ্রগামী হয়ে যাবে। আর যদি তোমরা বল, যারা দীনের মধ্যে নতুন কথা সৃষ্টি করেছে; তবে আমরা বলবো ঃ আগের লোকেরাই উত্তম ছিল এবং তারা এদের চাইতে অগ্রগামী ছিল। যতটুকু বর্ণনা করার, তা তাঁরা করেছেন। আর যতটুকু বলা দরকার, তা সবই করেছেন; এর উপরেও কিছু বলার নেই এবং নীচেও কিছু বলার নেই। কিছু লোক তাঁদের থেকে কম বর্ণনা করেছে, তারা ক্ষতি করেছে; আর কিছু লোক তাদের চাইতে বেশী বর্ণনা করেছে। পূর্ববর্তী আলিমগণ মধ্যপন্থী ছিলেন এবং তাঁরা সোজা-সরল রাস্তার অনুসরণকারী ছিলেন। তুমি পত্রে তাকদীর সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। আল্লাহ্‌র হুকুমে তুমি এ প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের চাইতে অধিক জানী। আমি মনে করি, যত বিদ'আতী সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা যা নতুন উদ্ভাবন করেছে, এর মধ্যে

তাকদীরের বর্ণনা খুবই স্পষ্ট এবং মজবুত। জাহিলী যুগের লোকেরা তাদের কথাবার্তায় তাকদীরের কথা বলতো এবং তাদের কবিতায়--তাকদীর থেকে মসীবত দূর করে দিত। অবশেষে ইসলাম এ ধারণাকে আরো শক্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বা দুই হাদীছে নয়, বরং অনেক হাদীছে তাকদীরের কথা বর্ণনা করেছেন। মুসলমানের তাঁর থেকে এসব শুনেছেন এবং অন্যের কাছে বর্ণনাও করেছেন – তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও ; এর উপর বিশ্বাস রেখে এবং মেনে নিয়ে। আর নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে যে, এমন কিছুই নেই, যা আল্লাহ্ জানেন না এবং তাঁর কিতাবে লেখা নেই, অথবা এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফায়সালা বাস্তবায়িত হয়নি। উল্লেখ্য যে, তাকদীরের বর্ণনা আল্লাহ্‌র মজবুত কিতাবে রয়েছে, তা থেকে পূর্ববর্তিগণ তাকদীরের মাসআলা-মাসায়েল শিখেছে। যদি তুমি বল ঃ কেন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন, আর কেন এমন বলেন (যা বাহ্যতঃ তাকদীরের বিপরীত)? এর জবাব হলো ঃ আগের যুগের লোকেরা এ আয়াত পড়েছিল এবং তারা এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল, যা তোমরা জান না। তারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাকদীর সম্পর্কে বলতো ঃ তা-ই হবে, যা আল্লাহ্ চান ; আর তা হবে না, যা তিনি চান না। আর আমরা আমাদের উপকার ও অপকারের পূর্ণ ক্ষমতা রাখি না। এ বিশ্বাসের উপর পূর্ববর্তিগণ উত্তম কাজ করতেন এবং খারাপ কাজ করতে ভয় পেতেন।

٤٥٣٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ نَا سَعِيْدٌ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ صَدِيْقٌ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ اِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ اَنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِىْ شَيْئٍ مِّنَ الْقَدْرِ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكْتُبَ اِلَىَّ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يُكَذِّبُوْنَ بِالْقَدْرِ *

৪৫৩৬। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন উমার (রা)-এর একজন দোস্ত ছিল শাম দেশে, যিনি তার সাথে পত্রালাপ করতেন। একবার ইব্‌ন উমার (রা) তাকে লেখেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকদীরের ব্যাপারে, কথাবার্তা বলেছ ! এখন থেকে তুমি আমার কাছে আর পত্র লিখবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি হবে, যা তাকদীরকে অস্বীকার করবে।

٤٥٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَا اَبَا سَعِيْدٍ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اٰدَمَ لِلسَّمَاءِ خُلِقَ اَمْ لِلاَرْضِ قَالَ لاَبَلْ لِلاَرْضِ قُلْتُ اَرَاَيْتَ لَوِاعْتَصَمَ فَلَمْ يَاكُلْ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ قُلْتُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ اِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ

قَالَ اِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لاَيَفْتِنُوْنَ بِضَلاَلَتِهِمْ اِلاَّ مَنْ اَوْجَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَحِيْمُ *

৪৫৩৭। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাররাহ (র) - - - খালিদ হায্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ হে আবূ সাঈদ! আমাকে বলুন, আদম (আ)-কে কি আসমানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, না যমীনের জন্য ? তিনি বলেন ঃ তাকে যমীনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমি বলি ঃ যদি তিনি গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করতেন ? তিনি বলেন ঃ এ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না, (কেননা, তাঁর তাকদীরে এরূপ লেখা ছিল)। আমি বলি, আপনি আমাকে এ আয়াত সম্পর্কে বলুন ঃ "শয়তান তোমাদের কাউকে গুমরাহ্ করতে পারে না, তবে তাকে, যে জাহান্নামের যাবে।" তিনি বলেন ঃ অবশ্যই শয়তান তার গুমরাহীতে কাউকে আবদ্ধ করতে পারে না, তবে তাকে, যার জন্য আল্লাহ্ জাহান্নাম অবধারিত করেছেন।

٤٥٣٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءَ عَنِ الْحَسَنِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ قَالَ خَلَقَ هٰؤُلاَءِ لِهٰذِهٖ وَهٰؤُلاَءِ لِهٰذِهٖ *

৪৫৩৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - হাসান (র) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের এজন্য সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাদের পয়দা করেছেন জান্নাতের জন্য এবং ওদের (কাফিরদের) সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামের জন্য।

٤٥٣٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ اَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءَ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ اِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ قَالَ اِلاَّ مَنْ اَوْجَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ اَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيْمَ *

৪৫৩৯। আবূ কামিল (র) - - - খালিদ হায্যা (র) বলেন ঃ আমি হাসান (র)-কে জিজ্ঞাসা করি, এ আয়াতের অর্থ কি ? যেখানে বলা হয়েছে ঃ শয়তান তোমাদের কাউকে গুমরাহ করতে পারে না, তবে যে জাহান্নামে যাবে, (তার কথা স্বতন্ত্র)। তিনি বলেন ঃ অবশ্যই শয়তান তার গুমরাহীর ফাঁদে তাকেই আবদ্ধ করবে, যার জন্য আল্লাহ্ জাহান্নাম ওয়াজিব করেছেন।

٤٥٤٠. حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدٌ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ لاَنْ يَسْقُطَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَقُوْلَ الْاَمْرُ بِيَدِىْ *

৪৫৪০। হিলাল ইব্ন বিশ্র (র) - - - হুমায়দ (র) বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলতেন ঃ আসমান থেকে যমীনে পতিত হওয়া এরূপ বলা থেকে উত্তম যে, "সব কর্তৃত্ব আমার হাতে।"

٥٤٤١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ نَا حُمَيْدٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا الْحَسَنُ مَكَّةَ فَكَلَّمَنِىْ فُقَهَاءُ اَهْلِ مَكَّةَ اَنْ اُكَلِّمَهُ فِىْ اَنْ يَّجْلِسَ لَهُمْ يَوْمًا يَّعِظُهُمْ فِيْهِ فَقَالَ نَعَمْ فَاجْتَمَعُوْا فَخَطَبَهُمْ فَمَا رَاَيْتُ اَخْطَبَ مِنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَّا اَبَا سَعِيْدٍ مَّنْ خَلَقَ الشَّيْطَانَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ خَلَقَ اللّٰهُ الشَّيْطَانَ وَخَلَقَ الْخَيْرَ وَخَلَقَ الشَّرَّ قَالَ الرَّجُلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ كَيْفَ يَكْذِبُوْنَ عَلٰى هٰذَا الشَّيْخِ *

৪৫৪১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হাসান (র) মক্কায় আমাদের নিকট আসলে, মক্কার ফকীহ্গণ আমাকে বলেন ঃ আপনি হাসান (র)-কে বলুন, তিনি যেন একদিন ওয়াজ করেন। তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, ঠিক আছে। এরপর লোকেরা একত্রিত হলে হাসান (র) তাদের সামনে ওয়াজ করেন। আমি তাঁর চাইতে উত্তম বক্তা আর কাউকে দেখিনি। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ হে আবূ সাঈদ ! শয়তানকে কে সৃষ্টি করেছে ? তিনি বলেন ঃ সুব্হানাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ স্রষ্টা আছেন কি ? আল্লাহ্ শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি ভাল ও মন্দ সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন ! তারা কিরূপে এ বুযুর্গের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়।

٥٤٤٢. حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنِ الْحَسَنِ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ قَالَ الشِّرْكُ *

৪৫৪২। ইব্ন কাছীর (র) - - - হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, হাসান (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ এভাবেই আমি একে গুনাহ্গারদের অন্তরে নিক্ষেপ করি, অর্থাৎ শিরিককে।

٤٥٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَّجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ غَيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ نِ الصَّيْدِ عَنِ الْحَسَنِ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ قَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْاِيْمَانِ *

৪৫৪৩। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - হাসান (র) বলেন ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তাদের মধ্যে এবং তারা যা চায় – তার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়েছে। তিনি বলেন ঃ এর অর্থ ঃ তাদের মধ্যে এবং ঈমানের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়েছে।

٥٤٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِنَا سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ اَسِيْرُ بِالشَّامِ فَنَادَانِىْ رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِىْ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ فَقَالَ يَا اَبَا عَوْنٍ

مَاهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُوْنَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَكْذِبُوْنَ عَلَى الْحَسَنِ كَثِيْرًا *

৪৫৪৪। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - ইব্ন আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি শামের দিকে যাচ্ছিলাম। এ সময় পেছন থেকে আমাকে একজন ডাকে। আমি তাকিয়ে দেখি, সে হলো – রাজা' ইব্ন হাওয়া। তিনি বলেন ঃ হে আবূ আওন ! লোকেরা হাসান (র) থেকে এসব কী বর্ণনা করে ? আমি বলি ঃ তারা অধিকাংশ সময় তার উপর মিথ্যা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে।

٥٤٤٥. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ اَيُّوْبَ يَقُوْلُ كَذَبَ عَلَى الْحَسَنِ ضَرْبَانِ مِنَ النَّاسِ قَومٌ الْقَدْرُ رَاَيْتُهُمْ وَهُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّنْفِقُوْا بِذٰلِكَ رَايَهُمْ وَقَوْمٌ لَّهُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ شَنَانٌ وَّبُغْضٌ يَّقُوْلُوْنَ اَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهٖ كَذَا اَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهٖ كَذَا *

৪৫৪৫। সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) - - - আয়্যূব (র) বলেন ঃ হাসান (র)-এর উপর দু' ধরনের লোক মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। একটি হলো কাদ্রীয়া – তারা চায় যে, তার নাম ব্যবহারে – তাঁদের বক্তব্য গৃহীত হোক। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো তারা – যারা শত্রুতাবশত তার সম্পর্কে এরূপ বলে যে, তিনি এরূপ বলেছেন, সেরূপ বলেছেন।

٥٤٤٦. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى اَنَّ يَحْيَى بْنَ كَثِيْرٍ الْعَنْبَرِىَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ يَقُوْلُ لَنَا يَافِتْيَانُ لاَتَغْلِبُوْا عَلَى الْحَسَنِ فَاِنَّهُ كَانَ رَايَهُ السُّنَّةَ وَالصَّوَابَ *

৪৫৪৬। ইব্ন মুছান্না (র) - - - কুররাত ইব্ন খালিদ (র) আমাদের এরূপ বলতেন ঃ হে যুবকেরা ! তোমরা হাসান (র) কাদরীয়া মতবাদের অনুসারী মনে করো না। তাঁর অভিমত আহ্লে সুন্নাতুল জামা'আতের অনুরূপ এবং সঠিক।

٥٤٤٧. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ نَامُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا اَنَّ كَلِمَةَ الْحَسَنِ تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ لَكَتَبْنَا بِرُجُوْعِهٖ كِتَابًا وَّاَشْهَدْنَا عَلَيْهِ شُهُوْدًا وَّلٰكِنَّا قُلْنَا كَلِمَةٌ خَرَجَتْ لاَتُحْمَلُ *

৪৫৪৭। ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) - - - ইব্ন আওন (র) বলেন ঃ যদি আমরা জানতাম যে, হাসান (র) যা বলেছেন, তা প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে, তবে তাঁর কাছে গিয়ে একটা কিতাব রচনা করতাম এবং লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমরা এমন কথা বলেছি, যা প্রত্যাহার যোগ্য নয়।

٥٤٤٨. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ لِىَ

الْحَسَنُ مَا اَنَا بِعَائِدٍ اِلٰى شَيْئٍ مِنْهُ اَبَدًا *

৪৫৪৮। সুলায়মান ইব্ন হারব (র) - - - আয়্যুব (র) বলেন ঃ হাসান (র) বলেছেন ঃ আমি আর কখনো এরূপ কথা বলবো না।

٤٥٤٩.حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيْ قَالَ مَا فَسَّرَ الْحَسَنُ اٰيَةً قَطُّ اِلاَّ عَنِ الاِثْبَاتِ *

৪৫৪৯। হিলাল ইব্ন বিশ্‌র (র) - - - উছমান বাত্‌তী (র) বলেন ঃ হাসান (র) যখনই কোন আয়াতের তাফসীর করেছেন, তখনই তাকদীরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

٤٥٥٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ نَاسُفْيَانُ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَاتِيْهِ الاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهٖ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَنَدْرِى مَا وَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبَعْنَاهُ *

৪৫৫০। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবূ রাফি' (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মাঝে কাউকে এরূপ পাব না, যে তার খাটের উপর বালিশে হেলান দিয়ে থাকে। যদি তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধ আসে, তখন সে বলে ঃ আমি তো এ জানি না। বরং আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে যে নির্দেশ পেয়েছি, তার অনুসরণ করি।[১]

٤٥٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِىُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ صَنَعَ اَمْرًا عَلٰى غَيْرِ اَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ *

৪৫৫১। মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ্ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই, তা পরিত্যাজ্য।

১. আলোচ্য হাদীছে নবী (সা) অহংকারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য এরূপ বলবে এবং হাদীছের নির্দেশ পরিত্যাগ কর কেবলমাত্র ব্যক্তি স্বার্থ ও সুবিধার জন্য কুরআনের অনুসারী হওয়ার দাবী করবে। এরা সত্যকারের মুসলিম নয়। বরং প্রকৃত মুসলমান তারা – যারা কুরআন ও হাদীছের পূর্ণ অনুসরণ করবে। (–অনুবাদক)।

রাবী ঈসা (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমরা যা করিনি, যদি এমন কাজ কেউ করে, তাবে তা পরিত্যাজ্য।

٤٥٥٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ وَحَجَرُ بْنُ حَجَرٍ قَالاَ اَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيْهِ وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا اَتَيْنَاكَ زَائِرِيْنَ وَعَائِدِيْنَ وَمُقْتَبِسِيْنَ فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ عَلَيْنَا فَقَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَاِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَّكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ *

৪৫৫২। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - হাজার ইব্ন হাজার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা)-এর নিকট গমন করি, যার শানে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ তাদের জন্য কোন অসুবিধা নেই, যারা আপনার নিকট এ জন্য আসে যে, আপনি তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবেন। আপনি বলেন ঃ আমি তো তোমাদের জন্য কোন বাহন পাই না।

রাবী বলেন ঃ আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করি এবং বলি ঃ আমরা আপনাকে দেখার জন্য, আপনার খিদমতের জন্য এবং আপনার কাছ থেকে কিছু সংগ্রহের জন্য এসেছি। তখন তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সংগে সালাত আদায়ের পর, আমাদের দিকে ফিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, যাতে আমাদের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয় এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্থ হয়। আমাদের মধ্যে একজন বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মনে হচ্ছে এ আপনার বিদায়ী ভাষণ, কাজেই আপনি আমাদের আরো কিছু অছীয়ত করুন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ আমি তোমাদের তাক্ওয়া অবলম্বনের জন্য বলছি এবং শোনা ও মানার জন্যও, যদিও তোমাদের আমীর হাব্শী গোলাম হয়। কেননা, তোমাদের মাঝে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে-রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা তাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে। তোমরা বিদ'আতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা হতে দূরে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই

বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী।

٤٥٥٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ عَتِيْقٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

৪৫৫৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ অধিক বচসা ও ঝগড়াকারী লোকেরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি তিনবার এরূপ বলেন।

٧. بَابُ مَنْ دَعَا اِلٰى لُزُوْمِ السُّنَّةِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ সুন্নাতের অনুসরণের ফযীলত সম্পর্কে

٤٥٥٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَّمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا *

৪৫৫৪। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোকদের হিদায়েতের দিকে আহবান করবে, সে ঐ লোকের সম-পরিমাণ ছওয়াব পাবে, যে তার অনুসরণ করবে। আর তাদের বিনিময় থেকে কিছুই কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি লোকদের গুমরাহীর দিকে ডাকবে, সে ব্যক্তি তাদের গুনাহের সম-পরিমাণ ভাগী হবে, যারা তার অনুসরণ করবে। আর তাদের গুনাহ্ থেকে কিছুই কম করা হবে না।

٤٥٥٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَّنْ سَاَلَ عَنْ اَمْرٍ لَّمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ مَّسَاَلَتِهٖ *

৪৫৫৫। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - সাঈদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের মাঝে সব চাইতে বড় গুনাহ্গার ঐ ব্যক্তি, যে এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, যা হারাম ছিল না; কিন্তু তার জিজ্ঞাসার কারণে তা হারাম হয়ে যায়।

٨. بَابُ فِى التَّفْضِيْلِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কে

٤٥٥٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَسْوَدَ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ نَعْدِلُ بِاَبِىْ بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ نَتْرُكُ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ *

৪৫৫৬। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী করীম ﷺ -এর যামানায় বলতাম ঃ আবূ বকর (রা)-এর সমতুল্য আর কেউ নেই। এরপর উমার (রা) এবং তারপর উছমান (রা)। এঁদের পর আমরা নবী ﷺ -এর সাহাবীদের কাউকে অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতাম না।

٤٥٥٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَاعَنْبَسَةُ ثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَىٌّ اَفْضَلُ اُمَّةِ النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَهُ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ *

৪৫৫৭। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় এরূপ বলতাম যে, নবী ﷺ -এর তাঁর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন – আবূ বকর, তারপর উমার এবং এরপর উছমান।

٤٥٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا جَامِعُ ابْنُ اَبِىْ رَاشِدٍ ثَنَا اَبُوْ يَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ خَشِيْتُ اَنْ اَقُوْلَ ثُمَّ مَنْ فَيَقُوْلُ عُثْمَانُ فَقُلْتُ ثُمَّ اَنْتَ يَا اَبَتِ قَالَ مَااَنَا الاَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ *

৪৫৫৮। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন হানাফীয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার পিতা (আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরে লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তিনি বলেন ঃ আবূ বকর (রা)। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি ঃ এরপর কে ? তিনি বলেন ঃ উমার (রা)।

রাবী বলেন ঃ আমার ভয় হয়, যদি আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ এরপর কে ? আর তিনি বলেন ঃ উছমান (রা)। তাই আমি তাকে বলি হে আমার পিতা ! এরপর কি আপনি শ্রেষ্ঠ ? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি তো মুসলমানদের মধ্যে একজন। (এটা তাঁর বিনয়ের প্রকাশ)।

٤٥٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى الْفِرْيَابِىُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ مَنْ زَعَمَ اَنَّ عَلِيًّا رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ اَحَقَّ بِالْوِلاَيَةِ مِنْهُمَا فَقَدْ خَطَّأَ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ وَمَا اُرَاهُ يَرْتَفِعُ لَهُ مَعَ هٰذَا عَمَلٌ اِلَى السَّمَاءِ *

৪৫৫৯। মুহাম্মদ ইব্ন মিসকীন (র) - - - সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ মনে করবে যে, আলী (রা) – আবূ বকর ও উমার (রা) অপেক্ষা খিলাফতের জন্য অধিক উপযুক্ত ছিলেন ; তবে সে ব্যক্তি আবূ বকর (রা), উমার (রা) এবং সমস্ত আনসার ও মুহাজিরদের ত্রুটি চিহ্নিত করবে। (কেননা, আবূ বকর (রা) মুহাজির ও আনসারদের সর্ব সম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন)। তিনি আরো বলেন ঃ যার এরূপ ধারণা পোষণ করবে, তাদের আমল (আল্লাহ্র নিকট পৌঁছাবে) যাবে বলে আমার মনে হয় না।

٤٥٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا قَبِيْصَةُ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ *

৪৫৬০। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)- -সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খলীফা পাঁচজন ঃ আবূ বকর (রা), উমার (রা), উছমান (রা), আলী (রা) এবং উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)।

٩. بَابُ فِى الْخُلَفَاءِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ খিলাফত সম্পর্কে

٤٥٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مُحَمَّدٌ كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَّنْطِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَاَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَاَرَى سَبَبًا وَّاصِلاً مِّنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَاَرَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ اَخَذَبِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَعَلاَبِهِ ثُمَّ اَخَذَبِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَعَلاَبِهِ ثُمَّ اَخَذَبِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وَصَلَ فَعَلاَبِهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بِاَبِىْ

وَأُمِّيْ لِتَدَعْنِيْ فَلاَ عَبِّرَنَّهَا فَقَالَ اعْبُرْهَا فَقَالَ اَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْاِسْلَامِ وَاَمَّا مَايَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْاٰنُ لِيْنُهُ وَحَلَاوَتُهُ وَاَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ وَاَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِيْ اَنْتَ عَلَيْهِ تَاخُذُبِهٖ فَيُعْلِيْكَ اللّٰهُ ثُمَّ يَاخُذُبِهٖ بَعْدَكَ رَجُلٌ فَيَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْابِهٖ اَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَتُحَدِّثَنِيْ اَصَبْتُ اَمْ اَخْطَاْتُ فَقَالَ اَصَبْتَ بَعْضًا وَّاَخْطَاْتَ بَعْضًا فَقَالَ اَقْسَمْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَتُحَدِّثَنِيْ مَاالَّذِيْ اَخْطَاْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاتُقْسِمْ *

৪৫৬১। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি রাতে স্বপ্নে দেখি যে, এক টুকরা মেঘ, যা থেকে ঘি ও মধু বর্ষিত হচ্ছে। এরপর আমি দেখি যে, লোকেরা হাত বাড়িয়ে তা আহরণ করছে, কেউ বেশী – আর কেউ কম। এরপর আমি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত একটা ঝুলন্ত রশি দেখতে পাই। আমি দেখি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি সে রশি ধরে উপরে উঠে গেলেন। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তা ধরে উপরে উঠে যায়। পরে আর এক ব্যক্তি তা ধরে উপরে চলে যায়। এরপর এক ব্যক্তি তা ধরলে, সেটি ছিঁড়ে যায়, পরে তা ঠিক হলে, তিনি তা ধরে উপরে গমন করেন। একথা শুনে আবূ বকর (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক ! আপনি আমাকে এ স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা করার অনুমতি দিন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ আচ্ছা, তুমি এ স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা কর। আবূ বকর (রা) বলেন ঃ মেঘের টুকরা হলো – দীন ইসলাম। আর যে ঘি ও মধু তা থেকে বর্ষিত হচ্ছে, তা হলো – কুরআনের মিষ্টি-মধুর বচন এবং কম-বেশী সংগ্রহকারীর অর্থ হলো – কুরআনের ইল্‌ম কম-বেশী অর্জনকারী। আর আসমান ও যমীনের মাঝে ঝুলন্ত রশির অর্থ হলো – ঐ সত্য দীন, যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত। তারপর আল্লাহ্ আপনাকে উঠিয়ে নিলে, খিলাফতের ঐ দায়িত্ব আর এক ব্যক্তি গ্রহণ করবে, তাকেও উঠিয়ে নেয়া হবে। এরপর আর এক ব্যক্তি সে দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তাকেও উঠিয়ে নেওয়া হবে। পরে এক ব্যক্তি সে দায়িত্ব গ্রহণ করলে, রশি ছিঁড়ে যাবে, পরে তা মিলিত হবে এবং তাকেও উঠিয়ে নেওয়া হবে। এরপর তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি বলুন, আমি স্বপ্নের তা'বীর কি সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পেরেছি, না ভুল হয়েছে ? তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি কিছু ঠিক এবং কিছু ভুল বর্ণনা দিয়েছ। তখন তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি শপথ দিয়ে বলছি, আমি যা ভুল করেছি, তা আমাকে বলে দিন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি কসম খেয়ো না।

٤٥٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَاَبٰى اَنْ يُّخْبِرَهُ *

৪৫৬২। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ আবূ বকর (রা)-এর ত্রুটি সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে অস্বীকার করেন। হাদীছের এ অংশ উপরোক্ত ঘটনার অংশ।

٤٥٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ ثَنَا الْاَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا رَاَيْتُ كَاَنَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ اَنْتَ وَاَبُوْ بَكْرٍ فَرَجَحْتَ اَنْتَ بِاَبِيْ بَكْرٍ وَوُزِنَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ اَبُوْ بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيْزَانُ فَرَاَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪৫৬৩। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - আবূ বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম ﷺ সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে ? তখন এক ব্যক্তি বলে ঃ আমি স্বপ্নে দেখি যে, আসমান থেকে একটা দাঁড়ি-পাল্লা নাযিল হয়েছে, তাতে আপনাকে ও আবূ বকর (রা)-কে মাপা হলে, আপনার ওযন আবূ বকর (রা) থেকে অধিক হয়। এরপর উমার ও আবূ বকর (রা)-কে মাপা হলে, আবূ বকর (রা)-এর পাল্লা ভারী হয়। তারপর উমার ও উছমান (রা)-কে মাপা হলে, উমার (রা)-এর পাল্লা অধিক ওযন বিশিষ্ট হয়। এরপর সে দাঁড়ি-পাল্লা উপরে উঠে যায়।

রাবী বলেন ঃ এ বৃত্তান্ত শোনার পর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ দেখতে পাই।

٤٥٦٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ اَيُّكُمْ رَاٰى رُؤْيَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَرَاهِيَةَ فَاسْتَاءَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ فَسَاءَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِى اللّٰهُ الْمُلْكَ مَنْ يَّشَاءُ *

৪৫৬৪। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ বাক্রা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের মাঝে কে স্বপ্ন দেখেছে ? এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ নেই, বরং এরূপ উল্লেখ আছে যে, এ স্বপ্নকে তিনি ভাল মনে করেননি। নবী ﷺ বলেন ঃ খিলাফত হবে নবূওয়াতের। এরপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন, সুল্তানাত (বাদশাহী) দান করবেন।

٤٥٦٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِىَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ نِيْطَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنِيْطَ عُمَرُ بِاَبِىْ بَكْرٍ وَنِيْطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَا اَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا تَنَوُّطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وُلَاةُ هٰذَا الْاَمْرِ الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ بِهٖ نَبِيَّهٗ ﷺ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يُوْنُسُ وَشُعَيْبٌ لَمْ يَذْكُرَا عَمْرًا *

৪৫৬৫। আমর ইব্ন উছমান (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আজকের রাতে একজন নেক-বখ্ত লোককে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে যে, আবূ বকর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে; আর উমার (রা)-কে আবূ বকর (রা)-এর সংযুক্ত করা হয়েছে এবং উছমান (রা)-কে উমার (রা)-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

রাবী জাবির (রা) বলেন ঃ যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে গমন করি, তখন আমার মনে এরূপ উদয় হয় যে, নেক্কার ব্যক্তি হলেন – স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ! আর একজন অপর জনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার অর্থ হলো ঃ তাঁরা নবী ﷺ ঐ কাজের স্থলাভিষিক্ত হবেন, যে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

٤٥٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ كَاَنَّ دَلْوًا دُلِّىَ مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَ بِعَرَاقِيْهَا فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيْفًا ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاَخَذَ بِعَرَاقِيْهَا فَشَرِبَ حَتّٰى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاَخَذَ بِعَرَاقِيْهَا فَشَرِبَ حَتّٰى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عَلِىٌّ فَاَخَذَ بِعَرَاقِيْهَا فَانْتَشَطَتْ وَانْتَضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْئٌ *

৪৫৬৬। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি এরূপ বর্ণনা করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি (স্বপ্নে) দেখেছি যে, আসমান থেকে একটা বালতি ঝুলানো হয়েছে। আবূ বকর (রা) এসে তার দু'পাশ ধরে সামান্য পানি পান করেন। এরপর উমার (রা) এসে তার দু'পাশ ধরে তৃপ্তির সাথে পানি পান করেন। তারপর উছমান (রা) এসে তার দু'পাশ ধরে পরিতৃপ্তির সাথে পানি পান করেন। এরপর আলী (রা) এসে সে বালতির দু'পাশ ধরে উপুড় করলে, তা থেকে কিছু পানি তাঁর শরীরে গিয়ে পড়ে।

٤٥٦٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ نَا الْوَلِيْدُ نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ لَتَمْخُرَنَّ الرُّوْمُ الشَّامَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا لاَّيَمْتَنِعُ مِنْهَا اِلاَّ دِمَشْقُ وَعُمَّانُ *

৪৫৬৭। আলী ইব্ন সাহ্ল (র) - - - মাক্হূল (রা) বলেন ঃ রোমের লোকেরা শামে চল্লিশ দিন থাকবে। দামিশক ও আম্মান ছাড়া কোন শহর তাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না।

٤٥٦٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ نَا الْوَلِيْدُ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الاَعْيَسِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَلْمَانَ يَقُوْلُ سَيَاتِيْ مَلِكٌ مِنْ مُلُوْكِ الْعَجَمِ يَظْهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا اِلاَّ دِمَشْقَ *

৪৫৬৮। মূসা ইব্ন আমির (র) - - আবদুর রহমান ইব্ন সুলায়মান (রা) বলেন ঃ আজমী বাদশাহদের থেকে একজন বাদশাহ অচিরেই বের হবেন, যিনি দামিশক ছাড়া আর সব শহর দখল করবেন।

٤٥٦٩. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا بَرْدٌ اَبُو الْعَلاَءِ عَنْ مَكْحُوْلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَوْضِعُ فُسْطَاطِ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمَلاَحِمِ اَرْضٌ يُّقَالُ لَهَا الْغُوْطَةَ *

৪৫৬৯। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - মাক্হূল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যুদ্ধের সময় মুসলমানদের তাঁবু একস্থনে অবস্থিত থাকবে, যাকে 'গুতা' বলা হয়। (এটি শাম দেশে, দামিশ্কের কাছে অবস্থিত একটা স্থানের নাম।)

٤٥٧٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلاَمِ نَا جَعْفَرٌ عَنْ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ مَثَلَ عُثْمَانَ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الاٰيَةَ يَقْرَاُهَا وَيُفَسِّرُهَا اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسٰى اِنِّى مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَشِيْرُ اِلَيْنَا بِيَدِهِ وَاِلٰى اَهْلِ الشَّامِ *

৪৫৭০। আবূ জা'ফর (র) - - - আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ (র)-কে খুতবার মধ্যে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ উছমান (রা)-এর মর্যাদা আল্লাহ্র কাছে ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) -এর মত। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ যখন আল্লাহ্ বলেন ঃ হে ঈসা! আমি তোমাকে (পরে) মৃত্যুদান করবো, আর (এখন) তোমাকে কাফিরদের থেকে। আর তোমার অনুসারীদের বিজয়ী করবো কাফিরদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত। এ সময় হাজ্জাজ তার হাত দিয়ে আমাদের দিকে ইশারা করেন এবং শামের অধিবাসীদের উপর ।

٤٥٧١. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الطَّالِقَانِيُّ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالاَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ فَقَالَ فِيْ خُطْبَتِهٖ رَسُوْلُ اَحَدِكُمْ فِيْ حَاجَتِهٖ اَكْرَمُ عَلَيْهِ اَمْ خَلِيْفَتُهُ فِيْ اَهْلِهٖ فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِي لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ لاَّ اُصَلِّيَ خَلْفَكَ صَلٰوةً اَبَدًا وَّاِنْ وَّجَدْتُ قَوْمًا يُّجَاهِدُوْنَكَ لاُجَاهِدَنَّكَ مَعَهُمْ زَادَ اِسْحٰقُ فِيْ حَدِيْثِهٖ قَالَ فَقَاتَلَ فِي الْجَمَاجِمِ حَتّٰى قُتِلَ *

৪৫৭১। ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - দাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হাজ্জাজ (র)-কে খুতবা দিতে শুনি। আর তিনি তার খুতবায় বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে প্রেরিত কোন রাসূল শ্রেষ্ঠ অথবা সে, যে তার আহলের মধ্যে খলীফা ?

রাবী বলেন ঃ তখন আমি মনে মনে বলি ঃ এখন আল্লাহ্‌র হক আমার উপর এই যে, আমি তোমার পেছনে আর কখনো সালাত আদায় করবো না। আর আমি যদি এমন কোন কাওম পাই, যারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তবে অবশ্যই আমি তাদের সাথী হয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

রাবী ইসহাক (র) তার হাদীছে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'জামাজিম' নামক স্থানে (তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে) শহীদ হন।

٤٥٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لَيْسَ فِيْهَا مَثْنُوِيَّةٌ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا لَيْسَ فِيْهَا مَثْنُوِيَّةٌ لاَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاللّٰهِ لَوْ اَمَرْتُ النَّاسَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْ بَابٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَخَرَجُوْا مِنْ بَابٍ اُخَرَ لَحَلَّتْ لِيْ دِمَائُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ وَاللّٰهِ لَوْ اَخَذْتُ رَبِيْعَةَ بِمُضَرَ لَكَانَ ذٰلِكَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ حَلاَلاً وَّيَا عَذِيْرِيْ مِنْ عَبْدِ هُزَيْلٍ يَّزْعَمُ اَنَّ قِرَاءَتَهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا هِيَ اِلاَّ رَجْزٌ مِّنْ رَّجْزِ الْاَعْرَابِ مَا اَنْزَلَهَا اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهٖ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَعَذِيْرِيْ مِنْ هٰذِهِ الْحَمْرَاءِ يَزْعَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَرْمِيْ بِالْحَجَرِ فَيَقُوْلُ اِلٰى اَنْ يَّقَعَ الْحَجَرُ قَدْ حَدَثَ اَمْرٌ فَوَاللّٰهِ لاَدَعَنَّهُمْ كَالاَمْسِ الدَّابِرِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِلاَعْمَشِ فَقَالَ اَنَا وَاللّٰهِ سَمِعْتُهُ مِنْهُ *

৪৫৭২। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হাজ্জাজকে মিম্বর থেকে খুতবা দেয়ার সময় বলতে শুনি ঃ তোমরা আল্লাহ্‌কে যথা সম্ভব ভয় কর, এতে কোন শর্ত নেই। এ ভাবেই শোন এবং অনুসরণ কর শর্তহীনভাবে মু'মিনদের আমীর আবদুল

মালিকের। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি যদি লোকদের নির্দেশ দেই মসজিদের এ দরজা দিয়ে বের হওয়ার, আর তারা অন্য দরজা দিয়ে বের হয়, তবে তাদের রক্ত ও মাল আমার জন্য হালাল হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমি 'মুদার' গোত্রে অপরাধে 'রাবীআ' গোত্রেকে পাঁকড়াও করি, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটা আমার জন্য হালাল। আর কাছে আবদে হুযায়লের পক্ষ থেকে কে ওযর পেশ করবে, যে মনে করে, আমি যে ভাবে কুরআন তিলাওয়াত করি, তা আল্লাহ্‌র থেকে ? আল্লাহ্‌র শপথ! তা তো একটা গীত মাত্র, আরবদের সংগীত থেকে। আল্লাহ্ তা তাঁর নবীর ﷺ উপর নাযিল করেননি। আমার কাছে ঐ আজমী লোকদের পক্ষ থেকে ওযর পেশ করবে, তারা তো পাথর নিক্ষেপ করে অর্থাৎ ফিতনা-ফ্যাসাদের কথা সৃষ্টি করে এবং বলে ঃ দেখ! এ পাথর কোন পর্যন্ত যায়। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাদের গত দিনে মত নাস্তানাবুদ করে দেব।

রাবী বলেন ঃ আমি এ কথাগুলো আমাশ (র)-এর কাছে বর্ণনা করলে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি হাজ্জাজ থেকে এরূপ শুনেছি!

٤٥٧٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ هٰذِهِ الْحَمْرَاءُ هَبْرٌ هَبْرٌ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْقَدْ قَرَعْتُ عَصًا بِعَصًا لَاَذَرَنَّهُمْ كَالْاَمْسِ الذَّاهِبِ يَعْنِى الْمَوَالِىَ. *

৪৫৭৩। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আমাশ (র) বলেন ঃ আমি হাজ্জাজকে মিম্বর থেকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আজমী লোকেরা কাঁটার মত। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমি কাঠকে কাঠের উপর আঘাত করি, তবে তাকে এ ভাবে নাস্তানাবুদ করে দেব, যেমন যত কাল চলে গেছে !

٤٥٧٤. حَدَّثَنَا قُطْنُ بْنُ نُسَيْرٍ نَا جَعْفَرٌ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ نَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ قَالَ جَمَّعْتُ مَعَ الْحَجَّاجِ فَخَطَبَ فَذَكَرَ حَدِيْثَ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ فِيْهَا فَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا خَلِيْفَةَ اللّٰهِ وَصَفِيَّهُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৪৫৭৪। কুত্‌ন ইব্‌ন নুসায়র (র) - - - সুলায়মান আমাশ (র) বলেন ঃ আমি হাজ্জাজের সাথে জুমুআর সালাত আদায় করি। তিনি খুতবা দেন। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাজ্জাজ এ খুতবায় বলেন ঃ তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহ্‌র খলীফা এবং তাঁর মনোনীত বান্দা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের, এ ভাবেই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٤٥٧٥. حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً يُؤْتِى اللّٰهُ الْمُلْكَ مَنْ يَّشَاءُ قَالَ سَعِيْدٌ قَالَ لِيْ سَفِيْنَةُ اَمْسِكْ عَلَيْكَ اَبَا بَكْرٍ

سَنَتَيْنِ وَعُمَرَ عَشْرًا وَّعُثْمَانُ اثْنَىْ عَشَرَ وَعَلِىٌّ كَذَا قَالَ سَعِيْدٌ قُلْتُ بِسَفِيْنَةَ اِنَّ هٰؤُلاَءِ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ عَلِيًا لَمْ يَكُنْ بِخَلِيْفَةٍ قَالَ كَذَبَتْ اَسْتَاهُ بَنِى الزَّرْقَاءِ يَعْنِىْ بَنِىْ مَرْوَانَ *

৪৫৭৫। সাওয়ার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নবূওয়াতের খিলাফতের সময়কাল হলো ত্রিশ বছর। এরপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব বা বাদশাহী দান করবেন।

রাবী সাঈদ (র) বলেন ঃ সাফীনা (রা) আমাকে বলেন ঃ তুমি হিসাব কর। আবূ বকর (রা)-এর শাসনকাল হবে দু' বছর ; উমর (রা)-এর দশ বছর ; উছমান (রা)-এর বার বছর এবং আলী (রা)-এর অর্থাৎ ছ'বছর।

রাবী সাঈদ বলেন ঃ তখন আমি সাফীনা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, বনূ-মারওয়ান এরূপ ধারণা করে যে, আলী (রা) খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি বলেন ঃ বনূ-মারওয়ানরা মিথ্যা বলেছে।

٤٥٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِىِّ وَسُفْيَانَ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ فُلاَنٌ اِلَى الْكُوْفَةِ اَقَامَ فُلاَنٌ خَطِيْبًا فَاَخَذَ بِيَدِىْ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ اَلاَ تَرَى اِلٰى هٰذَا الظَّالِمِ فَاَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ اَنَّهُمْ فِى الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُّ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ اٰثَمْ قَالَ ابْنُ اِدْرِيْسَ وَالْعَرَبُ تَقُوْلُ اٰثَمُ قُلْتُ وَمَنِ التِّسْعَةُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلٰى حِرَاءٍ اُثْبُتْ حِرَاءُ اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِىٌّ اَو صِدِيْقٌ اَو شَهِيْدٌ قُلْتُ وَمَنِ التِّسْعَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ وَّطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ عَوْفٍ قُلْتُ وَمَنِ الْعَاشِرُ فَتَلَكَّا هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ اَنَا قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ بِاِسْنَادِهِ *

৪৫৭৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জালিম মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (র) থেকে শ্রবণ করেছি যে, যখন

অমুক ব্যক্তি কূফায় এসে অমুক ব্যক্তিকে খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড় করিয়ে দেয়, তখন সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) আমার হাত ধরে বলেন ঃ তুমি কি ঐ জালিম ব্যক্তিকে দেখছো না ; আমি নয়জন ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতী। আর আমি যদি দশম ব্যক্তি সম্পর্কে ও সাক্ষ্য দেই, তবু ও আমি গুনাহ্‌গার হবো না। এ কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ঐ নয় ব্যক্তি কারা ? তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিরা পর্বতের উপর উঠলে, তা কাঁপতে থাকে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ ওহে হিরা ! তুমি স্থির হও। আমি আবার প্রশ্ন করি ঃ ঐ নয় ব্যক্তি কে কে ? তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তারা হলো ঃ ১। আবূ বকর (রা), ২। উমার (রা), ৩। উছমান (রা), ৪। আলী (রা), ৫। তালহা (রা), ৬। যুবায়র (রা), ৭। সা'আদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা), ৮। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা), ৯। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ দশম ব্যক্তিটি কে ? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলেন ঃ আমি নিজে।[১]

٤٥٧٧. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمْرِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَخْنَسِ اَنَّهُ كَانَ فِى الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ رَجُلٌ عَلِيًّا فَقَامَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ عَشَرَةٌ فِىْ الْجَنَّةِ النَّبِىُّ ﷺ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَلَوْ شِئْتَ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ قَالَ قَالُوْا مَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَقَالُوْا مَنْ هُوَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ *

৪৫৭৭। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আখনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি মসজিদে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি আলী (রা) সম্পর্কে আলোচনা করলে, সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমি এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, দশ ব্যক্তি বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। তাঁরা হলেন ঃ ১। নবী করীম ﷺ জান্নাতে যাবেন, ২। আবূ বকর (রা) জান্নাতী, ৩। উমার (রা) জান্নাতী, ৪। উছমান (রা) জান্নাতী, ৫। আলী (রা) জান্নাতী, ৬। তালহা (রা) জান্নাতী, ৭। যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) জান্নাতী, ৮। সা'আদ ইব্‌ন মালিক (রা) জান্নাতী, ৯। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) জান্নাতী।

তিনি বলেন ঃ আমি ইচ্ছা করলে দশম ব্যক্তির নামও বলতে পারি। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ সে লোকটি কে ? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলেন ঃ তিনি হলেন – সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা), অর্থাৎ তিনি নিজে।

---

১. এখানে আটজন সাহাবীর নাম উল্লেখের পর দশম সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নবম সাহাবীর নাম নেই। তিনি হলেন- সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা)। (–অনুবাদক)।

٤٥٧٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى
النَّخْعِيُّ حَدَّثَنِيْ جَدِّيْ رِبَاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ فُلاَنٍ فِيْ مَسْجِدِ
الْكُوْفَةِ وَعِنْدَهُ اَهْلُ الْكُوْفَةِ فَجَاءَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَرَحَّبَ بِهِ
وَحَيَّاهُ وَاَقْعَدَهُ عِنْدَ رِجْلِهِ عَلَى السَّرِيْرِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ يُقَالُ لَهُ
قَيْسُ بْنُ عَلْقَمَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ وَسَبَّ فَسَبَّ فَقَالَ سَعِيْدٌ مَّنْ يَّسُبُّ هٰذَا الرَّجُلُ
قَالَ يَسُبُّ عَلِيًّا قَالَ اَلاَ اَرٰى اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُسَبُّوْنَ عِنْدَكَ ثُمَّ
لاَتُنْكِرُ وَلاَ تُغَيِّرُ اَنَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاِنِّيْ لَغَنِيٌّ اَنْ اَقُوْلَ عَلَيْهِ
مَالَمْ يَقُلْ فَيَسْاَلُنِيْ عَنْهُ غَدًا اِذَا لَقِيْتُهُ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ
وَسَاقَ مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَغْبَرُّ فِيْهِ وَجْهُهُ
خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ اَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوْحٍ *

৪৫৭৮। আবূ কামিল (র) - - - রাবাহ্ ইব্ন হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি কূফার মসজিদে অমুক ব্যক্তির পাশে বসা ছিলাম। এ সময় কূফার লোকেরা তার কাছে উপস্থিত হয়। এ সময় সেখানে সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা) আসলে, মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং সালাম বিনিময়ের পর তাঁকে তিনি তার পায়ের নিকটবর্তী আসনে বসান। এরপর সেখানে কায়স ইব্ন আল্‌কামা (র) নামক কূফার একজন অধিবাসী আসেন। মুগীরা (রা) তাকেও অভ্যর্থনা জানান। তখন সে ব্যক্তি আলী (রা) সম্পর্কে কটুক্তি করলে, সাঈদ (রা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ ব্যক্তি কার সম্পর্কে কটুক্তি করছে ? তখন মুগীরা (রা) বলেন ঃ আলী (রা) সম্পর্কে। এ সময় সাঈদ (রা) বলেন ঃ আমি আপনার কাছে এমন কিছু লোককে দেখতে পাচ্ছি, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মন্দ বলছে! অথচ আপনি তাদের তা থেকে নিষেধ করছেন না এবং বিরত থাকতেও বলছেন না। এরপর তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি !

রাবী বলেন ঃ এ ব্যাপারে আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবে আমি আপনার ব্যাপারে এমন কিছু বলবো, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেননি। যে কারণে তিনি কিয়ামতের দিন আমাকে পাঁকড়াও করবেন, যখন তাঁর সংগে আমার দেখা হবে। তিনি বলেন ঃ আবূ বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী। তারপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ সাহাবীগণের মাঝে যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সোহ্বত লাভ করেছেন এবং এজন্য তাদের মুখ মণ্ডলে ধূলাবালি নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তারা তোমাদের মধ্যকার ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম, যে নূহ (আ)-এর হায়াত কালের সমান নেক আমল করে।

٤٥٧٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى الْمَعْنٰى قَالاَ

نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ صَعِدَ اُحُدًا فَتَبِعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اثْبُتْ اُحُدُ نَبِىٌّ وَّصِدِّيْقٌ وَّشَهِيْدَانِ ‍*

৪৫৭৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম ﷺ উহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন এবং সে সময় তাঁর সাথে আবূ বকর, উমার ও উছমান (রা) ছিলেন। এ সময় পাহাড় কাঁপতে থাকলে, নবী ﷺ তাকে পদাঘাত করে বলেন ঃ তুমি স্থির হও। তোমার উপর নবী, সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছে।

٤٥٨٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّيَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِىُّ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ مِّمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ‍*

৪৫৮০। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ যারা রিদ্‌ওয়ান বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে যাবে না।

٤٥٨١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُوْسٰى فَلَعَلَّ اللّٰهَ وَقَالَ ابْنُ سِنَانٍ اطَّلَعَ اللّٰهُ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ‍*

৪৫৮১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের এরূপ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের খুশীমত আমল কর, আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি।

٤٥٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فَاَتَاهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ ﷺ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ اَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ اَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَاْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ‍*

৪৫৮২। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - মিস্‌ওর ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থানে গমন করেন। এরপর তিনি হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ তখন সেখানে উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ (রা) এসে নবী ﷺ -এর সংগে কথা-বার্তা বলতে থাকেন এবং মহব্বতের কারণে তাঁর দাঁড়ি মুবারকে হাত দিতে থাকেন। (এটা ছিল তৎকালীন আরবের প্রচলিত রীতি।) এ সময় মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) নবী ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তার হাতে ছিল তলোয়ার এবং মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। তিনি উরওয়ার হাতে তরবারির খোঁচা দিয়ে বলেন ঃ তুমি তোমার হাতকে নবী ﷺ -এর দাঁড়ি থেকে দূরে সরিয়ে নেও। তখন উরওয়া মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ লোকটি কে ? সাহাবীগণ বলেন ঃ ইনি হলেন মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)।

٤٥٨٣. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْ خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ اَبِيْ خَالِدٍ مَّوْلٰى اٰلِ جَعْدَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِيْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَاَرَانِيْ بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِيْ تَدْخُلُ مِنْهُ اُمَّتِيْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ وَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ مَعَكَ حَتّٰى اَنْظُرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَوَّلُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ *

৪৫৮৩। হান্নাদ ইব্‌ন সিরী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদা জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে, আমার হাত ধরে, আমাকে জান্নাতের সে দরজাটি দেখান, যা দিয়ে আমার উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন আবূ বকর (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে, যদি এ সময় আমি আপনার সাথে থাকতাম, তা হলে জান্নাতের সে দরজা দেখতে পেতাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে আবূ বকর ! আমার উম্মতের মধ্যে তুমি-ই সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٤٥٨٤. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اِيَاسٍ الْجَرِيْرِيَّ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الْاَقْرَعِ مُؤَذِّنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَعَثَنِيْ عُمَرُ اِلَى الْاَسْقُفِّ فَدَعَوْتُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ هَلْ تَجِدُنِيْ فِي الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ تَجِدُنِيْ قَالَ اَجِدُكَ قَرْنًا قَالَ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدُّرَّةَ فَقَالَ قَرْنٌ مَهْ فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيْدٌ اَمِيْنٌ شَدِيْدٌ قَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِيْ يَجِيْئُ بَعْدِيْ فَقَالَ اَجِدُهُ خَلِيْفَةً صَالِحًا غَيْرَ اَنَّهُ يُؤْثِرُ قَرَابَتَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَرْحَمُ

اللّٰهُ عُثْمَانَ ثَلاَثًا فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِىْ بَعْدَهُ قَالَ اَجِدُهُ صَدَ اَحَدِيْدٍ قَالَ فَوَضَعَ عُمَرُ يَدَهُ عَلٰى رَاسِهٖ فَقَالَ يَادَفْرَاهُ يَادَفْرَاهُ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّهُ خَلِيْفَةٌ صَالِحٌ وَلٰكِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ حِيْنَ يَسْتَخْلِفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُوْلٌ وَالدَّمُ مُهْرَاقٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الدَّفْرُ النَّتْنُ *

৪৫৮৪। হাফ্স ইব্ন উমার (র) - - - আক্রা (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর মুয়াজ্জিন ছিলেন। তিনি বলেন ঃ উমার (রা) আমাকে নাসারাদের একজন পাদ্রীর কাছে পাঠান। তখন আমি তাকে ডেকে আনি। তখন উমার (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমার কোন অবস্থার বর্ণনা তোমাদের কিতাবে আছে কি? সে বলে ঃ হাঁ। তিনি বলেন ঃ তা কিরূপ। তখন সে পাদ্রী বলে ঃ 'কারনা' হিসাবে আপনাকে পাই। তখন উমার (রা) তার উপর দোররা উঠিয়ে বলেন ঃ 'কারনা' কি ? তখন সে বলে ঃ আমানতদার, মজবূত এবং শক্তিশালী। উমার (রা) বলেন ঃ আমার পরে যে খলীফা হবে, তার অবস্থা কি ? সে বলে ঃ আমি তাকে নেক্কার খলীফা মনে করি, তবে তিনি তাঁর আপনজনদের খেয়াল বেশী রাখবেন। তখন উমার (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ উছমানের উপর রহম করুন! তিনি একথা তিনবার বলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তাঁর পরে যে খলীফা হবে, সে ব্যক্তির অবস্থা কি? সে বলে ঃ তিনি তো লোহার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, (অর্থাৎ তিনি সব সময় যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকবেন)। তখন উমার (রা) তার মাথায় হাত রেখে বলেন ঃ হে খাবীছ, দুর্গন্ধ! তুমি কি বলছো! তখন সে বলে ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি নেক্কার খলীফা হবেন। তবে যখন তিনি খলীফা হবেন, তখন তলোয়ার কোষমুক্ত থাকবে এবং রক্তপাত হতে থাকবে।

١٠. بَابٌ فِىْ فَضْلِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর সাহাবীগণের ফযীলত সম্পর্কে

٤٥٨٥. حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ اُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِىْ بُعِثْتُ فِيْهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَذَكَرَ الثَّالِثَ اَمْ لاَ ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَفْشُوْ فِيْهِمُ السِّمَنُ *

৪৫৮৫। আমর ইব্ন আওন (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম উম্মাত হলো তারা, যাদের কাছে আমি প্রেরিত হয়েছি। এরপর

তারা শ্রেষ্ঠ-যারা তাদের নিকটবর্তী, এরপর তারা উত্তম-যারা তাদের পরবর্তী যুগের লোক। আল্লাহ্ ভাল জানেন, নবী ﷺ তৃতীয় যুগের লোকদের কথা বলেছিলেন কিনা?

রাবী বলেন ঃ এরপর এমন লোক সৃষ্টি হবে, যারা বিনা আহবানে সাক্ষ্য দেবে এবং মানত করে তা পূরা করবে না। তারা আমানতে খিয়ানত করবে এবং হারাম খাওয়ার ফলে মোটা-তাজা হবে।

١١. بَابُ فِى النَّهْىِ عَنْ سَبِّ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের মন্দ বলা নিষেধ

٤٥٨٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَّابَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ *

৪৫৮৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদের সম্পর্কে কোনরূপ কটূক্তি করবে না। যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, যদি তোমাদের কেউ (তাদের পরে) উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করে; তবে তাঁরা দীনের জন্য যে এক বা অর্ধ মুদ সম্পদ (যা খুবই নগণ্য) খরচ করেছে, তার সমান হবে না।

٤٥٨٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِىُّ نَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ قُرَّةَ قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَكَانَ يَذْكُرُ اَشْيَاءَ قَالَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاُنَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فِى الْغَضَبِ فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِّمَّنْ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنْ حُذَيْفَةَ فَيَقُوْلُ سَلْمَانُ حُذَيْفَةُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُ فَيَرْجِعُوْنَ اِلٰى حُذَيْفَةَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهٗ قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَكَ لِسَلْمَانَ فَمَا صَدَّقَكَ وَلاَ كَذَّبَكَ فَاَتٰى حُذَيْفَةُ وَهُوَ فِىْ مَبْقَلِهٖ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَايَمْنَعُكَ اَنْ تُصَدِّقَنِىْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَلْمَانُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْضَبُ فَيَقُوْلُ فِى الْغَضَبِ لِنَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ وَيَرْضٰى فَيَقُوْلُ فِى الرِّضَالِنَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ اَمَا تَنْتَهِىْ حَتّٰى تُوَرِّثَ رِجَالاً حُبَّ رِجَالٍ وَّرِجَالاً بُغْضَ رِجَالٍ وَّحَتّٰى تُوْقِعَ اخْتِلاَفًا وَّفُرْقَةً وَّلَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِىْ سَبَبْتُهٗ سَبَّةً اَوْ لَعَنْتُهٗ لَعْنَةً فِىْ غَضَبِىْ فَاِنَّمَا اَنَا مِنْ وُّلْدِ اٰدَمَ اَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُوْنَ وَاِنَّمَا بَعَثَنِىْ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلٰوةً اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَاللّٰهِ لَتَنْتَهِيَنَّ اَوْلاَ كْتُبَنَّ اِلٰى عُمَرَ *

৪৫৮৭। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আমর ইব্‌ন আবূ কুর্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুযায়ফা (রা) মাদায়েনে ছিলেন এবং তিনি লোকদের কাছে ঐ সব হাদীছ বর্ণনা করতেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত অবস্থায় লোকদের বলতেন। যারা হুযায়ফা (রা) থেকে এ ধরনের হাদীছ শুনতেন, তারা সাল্‌মান (রা)-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করতেন। তখন সালমান (রা) বলতেন ঃ হুযায়ফা (রা) যা কিছু বলেন ঃ সে ব্যাপারে তিনি অভিজ্ঞ। একথা লোকেরা হুযায়ফা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললো যে, আমরা আপনার বর্ণিত হাদীছ সালমান (রা)-এর কাছে পেশ করলে, তিনি তা সম্পর্কে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলেন না। একথা শুনে হুযায়ফা (রা) সালমান (রা)-এর কাছে যান এবং এ সময় তিনি তরকারীর ক্ষেতে ছিলেন। তিনি তাকে বলেন ঃ হে সালমান! আপনি আমার বর্ণিত ঐ সব হাদীছ কেন সত্যায়িত করেননি, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি? তখন সালমান (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন সময় রাগান্বিত হতেন, তখন তিনি রাগান্বিত অবস্থায় সাহাবীদের সাথে কথা বলতেন ; আর কখনো তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন, তখন তিনি তাদের সাথে খোশ-মেজাযে কথা বলতেন। এরপর সালমান (রা) বলেন ঃ আপনি কি এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকবেন না, যাতে একে অন্যের প্রতি রাগ-বিরাগের সৃষ্টি হয় ? আর সম্ভবত ঃ এর ফলে লোকদের মাঝে মতানৈক্যের সৃষ্টি হতে পারে।

তিনি আরো বলেন ঃ আপনি এ বিষয়ে অবহিত আছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দেয়ার সময় বলেন ঃ আমি রাগান্বিত থাকার কারণে যদি আমার উম্মাতকে কোন খারাপ কথা বলে থাকি বা তার উপর লা'নত করে থাকি, (তবে তা এজন্য যে,) আমিও আদম সন্তান। আমিও সেরূপ রাগান্বিত হই, যেরূপ অন্যরা হয়ে থাকে। অবশ্য মহান আল্লাহ্ আমাকে সারা জাহানের আমার খারাপ উক্তি ও লা'নতকে, (যা আমি করেছি,) কিয়ামতের তা ঐ ব্যক্তির জন্য রহমত স্বরূপ করে দেবেন। এরপর সালমান (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! হয় আপনি এরূপ করা থেকে বিরত থাকবেন, নয়তো আমি উমার (রা)-কে চিঠি দিয়ে সব জানিয়ে দেব।

١٢. بَابٌ فِى اسْتِخْلاَفِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের দলীল

٤٥٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدُ النُّفَيْلِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ لَمَّا اسْتُعِزَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عِنْدَهُ فِىْ نَفَرٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ دَعَاهُ بِلاَلٌ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقَالَ مُرُوْا مَنْ يُّصَلِّىْ لِلنَّاسِ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَمْعَةَ فَاِذَا عُمَرُ فِىْ

النَّاسِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ غَائِبًا فَقُلْتُ يَاعُمَرُ قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلاً مُّجْهِرًا قَالَ فَاَيْنَ اَبُوْ بَكْرٍ يَّابَى اللّٰهُ ذٰلِكَ وَالْمُسْلِمُوْنَ يَابَى اللّٰهُ ذٰلِكَ وَالْمُسْلِمُوْنَ فَبَعَثَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَجَاءَ بَعْدَ اَنْ صَلّٰى عُمَرُ تِلْكَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ *

৪৫৮৮। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোগ-যন্ত্রণা যখন তীব্র আকার ধারণ করে, তখন অন্যান্য মুসলমানদের সাথে আমিও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে সময় বিলাল (রা) নবী ﷺ -কে সালাতের জন্য ডাকতে আসলে, তিনি বলেন ঃ কোন এক ব্যক্তিকে বল, সে যেন লোকদের (ইমাম হয়ে) নামায পড়িয়ে দেয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাম'আ (রা) বেরিয়ে উমার (রা)-কে লোকদের মাঝে দেখতে পান ; আর আবূ বকর (রা) অনুপস্থিত ছিলেন। তখন আমি বলি ঃ হে উমার! আপনি উঠুন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করুন। তখন উমার (রা) সামনে গিয়ে উচ্চৈঃ স্বরে তাকবীর পাঠ করে নামায শুরু করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শুনে বলেন ঃ আবূ বকর কোথায় ? আল্লাহ্ তা'আলা এটা (উমরের ইমামতি) অপসন্দ করেন এবং মুসলমানরাও তা অপসন্দ করে। তিনি আবূ বকর (রা) ডেকে পাঠান এবং তিনি সেখানে তখন উপস্থিত হন, যখন উমার (রা) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে ফেলেন। এরপর তিনি (আবূ বকর) লোকদের নিয়ে সে সালাত পুনরায় আদায় করেন।

٤٥٨٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ فُدَيْكٍ نَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَمْعَةَ اَخْبَرَهُ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ لَمَّا سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ صَوْتَ عُمَرَ قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اطَّلَعَ رَاْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ لاَ لاَ لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ مُغْضَبًا *

৪৫৮৯। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাম'আ (রা) এ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ যখন নবী করীম ﷺ উমার (রা)-এর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেন, তখন তিনি বাইরে চলে আসেন, এমন কি তিনি তাঁর মাথা হুজ্রার বাইরে এনে বলেন ঃ না, না, না ! আবূ কুহাফার ছেলের উচিত লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করা। নবী করীম ﷺ রাগান্বিত হয়ে এরূপ উক্তি করেন।[১]

---

১. উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে যখন ইমামতি করতে অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন তিনি আবূ বকর (রা)-এর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, নবী (সা)-এর ইনতিকালের পর আবূ বকর (রা)-ই তাঁর খলীফা মনোনীত হবেন। (-অনুবাদক)।

١٣. بَابُ مَايَدُلُّ عَلٰى تَرْكِ الْكَلَامِ فِى الْفِتْنَةِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনা-ফ্যাসাদের সময় চুপ থাকা সম্পর্কে

٤٥٩٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ نَا الْاَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَّاِنِّىْ اَرْجُوْ اَنْ يُّصْلِحَ اللّٰهُ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ اُمَّتِىْ وَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَّلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَظِيْمَتَيْنِ *

৪৫৯০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান ইব্‌ন আলী (রা) সম্পর্কে বলেন ঃ এ আমার ছেলে, সায়্যিদ। আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'আলা তার মধ্যস্থতায় আমার উম্মাতের দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন করে দেবেন।

রাবী হাম্মাদ (র)-এর বর্ণনায় এরূপ আছে ঃ সম্ভবত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তার মধ্যস্থতায় দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দেবেন। (বস্তুত ইমাম হাসান (রা) মুআবিয়া (রা)-এর সাথে সন্ধি করে একটি ফিতনার রাস্তা বন্ধ করেন)।

٤٥٩١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا يَزِيْدُ اَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ مَا اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ اِلاَّ اَنَا اَخَافُهَا عَلَيْهِ اِلاَّ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَضُرُّكَ فِتْنَةٌ *

৪৫৯১। হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - হুজায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) ব্যতীত আর কাউকে ফিতনার মধ্যে নিপাতিত হওয়ার পর রক্ষা পেতে দেখিনি, যে ফিতনা সম্পর্কে আমি নিজেও ভীত ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনি যে, (হে মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা), ফিতনার কারণে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

٤٥٩٢. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى حُذَيْفَةَ فَقَالَ اِنِّىْ لاَعْرِفُ رَجُلاً لاَّتَضُرُّهُ الْفِتَنُ شَيْئًا قَالَ فَخَرَجْنَا فَاِذَا فُسْطَاطٌ مَّضْرُوْبٌ فَدَخَلْنَا فَاِذَا فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا اُرِيْدُ اَنْ يَّشْتَمِلَ عَلَىَّ شَيْئٌ مِّنْ اَمْصَارِكُمْ

حَتّٰى تَنْجَلِىَ عَمَّا انْجَلَتْ *

৪৫৯২। আমর ইব্‌ন মারযূক (র) - - - ছা'লাবা ইব্‌ন দুবাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা আমি হুযায়ফা (রা)-এর নিকট গেলে, তিনি বলেন ঃ আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানি, ফিতনায় যার কোন ক্ষতি হবে না। আমি তার নিকট থেকে বাইরে এসে একটা তাঁবু খাটানো দেখতে পাই। আমি সেখানে প্রবেশ করে দেখি, মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) সেখানে রয়েছেন। আমি তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে, তিনি বলেন ঃ আমি চাই না যে, তোমাদের শহরের কোন স্থান আমাকে আবদ্ধ করে রাখুক, যতক্ষণ না তা ঐ জিনিস থেকে পবিত্র হয়, যা থেকে পবিত্র হওয়া উচিত অর্থাৎ ফিতনা থেকে।

٤٥٩٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ ضُبَيْعَةَ بْنِ حُصَيْنٍ الثَّعْلَبِىِّ بِمَعْنَاهُ *

৪৫৯৩। মূসাদ্দাদ (র) - - - দুবাইয়া ইব্‌ন হুসায়ন ছা'লাবী (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٤٥٩٤. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْهُذَلِىُّ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِىٍّ اَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيْرِكَ اَعَهْدٌ عَهِدَهُ اِلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْ رَاْىٌ رَاَيْتَهُ قَالَ مَا عَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَيْئٍ لٰكِنَّهُ رَاْىٌ رَاَيْتُهُ *

৪৫৯৪। ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - কায়স ইব্‌ন আব্‌বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনি যে (মুআবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) বের হচ্ছেন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরফ থেকে কি কোন নির্দেশ আছে, না আপনি নিজ সিদ্ধান্তে এরূপ করছেন ? তিনি বলেন ঃ না, এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কোন নির্দেশ দেননি, বরং এটা আমার নিজের সিদ্ধান্ত।

٤٥٩٥. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهَا اَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ *

৪৫৯৫। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের মাঝে মতানৈক্যের সময় এমন এক দলের সৃষ্টি হবে, যারা ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যারা সত্যের অধিক নিকটবর্তী।

١٤. بَابُ فِى التَّخْيِيْرِ بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আম্বিয়া (আ)-এর মধ্যে ফযীলত সম্পর্কে

٤٥٩٦. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا عَمْرٌ وَّيَعْنِى ابْنَ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ *

৪৫৯৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আম্বিয়া (আ)-এর মাঝে একজনকে অপরের উপর প্রাধান্য দেবে না।

٤٥٩٧. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِىِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلَى اَنَّ النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتُخَيِّرُوْنِىْ عَلٰى مُوْسٰى فَاِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُوْنَ فَاَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ يُّفِيْقُ فَاِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ فِىْ جَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا اَدْرِىْ اَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِىْ اَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَحَدِيْثُ ابْنِ يَحْيٰى اَتَمُّ *

৪৫৯৭। হাজ্জাজ ইব্ন আবূ ইয়াকূব (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ইয়াহূদী বলে ঃ ঐ জাতের কসম ! যিনি মূসা (আ)-কে নবী হিসাবে মনোনীত করেন। একথা শুনে একজন মুসলিম তার গালে চড় মারে। তখন সে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলে নবী বলেন ঃ তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা, কিয়ামতের দিন যখন সবাই বেহুশ হয়ে যাবে, তখন আমিই প্রথম হুশপ্রাপ্ত হয়ে দেখবো যে, মূসা (আ) আরশের কোণা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না, যার বেহুশ হবে, মূসা (আ) তাদের মাঝে প্রথম হুশ ফিরে পাবেন, না আল্লাহ্ তাকে বেহুশ করবেন না।

٤٥٩٨. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ

ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ اَنْ يَّقُوْلَ اِنِّيْ خَيْرٌ مِّنْ يُّوْنُسَ بْنِ مَتّٰى *

৪৫৯৮। হাফ্স ইব্ন উমার (র) - - - ইব্ন শিহাব (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা (আ) হতে শ্রেষ্ঠ।

٤٥٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ حَكِيْمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَايَنْبَغِيْ لِنَبِيٍّ اَن يَّقُوْلَ اِنِّى خَيْرٌ مِّنْ يُّوْنُسَ بْنِ مَتّٰى *

৪৫৯৯। আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেতেন ঃ কোন নবীর জন্য এরূপ বলা উচিত নয় যে আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা (আ) থেকে উত্তম।

٤٦٠٠. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ يَّذْكُرُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَاخَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ *

৪৬০০। যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে "ইয়া খায়রুল বারীআ"– বা হে সৃষ্টির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি – বলে সম্বোধন করলে, তিনি বলেন ঃ তা হলেন ইবরাহীম (আ)।

٤٦٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الشَّعِيْرِيُّ الْمَعْنٰى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَدْرِى اَتُبَّعٌ لَعِيْنٌ هُوَ اَمْلَا وَمَا اَدْرِيْ اَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ اَمْ لَا *

৪৬০১। মুহাম্মদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি জানি না – কাওমে তুব্বা লা'নতের উপযুক্ত কিনা ? আর আমি এ-ও জানি না যে, উযায়র (আ) নবী ছিলেন কিনা ?

٤٦٠٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ ثَنِىْ يُوْنُسَ اَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ اَلْاَنْبِيَاءُ اَوْلَادُ عَلاَّتٍ وَّلَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ نَبِىٌّ *

৪৬০২। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, অন্য নবীদের চাইতে ঈসার সংগে আমার ঘনিষ্ঠতা অধিক। কেননা, নবীগণ পরস্পর ভাই স্বরূপ। আর ঈসা (আ) ও আমার মাঝে আর কোন নবী নেই।

١٥. بَابُ فِىْ رَدِّ الْاِرْجَاءِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মরজীয়া[১] ফিরকার বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে

٤٦٠٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ *

৪৬০৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তরেরও অধিক। এর সর্বোত্তম শাখা হলো-"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলা এবং সর্বনিম্ন স্তর হলো – রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা ও ঈমানের একটি অংগ।

٤٦٠٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِالْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَاَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ *

---

১. মরজীয়া সম্প্রদায়ের অভিমত হলো-নেক আমল ঈমানের অংশ নয় এবং ঈমান থাকাবস্থায় গুনাহে লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর নয়। এ মতবাদ আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। (–অনুবাদক)।

৪৬০৪। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসে, তখন তিনি তাদের ঈমান আনার জন্য বলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি জান, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী ? তারা বলে ঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তার রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন ঃ তা হলো– এরূপ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রোযার মাসে রোযা রাখা এবং মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা।

٤٦٠٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيْعٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ *

৪৬০৫। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বান্দা এবং কুফরীর মধ্যবর্তী বিষয় হলো– নামায পরিত্যাগ করা।

٤٦٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالَ وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ الَّذِيْنَ مَاتُوْا وَهُمْ يُصَلُّوْنَ اِلٰى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ *

৪৬০৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ যখন কা'বার দিকে মুখ ফিরানো (সালাতের মধ্যে) শুরু করেন, তখন সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাদের কি অবস্থা হবে, যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিয়ে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায়কালীন সময়ে মারা গেছে ? তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান অর্থাৎ সালাত বিনষ্ট করবেন না।

٤٦٠٧. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ *

৪৬০৭। মুআম্মাল ইব্‌ন ফাদ্‌ল (র) - - - আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দুশমনী করবে; আর দান করবে আল্লাহ্‌র জন্য এবং দান করা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, সে ব্যক্তি তার ঈমান পরিপূর্ণ করেছে।

٤٦٠٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

قَالَ مَارَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلاَ دِيْنٍ اَغْلَبَ لِذِىْ لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ قَالَ اَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَاَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاَمَّا نُقْصَانُ الدِّيْنَ فَاِنَّ اِحْدَكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيْمُ اَيَّامًا لاَتُصَلِّىْ *

৪৬০৮। আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাদের বলেন ঃ আমি তোমাদের ন্যায় আর কাউকে- অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, অপূর্ণ ধর্মের অধিকারী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের জ্ঞান হরণকারী- দেখিনি। জনৈক মহিলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'আক্‌ল ও দীনের অপূর্ণতার অর্থ কী? তিনি বলেন ঃ জ্ঞানের অপূর্ণতা হলো-দু'জন মহিলার সাক্ষ্য- একজন পুরুষের সমান ; আর দীনের অপূর্ণতা হলো – তোমরা মাহে-রমযানে ইফ্‌তার (রোযা ভংগ) কর এবং (প্রতিমাসে) কিছু দিন সালাত আদায় করো না।[১]

١٦. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া ও কমে যাওয়া সম্পর্কে

٤٦٠٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا *

৪৬০৯। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন, যার স্বভাব-চরিত্র ভাল।

٤٦١٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ نَا سُفْيَانُ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَسَّمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا فَقُلْتُ اَعْطِ فُلاَنًا فَاِنَّهُ مُؤْمِنٌ قَالَ اَوْمُسْلِمٌ اِنِّىْ لاُعْطِى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُ مَخَافَةَ اَنْ يُكَبَّ عَلٰى وَجْهِهِ*

৪৬১০। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ লোকদের মাঝে গনীমতের মাল বণ্টন করেন, (কিন্তু তিনি এক ব্যক্তিকে কিছু দেননি)। তখন আমি বলি ঃ অমুক ব্যক্তিকে কিছু দিন, সে তো মু'মিন। তিনি বলেন ঃ অথবা সে তো মুসলিম! আমি কোন কোন সময় লোকদের মাঝে বণ্টনের সময় – আমার

---

১. অর্থাৎ হায়েয ও নিফাসকালীন সময়ে মহিলারা ধর্মীয় বিধান, যথা সালাত, সাওম আদায় করতে পারে না। সালাত কাযার প্রয়োজন না থাকলেও সাওম পরে আদায় করতে হয়। (–অনুবাদক)।

প্রিয় ব্যক্তিদের বাদ দেই, যাতে লোকেরা (তাদের দেয়ার কারণে অহেতু সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে) অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হয়।

٤٦١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ الزُّهْرِىُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَعْطَى النَّبِىُّ ﷺ رِجَالاً وَّلَمْ يُعْطِ رَجُلاً مِّنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَّلَمْ تُعْطِ فُلاَنًا شَيْئًا وَّهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ مُسْلِمٌ حَتّٰى اَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاَثًا وَّالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَوْمُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ اُعْطِىْ رِجَالاًوَّاَدَعُ مَنْ هُوَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُمْ لاَ اُعْطِيْهِ شَيْئًا مَّخَافَةَ اَنْ يُّكَبُّوْا فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ *

৪৬১১। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ একদা নবী করীম ﷺ সকলকে প্রদান করেন, কিন্তু এক ব্যক্তিকে কিছু দেননি। তখন সাআদ (রা) বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি অমুক অমুককে দিয়েছেন, কিন্তু অমুক ব্যক্তিকে কিছু দেননি, অথচ সে মু'মিন! তিনি বলেনঃ অথবা সে মুসলিম! সাআদ (রা) এ বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করেন। আর নবী ﷺ বলেনঃ অথবা সে মুসলিম। এরপর নবী ﷺ বলেনঃ আমি কিছু লোককে দেই এবং আমার প্রিয় ব্যক্তিদের দেই না-এ ভয়ে যে, (লোকেরা এজন্য সমালোচনা করায়) তারা অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

٤٦١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا قَالَ نَرٰى اَنَّ الْاِسْلاَمَ الْكَلِمَةُ وَالْاِيْمَانَ الْعَمَلُ *

৪৬১২। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - যুহ্‌রী (র) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার এ বাণীঃ (আরবরা বলে; আমরা ঈমান এনেছি ;) আপনি বলুনঃ তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলঃ আমরা ইসলাম কবূল করেছি।

রাবী বলেন, আমাদের কাছে এর অর্থ হলোঃ ইসলাম হলো – মুখে উচ্চারণ করা এবং ঈমান হলো – নেক্ আমল করা।

٤٦١٣. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *

৪৬১৩। আবূ ওয়ালীদ তায়ালিসী (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার তিরোধানের পর কাফির হয়ে যেও না এবং একে অন্যকে হত্যা করবে না।

٤٦١٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَاجَرِيْرٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ مُّسْلِمٍ اَكْفَرَ رَجُلاً مُّسْلِمًا فَاِنْ كَانَ كَافِرًا وَّاِلاَّ كَانَ هُوَ الْكَافِرُ *

৪৬১৪। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন মুসলমান – অন্য কোন মুসলমানকে কাফির বলে – আর সে প্রকৃত কাফির হয়, তবে তো উত্তম। আর যদি সে কাফির না হয়, তবে যে কাফির বলবে, সে-ই কাফির হয়ে যাবে।

٤٦١٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَّمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خُلَّةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خُلَّةٌ مِّنْ نِّفَاقٍ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ *

৪৬১৫। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক। আর যে ব্যক্তির মধ্যে এর একটা স্বভাব থাকবে, তার চরিত্রে নিফাকের একটা স্বভাব থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। আর তা হলো ঃ ১। যখন সে কথা বলে- মিথ্যা বলে; ২। আর যখন সে ওয়াদা করে- তা খেলাফ করে; ৩। আর যখন সে অংগীকার করে- তখন তা ভংগ করে; ৪। আর যখন সে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তখন গালি-গালাজ করে।

٤٦١٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ الْاَنْطَاكِىُّ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرِ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ *

৪৬১৬। আবূ সালিহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যিনাকার ব্যক্তি যখন যিনা করে, তখন তার ঈমান থাকে না, চোর যখন চুরি করে, তখন

সে মু'মিন থাকে না এবং মদ পানকারী মদ পানের সময় মু'মিন থাকে না। এরপর কেবল তাওবার রাস্তা খোলা থাকে। (অর্থাৎ এ ধরনের গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর, যদি কেউ খালিছভাবে তাওবা করে, তবে তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে)।

٤٦١٧. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ نَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَنَا نَافِعٌ يَّعْنِى ابْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا زَانَا الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْاِيْمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَاِذَا انْقَلَعَ رَجَعَ اِلَيْهِ الْاِيْمَانُ *

৪৬১৭। ইসহাক ইব্ন সুওয়ায়দ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কেউ যিনা করে, তখন তার থেকে ঈমান বেরিয়ে যায় এবং তা তার মাথার উপর মেঘের ন্যায় অবস্থান করে। আর যখন সে তা থেকে বিরত হয়, তখন ঈমান তার কাছে পুনরায় ফিরে আসে।

١٧. بَابٌ فِى الْقَدْرِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ তাকদীর সম্পর্কে

٤٦١٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ بِمِنًى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَقُوْلُ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ مَّرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَّاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ *

৪৬১৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ কাদ্রীয়ারা[১] এ উম্মতের মধ্যে মাজুস বা অগ্নি-উপাসকদের মত। যদি তারা পীড়িত হয়, তবে তোমরা তাদের সেবা-শুশ্রূষা করবে না। আর যদি তারা মারা যায়, তবে তাদের জানাযায় শরীক হবে না।

٤٦١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ مَوْلٰى غُفْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ اُمَّةٍ مَجُوْسٌ وَمَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَاقَدَرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوْا جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَّرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَهُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّالِ وَحَقٌّ عَلَى اللّٰهِ

১. কাদরীয়াদের মতবাদ এই যে, বান্দা নিজেই তার কাজের স্রষ্টা। তারা এ কারণে অগ্নি-উপাসকদের মত, যেহেতু তারা বলে ঃ ভাল কাজের স্রষ্টা 'ইয়াযদান' এবং খারাপ কাজের স্রষ্টা 'আহরমন'। কিন্তু আহলে -সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মত এই যে, আল্লাহ-ই সব কাজের স্রষ্টা ও নিয়ামক। যেমন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের এবং তোমাদের সব কাজকে সৃষ্টি করেছেন। (আল-কুরআন)। (-অনুবাদক)।

اَنْ يُّدْحِقَهُمْ بِالدَّجَّالِ *

৪৬১৯। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে 'মাজুস' আছে ; আর আমার উম্মতের মধ্যে তারাই 'মাজুস'– যারা বলে ঃ তাকদীর বলে কিছু নেই। তাদের কেউ মারা গেলে তোমরা তাদের জানাযায় শরীক হবে না। আর এদের কেউ যদি পীড়িত হয়, তবে তাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য যাবে না। কেননা এরা দাজ্জালের অনুসারী, আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের দাজ্জালের সাথে মিলিত করবেন।

٤٦٢٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ وَّيَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَاهُمْ قَالَ نَا عَوْفٌ نَا قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍنَا اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ اٰدَمَ عَلٰى قَدْرِ الْاَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الْاَبْيَضُ وَالْاَحْمَرُ وَالْاَسْوَدُ بَيْنَ ذٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزَنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ زَادَ فِىْ حَدِيْثِ يَحْيٰى وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالْاِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ *

৪৬২০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ আদম-(আ)-কে এমন এক মুষ্টি মাটি দিয়ে তৈরী করেন, যা তিনি যমীনের সব অংশ থেকে নেন। আর এ কারণেই আদম সন্তান ঐ মাটির স্বভাব অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে; যেমন– কেউ শাদা, কেউ লাল এবং কেউ কাল, আর কেউ এর মাঝামাঝি রংয়ের। আর এ জন্য তাদের কারো স্বভাব নরম, কারো কঠোর ; আর কেউ খাবীছ (-কাফির, মুশরিক) আবার কেউ পবিত্র স্বভাবের অর্থাৎ মুসলমান।

٤٦٢١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبِيْبٍ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنَّا فِىْ جَنَازَةٍ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِالْمِخْصَرَةِ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ مَّامِنْ نَّفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ النَّارِ اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ قَدْ كُتِبَتْ سَعِيْدَةً اَوْ شَقِيَّةً قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَوَلاَ نَمْكُثُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ

الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ لَيَكُوْنَنَّ اِلَى السَّعَادَةِ وَمَن كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُّيَسَّرٌ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِلسَّعَادَةِ وَاَمَّا اَهْلُ السَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِلشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى *

৪৬২১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা এক ব্যক্তির জানাযার নামাযে শরীক ছিলাম, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও ছিলেন-'বাকীয়ে গারকাদ' নামক স্থানে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে এসে বসেন এবং তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে মৃদুভাবে যমীনে আঘাত করতে থাকেন। এরপর তিনি মাথা উঁচু করে বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বা নাফসের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হয়তো জান্নাতে-নয়তো জাহান্নামে তার স্থান নির্ধারণ করেছেন ; আর সে ব্যক্তি কি নেককার বা বদকার হবে, তা ও নির্ধারণ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তবে কি আমরা আমল পরিত্যাগ করে কেবল তাকদীরের উপর ভরসা করবো ? কেননা, যে ব্যক্তি নেক্কার হওয়ার, সে তো তা হবেই, আর যে বদকার হওয়ার-সে তো তা হবেই। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা আমল করতে থাক। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শক্তি প্রদান করা হয়। কাজেই, নেক্কার ভাল কাজ করে এবং বদকার খারাপ কাজ করে। এরপর নবী ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ আর যে ব্যক্তি দান করে, আল্লাহ্কে ভয় করে, তাওহীদের কালিমাকে স্বীকার করে, আমি তাকে তা সহজভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক দেই। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, নেক আমল করা হতে বিরত থাকে এবং তাওহীদকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য বদ্-আমলকে সহজ করে দেই।[১]

٤٦٢٢. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ اَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِىُّ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىُّ حَاجَّيْنِ اَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْلَقِيْنَا اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَاهُ عَمَّا يَقُوْلُ هٰؤُلَاءِ فِى الْقَدْرِ فَوَفَّقَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ دَاخِلاً فِى الْمَسْجِدِ فَاكْتَنَفْتُهُ اَنَا وَصَاحِبِىْ فَظَنَنْتُ اَنَّ صَاحِبِىْ سَيَكِلُ الْكَلَامَ اِلَىَّ فَقُلْتُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ

১. উপরোক্ত হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, মানুষের উচিত সব সময় ভাল কাজের জন্য চেষ্টা করা এবং খারাপ কাজ পরিহার করা। কেননা, আখিরাতের সফলতা ও বিফলতা এর উপরেই নির্ভর করে। (-অনুবাদক)।

قَبْلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَتَقَفَّرُوْنَ الْعِلْمَ يَزْعُمُوْنَ اَنْ لاَّ قَدَرَ وَالْاَمْرُ اُنُفٌ
فَقَالَ اِذَا لَقِيْتَ اُوْلٰئِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنِّىْ بَرِىْءٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ بُرَاءُ مِنِّىْ وَالَّذِىْ
يَحْلِفُ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ لاَحَدِهِمْ ذَهَبًا مِّثْلَ اُحُدٍ فَاَنْفَقَهُ مَاقَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْهُ
حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدٌ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ
الشَّعْرِ لاَيُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ نَعْرِفُهُ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ
عَنِ الْاِسْلاَمِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاِسْلاَمُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ
مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ
الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ
قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرَسُوْلِهٖ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ
السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا
قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ
فِى الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ يَاعُمَرُ هَلْ تَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ
قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ *

৪৬২২। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র) - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বসরার অধিবাসী মা'আবাদ জুহানী সর্ব প্রথম তাকদীরের সমালোচনা করেন। এ সময় আমি এবং হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান হিময়ারী (র) হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে বের হই। আমরা বলাবলি করি ঃ যদি আমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন সাহাবীর দেখা হয়, তবে আমরা তার সংগে এ ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করবো, যারা তাকদীর সম্পর্কে এরূপ বলে। তখন আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর দেখা পাই–মসজিদে প্রবেশ করার সাথে-সাথেই। আমি এবং আমার সাথী তাকে ঘিরে ধরি এবং আমি মনে করি, আমার সাথী আমাকে কথা বলার সুযোগ দেবে। তখন আমি তাকে বলি ঃ হে আবূ আবদুর রহমান! আমাদের মাঝে এমন কিছু লোকের সৃষ্টি হয়েছে, যারা কুরআন পাঠ করে এবং এর সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বলে ঃ তাকদীর বলে কিছুই নেই। সব কিছুই এমনিতেই হয়ে থাকে। এ কথা শুনে তিনি বলেন ঃ যখন তাদের সাথে

তোমাদের দেখা হবে, তখন তাদের বলবে, আমি তাদের উপর অসন্তুষ্ট এবং তারাও আমার উপর অসন্তুষ্ট। ঐ জাতের (আল্লাহ্‌র) কসম! যার কসম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) করছে ; যদি তাদের কারো কাছে উহুদ পরিমাণ সোনা থাকে এবং তারা তা (আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, তবু ও আল্লাহ্ ততক্ষণ তা কবূল করবেন না, যতক্ষণ না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে।

. এরপর তিনি বলেন ঃ আমার কাছে উমার ইব্‌ন খাত্তার (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। সে সময় সেখানে শাদা পোশাক পরিহিত,কাল চুল বিশিষ্ট একজন আসে, যার মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন ছিল না এবং তাঁর দুই জানু নবী ﷺ -এর জানুদ্বয়ের নিকট রেখে, স্বীয় দু'হাত নবী ﷺ -এর জানুর উপর রেখে জিজ্ঞাসা করে ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ ! ইসলাম কি, সে সম্পর্কে আমাাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ ইসলাম হলো-এরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল। তুমি সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং রমযানের রোযা রাখবে এবং সামর্থ থাকলে -আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারত (হাজ্জ) করবে। তখন সে বলে ঃ আপনি সত্য বলেছেন। উমার (রা) বলেন ঃ তার এরূপ উক্তিতে আমরা বিস্মিত হই এ জন্য যে, সে নিজে প্রশ্ন করছে এবং নিজেই তা সত্যায়িত করছে! এরপর সে জিজ্ঞাসা করে ঃ ঈমান কি ? নবী ﷺ বলেন ঃ ঈমান হলো-তুমি আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল এবং কিয়ামতের দিনের উপর দৃঢ়-বিশ্বাস রাখবে, আর এ ও ইয়াকীন রাখবে যে, তাকদীরের ভাল-মন্দ সবই আল্লাহর তরফ থেকে হয়। এ কথা শুনে সে বলে ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। এরপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ আমাকে ইহ্‌সান সম্পর্কে কিছু বলুন। জবাবে তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত এ ভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে এরূপ মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। এরপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ কিয়ামত কবে হবে? তিনি বলেন ঃ এ সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞাসা করে হয়েছে, সে প্রশ্নকারী থেকে অধিক অবহিত নয়। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ তাহলে এর আলামত সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ দাসী তার মনিবের জন্ম দেবে (অর্থাৎ সন্তান তার মায়ের নাফরমানী করবে); আর তুমি দেখবে যে, খালি পা ও খালি গায়ের অধিকারী মুখাপেক্ষী রাখাল সম্প্রদায়ের লোকেরা উঁচু-উঁচু প্রাসাদ তৈরী করে গর্ব প্রকাশ করবে। রাবী বলেন ঃ পরে সে ব্যক্তি চলে গেলে, আমি নবী ﷺ-এর কাছে কিছুক্ষণ অবস্থান করি। তিনি বলেন ঃ হে উমার ! তুমি কি জান, এ প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কে ? আমি বলি ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ ইনি হলেন- জিবরাঈল (আ), যিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন দীন সম্পর্কে শিক্ষ দেয়ার জন্যে।

٤٦٢٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَّعْلَى بْنِ يَعْمُرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ يَقِيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا لَهُ الْقَدرَ وَمَا يَقُوْلُوْنَ فِيْهِ فَذَكَرَ نَحْوَهٗ زَادَ قَالَ وَسَاَلَهٗ رَجُلٌ مِّنْ مُّزَيْنَةَ اَوْجُهَيْنَةَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَا نَعْمَلُ اَفِيْ شَيْءٍ قَدْ خَلاَ وَمَضٰى

اَوْفِىْ شَيْئٍ يُّسْتَانِفُ الْاٰنَ قَالَ فِىْ شَيْئٍ قَدْ خَلاَ وَمَضٰى فَقَالَ الرَّجُلُ اَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ اَهْلَ النَّارِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ *

৪৬২৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মার ও হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ একদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর সাথে দেখা করি, তাকে তাকদীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, মুযায়না বা জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কিরূপ খেয়াল করে আমল করবো-তাকদীরে যা ছিল হয়ে গেছে না আরো কিছু হবে ? তিনি বলেন ঃ তোমরা এরূপ খেয়াল করে আমল করবে যে, তোমাদের তাকদীরে যা আছে, তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে ঃ তা হলে আর আমলের প্রয়োজন কী? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ জান্নাতের অধিবাসীদের জান্নাতের অনুরূপ কাজের সামর্থ প্রদান করা হয় এবং জাহান্নামীদের দোজখের কাজের।

٤٦٢٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ نَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ يَعْمُرَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ قَالَ فَمَا الْاِسْلاَمُ قَالَ اِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْاِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ عَلْقَمَةُ مُرْجِئٌ *

৪৬২৪। মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এরপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, ইসলাম কি ? তিনি বলেন ঃ সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, আল্লাহ্র ঘরে হাজ্জ আদায় করা, রমযান মাসে রোযা রাখা এবং হতে পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করা-এহলো ইসলাম।

٤٦٢٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ وَّاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَى اَصْحَابِهِ فَيَجِيْئُ الْغَرِيْبُ فَلاَ يَدْرِىْ اَيُّهُمْ هُوَ حَتّٰى يَسْاَلَ فَطَلَبْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَّجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَّعْرِفُهُ الْغَرِيْبُ اِذَا اَتَاهُ قَالَ فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِّنْ طِيْنٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا الْخَبَرِ فَاَقْبَلَ رَجُلٌ فَذَكَرَ هَيْئَاتَهُ حَتّٰى سَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ فَقَالَ السَّلاَمُ

عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ *

৪৬২৫। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ যার এবং আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে বসতেন, তখন কোন অচেনা লোক সেখানে আসলে, জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত নবী ﷺ -কে চিনতে পারতো না। এ জন্য আমরা মনে করি, তাঁর বসার জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্ধারিত করা দরকার, যাতে অচেনা লোক সহজেই তাঁকে চিনতে পারে। এরপর আমরা নবী ﷺ-এর জন্য একটি চত্বর তৈরী করি, যেখানে তিনি বসতেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে বসতাম। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি আসে–যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি এসে মজলিসের এক পাশ হতে সালাম দিয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার প্রতি সালাম। তখন নবী ﷺ তার সালামের জবাব দেন।

٤٦٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمْصِىِّ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِىِّ قَالَ اَتَيْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ شَيْئٌ مِنَ الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِىْ بِشَيْئٍ لَعَلَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِىْ فَقَالَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوَاتِهِ وَاَهْلَ اَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ اَنْفَقْتَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ اَنَّ مَااَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُخْطِئَكَ وَاَنَّ مَا اَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا لَدَ خَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ *

৪৬২৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা আমি উবাই ইব্‌ন কাআব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি ঃ আমার অন্তরে তাকদীরের ব্যাপারে কিছু সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, আপনি সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন, যাতে আল্লাহ্ আমার অন্তর থেকে তা দূর করে দেন। তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ যদি আসমান ও যমীনের সব মাখলূককে আযাব দেন, তবে এ জন্য তাঁকে জালিম বলা যাবে না। আর যদি তিনি সকলের উপর রহ্‌ম করেন, তবে তাঁর রহমত তাদের জন্য, তাদের আমলের চাইতে উত্তম। আর যদি তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় উহুদ পরিমাণ সোনা ব্যয় কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ তা কবূল করবেন না, যতক্ষণ না তমি তাকদীরের উপর ঈমান আনবে। আর তুমি বিশেষ ভাবে মনে রাখবে যে, তোমার যা পাওনা ছিল, তা অবশ্যই পেয়েছ; আর তুমি যা পাওয়ার নও-তা কখনো পাবে না। আর যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস

ব্যতীত-অন্য বিশ্বাসের উপর মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

রাবী বলেন ঃ এরপর আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কাছে আসলে, তিনি বলেন ঃ তারপর আমি হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-এর কাছে গেলে, তিনি ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাবী বলেন ঃ পরে আমি যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর কাছে গেলে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

٤٦٢٧. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ الْهُذَلِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا الْوَلِيْدُ رَبَاحٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِيْ عَبْلَةَ عَنْ اَبِيْ حَفْصَةَ قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لاِبْنِهِ يَا بُنَيَّ اِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيْقَةِ الْاِيْمَانِ حَتّٰى تَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُصِيْبَكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْقَلَمُ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَقَالَ رَبِّ وَمَا ذَا اَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْئٍ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ يَا بُنَيَّ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَّاتَ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا فَلَيْسَ مِنِّيْ *

৪৬২৭। জা'ফর ইব্ন মুসাফির (র) - - - আবূ হাফ্স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উবাদা ইব্ন ছামিত (রা) তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি ততক্ষণ ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না তুমি অনুধাবন কর যে, তুমি যা পেয়েছ, তা কিছুতেই ফেলতে পারতে না; আর তুমি যা পাওনি, তা অবশ্যই তুমি পাবে না। এরপর তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ্ সর্ব প্রথম কলম তৈরী করেন। এরপর তিনি কলমকে বলেন ঃ লিখ। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ তুমি কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট সমস্ত জীবের তাকদীর লিখ। হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস ব্যতীত মারা যাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٤٦٢٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَعْنٰى قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ طَاؤُسًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى يَااٰدَمُ اَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسَى اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ التَّوْرَاةَ تَلُوْمُنِيْ عَلٰى اَمْرٍ قَدَّرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِيْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاؤُسٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ *

৪৬২৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ

বলেছে ঃ একদা আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর মধ্যে (রূহের জগতে) বাদানুবাদ হয়। মূসা (আ) বলেন ঃ হে আদম (আ)! আপনি আমাদের পিতা আপনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে বের করেছেন। তখন আদম (আ) বলেন ঃ তুমি তো মূসা! তোমাকে আল্লাহ্ তাঁর কালাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন ; আর তিনি তোমার জন্য তাওরাত স্বহস্তে লিখেছেন। তুমি আমাকে অভিযুক্ত করছো এমন বিষয়ের জন্য, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার তাকদীরে, আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর আগে নির্ধারিত করেন। সুতরাং এ তর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন।

٤٦٢٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مُوْسٰى قَالَ يَا رَبِّ اَرِنَا اٰدَمَ الَّذِىْ اَخْرَجَنَا وَنَفْسَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ فَاَرَاهُ اللّٰهُ اٰدَمَ فَقَالَ اَنْتَ اَبُوْنَا اٰدَمُ فَقَالَ اٰدَمُ نَعَمْ قَالَ اَنْتَ الَّذِىْ نَفَخَ اللّٰهُ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهٖ وَعَلَّمَكَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا وَاَمَرَ الْمَلٰئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ اَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهٗ اٰدَمُ وَمَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا مُوْسٰى قَالَ اَنْتَ نَبِىُّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الَّذِىْ كَلَّمَكَ اللّٰهُ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ رَسُوْلاً مِّنْ خَلْقِهٖ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفَمَا وَجَدْتَّ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِمَ تَلُوْمُنِىْ فِى شَيْئٍ سَبَقَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ الْقَضَاءُ قَبْلِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ *

৪৬২৯। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদা মূসা (আ) আল্লাহ্কে বলেন ঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে আদম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করান, যিনি নিজে জান্নাত থেকে বের হয়েছেন এবং আমাদের ও বের করেছেন। তখন আল্লাহ্ তাকে আদম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করান। মূসা (আ) বলেন ঃ আপনি কি আমাদের পিতা আদম (আ) নন? আদম (আ) বলেন ঃ হাঁ। মূসা (আ) বলেন ঃ আপনি তো সেই আদম, যার মধ্যে মহান আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট সমস্ত রূহ ফুঁকে দিয়েছিলেন, আর তিনি সব কিছুর নাম আপনাকে শিখিয়েছিলেন ; আর আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করেছিল? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তখন মূসা (আ) বলেন ঃ বলুন তো, কি কারণে আপনি নিজে জান্নাত থেকে বের হলেন এবং আমাদের ও বের করলেন? আদম (আ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কে? তিনি বলেন ঃ আমি মূসা। আদম (আ) বলেন ঃ তুমি তো বনূ ইসরাঈলের সেই নবী, আল্লাহ্ তো তোমার সাথে কোন রাসূল (ফেরেশতা) ব্যতীত পর্দার আড়াল থেকে সরাসরি কথা বলেন। মূসা

(আ) বলেন ঃ হাঁ। তখন আদম (আ) বলেন ঃ তুমি কি অবগত নও যে, আমি যা কিছু করেছি, তা আমার জন্মের আগেই কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল ? মূসা (আ) বলেন ঃ হাঁ। তখন আদম (আ) বলেন ঃ তবে কেন তুমি এমন একটা বিষয়ের জন্য অভিযুক্ত করছো, যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌ আমার সৃষ্টির আগেই ফায়সালা দিয়েছেন ? এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেন ঃ এ তর্কযুদ্ধে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন।

٤٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ اَنَّ عَبْدَ الْحَمِيْدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ عَنْ مُّسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ قَالَ قَرَاَ الْقَعْنَبِىُّ الْاٰيَةَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسْئَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهٖ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ فَقَلَ رَجُلٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَاِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِّنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارِ *

৪৬৩০। আবদুল্লাহ্‌ কা'নাবী (র) - - - মুসলিম ইব্‌ন জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ

অর্থাৎ স্মরণ কর ! তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন। এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারুক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন ঃ আমি কি তোমাদের রব নই ? তারা বলে ঃ নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী থাকলাম। (৭ ঃ ১৭২)।

রাবী বলেন ঃ কা'নাবী এ আয়াত তিলাওয়াত করলে উমার (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনি। জবাবে তিনি ﷺ বলেন ঃ মহান আল্লাহ্‌ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর, তার পিঠকে স্বীয় ডান হাত দিয়ে মাসেহ করেন। ফলে অনেক আদম সন্তান সৃষ্টি হয়। এরপর তিনি বলেন ঃ আমি এদের জান্নাতে জন্য সৃষ্টি করেছি। এরা

জান্নাতীদের ন্যায় আমল করবে। এরপর আল্লাহ্ তার হাত দিয়ে আদমের পিঠকে মাসেহ করেন। ফলে তার আরো সন্তান সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন ঃ আমি এদের জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করবে। তখন এক ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তাহলে আমলের প্রয়োজনীয়তা কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দিয়ে জান্নাতীদের আমল করিয়ে নেন। ফলে, সে ব্যক্তি জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে করতে মারা যায়। যদ্দরুন আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন তিনি কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দিয়ে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করান। ফলে সে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে করতে মারা যায়। যদ্দরুন আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।

٤٦٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ جُعْثُمِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَحَدِيْثُ مَالِكٍ اَتَمُّ *

৪৬৩১। মুহাম্মদ ইব্ন মুসাফ্ফা (র) - - - নু'আয়ম ইব্ন রাবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে ছিলাম। এরপর তিনি এ হাদীছ বর্ণনা করেন। রাবী মালিক (র) বর্ণিত হাদীছটি সম্পূর্ণ।

٤٦٣٢. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رُقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغُلَامُ الَّذِيْ قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَّلَوْ عَاشَ لَاَرْهَقَ اَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا *

৪৬৩২। কা'নাবী (র) - - - উবায়্যা ইব্ন কাআব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ খিযির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিল, সে ছিল স্বভাবজাত কাফির। যদি সে জীবিত থাকতো, তবে সে তার মাতা-পিতার নাফরমানী করতো এবং তাদের কষ্ট দিত।

٤٦٣٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ اِسْرَائِيْلَ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَنَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ قَوْلِهٖ وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَكَانَ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا *

৪৬৩৩। মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - উবায়্যা ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ঐ বালকটি (যাকে খিযির (আ) হত্যা করেন), তার মাতা-পিতা মু'মিন ছিল। কিন্তু যে দিন সে পয়দা হয়, সে দিন সে কাফির অবস্থায় পয়দা হয়।

٤٦٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِيْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلاَمًا يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَتَنَاوَلَ رَاْسَهُ فَقَلَعَهُ فَقَالَ مُوْسٰى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً الْاٰيَةَ *

৪৬৩৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহ্‌রান (র) - - - উবায়্যা ইব্‌ন কাআব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ খিযির (আ) একটি বালককে কয়েকটি বালকের সাথে খেলতে দেখেন। তিনি তার ঘাড় মটকিয়ে দেন, (ফলে সে মারা যায়)। তখন মূসা (আ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনি একটি নিষ্পাপ জীবনকে হত্যা করলেন ?

٤٦٣٥. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمْرِيُّ نَا شُعْبَةُ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ وَّالْاِخْبَارُ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَعَمَلَهُ ثُمَّ يَكْتُبُ شَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ اَوْ قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ اَوْ قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا *

৪৬৩৫। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সত্যবাদী নবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের কাউকে যখন সৃষ্টি করা হয়, তখন তাকে তার মায়ের গর্ভে বীর্যাকারে চল্লিশ দিন রাখা হয়, পরে তা রক্ত-পিণ্ডে পরিণত হয়, এরপর তা গোশ্‌ত-পিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর মহান আল্লাহ্ একজন ফেরেশতাকে তার কাছে পাঠান–চারটি হুকুম সহ। সে ফেরেশতা তার রিযিক, তার হায়াত, তার আমল এবং সে

নেক-বখত না বদ্‌-বখত – তা লিপিবদ্ধ করে। এরপর সে জড় দেহে রূহ ফুঁকে দেয়া। অনেক সময় তোমাদের কেউ জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, এমন কি সে ব্যক্তি জান্নাতের মাঝে কেবলমাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এ সময় তার তাকদীর-তার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল শুরু করে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে, অনেক সময় তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের মত আমল করতে থাকে, এমন কি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এরপর তার তাকদীর – তার উপর প্রভাব বিস্তার করায় সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল শুরু করে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

٤٦٣٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ نَا مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعُلِمَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ *

৪৬৩৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র জ্ঞানে কি জান্নাতী ও জাহান্নামীরা আগে থেকেই পরিচিত ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ তাহলে আমলকারীরা কোন আশায় আমল করবে ? নবী ﷺ বলেন ঃ আমল কর, যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেয়া হয়।

١٨. بَابٌ فِى ذَرَارِىِّ الْمُشْرِكِيْنَ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে

٤٦٣٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ اَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ *

৪৬৩৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ-কে মুশরিকদের মৃত শিশু-সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন ঃ তারা বড় হয়ে যে আমল করতো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খুবই অবহিত। (তাই তিনি তাদের আমল অনুযায়ী বিনিময় দেবেন।)

٤٦٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا بَقِيَّةُ ح وَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّىُّ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحَجِىُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَرَارِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ هُمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِلَاعَمَلٍ قَالَ

اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَرَارِىُّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ مِنْ اَبَائِهِمْ قُلْتُ بِالاَ عَمَلٍ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ *

৪৬৩৮। আবদুল ওয়াহাব ইব্‌ন নাজ্‌দা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মু'মিন ব্যক্তিদের মৃত শিশু-সন্তানদের অবস্থা কী হবে ? তিনি বলেন ঃ সে তার মাতা-পিতার সাথী হবে। আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমল করা ছাড়াই তাদের এ অবস্থা হবে ? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, যা সে (বড় হয়ে) করতো। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুশরিকদের মৃত শিশু-সন্তানের অবস্থা কী হবে ? তিনি বলেন ঃ তারাও তাদের মাতা-পিতার সাথী হবে। আমি বলি ঃ আমল ব্যতীতই এরূপ হবে ? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, যা সে (বড় হয়ে) করতো।

٤٦٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِصَبِىٍّ مِّنَ الاَنْصَارِ يُصَلِّى عَلَيْهِ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ طُوْبٰى هٰذَا لَمْ يَعْمَلْ شَرًّا وَّلَمْ يَدْرِ بِهٖ فَقَالَ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا اَهْلاً وَّخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِى اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا اَهْلاً وَّخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِى اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ *

৪৬৩৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ একবার নবী করীম ﷺ -এর নিকট একজন আনসার বলকের লাশ আনা যায়, তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য। তিনি বলেন ঃ তখন আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ বালকের জন্য খোশ-খবর, যে কোন গুনাহ্-ই করেনি, আর গুনাহ্ কি, তা-ও সে জানেনা। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ হে আইশা ! তুমি যা বুঝেছ, আসল ব্যাপার তা নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মহান আল্লাহ্ জান্নাত তৈরী করেছেন এবং তার জন্য কিছু লোকও তখন সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের মাতা-পিতার ঔরসে ছিল। আর মহান আল্লাহ্ জাহান্নামও তৈরী করেছেন এবং তার জন্য কিছু লোকও তখন পয়দা করেছেন, যখন তারা তাদের মাতা-পিতার ঔরসে ছিল।

٤٦٤٠. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ وَيُنَصِّرَانِهٖ كَمَا تَنَاتَجُ الاِبِلُ مِنْ بَهِيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ مَنْ يَّمُوْتُ وَهُوَ صَغِيْرٌ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَّاَنَا شَاهِدٌ اَخْبَرَكَ يُوْسُفُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا قِيْلَ لَهُ اَنَّ اَهْلَ الْاَهْوَاءِ يَحْتَجُّوْنَ عَلَيْنَا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مَالِكٌ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِاٰخِرِهٖ قَالُوْا اَرَاَيْتَ مَنْ يَّمُوْتُ وَهُوَ صَغِيْرٌ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ *

৪৬৪০। কা'নাবী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মানব শিশু ফিতরাতের (স্বভাব ধর্ম ইসলামের) উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার মাতা-পিতার প্রভাবে সে ইয়াহূদী এবং নাসারা হয়। যেমন, কোন উটের বাচ্চা যখন প্রসব হয়, তখন তার কান কাটা থাকে না। তারা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার কি অবস্থা হবে, যে শিশুকালে মারাা যায় ? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত, যা তারা বড় হয়ে করতো। (কাজেই তাদের ব্যাপারে সেরূপ ফায়সালা হবে)।

٤٦٤١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ يُفَسِّرُ حَدِيْثَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ هٰذَا عِنْدَنَا حَيْثُ اَخَذَ اللّٰهُ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ فِيْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ حَيْثُ قَالَ اَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى *

৪৬৪১। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - হাজ্জাজ ইব্ন মিন্হাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হাম্মাদ ইব্ন সালামা (রা)-কে "প্রত্যেক মানব শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে" – এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলতে শুনি ঃ যখন আল্লাহ্ তাদের থেকে, তার মাতা-পিতার ঔরসে থাকাবস্থায় অংগীকার গ্রহণ করেন, তখন তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদের রব নই ? তারা বলেছিল ঃ হাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের রব।

٤٦٤٢. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى نَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْؤُدَةُ فِى النَّارِ قَالَ يَحْيٰى قَالَ اَبِيْ فَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِسْحٰقَ اَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ بِذٰلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৬৪২। ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) - - - আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জীবন্ত প্রথিত কন্যা এবং তার মা– উভয়ই জাহান্নামী।

٤٦٤٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ اَبِيْ قَالَ اَبُوْكَ فِى النَّارِ فَلَمَّا قَفٰى قَالَ اِنَّ اَبِيْ وَاَبَاكَ فِى النَّارِ *

৪৬৪৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা কোথায় ? তিনি বলেন ঃ তোমার পিতা জাহান্নামে। যখন সে চলে যাচ্ছিল, তখন তিনি বলেন ঃ আমার ও তোমার পিতা জাহান্নামে।[১]

٤٦٤٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ *

৪৬৪৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শয়তান মানব শরীরে রক্তের মত প্রবাহিত হয়।

٤٦٤٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَسَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ شَرِيْكٍ الْهُذَلِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُجَالِسُوْا اَهْلَ الْقَدْرِ وَلاَ تُفَاتِحُوْهُمْ *

৪৬৪৫। আহমদ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাদরীয়া সম্প্রদায়ের সাথে উঠা-বসা করবে না এবং তাদের সাথে প্রথমে কথা-বার্তা বলবে না।

١٩. بَابٌ فِى الْجَهْمِيَّةِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ জাহ্‌মীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে

٤٦٤٦. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهُ فَمَنْ وَّجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ *

৪৬৪৬। হারূন ইব্‌ন মারূফ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা পরস্পর এরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে যে, এ সৃষ্টি জগৎ তো আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন ; কিন্তু মহান আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছেন। আর যার অন্তরে এরূপ

---

১. নবী (সা) সে ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এরূপ বলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আখিরাতে নিজের ব্যতীত অন্যের কোন আমল উপকারে আসবে না এবং কাফিরদেরকে কেউই আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। অবশ্য কোন কোন আলিমদের অভিমত এই যে, নবী করীম (সা)-এর পিতা-মাতা শির্ক হতে মুক্ত ছিলেন। সে জন্য তারা নাজাতপ্রাপ্ত হবেন। কোন কোন আলিম এ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করা থেকে চুপ থাকাকে ভাল মনে করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ-ই ভাল জানেন। (–অনুবাদক।)

সন্দেহ সৃষ্টি হবে, সে যেন বলে ঃ আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি।

٤٦٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو نَا سَلَمَةُ يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ يَّعْنِى ابْنَ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ مَّوْلٰى بَنِىْ تَيْمٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَّسَارِهِ ثَلٰثًا وَّلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ *

৪৬৪৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র)- - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি। এরপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন ঃ লোকেরা যখন এরূপ বলবে, তখন তোমরা বলবে ঃ আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

٤٦٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ فِى الْبَطْحَاءِ فِىْ عِصَابَةٍ فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ مَاتُسَمُّوْنَ هٰذِهٖ قَالُوْا السَّحَابُ قَالَ وَالْمُزْنَ قَالُوْا وَالْمُزْنُ قَالَ وَالْعَنَانُ قَالُوْا وَالْعَنَانُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ اُتْقِنِ الْعَنَانَ جَيِّدًا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَابُعْدُ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالُوْا لَانَدْرِىْ قَالَ اِنَّ بُعْدَ مَابَيْنَهُمَا اِمَّا وَاحِدَةٌ اَوِ اثْنَتَا اَوْ ثَلٰثٌ وَّسَبْعُوْنَ سَنَةً ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذٰلِكَ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ اَسْفَلِهٖ وَاَعْلَاهُ مِثْلَ مَابَيْنَ سَمَاءٍ اِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةُ اَوْعَالٍ بَيْنَ اَظْلَافِهِمْ وَرُكَبِهِمْ مِثْلُ مَابَيْنَ سَمَاءٍ اِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلٰى ظُهُوْرِهِمُ الْعَرْشُ بَيْنَ اَسْفَلِهٖ وَاَعْلَاهُ مِثْلَ مَابَيْنَ سَمَاءٍ اِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ اللّٰهُ تَعَالٰى فَوقَ ذٰلِكَ *

৪৬৪৮। মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র) - - - আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'বাত্‌হা' নামকস্থানে একদল লোকের সাথে বসেছিলাম, যেখানে রাসূলুল্লাহ্

ﷺ-ও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এক মেঘ টুকরা ভেসে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা একে কিনামে অভিহিত কর ? তারা বলেন ঃ 'সাহাব' বা মেঘখণ্ড। তিনি বলেন ঃ মুয্ন নয়কি ? তারা বলেন ঃ আমরা মুয্ন ও বলি। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ আনান নয় কি ? তারা বলেন ঃ আমরা আনানও বলি।

আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ আনান সম্পর্কিত বর্ণনাটি তেমন জোরাল নয়। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব কতটুকু ? তারা বলেন ঃ আমরা জানি না। তখন তিনি বলেন ঃ এর দূরত্ব হলো – একাত্তর, বাহাত্তর বা তিয়াত্তর বছরের রাস্তার সমান। এর সমান দূরত্বে দ্বিতীয় আসমান অবস্থিত। আর এভাবে তিনি সাত আসমানের দূরত্বের বর্ণনা দেন। এরপর তিনি বলেন ঃ সাত আসমানের উপর একটা সমুদ্র আছে, যার উপর ও নীচের দূরত্ব হলো – এক আসমান থেকে অপর আসমানের সমান। এর উপর আটটি বকরি আছে, যাদের পায়ের খুর ও কাধের দূরত্ব হলো –এক আসমান থেকে অপর আসমানের সমান। এদের পিঠের উপর আল্লাহ্ তা'আলার আরশ অবস্থিত, যার উপর ও নীচের দূরত্ব হলো – এক আসমান থেকে অপর আসমান পর্যন্ত। মহান আল্লাহ্ এর উপর অবস্থান করেন।

٤٦٤٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُرَيْحٍ اَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ اَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ سِمَاكٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ *

৪৬৪৯। আমহদ ইব্ন আবূ শুরায়হ (র) - - - সিমাক (রা) থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٤٦٥٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ الطَّوِيْلُ *

৪৬৫০। আমহদ ইব্ন আবূ হাফ্স (র) - - - সিমাক (রা) থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٤٦٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ وَّمُحَمَّدُ الرِّبَاطِىُّ قَالُوْا اَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ اَحْمَدُ كَتَبْنَاهُ مِنْ نُّسْخَتِهٖ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ يَّعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جُهِدَتِ الْاَنْفُسُ وَضَاعَتِ الْعِيَالُ وَنَكِهَتِ الْاَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الْاَنْعَامُ فَاسْتَسْقِ اللّٰهَ لَنَا فَاِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللّٰهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللّٰهِ عَلَيْكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْحَكَ اَتَدْرِىْ مَاتَقُوْلُ وَسَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتّٰى عُرِفَ ذٰلِكَ فِىْ وُجُوْهِ اَصْحَابِهٖ ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ اَنَّهُ لاَيُسْتَشْفَعُ بِاللّٰهِ

عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ شَانُ اللّٰهِ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَيْحَكَ اَتَدْرِيْ مَا اَللّٰهُ اِنَّ عَرْشَهٗ عَلٰى سَمٰوَاتِهٖ هٰكَذَا وَقَالَ بِاَصَابِعِهٖ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَيَئِطُّ بِهٖ اَطِيْطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِيْ حَدِيْثِهٖ اِنَّ اللّٰهَ فَوْقَ عَرْشِهٖ وَعَرْشُهٗ فَوْقَ سَمٰوَاتِهٖ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى وَابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَّعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالْحَدِيْثُ بِاِسْنَادِ اَحْمَدَ بْنِ سَعِيْدٍ هُوَ الصَّحِيْحُ وَافَقَهٗ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَّعَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ كَمَا قَالَ اَحْمَدُ اَيْضًا وَكَانَ سِمَاعُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَابْنِ الْمُثَنّٰى وَابْنِ بَشَّارٍ مِّنْ نُّسْخَةٍ وَّاحِدَةٍ فِيْمَا بَلَغَنِيْ *

৪৬৫১। আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - জুবায়র ইব্ন মুত'ঈম (র) তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গ্রাম্য একটা লোক এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! দুর্ভিক্ষের কারণে লোকেরা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, পরিবার-পরিজন বরবাদ হচ্ছে, ধন-সম্পদ নষ্ট হচ্ছে এবং পশু মারা যাচ্ছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। আমরা আপনার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করতে চাই এবং আপনার সামনে ও আমরা আল্লাহ্র সুপারিশ পেশ করছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে আহমক, তোমার সর্বনাশ হোক ! তুমি কি জান – তুমি কী বলছো ? এরপর তিনি তাসবীহ্ পাঠ শুরু করেন এবং অনেক্ষণ তাস্বীহ্ পাঠে রত থাকেন। এমনকি তাঁর সাহাবীদের চেহারায় সে ব্যক্তির কথার প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে থাকে। এরপর নবী ﷺ বলেন ঃ ওহে মূর্খ! আল্লাহ্ তা'আলার কোন মাখলুকের সামনে তাঁর সুপারিশ করা যায় না। আল্লাহ্র মর্যাদা এ থেকে অনেক বড়। হে অজ্ঞ ব্যক্তি ! তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি আল্লাহ্র মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কিছু জান ? মহান আল্লাহ্র আরশ তাঁর আসমানের উপর এরূপ। এ বলে তিনি তাঁর আগুলসমূহে গম্বুজের মত করে ইশারা করেন। এতদসত্ত্বেও আসমান তাঁর মর্যাদার কারণে এমন চির-চির শব্দ করে, যেমন আরোহীর নীচে তার পালানোর শব্দ হয়।

রাবী ইব্ন বিশ্শার (র) তার বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপর এবং তাঁর আরশ তাঁর সৃষ্ট আসমানের উপর।

٤٦٥٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ نَا اَبِيْ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُّوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

قَالَ أُذِنَ لِيْ اَنْ اُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلٰئِكَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ اَنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ اُذُنِهٖ اِلٰى عَاتِقِهٖ مَسِيْرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ *

৪৬৫৩। আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে আরশবাহী একজন ফেরেশতা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তা এরূপ ঃ তার কানের নীচের অংশ থেকে কাঁধের দূরত্ব হলো – সাত শো বছরের রাস্তা !

٤٦٥٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوْنُسَ النَّسَائِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ نَا حَرْمَلَةُ يَعْنِى ابْنَ عِمْرَانَ حَدَّثَنِى اَبُوْ يُوْنُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلٰى اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقْرَاُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى سَمِيْعًا بَصِيْرًا قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ اِبْهَامَهُ عَلٰى اُذُنِهٖ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا عَلٰى عَيْنِهٖ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُهَا وَيَضَعُ اِصْبَعَيْهِ قَالَ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ مُقْرِئٌ وَهٰذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ *

৪৬৫৩। আলী ইব্‌ন নাসর (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি এ আয়াত পড়তে থাকেন এবং বলতে থাকেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতের মাল তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে .... কেননা, তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মধ্যম আংগুল কানের উপর এবং শাহাদাত আংগুল চোখের উপর রাখেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন এ আয়াত পাঠ করতেন ঃ তখন তিনি তাঁর আংগুল কানে ও চোখে রাখতেন। মাক্‌রী (র) বলেন ঃ এ বক্তব্যটি জাহ্‌মীয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডনকারী। (কেননা, তারা "আল্লাহ্‌র শ্রবণ ও দর্শনের " অর্থ নেয়– তাঁর জ্ঞান দিয়ে।)

٢٠. بَابٌ فِى الرُّؤْيَةِ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র দীদার সম্পর্কে

٤٦٥٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ وَوَكِيْعٌ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوْسًا فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْلَةَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ

فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لاَتُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا *

৪৬৫৪। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বসেছিলাম। এ সময় তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ অচিরেই তোমরা তোমাদের রবকে দেখবে, যেরূপ তোমরা এ চাঁদকে দেখছো। তোমাদের রবের দর্শনে – তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। কাজেই, যদি তোমাদের জন্য সম্ভব হয়, তবে তোমরা সূর্য উঠার আগের এবং সূর্য ডুবার আগের সালাত (ফজর ও আসর) যথাযথভাবে আদায় করবে। এরপর নবী ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন ঃ পবিত্রতা বর্ণনা কর তোমার রবের –সূর্য উঠার আগে এবং সূর্য ডুবার আগে।[১]

٤٦٥٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَاسٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَرٰى رَبَّنَا عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِى الظَّهِيْرَةِ لَيْسَتْ فِىْ سَحَابَةٍ قَالُوا لاَ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِىْ سَحَابَةٍ قَالُوا لاَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهٖ لاَتُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ اِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ اَحَدِهِمَا *

৪৬৫৫। ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি আমাদের মহান রবকে কিয়ামতের দিন দেখতে পাব ? তিনি বলেন ঃ যখন আকাশে কোন মেঘ থাকে না, তখন দুপুরের সূর্য দেখতে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয় ? তারা বলেন ঃ না এরপর নবী ﷺ বলেন ঃ পূর্ণিমার রাতে আকাশে যখন কোন মেঘ থাকে না, তখন ঐ চাঁদকে দেখতে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয় ? তারা বলেন ঃ না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, তাঁর শপথ ! সূর্য ও চাঁদ দেখতে তোমাদের যেমন অসুবিধা হয় না, এরূপ মহান আল্লাহ্‌র দর্শনে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

٤٦٥٦. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ الْمَعْنٰى عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ مُوْسَى ابْنُ حَدْسٍ عَنْ اَبِىْ

১. এ দু'টি সময় এমন যে, ফজরের সময় মানুষ ঘুমে বিভোর থাকে এবং আসরের সময় দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। যারফলে, এ দু'টি সালাত অধিক 'কাযা' হয়। এজন্য এ দুই সময়ের সালাত যথাযথভাবে আদায় করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। (–অনুবাদক)।

رَزِيْنٍ قَالَ مُوْسَى الْعُقَيْلِيُّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَكُلُّنَا يَرٰى رَبَّهُ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ مُخَلِّيًابِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَا اٰيَةُ ذٰلِكَ فِيْ خَلْقِهٖ قَالَ يَااَبَا رَزِيْنٍ اَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخَلِّيًا بِهٖ ثُمَّ اتَّفَقَا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاللّٰهُ اَعْظَمُ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ فَاِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اَجَلُّ وَاَعْظَمُ *

৪৬৫৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ রাযীন (র) বলেন ঃ মূসা আকীলী (র) বলেছেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করি ঃ কিয়ামতের দিন সবাই কি তার রবকে দেখবে ? এর উদাহরণ কিরূপ ? নবী ﷺ বলেন ঃ হে আবূ রাযীন ! তোমরা সবাই কি চাঁদকে দেখতে পাও না ? তিনি বলেন ঃ পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখতে পায় না ? তিনি বলেন ঃ পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে!

এরপর দু'জন রাবী একত্র হয়ে বর্ণনা করেন, আমরা বলি ঃ হাঁ। তখন নবী করীম ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ তো মহান। এরপর আবূ রাযীন (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চাঁদ তো তাঁরই সৃষ্ট একটি বস্তু, (তা যখন দেখতে পাও), তখন মহান আল্লাহ্র শান তো অনেক বড়, (কাজেই, কিয়ামতের দিন জান্নাতীদের তাঁকে দেখতে কোন অসুবিধা হবে না।)

٤٦٥٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَّ اَبَا اُسَامَةَ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قَالَ سَالِمٌ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَطْوِى اللّٰهُ تَعَالَى السَّمٰوَاتِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ يَاخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ثُمَّ يَطْوِى الْاَرْضِيْنَ ثُمَّ يَاخُذُهُنَّ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ بِيَدِهِ الْاُخْرٰى ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ *

৪৬৫৭। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আসমানকে একত্রিত করে, তাঁর ডান হাতে ধরে বলবেন ঃ আমি-ই একমাত্র বাদশাহ ! (দুনিয়ার সেই) অত্যাচারী ও গর্বকারী শাসকরা কোথায় ? এরপর তিনি সব যমীনকে একত্রিত করার পর অন্যহাতে ধরে বলবেন ঃ আমি-ই একচ্ছত্র অধিপতি। (দুনিয়ার সেই) জালিম ও অহংকারী শাসকরা কোথায় ?

٤٦٥٨. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّوَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ اِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَيَقُوْلُ

مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَّسْاَلُوْنِىْ فَاُعْطِيَهٗ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرُلَهٗ *

৪৬৫৮। কা'নাবী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের রব প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে এসে বলেন ঃ আমার কাছে কে দু'আ করবে ? আমি তার দু'আ কবূল করবো। কে আমার কাছে চাবে, আমি তাকে তা দেব। আমার কাছে কে গুনাহ্ মাফ চাবে, আমি তার গুনাহ্ মাফ করে দেব।

٢١. بَابٌ فِى الْقُرْاٰنِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন সম্পর্কে

٤٦٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا اِسْرَائِيْلُ نَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهٗ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ اَلاَ رَجُلٌ يَّحْمِلُنِىْ اِلٰى قَوْمِهٖ فَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِىْ اَنْ اُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّىْ *

৪৬৫৯। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাতে অবস্থানকালে লোকদের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে আমার কাওম কুরায়শদের কাছে নিয়ে যেতে পারে ? কেননা, কুরায়শরা আমার রবের কথা মানুষের কাছে পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি করছে !

٤٦٦٠. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُمَرَ اَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى نَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ يَّعْنِى الشَّعْبِىَّ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِىِّ فَقَرَاَ ابْنٌ لَّهٗ اٰيَةً مِّنَ الْاِنْجِيْلِ فَضَحِكْتُ فَقَالَ اَتَضْحَكُ مِنْ كَلاَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى *

৪৬৬০। ইসমাঈল ইব্ন উমার (র) - - - আমির ইব্ন শাহ্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নাজ্জাশী বাদশার দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তার এক ছেলে ইন্জীলের একটি আয়াত পাঠ করলে, আমার হাসি পায়। তখন বাদশাহ আমাকে বলেন ঃ কি ব্যাপার, তুমি আল্লাহ্র কালাম শুনে হাসছো ?

٤٦٦١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَّعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَكُلٌّ حَدَّثَنِىْ

طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيْثِ قَالَتْ وَلَشَانِيْ فِيْ نَفْسِيْ كَانَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ يَّتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِيَّ بِاَمْرٍ يُّتْلٰى *

৪৬৬১। সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না যে, মহান আল্লাহ্ আমার সম্পর্কে এমন কোন আয়াত নাযিল করবেন, যা সব সময় পড়া হবে।

٤٦٦٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ اُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْكُمْ يُعَوِّذُ بِهِمَا اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ *

৪৬৬২। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর জন্য এরূপ দু'আ করতেন ঃ আমি তোমাদের উভয়কে আল্লাহ্‌র কালামের আশ্রয়ে রাখতে চাই – সব ধরনের শয়তান হতে, কষ্টদায়ক বস্তু হতে এবং সব ধরনের বদ-নজর হতে।

এরপর নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের পিতা (ইবরাহীম (আ)-এর কালামের দ্বারা ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-এর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাইতেন।

٤٦٦٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوْا نَا اَبُوْا مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُّسْلِمٍ عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَكَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالْوَحْيِ سَمِعَ اَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيَصْعَقُوْنَ فَلاَ يَزَالُوْنَ كَذٰلِكَ حَتّٰى يَاتِيَهُمْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى اِذَا جَاءَ جِبْرِيْلُ فُزِّعَ عَن قُلُوْبِهِمْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا جِبْرِيْلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ الْحَقَّ فَيَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ الْحَقَّ *

৪৬৬৩। আহমদ ইব্‌ন আবূ সুরায়হ (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াহী প্রেরণের জন্য কথা বলেন, তখন এক আসমানের অধিবাসী অন্য আসমান থেকে এরূপ শব্দ শোনে যে, যেমন সাফা পাহাড়ের উপর লোহার শিকল টানলে শব্দ হয়। যা শুনে তারা সবাই বেহুশ হয়ে পড়ে এবং জিবরাঈল (আ) তাদের কাছে না আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকে। এরপর জিবরাঈল (আ) যখন তাদের কাছে আসে, তখন তারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে বলে ঃ হে জিবরাঈল (আ)! আপনার রব কি বলেছেন? তিনি বলেন ঃ তিনি সত্য বলেছেন। একথা শুনে সকল ফেরেশতা বলতে থাকে ঃ সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন।

٢٢. بَابُ ذِكْرِ الْبَعْثِ وَالصُّوْرِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামত এবং শিংগা-ধ্বনি প্রসংগে

٤٦٦٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ نَا اَسْلَمُ عَنْ بِشْرِ بْنِ شِغَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصُّوْرُ قَرْنٌ يُّنْفَخُ فِيْهِ *

৪৬৬৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম বলেছেন ঃ ﷺ 'সূর' হলো শিংগা, যাতে ফুঁৎকার দেয়া হবে।

٤٦٦٥. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ تَاكُلُ الْاَرْضُ اِلاَّ عَجْبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ *

৪৬৬৫। কা'নাবী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানব দেহের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ মাটিতে খেয়ে ফেলে, কিন্তু মেরুদণ্ডের হাঁড় খেতে পারে না। তা দিয়েই মানুষকে তৈরী করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার তা দিয়েই তাদের সৃষ্টি করা হবে।

٢٣. بَابُ فِى الشَّفَاعَةِ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ শাফা'আত সম্পর্কে

٤٦٦٦. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا بُسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنِ الْاَشْعَثِ الْحَدَّانِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شَفَاعَتِى لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ *

৪৬৬৬। সুলায়মান ইব্ন হারব (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমার শাফা'আত আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গুনাহ্ করে, তাদের জন্য হবে। (যেমন – যারা যিনা করে, চুরি করে, শরাব খায় ইত্যাদি লোকের জন্য।)

٤٦٦٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ نَا اَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَيُسَمُّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ *

৪৬৬৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ -এর শাফা'আতে কিছু লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের জাহান্নামী হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে।

٤٦٦٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ مِنْهَا وَيَشْرَبُوْنَ *

৪৬৬৮। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতেই পানাহার করবে।

٢٤. بَابٌ فِىْ خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের – সৃষ্টি সম্পর্কে

٤٦٦٩. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَنَا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَايَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَاجِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لاَ يَدْخُلَهَا اَحَدٌ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى النَّارَ قَالَ يَاجِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَيَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَاجِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلاَلِكَ فَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لاَ يَبْقَى اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَهَا *

৪৬৬৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ যখন জান্নাত সৃষ্টি করেন, তখন জিবরাঈল (আ)-কে বলেন ঃ যাও জান্নাত দেখে এসো। তিনি জান্নাত দেখে এসে বলেন ঃ হে আমার রব! যে কেউ এ জান্নাতের কথা শোনবে, সে এতে প্রবেশের আকাংক্ষা করবে। এরপর আল্লাহ্ জান্নাতকে কিছু কঠিন ও মুশকিল আমল দিয়ে আচ্ছাদিত করেন এবং বলেন ঃ হে জিবরাঈল! এখন গিয়ে তা দেখে এসো। জিবরাঈল (আ) তা দেখে এসে বলবে ঃ হে আমার রব! তোমার 'ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে, এখন হয়তো আর কেউ সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। এরপর আল্লাহ্ জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর জিবরাঈল (আ)-কে বলেন ঃ হে জিবরাঈল! সেখানে যাও এবং দেখে এসো। জিবরাঈল (আ) তা দেখে এসে বলেন ঃ হে আমার রব! আপনার 'ইজ্জতের কসম! যারা এর অবস্থা শোনবে, তারা কেউ-ই সেখানে যেতে চাবে না। এরপর আল্লাহ্ শাহ্‌য়াত (কুরিপু) দিয়ে তাকে ঢেকে দেন

এবং বলেন ঃ হে জিবরাঈল! এখন সেখানে যাও এবং দেখে এসো। জিবরাঈল (আ) তা দেখে এসে বলেন ঃ হে আমার রব! আপনার 'ইজ্জতের কসম! এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, হয়তো সব লোক এতে প্রবেশ করবে।

٢٥. بَابٌ فِى الْحَوْضِ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ হাওয-কাওছার সম্পর্কে

٤٦٧٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُسَدَّدٌ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَمَامَكُمْ حَوْضًا مَابَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَا وَاَذْرُحَ *

৪৬৭০। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের সামনে (হাশরের দিন) একটা হাওয হবে, এর দু'টি তীরের দূরত্ব হবে- জারয়া থেকে আজরু নামক স্থান পর্যন্ত। (শাম দেশের দু'টি গ্রামের নাম, এ দু'টি গ্রামের মাঝে দূরত্ব হলো তিন দিনের পথের সমান।)

٤٦٧١. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمْرِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً قَالَ مَا اَنْتُمْ جُزْءٌ مِّنْ مِّائَةِ اَلْفِ جُزْءٍ مِّمَّنْ يَّرِدُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ اَوْ ثَمَانَ مِائَةٍ *

৪৬৭১। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একস্থানে অবস্থান করা কালে তিনি বলেন ঃ তোমরা তাদের লক্ষ ভাগের এক ভাগ ও নও, যারা হাও্য - কাওছারের কাছে আসবে।

রাবী বলেন, আমি যায়দ ইব্‌ন আকরাম (র)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ সেদিন কত লোক আপনারা সেখানে ছিলেন ? তিনি বলেন ঃ সাতশো বা আটশো লোক।

٤٦٧٢. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اُغْفِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِغْفَاءَةً فَرَفَعَ رَاْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَاِمَّا قَالَ لَهُمْ وَاِمَّا قَالُوْا لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ ضَحِكْتَ فَقَالَ اِنَّهُ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

حَتّٰى خَتَمَهَا فَلَمَّا قَرَأَهَا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَانَّهُ نَهْرٌ وَّعَدَنِيْهِ رَبِّيْ فِى الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اٰنِيَتُهُ عَدَدَ الْكَوَاكِبِ *

৪৬৭২। হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ার পর হাসি মুখে মাথা উঠিয়ে হয়তো নিজে তাদের বলেন, নয়তো সাহাবীগণ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি হাসলেন কেন ? তিনি বলেন ঃ এখনই আমার উপর একটা সূরা নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি তা তিলাওয়াত করেন ঃ অবশ্যই আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। সুতরাং আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষে পোষণকারীই তো নির্বংশ। সূরা পাঠ শেষে তিনি প্রশ্ন করেন ঃ তোমরা কি জান, কাওছার কী ? তারা বলেন ঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তা হলো একটা নহর, যা আমার রব আমাকে জান্নাতে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। সেখানে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে এবং সেখানে হাওয আছে, যেখানে কিয়ামতের দিন আমার উম্মাত সমবেত হবে। আর এর পান পাত্র তারকারাজীর চাইতে অধিক হবে।

٤٦٧٣. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا عُرِجَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ عُرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوْتُ الْمُجَيَّبُ اَوْقَالَ الْمُجَوَّفُ فَضَرَبَ الْمَلَكُ الَّذِيْ مَعَهُ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ لِلْمَلَكِ الَّذِيْ مَعَهُ مَاهٰذَا قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ اَعْطَاكَ اللّٰهُ *

৪৬৭৩। আসিম ইব্ন নায্র (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মি'রাজের রাতে জান্নাত পরিভ্রমণকালে নবী করীম ﷺ -এর সামনে একটা নহর (নদী) আনা হয়, যার দু'পাশ ছিল নিরেট ইয়াকূতে ভরপুর। এ সময় তাঁর সঙ্গী ফেরেশতা সেখানে হাত দিয়ে একটা মশক বের করেন। তখন নবী ﷺ তাঁর সঙ্গী ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইহা কি ? তিনি বলেন ঃ ইহা ঐ কাওছার, যা মহান আল্লাহ্ আপনাকে দান করেছেন।

٤٦٧٤. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ اَبُوْ طَالُوْتَ قَالَ شَهِدْتُ اَبَا بَرْزَةَ دَخَلَ عَلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثَنِيْ فُلَانٌ سَمَّاهُ مُسْلِمٌ وَّكَانَ فِى السِّبَاطِ قَالَ فَلَمَّا رَاٰهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ مُحَمَّدِيَّكُمْ هٰذَا الدَّحْدَاحُ فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَاكُنْتُ اَحْسِبُ اَنِّيْ اَبْقٰى فِيْ قَوْمٍ يُّعَيِّرُوْنِيْ بِصُحْبَةِ

مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ اِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لاَسْاَلَكَ عَنِ الْحَوْضِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ فِيْهِ شَيْئًا قَالَ اَبُوْ بَرْزَةَ نَعَمْ لاَمَرَّةً وَّلاَ ثِنْتَيْنِ وَلاَ ثَلاَثًا وَّلاَ اَرْبَعًا وَّلاَ خَمْسًا فَمَنْ كَذَبَ بِهٖ فَلاَ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْهُ ثُمَّ خَرَجَ مُغْضَبًا *

৪৬৭৪। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আবদুস সালাম ইব্‌ন আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ বারযা (রা)-কে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ (র)-এর কাছে যেতে দেখি। এরপর আমার কাছে মুসলিম নামে এক ব্যক্তি, যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন- বলেন ঃ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ (র) আবূ বারযা (রা)-কে দেখে বলেন ঃ দেখ! তোমাদের এ মুহাম্মদী (মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবী) মোটা পা -বিশিষ্ট। একথা শুনে আবূ বারযা (রা) বুঝতে পারেন যে, (ইব্‌ন যিয়াদ ঘৃণাভরে এরূপ উক্তি করছে।) তখন তিনি বলেন ঃ আমি এরূপ খেয়াল করিনি যে, আমি এরূপ লোকদের সাথে অবস্থান করবো, যে আমাকে মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবী হওয়ার জন্য দোষারূপ করবে। একথা শুনে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ বলেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ -এর সোহ্‌বত তো আপনার জন্য গৌরবের বিষয়, এটা কোন দোষের ব্যাপার নয়। এরপর তিনি বলেন ঃ আমি আপনাকে এ জন্য ডেকেছি যে, আপনি আপনার কাছে হাওয- কাওছার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো। আপনি কি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন ? আবূ বারযা (রা) বলেন ঃ হাঁ, শুনেছি। এক, দুই, তিন, চার, বা পাঁচবার নয়, বরং বহুবার শুনেছি। আর যে ব্যক্তি এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, আল্লাহ্ তাকে সে হাওযের পানি পান করাবেন না। এরপর তিনি সেখানে থেকে রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে আসেন।

٢٦. بَابُ فِى الْمَسْاَلَةِ فِى الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের প্রশ্ন ও শাস্তির বর্ণনা

٤٦٧٥. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا سُئِلَ فِى الْقَبْرِ فَشَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ *

৪৬৭৫। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী (র) - - -বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যখন কোন মুসলমানকে কবরে প্রশ্ন করা হয়, আর সে এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল। এ কথা আল্লাহ্‌র ঐ বাণীর বাস্তবতা ঃ মহান আল্লাহ্ ঈমানদারদের দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত রাখেন সত্য কথার উপর।

٤٦٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ اَبُوْ نَصْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ نَخْلاً لِّنَبِىْ النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ فَقَالَ مَنْ اَصْحَابُ هٰذِهِ الْقُبُوْرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَاسٌ مَّاتُوْا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوْا وَمِمَّا ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ اَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُوْلُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَاِنِ اللّٰهُ تَعَالٰى هَدَاهُ قَالَ كُنْتُ اَعْبُدُ اللّٰهَ فَيُقَالُ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَمَا يُسْاَلُ عَنْ شَيْئٍ غَيْرِهَا فَيَنْطَلِقُ بِهٖ اِلٰى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِى النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِى النَّارِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَاَبْدَلَكَ بِهٖ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ دَعُوْنِىْ حَتّٰى اَذْهَبَ فَاُبَشِّرَ اَهْلِىْ فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ اَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُلُ لَهُ مَاكُنْتَ تَعْبُدُ فَيَقُوْلُ لاَاَدْرِىْ فَيُقَالُ لَهُ لاَدَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِّنْ حَدِيْدٍ بَيْنَ اُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ *

৪৬৭৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজ্জার গোত্রের একটি খেজুরের বাগানে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি একটা শব্দ শুনে ভীত হয়ে পড়েন এবং বলেন ঃ এ কবরগুলি কাদের ? তারা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা জাহিলী যুগে মারা গেছে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র কবরের আযাব ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর । তখন তারা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কেন এরূপ করবো ? তখন নবী ﷺ বলেন যখন কোন মু'মিন ব্যক্তিকে তার কবরে রাখা হয়, তখন একজন ফেরেশ্‌তা তাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ তুমি কার ইবাদত করতে ? তখন মহান আল্লাহ্ তাকে হিদায়াত দান করেন। তখন সে বলে ঃ আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করতাম। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ তুমি এ ব্যক্তির (মুহাম্মদ ﷺ-এর) ব্যাপারে কিরূপ ধারণা পোষণ করতে ? তখন সে বলবে ঃ তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপর তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না। এরপর তাকে এমন একস্থানে নেওয়া হয়, যা তার জন্য জাহান্নামে বানানো হয়েছিল। তখন তাকে বলা হবে ঃ এটা এটা তোমার জাহান্নামের ঘর ছিল। আল্লাহ্ তোমাকে এ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তোমার উপর রহম করেছেন এবং এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটা চিরস্থায়ী ঘর দান করেছেন। তখন

সে বলে ঃ আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে আমি আমার পরিবার-পরিজনদের এ সুসংবাদ দিতে পারি। তখন তাকে বলা হয় ঃ তুমি শান্ত হও। অপরপক্ষে যখন কোন কাফিরকে কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা আসে এবং ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করে ঃ তুমি কার ইবাদত করতে ? সে বলবে ঃ আমি জানি না। তখন তাকে বলা হয় ঃ তুমি নিজেও জ্ঞান অর্জন করনি। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ এ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার ধারণা কিরূপ ছিল ? তখন সে বলে ঃ তাঁর ব্যাপারে লোকদের যেরূপ ধারণা ছিল, আমার ধারণা ও সেরূপ। এ কথা শুনে ফেরেশতা তার মাথায় লোহার মুগুর দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে, ফলে সে এত জোরে চীৎকার করে যে, জিন্ ও ইনসান ব্যতীত সে চীৎকার সব সৃষ্ট জীব শুনতে পায়।

٤٦٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بِمِثْلِ هٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ فَيَاتِيْهِ مَلَكَانِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ فَذَكَرَ قَرِيْبًا مِّنْ حَدِيْثِ الْاَوَّلِ قَالَ فِيْهِ وَاَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ زَادَ الْمُنَافِقَ وَقَالَ يَسْمَعُهَا مَنْ يَّلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ *

৪৬৭৭। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - আবদুল ওয়াহাব (র) উপরোক্ত সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং লোকেরা তাকে দাফন করে ফিরে আসে, আর সে (মৃত ব্যক্তি) তাদের জুতার শব্দও শুনতে পায় ; সে সময় তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে প্রশ্ন করে। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, যাতে কাফির ও মুনাফিক শব্দের উল্লেখ আছে। এরপর দু'জন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করে। এখানে মুনাফিক শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। রাবী আরো বলেন ঃ সে শব্দ তার আশপাশে যারা থাকে, সবাই শোনে ; জিন ও ইনসান ব্যতীত।

٤٦٧٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ ح وَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَهٰذَا لَفْظُ هَنَّادٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَد فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَاَنَّمَا عَلٰى رُؤُسِنَا الطَّيْرُ فِى يَدِهِ عُوْدٌ يَّنْكُتُ بِهِ فِى الْاَرْضِ فَرَفَعَ رَاسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا زَادَ فِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ هٰهُنَا وَقَالَ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ حِيْنَ يُقَالُ لَهُ يَاهٰذَا مَنْ رَّبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَنْ نَّبِيُّكَ قَالَ هَنَّادٌ قَالَ وَيَاتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ

رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللّٰهُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَادِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِيَ الْاِسْلاَمُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَاهٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ قَالَ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلاَنِ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَاتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُ زَادَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ الْاٰيَةُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَاتِيْهِ مِنْ رُوْحِهَا وَطِيْبِهَا قَالَ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهٖ قَالَ وَاِنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَتُعَادُرُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهٖ وَيَاتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلاَنِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهَ هَاهَ لاَاَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَادِيْنُكَ فَيَقُولُ هَاهَ هَاهَ لاَاَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ مَاهٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهَ هَاهَ لاَ اَدْرِيْ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ قَالَ فَيَاتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ زَادَ فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ قَالَ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ اَعْمٰى اَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ لَّوْضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا قَالَ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَّسْمَعُهَا مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلاَّ الثَّقَلَيْهِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا قَالَ ثُمَّ تُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ *

৪৬৭৮. উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একজন আনসার সাহাবীর জানাযার নামাযে শরীক হই, এমন কি তার কবরের কাছে যাই, যা তখন ও তৈরী হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে বসেন এবং আমরা ও তাঁর সাথে তাঁর চারদিকে শান্তভাবে বসে পড়ি, যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসা। এ সময় নবী ﷺ -এর হাতে একখণ্ড কাঠ ছিল, যা দিয়ে তিনি যমীনের উপর আঘাত করছিলেন। এরপর তিনি মাথা উঁচু করে দুই বা তিনবার বলেন ঃ তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র কাছে নাজাত চাও।

রাবী জারীরের বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, দাফনের পর লোকেরা যখন ফিরে যায় এবং সে লোক তাদের শব্দ শুনতে পায়, সে সময় তাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয় ঃ হে ব্যক্তি! তোমার রব কে ? তোমার দীন কি এবং তোমার নবী কে ?

রাবী হান্নাদ (র) বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ তখন তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে ঃ তোমার রব কে ? তখন সে বলে ঃ আল্লাহ্ আমার রব। তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা কবে ঃ তোমার দীন কী ? সে বলে ঃ আমার দীন ইসলাম। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে পাঠান হয়েছিল ? তখন সে বলে ঃ ইনি হলেন – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ । তখন ফেরেশতারা আর জিজ্ঞাসা করে ঃ তুমি এ কিরূপে জানলে ? তখন সে বলে ঃ আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি, এর উপর ঈমান এনেছি এবং একে সত্য বলে মনে করি। রাবী জারীর বলেন,আল্লাহ্র বাণী ঃ ''আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের ইহজীবন ও পরজীবনে শাশ্বত- বাণীর (কালিমার) উপর দূর রাখেন'' – এর অর্থ ইহাই।

রাবী বলেন ঃ এরপর আসমান থেকে একজন আহবানকারী এরূপ ঘোষণা দিতে থাকে ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে, তার কবরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। রাবী বলেন ঃ তখন তার কবরে জান্নাতের মৃদুমন্দ বাতাস ও খোশ্বু আসতে থাকে এবং সে ব্যক্তির কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়া হয়। এরপর তিনি কাফির ব্যক্তির মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করে বলেন ঃ কবরে রাখার পর তার আত্মাকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। তখন দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায় এবং প্রশ্ন করে ঃ তোমার রব কে ? তখন সে বলে ঃ হাঁ - হা - লা-আদরী ; অর্থাৎ আফসোস, আমি তো জানি না। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ তোমার দীন কী ? সে বলে ঃ আফসোস আমি জানি না। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ এ ব্যক্তি কে, যাকে দুনিয়াতে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল ? তখন সে বলে ঃ হায় আফসোস! আমি জানি না। তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী এরূপ বলতে থাকে ঃ সে মিথ্যা বলেছে। তার কবরে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার কবর থেকে জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দাও; যাতে তার কবরে জাহান্নামের আগুনের প্রচণ্ড তাপ ও ভাঁপ আসতে থাকে। এরপর কবর তার জন্য এতই সংকুচিত হয়ে যায় যে, তার পাজরের একপাশ অপরপাশে চলে যায়।

রাবী জারীর আরো বর্ণনা করেন ঃ এরপর সে ব্যক্তির জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিয়োগ করা হয় এবং তার হাতে এমন একটা লোহার মুগুর থাকে, যদি তা দিয়ে দুনিয়ার কোন পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয়, তবে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পরিণত হবে। এরপর সে ফেরেশতা মুগুর দিয়ে তাকে এমনভাবে পিটাতে থাকে, যার শব্দ জিন ও ইনসান ব্যতীত পূর্ব - পশ্চিমের সমস্ত মাখলূক (সৃষ্টজীব) শুনতে পায় এবং তার দেহ চূর্ণ -বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় পরিণত হয়। এরপর তার মধ্যে পুনরায় রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। (এভাবে তাকে কবরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হয়। আল্লাহ্ আমাদের কবরের আযাব থেকে নাজাত দিন আমীন! (অনুবাদক)

٤٦٧٩. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا الْاَعْمَشُ نَا الْمِنْهَالُ عَنْ اَبِيْ عُمَرَ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ *

৪৬৭৯। হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - আবূ আমর (র) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আমি বারা' ইব্ন আযিব (রা)-কে নবী করীম ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। এরপর

পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٧. بَابُ فِىْ ذِكْرِ الْمِيْزَانِ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ মীযান বা পাল্লা সম্পর্কে

٤٦٨٠. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ اَنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارِ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايُبْكِيْكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ اَو يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوْا كِتَابِيَهُ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ اَفِىْ يَمِيْنِهٖ اَمْ فِىْ شِمَالِهٖ اَمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ قَالَ يَعْقُوْبُ عَنْ يُوْنُسَ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِهٖ *

৪৬৮০। ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন ? তিনি বলেন ঃ জাহান্নামের কথা স্মরণ হওয়ায় আমি কাঁদছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনি কি কিয়ামতের দিন আপনার পরিবার-পরিজনের কথা মনে রাখবেন ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তিনটি স্থান এমন আছে, যেখানে কেউ কারো কথা স্মরণ করবে না। যথা – ১। মীযান বা মাপের সময়, যতক্ষণ না কেউ জানতে পারবে, তার পাল্লা ভারী- না হাল্‌কা, ২। কিতাব বা আমলনামা পাওয়ার সময়, যখন বলা হবে ঃ দৌড়ে এসো এবং নিজ নিজ আমলনামা পাঠ কর। যতক্ষণ কেউ জানতে পারবে না যে, তা কোন দিক থেকে আসে – ডান, বাম না পেছনের দিক থেকে এবং ৩। সে সময় – যখন সে পুল-সিরাতের উপর থাকবে এবং তা জাহান্নামের উপর রাখা হবে।

٢٨. بَابُ فِى الدَّجَّالِ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল সম্পর্কে

٤٦٨١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ بَعْدَ نُوْحٍ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَاِنِّىْ اُنْذِرُ

كُمُوْهُ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْرَانِيْ وَسَمِعَ كَلَامِيْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ قُلُوْبُنَا يَوْمَئِذٍ مِثْلُهَا الْيَوْمَ قَالَ اَوْ خَيْرًا *

৪৬৮১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাররাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ নূহ (আ)-এর পর এমন কোন নবী যান্‌নি, যিনি তাঁর উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি-প্রদর্শন করেননি। আর আমি ও তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করছি। নবী ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ সম্ভবতঃ যে আমাকে দেখেছে এবং আমার কথা শুনেছে, সে দাজ্জালকে দেখবে। তখন সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেদিন আমাদের দিল কেমন হবে ? আজকের দিনের মত ? তিনি বলেন ঃ আজকের দিন থেকেও উত্তম হবে।

٤٦٨٢. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَامَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلٰى بِمَا هُوَ اَهْلُهُ فَذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّيْ لَاُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ قَدْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ اَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنِّيْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهٖ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ *

৪৬৮২। মুখাল্লাদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - সালিম (র) তার পিতা ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ্‌র যথাযথ প্রশংসা করেন। এরপর তিনি দাজ্জালের ব্যাপারে বলেন ঃ আমি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি-প্রদর্শন করছি। আর প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে তার সম্পর্কে সতর্ক করেন। আমি তার সম্পর্কে এমন কথা বলবো, যা পূর্ববর্তী কোন নবীরা তাদের উম্মাতের কাছে বলেননি। জেনে রাখ ! সে হবে কানা ; আর তোমাদের রব কানা নন।[১]

٢٩. بَابٌ فِيْ قَتْلِ الْخَوَارِجِ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ খারেজীদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে

٤٦٨٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَمَنْدَلٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْ جَهْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ *

১. দাজ্জাল যখন বের হবে. তখন সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। এই জন্য নবী (সা) তাঁর উম্মতকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন, যাতে তারা দাজ্জালের ধোঁকা থেকে নাজাত পায়। (−অনুবাদক)।

৪৬৮৩। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (আহ্‌লে সুন্নাহ ওয়াল) জামা'আত থেকে এক বিঘতও সরে যাবে, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি নিক্ষেপ করবে।

٤٦٨٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ نَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيْفٍ عَنْ اَبِي الْجَهْمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتُمْ وَاَئِمَّةٌ مِّنْ بَعْدِيْ يَسْتَاثِرُوْنَ بِهٰذَا الْفَيْءِ قُلْتُ اَمَا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اَضَعُ سَيْفِيْ عَلٰى عَاتِقِي ثُمَّ اَضْرِبُ بِهٖ حَتّٰى اَلْقَاكَ اَوْ اَلْحَقَكَ قَالَ اَوَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى خَيْرٍ مِنْ ذٰلِكَ تَصْبِرُ حَتّٰى تَلْقَانِيْ *

৪৬৮৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার পরে সে সময় তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে, যখন শাসনকর্তা গনীমতের মালকে নিজের মাল হিসাবে মনে করবে ? আমি বলি ঃ ঐ জাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন, তখন আমি আমার তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে রাখবো এবং তা দিয়ে জিহাদ করবো, যতক্ষণ না আমি আপনার সাথে মিলিত হই। নবী ﷺ বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এর চাইতে কোন উত্তম পন্থা জানিয়ে দেব না ? আর তা হলো – তুমি আমার সাথে মেলার আগ পর্যন্ত সবর করবে।

٤٦٨٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنٰى قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلّٰى بْنِ زِيَادٍ وَّهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اَئِمَّةٌ تَعْرِفُوْنَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ قَالَ هِشَامٌ بِلِسَانِهٖ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهٖ فَقَدْ اَسْلَمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نَقْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ اَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُّوْا *

৪৬৮৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অতিসত্ত্বর তোমাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত হবে, যার কাজকর্ম ভাল হবে এবং মন্দ ও হবে। সে সময় যে ব্যক্তি তার মন্দ-কাজের প্রতিবাদ মুখ দিয়ে করবে, সে দোষমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে, সে ও দোষমুক্ত হবে; আর যে ব্যক্তি তার কাজ-কর্মকে অস্বীকার করবে, সে নাজাত প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তিতার অনুসরণ করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি তাদের হত্যা করবো না ? তিনি বলেন ঃ না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করতে থাকবে।

٤٦٨٦. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ نَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ قَالَ قَتَادَةُ مَنْ اَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ *

৪৬৮৬। ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - উম্মু সালামা (রা) নবী ﷺ-কে এরূপ বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাকে খারাপ মনে করবে, সে দোষমুক্ত হবে; আর যে তাকে অস্বীকার করবে, সে নাজাত প্রাপ্ত হবে।

রাবী কাতাদা (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাকে অন্তর দিয়ে খারাপ জানবে এবং অস্বীকার করবে।

٤٦٨٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى نَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَيَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّفَرِّقَ اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمْ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَّنْ كَانَ *

৪৬৮৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আরফাজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ অতিসত্ত্বর আমার উম্মতের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ হবে ফিতনার সৃষ্টি, ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে। এ সময় যে ব্যক্তি মুসলমানদের ঐক্যে ফাঁটল সৃষ্টি করতে চাবে, সে যে-ই হোক না কেন, তোমরা তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করবে।

٤٦٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدَةَ اَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ اَهْلَ نَهْرَوَانَ فَقَالَ فِيْهِمْ رَجُلٌ مُّوْدَانُ الْيَدِ اَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ اَوْ مَثْدُوْنُ الْيَدِ لَوْلاَ اَنْ تَبْطَرُوْا لَنَبَّاْتُكُمْ مَّا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْهُ قَالَ اِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ *

৪৬৮৮। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আলী (রা) নাহ্‌রাওয়ানের লোকদের সম্পর্কে বলেন ঃ তাদের মাঝে এক ব্যক্তি ছোট হাত বিশিষ্ট হবে। যদি তোমরা আমার কথা মানতে, তবে মহান আল্লাহ্ মুহাম্মদ ﷺ -এর যবানীতে তাদের হত্যা করলে যে ছওয়াবের কথা বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমি তোমাদের অবহিত করতাম।

রাবী বলেন, তখন আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনি কি তা নবী ﷺ থেকে শুনেছেন। তিনি বলেন ঃ হাঁ, কা'বার রবের শপথ! (আমি তা তাঁর কাছ থেকে শুনেছি।)

٤٦٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ نُعَيْمٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فِيْ تُرْبَتِهَا فَقَسَّمَهَا

بَيْنَ اَرْبَعَةٍ بَيْنَ الْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيُّ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِيْ نَبْهَانَ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِيْ كُلَيْبٍ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ وَقَالَتْ يُعْطِيْ صَنَادِيْدَ اَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ اِنَّمَا اَتَاَلَّفُهُمْ قَالَ فَاَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِيَ الْجَبِيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقٌ قَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ اِذَا عَصَيْتُهُ اَيَا مُنُنِيْ اللّٰهُ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلاَ تَامْنُوْنِيْ قَالَ فَسَاَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ اَحْسِبُهُ خَالِدَبْنَ الْوَلِيْدِ قَالَ فَمَنَعَهُ قَالَ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ اِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا اَوْفِى عَقْبِ هٰذَا قَوْمٌ يَّقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلاَمِ وَيَدْعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ لَئِنْ اَنَا اَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ *

৪৬৮৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আলী (রা) নবী করীম ﷺ -এর নিকট কিছু মাটি মিশ্রিত সোনা পাঠান, যা তিনি – আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস হান্‌যালী (রা), উয়ায়না ইব্‌ন বদর ফাযারী (রা), বনূ নাবহানের এক ব্যক্তি – যায়দ খায়ল তায়ী (রা) এবং বনূ কিলাবের এক ব্যক্তি – ইব্‌ন উলাছা আমিরী (রা) এ চার ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দেন।

রাবী বলেন ঃ এতে কুরায়শ ও আনসারগণ রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ আপনি নজদের অধিপতিদের দিচ্ছেন, অথচ আমাদের কিছুই দিচ্ছেন না! তিনি বলেন ঃ আমি এ দিয়ে তাদের দিলকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করছি। এ সময় সেখানে এমন এক ব্যক্তি আসে – যার চোখ কোঠরাগত, চোয়াল উঁচু, কপাল উন্নত, ঘন দাড়ি-বিশিষ্ট ও মস্তক মুণ্ডিত ছিল। সে বলে ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ আমি যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করি, তবে আর কে তাঁর ফরমাবরদার হবে ? মহান আল্লাহ্ যমীনের উপর আমাকে আমানতদার বানিয়েছেন, অথচ তুমি আমাকে আমানতদার মনে কর না।

রাবী বলেন ঃ তখন এক ব্যক্তি, আমার ধারণায় তিনি হলেন- খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাকে কতল করার জন্য অনুমতি চাইলে নবী ﷺ নিষেধ করেন।

রাবী বলেন ঃ সে ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর নবী ﷺ বলেন ঃ এ ব্যক্তির বংশে এমন কিছু লোক জন্ম নেবে, যারা কুরআন পাঠ করবে সত্য, তবে তা তাদের গলার নীচে যাবে না, (অর্থাৎ তা তাদের অন্তরে কোন আছর করবে না।) তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যেরূপ ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা মুসলমানদের হত্যা করবে এবং মূর্তি-পূজারীদের ছেড়ে দেবে। যদি আমি

তাদের পাই, তবে আমি তাদের 'কাওমে - আদের' মত (পাইকারীহারে) কতল করবো।

٤٦٩٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَنْطَاكِيُّ نَا الْوَلِيْدُ وَمُبَشِّرٌ يَّعْنِى ابْنَ اِسْمٰعِيْلَ الْحَلَبِيَّ بِاِسْنَادِهٖ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو قَالَ يَعْنِىْ الْوَلِيْدَ ثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِى اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُّحْسِنُوْنَ الْقِيْلَ وَيُسِيْئُوْنَ الْفِعْلَ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَايَرْجِعُوْنَ حَتّٰى يَرْتَدَّ عَلٰى فُوْقِهٖ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ طُوْبٰى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوْهُ يَدْعُوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَلَيْسُوْا مِنْهُ فِى شَيْئٍ مَّنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ اَوْلٰى بِاللّٰهِ تَعَالٰى مِنْهُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيْقُ *

৪৬৯০। নাসর ইব্ন আসিম (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মত-পাথর্ক্য ও মতানৈক্য সৃষ্টির ফলে এমন কিছু ফিরকার সৃষ্টি হবে, যারা ভাল কথা বলবে, কিন্তু খারাপ কাজ করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলার নীচে যাবে না। বস্তুত তারা দীন থেকে এরূপ বেরিয়ে, যাবে যেরূপ ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায় এবং তারা তাদের রাস্তা (মতবাদ) থেকে ফিরে আসবে না, যেরূপ নিক্ষিপ্ত তীর – নিক্ষেপের স্থানে ফিরে আসে না। তারা সমস্ত মাখলূকের মাঝে এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম হবে। এরপর যারা তাদের হত্যা করবে, বা তাদের হাতে নিহত হবে – তারা সৌভাগ্যবান। তারা লোকদের আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি আহবান করবে, কিন্তু এর (কুরআনের) সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমার উম্মতের মধ্যে যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, তারা আল্লাহ্র কাছে খুবই প্রিয়পাত্র হবে। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তাদের পরিচয় কি ? তিনি বলেন ঃ তারা হবে মাথা মুণ্ডনকারী !

٤٦٩١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ وَالتَّسْمِيْدُ فَاِذَا رَاَيْتُمُوهُمْ فَاَنِمُوْهُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّسْمِيْدُ اسْتِيْصَالُ الشَّعْرِ *

৪৬৯১। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আনাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তাদের পরিচয় হলো – তারা হবে মস্তকমুণ্ডনকারী এবং চুল পরিষ্কারকারী। আর তোমরা যখন তাদের দেখবে, তখন অবশ্যই তাদের কতল করবে।

٤٦٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا فَلاَنْ اَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَكْذِبَ عَلَيْهِ وَاِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ فَاِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَاتِىْ فِىْ اُخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلاَمِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَيُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ لِّمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ *

৪৬৯২। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - সুওয়াদ ইব্‌ন গাফ্‌লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যখন তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করি, তখন তাঁর হাদীছ সম্পর্কে মিথ্যা বলার চাইতে, আসমান থেকে পতিত হওয়াকে আমি শ্রেয় মনে করি। আর আমি যখন তোমাদের কাছে আমার নিজের পক্ষ থেকে কিছু বর্ণনা করি, তখন বুঝবে যে, যুদ্ধের অপর নাম তো কৌশল অবলম্বন করা। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ শেষ যামানায় এমন কিছু লোক জন্ম নেবে, যাদের বয়স কম হবে এবং বুদ্ধি ও কম হবে। তারা সমস্ত মাখলূকের মধ্যে উত্তম কথাবার্তা বলবে, কিন্তু তারা ইসলাম থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে, যেরূপ ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান – তাদের গলার নীচে যাবে না। কাজেই, তোমরা এ ধরনের লোকদের যেখানেই পাবে, সেখানেই হত্যা করবে। কেননা, যারা তাদের হত্যা করবে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত এর ছওয়াব পেতে থাকবে।

٤٦٩٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِىُّ اَنَّهُ كَانَ فِىْ الْجَيْشِ الَّذِىْ كَانُوْا مَعَ عَلِىٍّ الَّذِيْنَ سَارُوْا اِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِىٌّ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ اِلٰى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا وَّلاَ صَلٰوتُكُمْ اِلٰى صَلٰوتِهِمْ شَيْئًا وَّلاَصِيَامُكُمْ اِلٰى صِيَامِهِمْ شَيْئًا يَّقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَيُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ مَاقَضٰى لَهُمْ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ لاَتَّكَلُوْا عَنِ الْعَمَلِ وَاٰيَةُ ذٰلِكَ اَنَّ فِيْهِمْ رَجُلاً لَّهُ عَضُدٌ وَّلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ عَلٰى عَضُدِهٖ مِثْلَ حَلْمَةِ

الَّذِي عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ اَفَتَذْهَبُوْنَ اِلٰى مُعَاوِيَةَ وَاَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُوْنَ هٰؤُلَاءِ يَخْلِفُوْنَكُمْ اِلٰى ذَرَارِيِّكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْا اَنْ يَكُوْنُوْا هٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَاِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوْا الدَّمَ الْحَرَامَ وَاَغَارُوْا فِيْ سَرْحِ النَّاسِ فَسِيْرُوْا عَلٰى اسْمِ اللّٰهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ فَنَزَلَنِيْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَّنْزِلاً حَتّٰى مَرَرْنَا عَلٰى قَنْطَرَةٍ قَالَ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ اَلْقُوْا الرِّمَاحَ وَسَلُّوْا السُّيُوْفَ مِنْ جُفُوْنِهَا فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّنَاشِدُوْكُمْ كَمَا نَاشَدُوْكُمْ يَوْمَ حَرُوْرَاءَ قَالَ فَوَحَشُوْا بِرِمَاحِهِمْ وَاسْتَلُّوا السُّيُوْفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ وَقُتِلُوا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ قَالَ وَمَا اُصِيْبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ رَجُلَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهٖ حَتّٰى اَتٰى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ فَقَالَ اَخْرِجُوْهُمْ فَوَجَدُوْهُ مِمَّا يَلِي الْاَرْضَ فَكَبَّرَ وَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَبَلَّغَ رَسُوْلُهٗ فَقَامَ اِلَيْهِ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَقَدْ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيْ وَالَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ حَتّٰى اسْتَحْلَفَهٗ ثَلاَثًا وَّهُوَ يَحْلِفُ *

৪৬৯৩। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - যায়দ ইব্ন ওয়াহাব যুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আলী (রা)-এর ঐ সেনাবাহিনীর সাথে ছিলাম, যারা খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গিয়েছিল। তখন আলী (রা) বলেন ঃ হে লোকগণ! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে, যারা কুরআন এমন সুন্দরভাবে পড়বে যে, তাদের তুলনায় তোমাদের কিরাত কিছুই হবে না। তাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাত কিছুই হবে না এবং তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযা কিছুই হবে না। বস্তুত তারা এ মনে করে কুরআন পড়ে যে, তারা এর ছওয়াব পাবে, কিন্তু আসলে তারা এর কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। তাদের নামায তাদের গলার নীচে নামবে না এবং তারা ইসলাম থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে, যেরূপ ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদের বিনিময় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তার নবীর যবানীতে যা বর্ণনা করেছেন, তা যদি তারা জানতো,তবে তারা সব ধরনের আমল ছেড়ে দিত। তাদের পরিচয় এই যে, তাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি থাকবে, যারা বাহুমূল থাকবে, কিন্তু তার হাত থাকবে না। তার সে বাহুতে স্তনের বোঁটার মত থাকবে, যার উপর সাদা পশম হবে। কী ব্যাপার ! তোমরা মুআবিয়া এবং শামবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাচ্ছ, অথচ

তোমরা তাদেরকে তোমাদের মাল ও সন্তান-সন্ততিদের কাছে রেখে যাচ্ছ! (যারা তাদের ক্ষতি করবে।) আল্লাহ্র শপথ! আমার মনে হয়, এরাই তারা, (যাদের সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন), যারা হারাম রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং লোকদের চারণভূমি লুণ্ঠন করেছে। কাজেই, তোমরা আল্লাহ্র নাম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন কর।

রাবী সালামা ইব্ন কুহায়ল (র) বলেন ঃ যায়দ ইব্ন ওয়াহাব (র) আমাকে এমন একস্থানে নিয়ে যান, যেখানে আমরা একটা পুলের উপর দিয়ে যাই; সেখানে দু'পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি হয় এবং সেখানে খারিজীদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাবও উপস্থিত ছিল। সে তার সেনাবাহিনীর প্রতি এরূপ নির্দেশ দেয় ঃ তোমরা বল্লম ফেলে দাও এবং খাপ থেকে তরবারি বের কর। কেননা, আমার আশংকা হচ্ছে, এরা তোমাদের সেরূপ বিচ্ছিন্ন করবে, যেরূপ 'হারুরার'[১] দিন করেছিল।

রাবী বলেন ঃ তার এ নির্দেশ পাওয়ার পর সৈন্যরা তাদের বল্লম ফেলে দিয়ে তরবারি ধারণ করে। তখন মুসলমানরা বল্লম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাদের হত্যা করে গাদা দিয়ে রাখে।

রাবী বলেন ঃ এ দিনের যুদ্ধে আলী (রা)-এর পক্ষে মাত্র দু'জন শহীদ হন। এরপর আলী (রা) এরূপ নির্দেশ দেন ঃ লাশের স্তুপের মধ্য থেকে মাখ্দাজ অর্থাৎ ছোট হাত-বিশিষ্ট ব্যক্তির লাশ বের কর। কিন্তু সৈন্যরা তার লাশের সন্ধান পায় না।

রাবী বলেন ঃ অবশেষে আলী (রা) সেখানে যান, যেখানে লাশ গাদা দেয়া ছিল এবং বলেন ঃ এদের আলাদা করে রাখ। এরপর সমস্ত লাশকে আলাদা করে রাখার পর দেখা যায় যে, সে ব্যক্তির লাশ সবার নীচে মটির উপর পড়ে আছে। এ সময় 'আল্লাহ্ আববর' ধ্বনি দিয়ে বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল তা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। একথা শুনে উবায়দা সালমানী (রা) আলী (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ ইয়া আমীরাল মু'মিনীন। ঐ জাতের কসম! যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, আপনি কি ইহা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ ঐ আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, আমি ইহা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। বাকী তিনবার শপথপূর্বক এর জবাব দেন।

٤٦٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيْلِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ نَا اَبُوْ الْوَضِيْءَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ اطْلُبُوا الْمُخْدَجَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَاسْتَخْرَجُوْهُ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلٰى فِيْ طِيْنٍ قَالَ اَبُو الْوَضِيْءَ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ حَبَشِيٌّ عَلَيْهِ قُرَيْطِقٌ لَهٗ اِحْدٰى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْاَةِ عَلَيْهَا شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ الشُّعَيْرَاتِ الَّتِيْ تَكُوْنُ عَلٰى ذَنَبِ الْيَرْبُوْعِ *

১. 'হারুরা' একটি স্থানের নাম যেখানে খারিজীরা সর্বপ্রথম একত্রিত হয়েছিল। এ সময় আলী (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে তাদের কাছে পাঠান বুঝাবার জন্য। ফলে, কিছু লোক তার কথা মানে এবং কতক অমান্য করে। এরপর তারা নাহ্রাওন নামক স্থানে গিয়ে একত্রিত হয়। (-অনুবাদক)

৪৬৯৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - আবূ ওযযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলী (রা) সে যুদ্ধের সময় বলেন ঃ তোমরা মাখদাজকে অনুসন্ধান কর। এরপর তিনি এ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ তখন লোকেরা তার লাশকে মৃতদের লাশের নীচে - যমীন থেকে উদ্ধার করে।

রাবী আবূ ওযযী (র) বলেন ঃ আমি যেন এখনো তার লাশকে দেখছি। সে একটা হাব্‌শী কুর্তা (জামা) পরে ছিল এবং তার একটা বাহু স্ত্রীলোকের স্তনের বোটার মত ছিল, যার উপর বুনো ইদুরের চুলের মত পশম ছিল।

٤٦٩٥. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَارٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْمُخْدَجُ لَمَعَنَا يَوْمَئِذٍ فِى الْمَسْجِدِ نُجَالِسُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَانَ فَقِيْرًا وَّرَاَيْتُهُ مَعَ الْمَسَاكِيْنِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلِىٍّ مَعَ النَّاسِ وَقَدْ كَسَوْتُهُ بُرْنُسَالِّىْ قَالَ اَبُوْ مَرْيَمَ وَكَانَ الْمُخْدَجُ يُسَمَّى نَا فِعًا ذَالثُّدَيَّةِ وَكَانَ فِىْ يَدِهٖ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْاَةِ عَلٰى رَاسِهٖ حُلْمَةٌ مِثْلُ حُمْلَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ مِّثْلُ سُبَالَةِ السِّنَّوْرِ *

৪৬৯৫। বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) - - - নু'আয়ম ইব্‌ন হাকীম (র) আবূ মারয়াম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ এই মাখ্‌দাজ একদা আমাদের সাথে মসজিদে উপস্থিত ছিল এবং সে দিন-রাত মসজিদেই বসে থাকতো। সে ফকীর ছিল এবং আমি তাকে ফকীরদের সাথে আনতে দেখেছি। একদা আলী (রা) যখন খানা খাচ্ছিলেন,তখন আমি তাকে একখানা কাপড় দেই।

রাবী আবূ মারয়াম (র) এ-ও বলেছেন ঃ নাফি' (র) তার নাম দিয়েছিল- ''যূ-ছাদিয়া'' – অর্থাৎ স্তন-বিশিষ্ট ব্যক্তি। কেননা, তার হাতে স্ত্রীলোকদের স্তনের মত–স্তন ছিল। যার অগ্রভাগে স্ত্রীলোকদের স্তনের বোঁটার মত– বোঁটাও ছিল এবং তার উপর বিড়ালের গোঁফের মত পশমও ছিল।

٣٠. بَابُ فِىْ قِتَالِ اللُّصُوْصِ

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ চোরদের মুকাবিলা করা সম্পর্কে

٤٦٩٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَنٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪৬৯৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির মাল কেউ নাহকভাবে (চুরি করে) নিতে, আর সে ব্যক্তি চোরের মুকাবিলা করার সময় নিহত হয়, সে শহীদ হবে।

٤٦٩٧. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهِ اَوْ دُوْنَ دَمِهِ اَوْ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪৬৯৭। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাবে, সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি নিজের সন্তান-সন্ততি, বা নিজের জীবন অথবা দীনের হিফাজত করতে গিয়ে নিহত হবে, সেও শহীদ।

كِتَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় ঃ আদব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَدَبِ
অধ্যায় ঃ আদব

١. بَابُ فِى الْحِلْمِ وَاَخْلاَقِ النَّبِىِّ ﷺ
১. অনুচ্ছেদ ঃ সহিষ্ণুতা ও নবী ﷺ -এর পূত-চরিত্র সম্পর্কে

٤٦٩٨. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُوْنُسَ نَا عِكْرِمَةُ يَعْنِى ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ اَنَسٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَاَرْسَلَنِى يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَاَذْهَبُ وَفِىْ نَفْسِى اَنْ اَذْهَبَ لِمَا اَمَرَنِىْ بِهٖ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اَمُرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِى السُّوْقِ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَابِضٌ بِقَفَاىَ مِنْ وَّرَائِى فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا اُنَيْسُ اذْهَبْ حَيْثُ اَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ اَنَا اَذْهَبُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنَسٌ وَّاللّٰهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِيْنَ اَوْ تِسْعَ سِنِيْنَ مَا عَلِمْتُ قَالَ لِشَيْئٍ صَنَعْتُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلاَ لِشَيْئٍ تَرَكْتُ هَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا *

৪৬৯৮। মুখাল্লাদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন কাজের জন্য পাঠাতে চাইলে, আমি মুখে বলি ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যাব না। আর আমার মনে এরূপ ইচ্ছা ছিল যে, আমি যাব; যেখানে যাওয়ার জন্য নবী ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর আমি বের হই এবং বাজারের মধ্যে কয়েকজন ছেলেকে খেলাধূলা করতে দেখি, (ফলে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে

থাকি)। এমন সময় পেছন দিক থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে আমার কাঁধে হাত রাখেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি মুচকি হাঁসছেন। তিনি বলেন ঃ হে উনায়স! আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম, সেখানে যাও। আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এখনই যাচ্ছি।

রাবী আনাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ। আমি সাত বা নয় বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমত করেছিলাম। কিন্তু আমার জানা নেই, কোন দিন আমি কোন কাজ করলে তিনি বলেন ঃ কেন তুমি একাজ করলে? আর আমি কোন কাজ না করলে, তিনি কোন দিন বলেননিঃ তুমি একাজ কেন করনি?

٤٦٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَنَا غُلَامٌ لَّيْسَ كُلُّ اَمْرِىْ كَمَا يَشْتَهِىْ صَاحِبِىْ اَنْ اَكُوْنَ عَلَيْهِ مَاقَالَ لِىْ فِيْهَا اُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِىْ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا اَوْ اَلاَّ فَعَلْتَ هٰذَا *

৪৬৯৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মদীনাতে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমত করি। এ সময় আমি বালক ছিলাম এবং আমার সব কাজ তাঁর ইচ্ছা মাফিক হতো না। কিন্তু তিনি কোন দিন আমার উপর বিরক্ত হয়ে উহ্ বলেন নি এবং এরূপও কোন দিন বলেন নি ঃ তুমি একাজ কেন করলে বা তুমি এ কাজ কেন করনি?

٤٧٠٠. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا اَبُوْ عَامِرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَاِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى تَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ اَزْوَاجِهِ فَحَدَّثَنَا يَوْمًا فَقُمْنَا حَتّٰى قَامَ فَنَظَرْنَا اِلٰى اَعْرَابِىٍّ قَدْ اَدْرَكَهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَكَانَ رِدَاءً خَشِنًا فَالْتَفَتَ فَقَالَ لَهُ الْاَعْرَابِىُّ احْمِلْ لِىْ عَلٰى بَعِيْرَىَّ هٰذَيْنِ فَاِنَّكَ لَاتَحْمِلُ لِىْ مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ اَبِيْكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لَا اَحْمِلُكَ حَتّٰى تُقِيْدَنِىْ مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِىْ جَبَذْتَنِىْ فَكُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَهُ الْاَعْرَابِىُّ وَاللّٰهِ لَا اُقِيْدُ لَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ دَعَا رَجُلًا فَقَالَ لَهُ احْمِلْ لَهُ عَلٰى بَعِيْرَيْهِ هٰذَيْنِ عَلٰى بَعِيْرٍ شَعِيْرًا وَّعَلَى الْاٰخَرِ تَمْرًا ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ انْصَرِفُوْا عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ *

৪৭০০। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে বসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। আর তিনি যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন আমরা ও উঠে দাঁড়াতাম, যতক্ষণ না আমরা দেখতাম যে, তিনি তাঁর কোন বিবির ঘরে প্রবেশ করেছেন।

একদিন তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলে দাঁড়ালে, আমরা ও দাঁড়িয়ে যাই। এ সময় আমরা দেখি যে, একজন বেদুঈন আরব তাঁকে ধরে তাঁর গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে টানছে, যাতে তাঁর গলা লাল হয়ে যায়।

রাবী আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ সে ব্যক্তির চাদরটি ছিল মোটা কাপড়ের। নবী ﷺ তার দিকে তাকালে সে বলে ঃ আপনি আমার এ দু'টি উটের পিঠ শস্য দিয়ে ভরে দিন ; কেননা আপনি আপনার মাল থেকে দিচ্ছেন না, না আপনার পিতার মাল থেকে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ না, আমি আমার মাল থেকে দেই না, আমি আল্লাহ্র কাছে মাফ চাই। একথা তিনি তিনবার বলেন। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ আমি তোমার উটের পিঠ ততক্ষণ ভরে দেব না, যতক্ষণ না তুমি আমাকে টানার বিনিময় দেবে। বেদুঈন (আরব) প্রতিবারই এরূপ কসম করে বলতে থাকে যে, আল্লাহ্র শপথ! আমি এর বিনিময় আপনাকে দেব না, (কারণ সে জানতো যে, নবী কারো থেকে প্রতিশোধ নিতেন না।)

এরপর রাবী হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ তারপর নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে ডেকে বলেন, এ ব্যক্তির দু'টি উটের পিঠ শস্য দিয়ে ভরে দাও। এক উটের পিঠে যব এবং অন্য উটের পিঠে খেজুর দিয়ে দাও। এরপর তিনি ﷺ আমাদের দিকে ফিরে বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র বরকতের উপর ভরসা করে চলে যাও।

٢. بَابُ فِى الْوَقَارِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মসম্মান সম্পর্কে

٤٧٠١. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ ظَبْيَانَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِّنْ خَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ *

৪৭০১। নুফায়লী (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ সৎভাবে চলা, উত্তম চরিত্র এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা – নবূওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।

٣. بَابُ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধ সম্বরণের ফযীলত সম্পর্কে

٤٧٠٢. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ يَّعْنِى ابْنَ اَبِى اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَّهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ اسْمُ اَبِىْ مَرْحُوْمٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَيْمُوْنٍ *

৪৭০২। ইব্ন সারহ (র) - - - সাহল ইব্ন মুআয (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্রোধকে সম্বরণ করে, অথচ সে কাজ করতে সে সক্ষম; (তার এ সবরের কারণে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সকলের সামনে ডেকে বলবেন ঃ তুমি যে হুরকে চাও, পছন্দ করে নিয়ে যাও।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আবূ মারহূমের নাম হলো – আবদুর রহমান ইব্ন মায়মূন।

٤٧٠٣. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ عَنْ بِشْرٍ يَعْنِى ابْنَ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَّجُلٍ مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ مَلَاَهُ اللّٰهُ اَمْنًا وَّاِيْمَانًا لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ دَعَاهُ اللّٰهُ زَادَ وَمَنْ تَرَكَ لَبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَّهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ بِشْرٌ اَحْسِبُهُ قَالَ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللّٰهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ زَوَّجَ لِلّٰهِ تَوَّجَهُ اللّٰهُ تَاجَ الْمَلِكِ *

৪৭০৩। উক্বা ইব্ন মুকাররম (র) - - - মুওয়াদ ইব্ন ওয়াহাব (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জনৈক সাহাবীর পুত্র ছিলেন, তার পিতা থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ নবী دَعَاهُ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাকে ডাকবেন", এ শব্দের পরিবর্তে ঃ مَلَاَءَ اللّٰهُ اَمْنًا وَّاِيْمَانًا অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাকে শান্তি ও ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন"– বলেন।

এরপর রাবী এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও উত্তম বস্ত্র পরিধান করবে না এবং নম্রতা দেখাবে, মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের-চাদর পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোন নিঃস্ব ব্যক্তিকে বিবাহ করাবে, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন শাহী মুকুট পরাবেন।

٤٧٠٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ

التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَعُدُّوْنَ الصُّرَعَةَ فِيْكُمْ قَالُوْا الَّذِىْ لَايَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ وَلٰكِنَّهُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ٭

৪৭০৪। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি. বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কাকে শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা বলে মনে কর ? সাহাবীগণ বলেন ঃ যাকে কেউ ধরাশায়ী করতে পারে না, তাকে। তখন তিনি বলেন ঃ না বরং সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা, যে রাগের সময় তার ক্রোধকে সম্বরণ করতে পারে।

٤. بَابُ مَايُقَالُ عِنْدَ الْغَضَبِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধের সময় কি বলবে– সে সম্পর্কে

٤٧٠٥. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيْرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ اَحَدُهُمَا غَضَبًا شَدِيْدًا حَتّٰى خُيِّلَ اِلَىَّ اَنَّ اَنْفَهُ يَتَمَزَّعُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَّوْقَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَايَجِدُ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ مَاهِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ فَجَعَلَ مُعَاذٌ يَّامُرُهُ فَاَبٰى وَمَحَكَ وَجَعَلَ يَزْدَادُ غَضَبًا ٭

৪৭০৫। ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র) - - - মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার দু'ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর সামনে পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি করে। ফলে একব্যক্তি এরূপ রাগান্বিত হয় যে, আমার মনে হয় রাগের কারণে তার নাক ফেটে যাবে। তখন নবী করীম ﷺ বলেন ঃ আমি এমন একটা কথা (কালিমা) জানি, যদি কেউ তা রাগের সময় বলে, তবে তার ক্রোধ চলে যাবে। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! সেটি কি ? তিনি বলেন ঃ (অর্থ) হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাই। মুআয (রা) তাকে এ দু'আ পাঠ করতে বললে, সে অস্বীকার করে। যার ফলে তাঁর ক্রোধ আরো বেড়ে যায়।

٤٧٠٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ اَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ اَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ كَلِمَةً لَّوْقَالَهَا

هٰذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِيْ يَجِدُ اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرٰى بِيْ مِنْ جُنُوْنٍ *

৪৭০৬। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - সুলায়মান ইব্ন সারাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা দু'ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সামনে পরস্পর গালাগালি করে ; ফলে তাদের এক-জনের চোখ লাল হয়ে যায় এবং গলার রগ ফুলে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি এমন একটা দু'আ জানি, যদি কেউ রাগের সময় তা পাঠ করে, তবে তার ক্রোধ চলে যায়। তা হলো ঃ "আউযূ বিল্লাহে মিনাশ শয়তানির রাযীম" অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাই। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ আপনি কি আমাকে পাগল মনে করেন ?

٤٧٠٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ حَرْبِ بْنِ اَبِي الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَنَا اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ *

৪৭০৭। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেন ঃ যদি তোমদের কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তবে সে যেন বসে পড়ে। যদি এতে রাগ চলে যায়, তবে ভাল ; নয়তো সে শুয়ে পড়বে।

٤٧٠٨. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ اَبَا ذَرٍّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اَصَحُّ الْحَدِيْثَيْنِ *

৪৭০৮। ওয়াহাব ইব্ন বাকীরা (র) - - - বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ আবূ যার (রা)-কে উক্ত হাদীছসহ প্রেরণ করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ দু'টি হাদীছের মধ্যে এটি অধিক সহীহ্।

٤٧٠٩. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْنٰى قَالَ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ نَا اَبُوْ وَائِلٍ الْقَاصُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَاَغْضَبَهُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ عَطِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا تُطْفَئُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ *

৪৭০৯। বকর ইব্ন খাল্ফ (র) - - - আবূ ওয়ায়েল কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা উরওয়া ইব্ন মুহম্মদ সা'দী (রা)-এর নিকট যাই। সে সময় তাঁর সাথে কোন এক ব্যক্তি এরূপ কথা বলে, যাতে তিনি রাগান্বিত হন। তখন তিনি উঠে যান এবং উযূ করেন এবং বলেন ঃ আমার

পিতা, আমার দাদা আতীয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শয়তানের কারণে রাগের সৃষ্টি হয়, আর শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পানি দ্বারাই আগুন নির্বাপিত হয়। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয়, তখন সে যেন উযূ করে।

٤٧. بَابٌ فِى الْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা সম্পর্কে

٤٧١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ اِلاَّ اَنْ يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا *

৪৭১০। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দু'টি কাজের মধ্যে একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি তা থেকে সহজটি গ্রহণ করতেন, যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকতো। আর যদি তা গুনাহের কোন কাজ হতো, তবে তিনি তা থেকে বহু দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। তবে যদি কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কোন হারাম কাজে লিপ্ত হতো, তখন তিনি আল্লাহ্র হুকুম পালনের জন্য তাকে সে গুনাহের জন্য শাস্তি দিতেন। (যেমন -যিনার জন্য রজন এবং চুরির জন্য হাত কাটার শাস্তি ইত্যাদি।)

٤٧١١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَادِمًا وَلاَ امْرَاَةً قَطُّ *

৪৭১১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন সময় তাঁর কোন গোলাম বা স্ত্রীকে মারপিট করেননি।

٤٧١٢. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ الزُّبَيْرِ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى خُذِ الْعَفْوَ قَالَ اُمِرَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاخُذَ الْعَفْوَ مِنْ اَخْلاَقِ النَّاسِ *

৪৭১২। ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এ আয়াতে ঃ (অর্থ) হে নবী! আপনি ক্ষমা করুন এবং জাহিলদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন",– নবী করীম ﷺ -কে লোকদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٦. بَابٌ فِيْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সৎভাবে জীবন-যাপন করা সম্পর্কে

٤٧١٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِي الْحُمَانِيَّ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْئُ لَمْ يَقُلْ مَابَالُ فُلَانٍ يَقُوْلُ وَلٰكِنْ يَقُوْلُ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا *

৪৭১৩। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখনই নবী করীম ﷺ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু অবহিত হতেন, তখন তিনি এরূপ বলতেন না যে, ঐ ব্যক্তির কি হয়েছে ? বরং তিনি বলতেন ঃ লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এরূপ বলে !

٤٧١٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَلَّ مَايُوَاجِهُ رَجُلاً فِيْ وَجْهِهٖ بِشَيْئٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ اَمَرْتُمْ هٰذَا اَنْ يَغْسِلَ ذَاعَنْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَلْمٌ لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا كَانَ يُبْصِرُ فِي النُّجُوْمِ وَشَهِدَ عِنْدَ عَدِيِّ بْنِ اَرْطَاةَ عَلٰى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُ *

৪৭১৪। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এমন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়, যার শরীরে হলুদ রঙের চিহ্ন ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অভ্যাস এরূপ ছিল যে, তিনি কারো সামনে এরূপ কোন কথা বলতেন না, যাতে সে তা খারাপ মনে করে। এরপর সে ব্যক্তি তাঁর নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তোমরা সে ব্যক্তিকে তার দেহ থেকে হলুদ রং মুছে ফেলতে বলাতে, তবে খুবই ভাল হতো।

٤٧١٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اَحْمَدَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَرَافِعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَاهُ جَمِيْعًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ *

৪৭১৫। নাসর ইবন আলী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি ভদ্র ও মন ভোলা হয় এবং পাপী ব্যক্তি ধোঁকাবাজ ও হীন-প্রকৃতির হয়।

٤٧١٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَاذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ اَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ قَالَ ائْذَنُوْا لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ الاَنَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَكُنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَامَاقُلْتَ قَالَ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ وَّدَعَهُ اَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لاِتِّقَاءِ فُحْشِهٖ *

৪৭১৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইলে, তিনি বলেন ঃ সে খারাপ বংশের লোক। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ তাকে আসতে দাও। সে ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করলে তিনি তার সাথে নরম-ভদ্র ব্যবহার করেন। তখন আইশা (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি তার সাথে ভদ্র ব্যবহার করলেন, অথচ ইতোপূর্বে আপনি তার সম্পর্কে এরূপ উক্তি করলেন ? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে অধিক ঘৃণিত হবে, যার দুর্ব্যবহারের কারণে লোকজন তার সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করে।

٤٧١٧. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ نَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فَقَالَ تَعْنِى النَّبِيَّ ﷺ يَاعَائِشَةُ اِنَّ مِنْ مَرَارِ النَّاسِ الَّذِيْ يُكْرَمُوْنَ اتِّقَاءَ اَلْسِنَتِهِمْ *

৪৭১৭। আব্বাস আম্বারী (র) - - - আইশা (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম ﷺ তাকে বলেন হে আইশা। নিকৃষ্ট লোক তারা, যাদের মুখের ভয়ে অন্য লোকেরা তাদের সম্মান করে।

٤٧١٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَا اَبُوْ قَطَنٍ اَنَا مُبَارَكٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَارَاَيْتُ رَجُلاً الْتَقَمَ اُذُنَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُنَحِّيْ رَاْسَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يُنَحِّيْ رَاْسَهُ وَمَا رَاَيْتُ رَجُلاً اَخَذَ بِيَدِهٖ فَتَرَكَ يَدَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يَدَعُ يَدَهُ *

৪৭১৮। আহমদ ইব্ন মানী‘ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এরূপ কখনই দেখিনি যে, কোন ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কানে কানে কথা বলার সময় তিনি তাঁর মাথা সরিয়ে নিয়েছেন, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি তার মাথা সরিয়ে নেয়। আর এরূপ ও কখনো দেখিনি যে, মুসাফাহ করার সময় কেউ তাঁর হাত ধরলে, সে ব্যক্তি হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিতেন।

٤٧١٩. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ

سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً اسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَلَّمَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ لَمَّا اسْتَاذَنَ قُلْتَ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطْتَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةَ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ *

৪৭১৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে আসার জন্য অনুমতি চাইলে, তিনি বলেন ঃ সে খারাপ বংশের লোক। এরপর সে ব্যক্তি প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাথে উত্তম ব্যবহার করেন এবং কথাবার্তা বলেন। সে ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে ব্যক্তি অনুমতি চাইলে আপনি বলেন, সে খারাপ বংশের লোক, আর সে প্রবেশ করলে আপনি তার সাথে সদ্ব্যবহার করেন. (এর কারণ কি ?) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে আইশা! কর্কশভাষী দুষ্টু লোককে আল্লাহ্ পসন্দ করেন না।

٧. بَابٌ فِى الْحَيَاءِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ হায়া বা শরম সম্পর্কে

٤٧٢٠. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ *

৪৭২০। কা'নাবী (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম ﷺ একজন আনসার সাহাবীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পান যে, সে তার ভাইকে লজ্জাবোধ করতে নিষেধ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তাকে যেতে দাও; কেননা হায়া বা লজ্জা হলো ঈমানের অংশ।

٤٧٢١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَّثَمَّ بَشِيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ اَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بَشِيْرُ بْنُ كَعْبٍ اِنَّا نَجِدُ فِىْ بَعْضِ الْكُتُبِ اِنَّ مِنْهُ سَكِيْنَةً وَّوَقَارًا وَّمِنْهُ ضَعْفًا فَاَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيْثَ فَاَعَادَ بَشِيْرٌ الْكَلاَمَ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتّٰى احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ

وَقَالَ اَلاَ اُرَانِىْ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِىْ عَن كُتُبِكَ قَالَ قُلْنَا يَا اَبَا نُجَيْدٍ ايْهٍ ايْهٍ *

৪৭২১। সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি ইমরান ইবন হুমায়ন (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, আর তখন সেখানে বাশীর ইব্‌ন কা'ব (রা) ও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ইমরান (রা) হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শরমের সবটুকুই ভাল অথবা লজ্জার সবই উত্তম। তখন বশীর ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন ঃ আমি কোন কিতাবে পেয়েছি যে, এক ধরনের লজ্জা শান্তি ও সম্মান স্বরূপ এবং কিছু লজ্জা দুর্বলতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক। ইমরান (রা) এ হাদীছ আবার উল্লেখ করলে বাশীর (রা)ও তার কথা পুনরায় বলেন। তখন ইমরান (রা) এত রাগান্বিত হন যে, তার চোখ লাল হয়ে যায়। এরপর তিনি বলেন ঃ তুমি কি বুঝ না, আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীছ বর্ণনা করছি, আর তুমি এক কিতাবের কথা উল্লেখ করছো ?

রাবী বলেন ঃ এ অবস্থা দেখে আমি ইমরান (রা)-কে বলি ঃ হে আবূ নুজায়দ ! শান্ত হন, শান্ত হন।

٤٧٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحِىْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ *

৪৭২২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলাম (র) - - - আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী নবীদের যে কথা লোকদের স্মরণ আছে , তা হলো ঃ যখন তোমার শরম না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছা– তা কর।

٨. بَابُ فِى حُسْنِ الْخُلُقِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সদাচার ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে

٤٧٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي الْاَسْكَنْدَرَانِىَّ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ *

৪৭২৩। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ মু'মিন ব্যক্তি তার সদাচারের জন্য রোযাদার ও সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সমান মর্যাদা লাভ করে থাকে।

٤٧٢٤. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا ح وَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِىْ بَزَّةَ عَنْ عَطَاءٍ الْكَيْخَارَانِىِّ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ شَيْئٍ اَثْقَلُ فِىْ الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ قَالَ اَبُوْ الْوَلِيْدِ سَمِعْتُ عَطَاءً الْكَيْخَارَانِىَّ *

৪৭২৪। আবূ ওয়ালীদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মীযানে (পাল্লায়) ওযনের সময় সদাচারের চাইতে অধিক ওযনবিশিষ্ট আর কিছু হবে না।

٤٧٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ اَبُو الْجَمَاهِرِ قَالَ نَا اَبُوْ كَعْبٍ اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِىُّ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيْبٍ الْمُحَارِبِىُّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِىْ رَبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِيْرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِىْ وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَاِنْ كَانَ مَازِحًا وَّبِبَيْتٍ فِىْ اَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ *

৪৭২৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান (র) - - - আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী ঘরের যিম্মাদার, যে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করে। আর যে ব্যক্তি হাসি-তামাসার মধ্যেও মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্য জান্নাতের উঁচুস্থানে একটি যিম্মাদার হব। আর যে ব্যক্তি সদ্ব্যবহার করে, তার জন্য আমি জান্নাতের উচ্চতম স্থানে একটি ঘরের যিম্মাদার।

٤٧٢٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُثْمَانُ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِىُّ قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيْظُ الْفَظُّ *

৪৭২৬। আবূ বকর ও উছমান (র) - - - হারিছ ইব্‌ন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺবলেছেন ঃ ধোঁকাবাজ, কৃপণ, বেহুদা বাক্যালাপকারী, বিদ্রোহী, অহংকার এবং অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٩. بَابُ فِىْ كِرَاهِيَةِ الرِّفْعَةِ فِى الْاُمُوْرِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাজ-কর্মে অহংকার প্রদর্শন গর্হিত হওয়া সম্পর্কে

٤٧٢٧. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقُ فَجَاءَ اَعْرَابِىٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الْاَعْرَابِىُّ فَكَانَ ذٰلِكَ شُقَّ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ اَن لاَّ يَرْفَعَ شَيْئًا الاَّ وَضَعَهُ *

৪৭২৭। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর উট 'আযবা' কখনো দৌড়ে পেছনে পড়তো না। একবার একজন বেদুঈন আরব একটা নওজওয়ান উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আসে এবং আযবা-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, যাতে সে প্রথম হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ এতে ব্যথিত হলে তিনি বলেন ঃ এটাই আল্লাহ্‌র বিধান যে, কোন জিনিস বেড়ে গেলে, তিনি তা কমিয়ে দেন।

٤٧٢٨. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ لاَّ يُرْفَعَ شَيْئٌ مِّنَ الدُّنْيَا اِلاَّ وَضَعَهُ *

৪৭২৮। নুফায়লী (র) - - - আনাস (রা) উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে নবী করীম ﷺ থেকে উল্লেখ করেন ঃ ইহা মহান আল্লাহ্‌র বিধান যে, দুনিয়ার কোন জিনিস যখন বেড়ে যায়, তখন তিনি তা কমিয়ে দেন।

١٠. بَابٌ فِىْ كِرَاهِيَةِ التَّمَادُحِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ তোশামোদের অপকারিতা সম্পর্কে

٤٧٢٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَاَثْنٰى عَلٰى عُثْمَانَ فِىْ وَجْهِهٖ فَاَخَذَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْاَسْوَدِ تُرَابًا فَحَثَا فِىْ وَجْهِهٖ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَقِيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ *

৪৭২৯। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি এসে উছমান (রা)-এর সামনে তার প্রশংসা করতে থাকে । তখন মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) এক মুঠো মাটি নিয়ে তার মুখে নিক্ষেপ করে বলেন ; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি প্রশংসাকারীর সাথে মিলিত হবে, (অর্থাৎ কেউ যখন তোমার প্রশংসা করবে), তখন তুমি তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।

٤٧٦٣٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَثْنٰى عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اِذَا مَدَحَ اَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ لاَمُحَالَةَ فَلْيَقُلْ اِنِّى اَحْسِبُهُ كَمَا يُرِيْدُ اَنْ يَّقُوْلَ وَلاَ اُزَكِّيْهِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى *

৪৭৩০। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর সামনে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে, তিনি তিনবার এরূপ বলেন ঃ তুমি তোমার সাথীর গলা কেটে ফেললে। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ যখন তোমরা কেউ অপর কারো প্রশংসা করতে চাবে, তখন এরূপ বলবে ঃ আমি তাকে এরূপ মনে করি, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তাকে নির্দোষ বলে ধারণা করি না।

٤٧٣١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ يَّعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ نَا اَبُوْ مَسْلَمَةَ سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ اَبِى انْطَلَقْتُ فِىْ وَفْدِ بَنِىْ عَامِرٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا اَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللّٰهُ قُلْنَا وَاَفْضَلُنَا فَضْلاً وَّاَعْظَمُنَا طَوْلاً فَقَالَ قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ اَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِ يَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ *

৪৭৩১। মুসাদ্দাদ (র)- - - মুতাররিফ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা বলেছেন ঃ আমি বনূ আমিরের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাযিন হয়ে বলি ঃ আপনি আমাদের নেতা। জবাবে নবী ﷺ বলেন ঃ সায়্যেদ বা নেতা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তখন তারা বলে ঃ আপনি আমাদের মাঝে সব চাইতে উত্তম ব্যক্তি। তিনি বলেন ঃ তোমরা আমাকে যা বলে থাক – অর্থাৎ নবী বা রাসূল - তা বলবে। আর এরূপ যেন না হয় যে, শয়তান তোমাদের উকিল বানিয়ে নেয়।

١١. بَابٌ فِى الرِّفْقِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ নরম ব্যবহার সম্পর্কে

٤٧٣٢. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ يُوْنُسَ وَحُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَيْهِ مَالاَ يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ *

৪৭৩২। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ হলেন নরম ব্যবহারকারী, তিনি নরম ব্যবহার পসন্দ

করেন। আর তিনি নরম ব্যবহারকারী যে ছাওয়াব দেন, কঠোর ব্যবহারকারীকে তা দেন না।

٤٧٣٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالُوْا نَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبْدُوْا اِلٰى هٰذِهِ التِّلاَعِ وَاِنَّهُ اَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَاَرْسَلَ اِلَىَّ نَاقَةً مُّحْرَمَةً مِّنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِىْ يَاعَائِشَةُ ارْفِقِىْ فَاِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِىْ شَيْئٍ قَطُّ اِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْئٍ قَطُّ اِلاَّ شَانَهُ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِىْ حَدِيْثِهِ مُحْرَمَةٌ يَّعْنِىْ لَمْ تُرْكَبْ *

৪৭৩৩। উছমান ও আবূ বকর (র) - - - মিকদাল ইব্‌ন শুরায়হ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একবার আমি আইশা (রা)-কে জংগলে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাঝে মাঝে এ জংগলের দিকে যেতেন। একদা তিনি জংগলে যাওয়ার ইচ্ছা করলে, আমার কাছে এমন একটা উট পাঠান, যাতে কেউ আরোহণ করিনি ; আর তা ছিল সাদাকার উট। এরপর তিনি বলেন ঃ হে আইশা! নরম ব্যবহার করবে। কেননা, যার মধ্যে এ স্বভাব থাকে, তা তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয়। আর যার মধ্যে এ স্বভাব থাকে না, তা তাকে ত্রুটিযুক্ত করে।

٤٧٣٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ *

৪৭৩৪। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নরম - স্বভাব হতে বঞ্চিত, সে সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

٤٧٣٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ نَا عَفَّانُ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الْاَعْمَشُ وَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُوْنَ عَنْ مُّصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ الْاَعْمَشُ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التُّؤَدَةُ فِىْ كُلِّ شَيْئٍ اِلاَّ فِىْ عَمَلِ الْاٰخِرَةِ *

৪৭৩৫। হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - মুসআব ইব্‌ন সা'দ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আখিরাতের কাজ ব্যতীত, অন্যান্য কাজের জন্য তাড়াহুড়া না করাই উত্তম।

١٢. بَابُ فِيْ شُكْرِ الْمَعْرُوْفِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ভাল কাজে শোকর আদায় করা সম্পর্কে

٤٧٣٦. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لاَّ يَشْكُرُ النَّاسَ *

৪৭৩৬। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে না।

٤٧٣٧. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَتِ الْاَنْصَارُ بِالْاَجْرِ كُلِّهٖ قَالَ لاَ مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَاَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ *

৪৭৩৭। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার মুহাজির সাহাবীরা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আনসাররা তো সব ছওয়ারের অধিকারী হলো ? তিনি বলেন ঃ না, যতক্ষণ তোমরা তাদের জন্য দু'আ করবে এবং তাদের প্রশংসা করবে, (ততক্ষণ তোমরাও ছওয়াব পাবে।)

٤٧٣٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ نَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِيْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اُعْطِىَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِبِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهٖ فَمَنْ اَثْنٰى بِهٖ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ شُرَحْبِيْلٍ عَنْ جَابِرٍ *

৪৭৩৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কাউকে কিছু দেয়া হয়, আর সে তার বিনিময় দানে সক্ষম, তখন তার উচিত তার বিনিময় দেয়া। আর যদি তার বিনিময় দানের ক্ষমতা না থাকে, তখন তার উচিত, দাতার প্রশংসা করা। আর যে ব্যক্তি দাতার প্রশংসা করে, সে যেন তার শোকর আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি কারো অনুগ্রহকে গোপন রাখে, সে যেন তার না-শোকরী করলো।

٤٧٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اُبْلِىَ بَلاَءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَاِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ *

৪৭৩৯। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাররাহ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি কিছু পেয়ে তার কথা উল্লেখ করে, তখন সে যেন তার শোকর আদায় করলো। আর যদি সে তা গোপন রাখে, তবে সে যেন তার না-শোকরী করলো।

١٣. بَابٌ فِى الْجُلُوْسِ بِالطُّرُقَاتِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তায় বসা সম্পর্কে

٤٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَابُدُّلَنَا مِنْ مَّجَالِسَانَ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْ اَبَيْتُمْ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ *

৪৭৪০। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা তো রাস্তার উপর বসেই কথাবার্তা বলে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি তা জরুরী হয়, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! রাস্তার হক কি ? তিনি বলেন ঃ রাস্তার হক হলো ঃ দৃষ্টি নত রাখা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা, সালামের জবাব দেয়া, ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

٤٧٤١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَاِرْشَادُ السَّبِيْلُ *

৪৭৪১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে আরো বলেন ঃ (রাস্তার হক হলো ঃ) অন্যকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়া।

٤٧٤٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسَى النَّيْسَابُوْرِىُّ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرِ الْعَدَوِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتُغِيْثُوا الْمَلْهُوْفَ

وَتَهْدُوا الضَّالَّ *

৪৭৪২। হাসান ইব্‌ন ঈসা (র) - - - ইব্‌ন হুজায়র আদাবী (র) বলেন ঃ আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে নবী করীম ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসংগে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, (রাস্তার হক হলো ঃ) বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা এবং যারা পথ হারিয়ে ফেলে, তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।

٤٧٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عِيْسٰى وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَنَا مَرْوَانُ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى قَالَ نَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ اِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ لَهَا يَا اُمَّ فُلاَنٍ اجْلِسِيْ فِيْ اَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ حَتّٰى اَجْلِسَ اِلَيْكَ قَالَ فَجَلَسَتْ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْهَا حَتّٰى قَضَتْ حَاجَتَهَا لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيْسٰى حَتّٰى قَضَتْ حَاجَتَهَا وَقَالَ كَثِيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ *

৪৭৪৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা একজন মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার নিকট আমার একটু প্রয়োজন আছে। তখন তিনি তাকে বলেন ঃ হে অমুকের মা! তুমি তোমার ইচ্ছামত কোন গলির কোণায় গিয়ে বস, আমি সেখানে গিয়ে তোমার কাছে বসবো। রাবী বলেন ঃ সে মহিলা বসলে, নবী করীম ﷺ তার পাশে গিয়ে বসেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করেন।

٤٧٤٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِيْ عَقْلِهَا شَيْءٌ بِمَعْنَاهُ *

৪৭৪৪। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা একজন মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার প্রয়োজন পেশ করে, আর সে ছিল অজ্ঞ। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٤. بَابُ فِيْ سِعَةِ الْمَجْلِسِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশস্ত স্থানে বসা সম্পর্কে

٤٧٤٥. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي الْمَوَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْ سَعُهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِيُّ *

৪৭৪৫। কা'নাবী (র) - - - আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ উত্তম বসার স্থান হলো তা- যা প্রশস্ত। (অর্থাৎ যেখানে বসতে লোকদের কষ্ট হয় না।)

١٥. بَابٌ فِى الْجُلُوْسِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّلِّ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কিছু রোদ ও কিছু ছায়ার মধ্যে বসা সম্পর্কে

٤٧٤٦. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الشَّمْسِ وَقَالَ مَخْلَدٌ فِى الْفَيْئِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَيُصَارَ بَعْضُهُ فِى الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِى الظِّلِّ فَلْيَقُمْ *

৪৭৪৬। ইব্‌ন সারহ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবুল কাসিম মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রোদের মধ্যে বসে থাকে, এরপর সেখানে ছায়া পড়ে ; ফলে তার শরীরের কিছু অংশ রোদের মধ্যে এবং কিছু অংশ ছায়ার মধ্যে থাকে ; তবে তার উচিত, সেখান থেকে উঠে যাওয়া।

٤٧٤٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَامَ فِى الشَّمْسِ فَاَمَرَبِهٖ فَحَوَّلَ اِلَى الظِّلِّ *

৪৭৪৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - কায়স (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খুত্‌বা প্রদান করতে দেখেন। এ সময় তিনি রোদের মধ্যে দাঁড়ালে নবী ﷺ তাকে ছায়ায় দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। ফলে তিনি ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ান।

١٦. بَابٌ فِى التَّحَلُّقِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ গোল হয়ে বসা সম্পর্কে

٤٧٤٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنِى الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حَلَقٌ فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ عِزِيْنَ *

৪৭৪৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, সাহাবীগণ বিচ্ছিন্ন ভাবে গোল হয়ে বসে

রয়েছে। তখন তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের বিক্ষিপ্তভাবে বসা অবস্থায় দেখছি কেন ?

٤٧٤٩. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا قَالَ كَاَنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ *

৪৭৪৯। ওয়াসিল ইব্‌ন আবদ্ আলা (র) - - - আমাশ (রা) উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ নবী ﷺ একত্রিত হয়ে বসাকে পসন্দ করতেন।

٤٧٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّهَنَّادٌ اَنَّ شَرِيكًا اَخْبَرَهُمْ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ اَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِىْ *

৪৭৫০। মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র) - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আমরা নবী করীম ﷺ -এর কাছে যেতাম, তখন আমরা যেখানে স্থান পেতাম, সেখানে বসে পড়তাম।

١٧. بَابُ الْجُلُوْسِ وَسْطَ الْحَلْقَةِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ হালকা বা বৃত্তের মাঝখানে গিয়ে বসা

٤٧٥١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ نَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مِجْلَزٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ *

৪৭৫১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হালকার মাঝখানে উপবেশনকারীর উপর লা'নত করেছেন।

١٨. بَابُ فِى الرَّجُلِ يَقُوْمُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَّجْلِسِهٖ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ অন্যকে জায়গা দেয়ার জন্য নিজের জায়গা ছেড়ে দেয়– সে সম্পর্কে

٤٧٥٢. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى لاٰلِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ سَعِيْدَ بْنَ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ فِىْ شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَّجْلِسِهٖ فَاَبٰى اَنْ يَّجْلِسَ فِيْهِ وَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَّمْ يَكْسُهٖ *

৪৭৫২। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসান (র) বলেন ঃ একবার আবূ বাক্‌রা (রা) সাক্ষী দেয়ার জন্য আমাদের কাছে আসেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে জায়গা দেয়ার জন্য

নিজের স্থান থেকে উঠলে, আবূ বাক্‌রা (রা) সেখানে বসতে অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ নবী করীম ﷺ -এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ নবী করীম ﷺ-এ-ও নিষেধ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যেন এমন কোন কাপড় দিয়ে হাত না মুছে, যা তাকে সেজন্য দেয়া হয়নি।

٤٧٥٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْخُصَيْبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَّجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيْهِ فَنَهَاهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ اَبُو الْخَصِيْبِ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ *

৪৭৫৩। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে আসলে অপর একব্যক্তি তাকে জায়গা দেয়ার জন্য দাঁড়ায়। তখন সে ব্যক্তি সেখানে বসতে গেলে নবী ﷺ তাকে সেখানে বসতে নিষেধ করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আবূ খুসায়ব (র)-এর নাম ছিল – যিয়াদ ইব্‌ন আবদুর রহমান।

١٩. بَابُ مَنْ يُؤْمَرُ اَنْ يُجَالَسَ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কার সোহ্‌বতে বসা উচিত – সে সম্পর্কে

٤٧٥٤. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاَتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَّطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَّمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَّلاَ رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَّطَعْمُهَا مُرٌّ وَّمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِىْ لاَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ اِنْ لَّمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْئٌ اَصَابَكَ مِنْ رِيْحِهِ وَمَثَلُ جَلِيْسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيْرِ اِنْ لَّمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ اَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ *

৪৭৫৪। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কুরআন পাঠকারী মু'মিনের তুলনা ঐ কমলালেবুর মত – যার সুঘ্রাণ আছে এবং খেতে মিষ্টি। আর যে কুরআন পাঠ করে না, সে মু'মিনের উদাহরণ ঐ খেজুরের মত, যা খেতে সুস্বাদু, তবে তাতে কোন সুঘ্রাণ নেই। আর গুনাহ্‌গার ব্যক্তির কুরআন পাঠের তুলনা ঐ সুগন্ধি ঘাসের ন্যায়, যার স্বাদ তিক্ত এবং যে গুনাহ্‌গার ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না, সে ঐ তিক্ত

গাছের ন্যায় – যা বিস্বাদ এবং তাতে কোন ঘ্রাণও নেই। আর ভাল লোকের সোহ্বতের তুলনা ঐ আতর বিক্রেতার মত, যদি তুমি তার থেকে কিছু না পাও, তবে আতরের খোশ্বু অবশ্যই পাবে। পক্ষান্তরে, খারাপ লোকের সোহ্বত- ঐ চুলার ন্যায়, যার কাল রং থেকে বাঁচা গেলেও তার ধোঁয়া অবশ্যই তোমাকে কষ্ট দেবে।

٤٧٥٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمَعْنٰى ح وَاَنَا ابْنُ مُعَاذٍنَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْكَلَامِ الْاَوَّلِ اِلٰى قَوْلِهٖ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ اَنَسٌ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ مَثَلَ جَلِيْسِ الصَّالِحِ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ *

৪৭৫৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ মূসা (র) নবী করীম ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসংগে প্রথম থেকে "তার স্বাদ তিক্ত " পর্যন্ত উল্লেখ করেন। রাবী মাআয (র) অতিরিক্ত বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ আনাস (রা) বলেছেন ঃ আমরা বলাবলি করতাম, উত্তম সাথীর উদাহরণ ... ...। এরপর হাদীছের বাকী অংশ বর্ণিত হয়েছে।

٤٧٥٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ نَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَزْرَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ *

৪৭৫৬। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ উত্তম সাথীর উদাহরণ। এরপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٧٥٧. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَوْ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَاتُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَاكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ *

৪৭৫৭। আমর ইব্ন আওন (র) - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সাথী হবে না। আর মুত্তাকী ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।

٤٧٥٨. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَّاَبُوْ دَاوُدَ قَالَ نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ

خَلِيْلِهِ فَيَنْظُرُ اَحَدُكُمْ مَّنْ يُّخَالِلُ *

৪৭৫৮। ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ ব্যক্তি তাঁর বন্ধুর দীনের অনুসারী হয়। কাজেই, তোমাদের দেখা উচিত, কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।

٤٧٥٩. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ نَا اَبِىْ نَا جَعْفَرٌ يَّعْنِى ابْنَ بُرْقَانَ عَنْ يَّزِيْدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ الْاَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ *

৪৭৫৯। হারূন ইব্‌ন যায়দ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রূহসমূহ বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। আর সৃষ্টির শুরুতে যে সব রূহের মধ্যে পরিচয় ছিল, তারা দুনিয়াতে আসার পর – তাদের মাঝে মিল-মহব্বত সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে সৃষ্টির সূচনায় যাদের মধ্যে পরিচয় হয়নি, দুনিয়াতে আসার পরও তাদের মাঝে পরিচয় হয় না।

٢٠. بَابُ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْمِرَاءِ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ ঝগড়া-ফ্যাসাদ না করা– সম্পর্কে

٤٧٦٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَعَثَ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِهِ فِىْ بَعْضِ اَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا *

৪৭৬০। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের কাউকে কোথাও কোন কাজের জন্য পাঠাতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ তোমরা সুসংবাদ দেবে এবং তাদের মাঝে ঘৃণার সঞ্চার করবে না। আর লোকদের সাথে নরম ব্যবহার করবে, কঠোর হবে না।

٤٧٦١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَجَعَلُوْا يُثْنُوْنَ عَلَىَّ وَيَذْكُرُوْنَنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَعْلَمُكُمْ يَعْنِىْ بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ كُنْتَ شَرِيْكِىْ فَنِعْمَ الشَّرِيْكُ كُنْتَ لاَتُدَارِىْ وَلاَ تُمَارِىْ *

৪৭৬১। মুসাদ্দাদ (র) - - - সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে শুনতে পাই যে, লোকেরা আমার সম্পর্কে আলোচনা করছে

এবং আমার প্রশংসা করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি তার সম্পর্কে তোমাদের চাইতে অধিক অবগত। তখন আমি বলি ঃ আমার বাপ-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক ! আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি আমার উত্তম সাথী ছিলেন। আপনি আমার সাথে কোন দিন মারামারি এবং ঝগড়া-ফ্যাসাদ করেন নি।

٢١. بَابُ فِى الْهَدْىِ فِى الْكَلَامِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ কি ভাবে কথা বলা উচিত।

٤٧٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ عَنْ يَّعْقُوْبَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ يُّوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ اَنْ يَّرْفَعَ طَرَفَهُ اِلَى السَّمَاءِ *

৪৭৬২। আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কথাবার্তা বলার জন্য বসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন।

٤٧٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِّسْعَرٍ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا فِى الْمَسْجِدِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ فِىْ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَرْتِيْلٌ اَوْ تَرْسِيْلٌ *

৪৭৬৩। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কথা বলার সময় ধীরে ধীরে এবং স্পষ্টভাবে কথা বলতেন।

٤٧٦٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ اَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ كَلَامُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلَامًا فَصْلاً يَّفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ *

৪৭৬৪। উছমান ইব্ন আবূ বকর (র)- - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথাবার্তা এতো স্পষ্ট ছিল যে, যে কেউ তা শুনতো, সে তা বুঝতে পারতো।

٤٧٦٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ قَالَ زَعَمَ الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ كَلَامٍ لاَيُبْدَأُ فِيْهِ

بِحَمْدَ اللّٰهِ فَهُوَ اَجْذَمُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ يُوْنُسُ وَعُقَيْلٌ وَّشُعَيْبٌ وَّسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً *

৪৭৬৫। আবূ তাওবা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রশংসা ব্যতীত যে কথাবার্তা শুরু করা হয়, তা অসম্পূর্ণ থাকে, (অর্থাৎ তাতে কোন বরকত হয় না।)

٢٢. بَابُ فِى الْخُطْبَةِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ বক্তৃতা সম্পর্কে

٤٧٦٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالاَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَّيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِىَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ *

৪৭৬৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে খুতবা বা বক্তৃতার মধ্যে তাশাহুদ (অর্থাৎ আশ্‌হাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ্) নাই, তা কর্তিত হাতের মত অর্থাৎ অসম্পূর্ণ।

٢٣. بَابُ فِىْ تَنْزِيْلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের স্ব-স্ব মর্যাদায় সমাসীন করা

٤٧٦٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ اَنَّ يَحْيَى بْنَ الْيَمَانِ اَخْبَرَهُمْ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مَّيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ اَنَّ عَائِشَةَ مَرَّبِهَا سَائِلٌ فَاَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَّمَرَّبِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَّهَيْاَةٌ فَاَقْعَدَتْهُ فَاَكَلَ فَقِيْلَ لَهُ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ وَحَدِيْثُ يَحْيٰى مُخْتَصَرٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَيْمُوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ *

৪৭৬৭। ইয়াহ্ইয়া (র) - - - মায়মূন ইব্‌ন আবূ শাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আইশা (রা)-এর কাছে একজন ভিক্ষুক আসলে, তিনি তাকে একটুকরা রুটি প্রদান করেন। এরপর সজ্জিত বেশে সুশ্রী অপর একজন আসলে, তিনি তাকে বসিয়ে আহার করান। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা লোকদের সাথে তাদের মর্যাদা অনুসারে ব্যবহার করবে।

٤٧٦٨. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الصَّوَّافُ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ نَا عَوْفُ اَبِىْ جَمِيْلَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ اَبِىْ كِنَانَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ اِكْرَامُ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِىْ فِيْهِ وَالْجَافِىْ عَنْهُ وَاِكْرَامُ ذِىْ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ *

৪৭৬৮। ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বয়স্ক মুসলমান, যে কুরআনের হাফিজ এবং সে তার অর্থের মধ্যে কোনরূপ কমবেশী করে না – এরূপ ব্যক্তি এবং ন্যায়-পরায়ণ বাদশার সম্মান করা – মহান আল্লাহ্‌র সম্মানের ন্যায়।

٢٤. بَابُ فِى الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ اِذْنِهِمَا

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি ব্যতীত দু'জনের মাঝখানে বসা – সম্পর্কে

٤٧٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَّاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنٰى قَالَ نَا حَمَّادٌ نَا عَامِرٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا *

৪৭৬৯। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - ইব্ন আব্দা (রা) পিতা হতে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির উচিত নয়, দু'জনের মাঝখানে তাদের অনুমতি ছাড়া বসা।

٤٧٧٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا *

৪৭৭০। সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কারো জন্য এরূপ করা উচিত নয় যে, দু'ব্যক্তি (যারা একস্থানে বসা), তাদের অনুমতি ব্যতীত পৃথক করে দেয়া।

٢٤٧. بَابُ فِىْ جُلُوْسِ الرَّجُلِ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের বসার পদ্ধতি সম্পর্কে

٤٧٧١. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ

مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ رُبَيْعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ احْتَبٰى بِيَدَيْهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ شَيْخٌ مُّنْكَرُ الْحَدِيْثِ *

৪৭৭১। সালমা ইব্‌ন শাবীব (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বসতেন, তখন তিনি হাঁটু উপরের দিক রেখে, তা হাত দিয়ে পরিবেষ্টন করে বসতেন।

٤٧٧٢. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتَايَ صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ قَالَ مُوْسٰى بِنْتُ حَرْمَلَةَ وَكَانَتَا رَبِيْبَتَيْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةُ اَبِيْهِمَا اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُمَا اَنَّهَا رَاَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ فَلَمَّا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْمُخْتَشِعَ وَقَالَ مُوْسٰى الْمُتَخَشِّعَ اُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَاقِ *

৪৭৭২। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) - - - কায়লা বিন্‌ত মাখ্‌রামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে 'কারফাসা'[১] অবস্থায় বসতে দেখেন। তিনি আরো বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এরূপ বিনয়ের সাথে বসতে দেখে ভীত-সন্ত্রস্থ হই।

٢٦. بَابُ فِي الْجَلْسَةِ الْمَكْرُوْهَةِ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ দৃষ্টিকটু অবস্থায় বসা

٤٧٧٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَّبِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرٰى خَلْفَ ظَهْرِيْ وَاتَّكَاتُ عَلٰى اَلْيَةِ يَدِيْ فَقَالَ اَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ *

৪৭৭৩। আলী ইব্‌ন বাহ্‌র (র) - - - শারীক ইব্‌ন সুওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে এমন অবস্থায় উপবিষ্ট দেখেন যে, আমি আমার বাম-হাত পিঠের দিকে রেখে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসে আছি। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি তাদের মত বসেছ, যাদের উপর মহান আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট।

---

১. কারফাসাকে – ইহ্‌তিবা ও বলা হয়। এর নিয়ম হলো ঃ দু'হাঁটু উপরের দিয়ে উঠিয়ে, পেটের সাথে লাগিয়ে, দু'হাত দিয়ে বেষ্টন করে বসা। (–অনুবাদক।)

٢٧. بَابُ فِى السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঈশার সালাতের পর কথাবার্তা বলা – সম্পর্কে

٤٧٧٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثِ بَعْدَهَا *

৪৭৭৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈশার সালাতের আগে শয়ন করতে এবং এর পরে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন। (যাতে ঈশার সালাত ও ফজরের সালাত কাযা না হয়।)

٢٨. بَابُ فِى التَّنَاجِىْ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ কানে -কানে কথা বলা সম্পর্কে

٤٧٧٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَنْتَجِى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يَحْزُنُهُ *

৪৭৭৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি যেন তাদের তৃতীয় সাথীকে ছেড়ে কোন রূপ কানা-ঘুষা না করে। কেননা, এতে তার মনে কষ্ট হতে পারে।

٤٧٧٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ فَاَرْبَعَةٌ قَالَ لاَيَضُرُّكَ *

৪৭৭৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাবী আবূ সালিহ্ (র) ইব্ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ যদি চার ব্যক্তি হয়, তখন হুকুম কি ? হুকুম কি ? তিনি বলেন ঃ এতে দোষের কিছু নেই।

٢٩. بَابُ اِذَا قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهٖ ثُمَّ رَجَعَ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের স্থান পরিত্যাগের পর, আবার সেখানে ফিরে আসলে সে সম্পর্কে

٤٧٧٧. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنَ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اَبِىْ جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ فَحَدَّثَ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَّجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهٖ *

৪৭৭৭। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ সালিহ্‌ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার পিতার কাছে বসে ছিলাম এবং সেখানে আর একটি ছেলেও বসেছিল। ছেলেটি সেখান থেকে চলে যাবার পার আবার ফিরে আসে। তখন আমার পিতা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসবে, তখন সে সেখানে বসার অধিক হকদার।

٤٧٧٨. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ نَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ تَمَامِ بْنِ نَجِيْحٍ عَنْ كَعْبٍ الْاَيَادِيِّ قَالَ كُنْتُ اَخْتَلِفُ اِلٰى اَبِى الدَّرْدَاءِ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَاَرَادَ الرُّجُوْعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ اَوْ بَعْضَ مَايَكُوْنُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذٰلِكَ اَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُوْنَ *

৪৭৭৮। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) - - - আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ যখন বসতেন, তখন আমরাও তাঁর পাশে বসতাম। আর তিনি নিজের স্থানে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে যখন দাঁড়াতেন, তখন তিনি সেখানে তাঁর জুতা বা অন্য কোন জিনিষ – যা তাঁর কাছে থাকতো, সেখানে রেখে যেতেন। যাতে তাঁর সাহাবীগণ বুঝতে পারতেন যে, তিনি আবার ফিরে আসবেন ; ফলে তাঁরা সেখানে অবস্থান করতেন।

٣٠. بَابُ كَرَاهِيَةِ اَنْ يَّقُوْمَ الرَّجُلُ مِنْ مَّجْلِسِهٖ وَلاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোন স্থানে বসার পর, সেখান থেকে উঠা পর্যন্ত যদি আল্লাহ্‌র যিকির না করে– এর নিন্দা সম্পর্কে

٤٧٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ قَوْمٍ يَّقُوْمُوْنَ مِنْ مَّجْلِسٍ لاَّيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ اِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِّثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً *

৪৭৭৯। মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যারা কোন মজলিসে বসার পর, আল্লাহ্র যিকির ব্যতীত সেখান থেকে চলে যায়, তারা যেন মৃত গাধার মত উঠে গেল। কিয়ামতের দিন তাদের এ বৈঠক আফসোসের কারণ হবে।

٤٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَّمَنِ اضْطَجَعَ مُضْطَجِعًا لاَيَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ *

৪৭৮০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বসার পর, যদি সেখানে সে আল্লাহ্র যিকির না করে, তবে সে আল্লাহ্র তরফ থেকে নিন্দিত হবে। আর কোন ব্যক্তি কোথাও শয়নের পর, সে যদি সেখানে আল্লাহ্র যিকির না করে, তবে সেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিন্দিত হবে।

٣١. بَابُ فِيْ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসের কাফ্ফারা সম্পর্কে

٤٧٨١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِيْ هِلاَلٍ حَدَّثَهُ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ كَلِمَاتٌ لاَيَتَكَلَّمُ بِهِنَّ اَحَدٌ فِيْ مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اِلاَّ كُفِّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلاَ يَقُوْلُهُنَّ فِيْ مَجْلِسِ خَيْرٍ وَّمَجْلِسِ ذِكْرٍ اِلاَّ خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتِمِ عَلَى الصَّحِيْفَةِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ *

৪৭৮১। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এমন কয়েকটি বাক্য আছে, যদি কেউ তা মজলিস থেকে উঠার সময় তিনবার পড়ে, তবে তা সে ব্যক্তির জন্য ঐ মজলিসের কাফ্ফারা স্বরূপ হয়ে যায়, (অর্থাৎ সেখানে গুনাহের কিছু হলে তা মাফ হয়ে যায়।) আর যে ব্যক্তি তা কোন ভাল মজলিসে বা যিকিরের মজলিসে পড়বে, তা সে ব্যক্তির জন্য মোহর বা সিল স্বরূপ হবে, যা কাগজের বা কিতাবের উপর দেয়া হয়। সেগুলো হলো ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বে-হামদিকা, লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া-আতুবু ইলায়কা।

٤٧٨٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَمْرٌو وَّحَدَّثَنِىْ بِنَحْوِ ذٰلِكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ *

৪৭৮২। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٤٧٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِىُّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى اَنَّ عَبْدَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِاٰخِرِهٖ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلًا مَّا كُنْتَ تَقُوْلُهُ فِيْمَا مَضٰى قَالَ كَفَّارَةٌ لِّمَا يَكُوْنُ فِى الْمَجْلِسِ *

৪৭৮৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - আবূ বারযা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন মজলিস থেকে উঠার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বে-হামদিকা, আশহাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা আস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া- আতুবু ইলায়কা।

তখন এক ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি এমন দু'আ পাঠ করলেন ঃ যা ইতোপূর্বে আর কখনো পাঠ করেন নি। নবী ﷺ বলেন ঃ এ দু'আ হলো মজলিসের কথাবার্তার ভুল-ত্রুটির জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ।

٣٢. بَابٌ فِىْ رَفْعِ الْحَدِيْثِ مِنَ الْمَجْلِسِ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সম্পর্কে

٤٧٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ فَارِسٍ نَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْوَلِيْدِ وَنَسَبَهُ لَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُبَلِّغُنِىْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ *

৪৭৮৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যেন আমার কাছে অন্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করে। কেননা, আমি পসন্দ করি যে, যখন আমি তোমাদের থেকে প্রস্থান করি, তখন যেন আমার অন্তর পরিষ্কার থাকে (অর্থাৎ কারো প্রতি আমার অন্তরে যেন ঘৃণা না জন্মে।)

٣٣. بَابُ فِى الْحَذْرِ مِنَ النَّاسِ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের থেকে সতর্ক থাকা সম্পর্কে

٤٧٨٥. حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَـارِسٍ نَا نُوْحُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ سَـيَّـارٍ الْـمُؤَرِبُ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْهِ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عِيْسَى بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَرَادَ اَنْ يَّبْعَثَنِيْ بِمَالٍ اِلٰى اَبِيْ سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِيْ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ الْتَمِسْ صَاحِبًا قَالَ فَجَاءَنِيْ عَمْرُو بْنُ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَقَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ تُرِيْدُ الْخُرُوْجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا قَالَ قُلْتُ اَجَلْ قَالَ فَاَنَالَكَ صَاحِبٌ قَالَ فَجِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ قَدْ وَجَدْتُّ صَاحِبًا قَالَ فَقَالَ مَنْ قُلْتُ عَمْرُو بْنُ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ اِذَا حَبَطْتَّ بِلاَدَ قَوْمِهٖ فَاحْذَرْهُ فَاِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ اَخُوْكَ الْبِكْرِيُّ فَلاَ تَامَنْهُ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَا كُنْتُ بِالْاَبْوَاءِ قَالَ اِنِّيْ اُرِيْدُ حَاجَةً اِلٰى قَوْمِيْ بِوَدَّانَ فَتَلَبَّثْ لِيْ قُلْتُ رَاشِدًا فَلَمَّا وَلّٰى ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَدَدْتُّ عَلٰى بَعِيْرِيْ حَتّٰى خَرَجْتُ اُوْضِعُهُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ بِالْاَصَافِرِ اِذَا هُوَ يُعَارِضَنِيْ فِيْ رَهْطٍ قَالَ وَاَو ضَعْتُ فَسَبَقْتُ فَلَمَّا رَاٰى اَنْ قَدْ فُتُّهُ انْصَرَفُوْا وَجَاءَنِيْ فَقَالَ كَانَتْ لِيْ اِلٰى قَوْمِيْ حَاجَةٌ قَالَ قُلْتُ اَجَلْ وَمَضَيْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَدَفَعْتُ الْمَالَ اِلٰى اَبِيْ سُفْيَانَ *

৪৭৮৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ফাগ্‌ওয়া খুযাঈ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আহ্বান করেন। আর তিনি ইচ্ছা করেন, আমাকে কিছু টাকা-পয়সাসহ আবূ সুফিয়ানের কাছে পাঠাবেন, যাতে তিনি তা মক্কা বিজয়ের পর কুরায়শদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন। তিনি ﷺ আমাকে বলেন ঃ তুমি তোমার

সাথে সফরের জন্য একজন সংগী নির্ধারণ কর । এ সময় আমর ইব্‌ন উমাইয়্যা যাম্‌রী (রা) এসে বলে ঃ আমি জানতে পারলাম, আপনি মক্কায় যাওয়ার ইরাদা করেছেন এবং একজন সফর সংগী খুঁজছেন। আমি বলি ঃ হাঁ। তখন তিনি বলেন ঃ আমি আপনার সংগে যাব। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলি ঃ আমি একজন সংগী পেয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ সে ব্যক্তি কে ? আমি বলি ঃ আমর ইব্‌ন উমাইয়া যাম্‌রী (রা)। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি যখন তার সম্প্রদায়ের দেশে পৌছবে, তখন তুমি তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। যেমন কেউ বলেছেন ঃ নিজের আপন ভাই থেকেও শংকাহীন থাকবে না। এরপর আমরা বের হই এবং যখন 'আব্‌ওয়া' নামক স্থানে পৌছাই, তখন আমর ইব্‌ন উমাইয়া যাম্‌রী (রা) বলেন ঃ আমি বিশেষ প্রয়োজনে আমার কাওমের কাছে যাচ্ছি, আপনি এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করুন। আমি বললাম ঃ ঠিক আছে, আপনি রাস্তা ভুলে যাবেন না। তিনি চলে যাওয়ার পর নবী করীম ﷺ -এর কথা আমার মনে পড়ে এবং আমি আমার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত গতিতে চলে 'আসাফির' নামক স্থানে পৌছাই এবং দেখতে পাই যে, আমর ইব্‌ন উমাইয়া যাম্‌রী তার কাওমের কিছু লোক নিয়ে আমাকে বাঁধা দেয়ার জন্য আসছে। তখন আমি আমার উটকে দ্রুত গতিতে হাঁকিয়ে নিয়ে দূরে চলে যাই। আর তিনি বুঝতে পারেন যে, আমি তার নাগালের বাইরে চলে এসেছি, তখন সে এবং তার সাথীরা ফিরে যায়। অবশেষে তিনি একাকী আমার কাছে ফিরে এসে বলেন ঃ আমার কাওমের লোকদের কাছে আমার কিছু কাজ ছিল। আমি বলি ঃ হাঁ, হতে পারে। এরপর আমি মক্কায় পৌছে উক্ত মাল আবূ সুফিয়ানের কাছে অর্পণ করি।

٤٧٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّه قَالَ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَرَّتَيْنِ *

৪৭৮৬। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

٣٤. بَابٌ فِيْ هَدْيِ الرَّجُلِ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর চলন সম্পর্কে

٤٧٨٧. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا مَشٰى كَاَنَّهُ يَتَوَكَّأُ *

৪৭৮৭। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ যখন চলতেন, তখন তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতেন।

٤٧٨٨. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خَلِيْفٍ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدُ الْجَرِيْرِيُّ

عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ كَيْفَ رَاَيْتَهُ قَالَ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيْحًا اِذَا مَشٰى كَاَنَّمَا يَهْوِىْ فِىْ صَبُوْبٍ *

৪৭৮৮। হুসায়ন ইব্ন মুআয (র) - - - আবূ তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি। আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ কেমন দেখেছেন ? তিনি বলেন ঃ তাঁর গায়ের রং ছিল শাদা এবং মনোমুগ্ধকর। আর তিনি যখন চলতেন , তখন মনে হতো, তিনি নীচু স্থানের দিকে অবতরণ করছেন।

٣٤٧. بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَضَعُ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ এক পায়ের উপর অন্য পা রাখা সম্পর্কে

٤٧٨٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ ح وَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّضَعَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى زَادَ قُتَيْبَةُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ *

৪৭৮৯। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর অন্য পা রাখতে নিষেধ করেছেন। (কেননা, এতে সতর আলগা হয়ে যেতে পারে।)

٤٧٩٠. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا مَالِكٌ ح وَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهٖ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا قَالَ الْقَعْنَبِىُّ فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى *

৪৭৯০। নাফায়লী (র) - - - আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসজিদের মধ্যে চীৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় দেখেন, যখন তার এক পা অন্য পায়ের উপর রাখা ছিল।

٤٧٩١. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ كَانَ يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ *

৪৭৯১। কা'নাবী (র) - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) এবং উছমান ইব্ন আফফান (রা) এরূপ করতেন। (অর্থাৎ সতর আল্‌গা হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, এভাবে শোয়াতে দোষ নেই।)

٣٦. بَابُ فِىْ نَقْلِ الْحَدِيْثِ

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ একজনের কথা অপরজনকে না বলা– সম্পর্কে

٤٧٩٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ اَمَانَةٌ *

৪৭৯২। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি কিছু বলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন তা আমানত-স্বরূপ। (অর্থাৎ সে কথা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা ঠিক নয়।)

٤٧٩٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَاتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنَ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ اَخِىْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ اِلاَّ ثَلٰثَةَ مَجَالِسَ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ اَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ اَوِ اقْتِطَاعِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ *

৪৭৯৩। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মজলিসে বসে, সে আমানতদার। তবে তিন সময় তা প্রকাশ করা যায়। তা হলো ঃ (১) যেখানে না-হকভাবে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, (২) বিনা কারণে আহত হওয়ার ভয় থাকে, এবং (৩) যেখানে অকারণে কারো সম্পদ লুণ্ঠিত হওয়ার আশংকা থাকে। (অর্থাৎ এরূপ কারণ ঘটলে তা প্রকাশে দোষ নেই ; বরং এতে মুসলমানের জান-মাল রক্ষা পায়।)

٤٧٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ قَالاَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ ابْرَاهِيْمُ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُمْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْاَمَانَةِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الرَّجُلُ يُفْضِىْ اِلَى امْرَاَتِهٖ وَتُفْضِى اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا *

৪৭৯৪। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন সা'আদ (র) বলেন ঃ আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সব চাইতে বড় আমানতে খিয়ানত হলো ঃ কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার স্বামীর সাথে মিলিত হয়, এরপর সে পুরুষ তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে দেয়।

٣٧. بَابُ فِى الْقَتَّاتِ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ চোগলখোর সম্পর্কে

٤٧٩٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ *

৪৭৯৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٣٨. بَابُ فِىْ ذِى الْوَجْهَيْنِ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিক সম্পর্কে

٤٧٩٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاتِىْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ *

৪৭৯৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ দু'মুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি (অর্থাৎ মুনাফিক) নিকৃষ্টতম, যে এক পক্ষের লোকের সাথে এক মুখে এবং অপর পক্ষের লোকের সাথে অন্য মুখে কথা বলে।

٤٧٩٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ نَا شَرِيْكٌ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ *

৪৭৯৭। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দু'মুখ বিশিষ্ট (মুনাফিক) হবে, কিয়ামতের দিন তার আগুনের দু'টি মুখ হবে।

٣٩. بَابُ فِى الْغِيْبَةِ

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ গীবত্ বা পরনিন্দা সম্পর্কে

٤٧٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْغِيْبَةُ قَالَ

ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ قَالَ فَاِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ *

৪৭৯৮। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! গীবত্ কি ? তিনি বলেন ঃ তোমার ভাই সম্পর্কে (তার অনুপস্থিতে) এমন কিছু বলা, যা শুনলে সে ব্যথিত হয়। তখন বলা হয় ঃ আমি যে কথা বলি. তা যদি তার মধ্যে থাকে ? (তবে কি গীবত হবে ?) নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি যা বলছো. তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি তার গীবত করলে ; আর সে দোষ যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তো তুমি তার উপর বুহ্তান বা মিথ্যা দোষারূপ করলে, (যা গীবত থেকে অধিক দোষণীয়)।

٤٧٩٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ الاَقْمَرِ عَنْ اَبِى حُذَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِىْ قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ اِنْسَانًا فَقَالَ مَا اُحِبُّ اَنِّى حَكَيْتُ اِنْسَانًا وَاَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا *

৪৭৯৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম ﷺ -কে বলি আপনার জন্য তো যথেষ্ট যে, সুফিয়ার মধ্যে তো এই-এই দোষ আছে। রাবী মুসাদ্দাদ (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ তিনি খর্বাকায় ছিলেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ (হে আইশা), তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের অথৈ পানিতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তাতে সমুদ্রের পানির রং বদলে যাবে ! তখন আইশা (রা) বলেন ঃ আমি একজন থেকে শুনে এরূপ বলেছি। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তির কথা বর্ণনা করা আমার কাছে আদৌ পসন্দনীয় নয়, যদিও এর বিনিময়ে এত-এত অর্থ দেয়া হয়। (অর্থাৎ গীবত বা পরনিন্দা করা মোটেও উচিত নয়।)

٤٨٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا اَبُو الْيَمَانِ نَا شُعَيْبٌ نَا ابْنُ اَبِىْ حُسَيْنٍ نَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَرْبَى الرِّبَا الْاِسْتِطَالَةُ فِىْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ *

৪৮০০। মুহাম্মদ ইব্ন আওফ (র) - - - সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ না-হকভাবে কোন মুসলমানের ইয্যাত নষ্ট করা হলো সব চাইতে বড় আধিক্যতা, (অর্থাৎ বড় গুনাহ।)

٤٨٠١. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى نَا بَقِيَّةُ وَاَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالاَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَّهُمْ اَظْفَارٌ مِّنْ نُّحَاسٍ يَّخْمِشُوْنَ وَجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ اَعْرَاضِهِمْ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ لَيْسَ فِيْهِ اَنَسٌ وَحَدَّثَنَاهُ عِيْسَى بْنُ اَبِيْ عِيْسَى السَّلْحِيْنِيُّ عَنْ اَبِيْ الْمُغِيْرَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُصَفّٰى *

৪৮০১। ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শবে মি'রাজে যখন আমি আসমানের উপর গমন করি, তখন এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে তাদের চেহারা ও মুখমণ্ডল আঁচড়াতে ছিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ হে জিব্‌রাঈল ! এরা কারা ? তিনি বলেন ঃ এরা তারা, যারা অন্য লোকের গোশত ভক্ষণ করতো, (অর্থাৎ গীবত করতো।) এবং মানুষের ইয্‌যাত নষ্ট করতো।

٤٨٠٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ قَلْبَهُ لاَتَغْتَابُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَّتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهٖ *

৪৮০২। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ বারযা আসলামী (রা) বলেন ঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে জনগণ ! তোমরা যারা মুখে মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের ইয্‌যাতও নষ্ট করো না। কেননা, যারা মুসলমানদের ইয্‌যাত নষ্ট করতে চায়, আল্লাহ্ তাদের ইয্‌যাত নষ্ট করেন। আর আল্লাহ্ যাকে অসম্মানিত করতে চান, তাকে তিনি তার ঘরেই অপদস্থ করেন।

٤٨٠٣. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ نَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَّكْحُوْلٍ عَنْ وَّقَّاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ اُكْلَةً فَاِنَّ اللّٰهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسٰى ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَكْسُوْهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَّقَامَ سُمْعَةٍ وَّرِيَاءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْمُ بِهٖ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَّرِيَاءٍ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ *

৪৮০৩। হাইওয়া ইব্ন শুরায়হ (র)- - - মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে কোন লোকমা ভক্ষণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে ঐ পরিমাণ লোকমা জাহান্নাম হতে ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে – কিছু পরিধান করবে, আল্লাহ্ তাকে সে পরিমাণ জাহান্নামের বস্ত্র পরিধান করাবেন। আর যে কাউকে অন্যায়ভাবে মর্যাদা ও রিয়ার স্থানে পৌঁছাবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এ ধরনের অপমানকর স্থানে দাঁড় করাবেন।

٤٨٠٤. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى نَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يُحَقِّرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ *

৪৮০৪। ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানের জন্য প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু অন্য মুসলমানের জন্য হারাম, অর্থাৎ তার মাল তার ইয্যাত ও তার রক্ত এবং কোন ব্যক্তির জন্য এ অন্যায়টুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে নগন্য বলে মনে করে।

٤٠. بَابُ الرَّجُلُ يَذُبُّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির সম্মান রক্ষার্থে তার পক্ষ অবলম্বন করা সম্পর্কে

٤٨٠٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ يَحْيَى الْمُعَافِرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ اُرَاهُ قَالَ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَكًا يَحْمِىْ لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمٰى مُسْلِمًا بِشَيْئٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ بِهٖ حَبَسَهُ اللّٰهُ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ *

৪৮০৫। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - মুআয ইব্ন আনাস জুহানী (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে মুনাফিকের হাত থেকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠাবেন, যে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করে

তা প্রকাশ করবে, তাকে আল্লাহ্ জাহান্নামের পুলের উপর ততক্ষণ আটকিয়ে রাখবেন, যতক্ষণ না ঐ কথার (দোষ-ক্রটির) ক্ষতি পূরণ হয়।

٤٨٠٦. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا ابْنُ مَرْيَمَ اَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنِ امْرِئٍ يَّخْذُلُ امْرًا مُّسْلِمًا فِىْ مَوْضِعٍ يُّنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيَنْتَقِصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اِلاَّ خَذَلَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطِنٍ يُّحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَّنْصُرُ مُسْلِمًا فِىْ مَوْضِعٍ يَنْتَقِصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ اِلاَّ نَصَرَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ قَالَ يَحْيٰى وَحَدَّثَنِيْهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعُقْبَةُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هٰذَا هُوَ ابْنُ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِىِّ ﷺ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ بَشِيْرٍ مَوْلٰى بَنِىْ مُغَالَةَ وَقَدْقِيْلَ عُتْبَةُ بْنُ شَدَّادٍمَوْضِعَ عُقْبَةَ *

৪৮০৬। ইসহাক ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও আবূ তাল্হা ইব্ন সাহ্ল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন স্থানে অপদস্থ করে, যেখানে তার ইয্যাত নষ্ট হতে পারে, তবে আল্লাহ্ তাকে এমন স্থানে অপমানিত করবেন, যেখানে আল্লাহ্র সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে। অপর পক্ষে, যদি কেউ কোন মুসলমানকে এমন স্থানে সাহায্য করে, যেখানে তার অপদস্থ হওয়ার আশংকা থাকে ; তবে আল্লাহ্ তাকে এর বিনিময়ে এমন স্থানে সাহায্য করবেন, যেখানে তাঁর সাহায্য অধিক প্রয়োজন হবে।

٤١. بَابُ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غِيْبَةٌ

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ যার গীবত – গীবত নয় - এ সম্পর্কে

٤٨٠٧. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ نَصْرٍ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ نَا الْجَرِيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُشَمِىِّ قَالَ نَا جُنْدَبٌ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَاَنَاخَ رَحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَاحِلَتَهُ فَاَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادٰى اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَّلاَ تُشْرِكْ فِىْ رَحْمَتِنَا اَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَقُوْلُوْنَ هُوَ اَضَلُّ اَمْ بَعِيْرُهُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا اِلٰى مَا قَالَ قَالُوْا بَلٰى *

৪৮০৭। আলী ইব্‌ন নাসর (র) - - - জুন্‌দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক বেদুঈন আরব এসে, তার উটকে বসিয়ে, তাকে বেঁধে রেখে মসজিদে প্রবেশ করে। এরপর সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে সালাত আদায় করে। নবী ﷺ সালাত শেষে সালাম ফিরালেন, সে ব্যক্তি তার উটের কাছে গিয়ে, তার পিঠে সওয়ার হয়ে উঁচু স্বরে বলতে থাকে ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! তুমি আমার ও মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর রহম কর, আর তুমি এতে অন্য কাউকে শরীক করো না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা কি তাকে আহমক মনে কর, না তার উটকে ? তোমরা কি শোননি, যা সে বলছে ? তখন সাহাবীগণ বলেনঃ হাঁ, আমরা শুনেছি।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ ইনি হলেন – ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সালীম ইব্‌ন যায়দ, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। আর ইসমাঈল ইব্‌ন বাশীর, যিনি মুগালা গোত্রের আযাদকৃত গোলাম। আর কোন কোন স্থানে উক্‌বা (র) স্থানে উত্‌বা ইব্‌ন শাদ্দাদ (র) বলা হয়েছে।

٤٢. بَابٌ فِى التَّجَسُّسِ

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা– সম্পর্কে

٤٨٠٨. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِىُّ وَابْنُ عَوْفٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَ نَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّكَ اِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ اَفْسَدْتَّهُمْ اَوْكِدْتَّ اَنْ تُفْسِدَهُمْ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا *

৪৮০৮। ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তুমি যদি অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ কর, তবে তুমি যেন তার ক্ষতি করলে এবং এর ফলে সে আরো বিগড়ে যেতে পারে, (অর্থাৎ তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশের পর, সে তা নির্ভয়ে করতে থাকবে।)

আবূ দারদা (রা) বলেন ঃ এটি ঐ হাদীছ, যা মু'আবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেন। আর আল্লাহ্ এর মাধ্যমে তাঁকে উপকৃত করেন।

٤٨٠٩. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْحِمْصِىُّ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ نَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الْاَسْوَدِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ وَاَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْاَمِيْرَ اِذَا

ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِى النَّاسِ اَفْسَدَهُمْ *

৪৮০৯। সাঈদ ইব্‌ন আমর হিম্‌সী (র) - - - আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ হাকিম (বিচারক) যখন অনুমানের অনুসারী হবে (এবং শরীআতের বিধানের তোয়াক্কা করে না), এমতাবস্থায় সে লোকদের ধ্বংস করে ফেলবে।

٤٨١٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ قَالَ اُتِىَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقِيْلَ هٰذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلٰكِنْ اِنْ يَّظْهَرْ لَنَا شَيْئٌ نَّاْخُذْ بِهٖ *

৪৮১০। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার এক ব্যক্তিকে ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর কাছে হাযির করা হলে, লোকেরা বলে ঃ এতো ঐ ব্যক্তি যার দাঁড়ি থেকে মদের ফোঁটা পড়তো ! তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ আমাদেরকে অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে তারে ত্রুটি প্রকাশ পেলে আমরা তাকে শাস্তি দেব।

٤٣. بَابُ فِى السِّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা– সম্পর্কে

٤٨١١. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نُشَيْطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَّاٰى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اَحْيٰى مَوْءُوْدَةً *

৪৮১১। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো দোষ-ত্রুটি দেখার পর তা গোপন রাখে, সে যেন জীবন্ত কবর দেয়া কন্যাকে জীবন দান করে, (অর্থাৎ মৃতকে জীবন দান করা যেমন ছওয়াবের কাজ : কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা ঐরূপ ছওয়াবের কাজ।)

٤٨١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نُشَيْطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الْهَيْثَمِ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ دُخَيْنًا كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ يَّشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ فَنَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اِنَّ جِيْرَانَنَا هٰؤُلاَءِ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَاِنِّىْ نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا وَاَنَا دَاعٍ لَّهُمُ الشُّرْطَ فَقَالَ دَعْهُمْ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلٰى عُقْبَةَ

مَرَّةً أُخْرٰى فَقُلْتُ اِنَّ جِيْرَانَنَا قَدْ اَبَوْا اَنْ يَّنْتَهُوْا عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَاَنَا دَاعٍ لَّهُمُ الشُّرْطَ قَالَ وَيْحَكَ دَعْهُمْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ مُسْلِمٍ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ لَّيْثٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لاَ تَفْعَلْ وَلٰكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدْهُمْ *

৪৮১২। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা)-এর লেখক দুখায়না (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের কিছু প্রতিবেশী ছিল, যারা শরাব পান করতো। আমি তাদের তা থেকে বিরত থাকতে বলি, কিন্তু তারা তার প্রতি কর্ণপাত করে না। তখন আমি উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা)-কে বলি ঃ আমার এসব প্রতিবেশী শরাব পান করে, আমি তাদের নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা তা পরিত্যাগ করে না। এখন আমি কি তাদের এ কাজের জন্য নগরপালকে ডাকবো ? তিনি বলেন ঃ তুমি তাদেরকে - তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। পুনরায় আমি উক্‌বা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলি ঃ আমার প্রতিবেশীরা মদ পান পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করছে। আমি কি তাদের জন্য নগরপালকে ডাকবো ? তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য আফসোস ! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ হাশিম ইব্‌ন কাসিম - রাবী লায়ছ হতে এ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) দুখায়না (র)-কে বলেন ঃ তুমি এ ব্যাপারে কোতয়ালকে অবহিত করো না, বরং তুমি তাদের নসীহত কর এবং ধমক দাও।

٤٤. بَابُ الْمُؤَاخَاةِ

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে

٤٨١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اُخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৪৮১৩। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - সালিম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাইস্বরূপ। কাজেই কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে এবং কাউকে যেন বিপদের মধ্যে না ফেলে। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব অভিযোগ পূরণ করে, আল্লাহ্ তার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কষ্ট দূর করে দেবেন। আর যে

ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার সব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে গোপন রাখবেন।

٤٤٧. بَابُ الْاِسْتِبَابِ

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ গালি-গালাজ সম্পর্কে

٤٨١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَاقَالاَ فَعَلَى الْبَادِىْ مِنْهُمَا مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ *

৪৮১৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন দু' ব্যক্তি গালি-গালাজ করে, তখন প্রথম গালি-গালাজকারীর উপর সে গুনাহ বর্তায়, যতক্ষণ না মাজলুম ব্যক্তি (অর্থাৎ যাকে দেয়া হয়), কোনরূপ বাড়াবাড়ি করে।

٤٦. بَابُ فِى التَّوَاضُعِ

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিনয় সম্পর্কে

٤٨١٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لاَيَبْغِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَّلاَ يَفْخَرُ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ *

৪৮১৫। আহমদ ইব্ন হাফ্স (র) - - - ইয়ায্ ইব্ন হিমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর ওয়াহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে, যাতে কেউ কারো উপর বাড়াবাড়ি ও গৌরব প্রকাশ না করে।

٤٧. بَابُ فِى الْاِنْتِصَارِ

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পর্কে

٤٨١٦. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْمُحَرَّرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ

وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ فَآذَاهُ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ انْتَصَرَ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَوْ جَدْتَ عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ مَلَكٌ مِّنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ فَلَمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ إِذَا وَقَعَ الشَّيْطَانُ *

৪৮১৬। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসেছিলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ তাঁর সংগে ছিল। এ সময় এক ব্যক্তি আবূ বকর (রা)-কে লক্ষ্য করে (কটূক্তি করে) তাঁকে কষ্ট দেয়। আবূ বকর (রা) তা শুনে চুপ করে থাকেন। সে ব্যক্তি তাকে দ্বিতীয়বার কষ্ট দিলেও তিনি চুপ করে থাকেন। এরপর সে তৃতীয়বার তাঁকে কষ্ট দিলে তিনি প্রতিশোধ নেন – (অর্থাৎ তিনি তার কটূক্তির জবাব দেন।) আবূ বকর (রা) যখন কটূক্তির জবাব দিয়ে প্রতিশোধ নেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে যান। তখন আবূ বকর (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি আমার উপর রাগ করলেন ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আসমান থেকে একজন ফেরেশতা এসে ঐ ব্যক্তিকে তোমার পক্ষ হতে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল। কিন্তু তুমি নিজেই যখন জবাব দিলে, তখন শয়তান সেখানে এসে হাযির হয়ে গেল। আর শয়তান যেখানে আসে, আমি সেখানে বসতে পারি না।

٤٨١٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَسَاقَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ *

৪৮১৭। আবদুল আ'লা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি আবূ বকর (রা)-কে গালি-গালাজ করতে থাকে ....। এরপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٨١٨. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي ح وَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا مُعَاذٌ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ نَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الْانْتِصَارِ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَأُولٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ فَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ امْرَأَةِ أَبِيْهِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَزَعَمُوْا أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلٰى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَنَا

زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْئًا بِيَدِهِ فَقُلْتُ بِيَدِهِ حَتَّى فَطِنْتُهُ لَهَا فَأَمْسَكَ وَأَقْبَلَتْ زَيْنَبُ تَقْحَمُ لِعَائِشَةَ فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَنْتَهِيَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ سُبِّيْهَا فَسَبَّتْهَا فَانْطَلَقَتْ زَيْنَبُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ إِنَّ عَائِشَةَ وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيْكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَانْصَرَفَتْ فَقَالَتْ لَهُمْ إِنِّيْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِيْ كَذَا وَكَذَا قَالَ جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِيْ ذٰلِكَ *

৪৮১৮। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র) - - - ইব্ন আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি ইনতিসার বা প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, যেমন কুরআনে আছে ঃ আর যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের কোন অপরাধ নেই। তখন আমার কাছে আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদআন তার পিতার স্ত্রী উম্মু মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন। ইব্ন আওন (র) বলেন ঃ লোকদের ধারণা, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা)-এর কাছে যাতায়াত করতেন। রাবী বলেন ঃ আইশা (রা) বলেছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে সময় আমার কাছে আসেন, যখন সেখানে যয়নব বিন্ত জাহাশ (রা) উপস্থিত ছিলেন। নবী ﷺ তাঁর হাত দিয়ে আমাকে চিমটি দিলে, আমি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করি, এমন কি আমি তাঁর হাতকে সরিয়ে দেই। তা দেখে যয়নব (রা) আইশা (রা)-এর প্রতি কটুক্তি করলে নবী করীম ﷺ তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু যয়নব (রা)-এর প্রতি কর্ণপাত না করলে নবী ﷺ আইশা (রা) -কে তাঁর কটুক্তি জবাব দেয়ার অনুমতি দেন। তখন আইশা (রা) যয়নব (রা)-এর কটুক্তির জবাব দেন এবং তাঁর উপর বিজয়ী হন। তখন যয়নব (রা) আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করেন যে, আইশা (রা) আপনার খান্দান (বনূ-হাশিম) সম্পর্কে এরূপ কটাক্ষ করেছেন। যা শুনে ফাতিমা (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন (অভিযোগ পেশের জন্য।) তখন নবী ﷺ ফাতিমা (রা)-কে বলেন ঃ কা'বার রবের কসম! সে (আইশা (রা)।) তো তোমরা পিতার খুবই প্রিয় বিবি। (কাজেই, সে যদি কিছু বলে থাকে, তবে তা ভুলে যাও এবং তাকে ক্ষমা কর।) এরপর ফাতিমা (রা) ফিরে গিয়ে বনূ হাশিমকে বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে এরূপ বলায়, তিনি আমাকে এরূপ বলেছেন। এরপর আলী (রা) নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে ব্যাপারে কথাবার্তা বলেন।

٤٨. بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتٰى

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতদের সম্পর্কে কটুক্তি না করা সম্পর্কে

٤٨١٩. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا وَكِيْعٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ وَلاَ تَقَعُوْا فِيْهِ *

৪৮১৯। যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কোন সাথী মারা যাবে, তখন তোমরা তার নিন্দাবাদ করবে না এবং তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবে না।

٤٨٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَنَسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ *

৪৮২০। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের গুণাবলী বর্ণনা করবে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে কিছুই বলবে না।

٤٩. بَابُ فِى النَّهْيِ عَنِ الْبَغْيِ

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহ্ ও অহংকার না করা সম্পর্কে

٤٨٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ نَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ رَجُلاَنِ فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَيْنِ فَكَانَ اَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْاٰخَرُ مُجْتَهِدٌ فِى الْعِبَادَةِ فَكَانَ لاَيَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْاٰخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُوْلُ اَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلٰى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ اَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِيْ وَرَبِّيْ اَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيْبًا فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَيَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ اَوْلاَ يُدْخِلُكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقَبَضَ اَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَقَالَ لِهٰذَا الْمُجْتَهِدِ اَكُنْتَ بِيْ عَالِمًا اَوْ كُنْتَ عَلَى مَافِيْ يَدِيْ قَادِرًا وَّقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ وَقَالَ لِلْاٰخَرِ اذْهَبُوْا بِهِ اِلَى النَّارِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ اَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَاٰخِرَتَهُ *

৪৮২১। মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ বনূ ইসরাঈলের মধ্যে দু'ব্যক্তি সমান সমান ছিল, যাদের একজন সব সময় গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকতো এবং অপর ব্যক্তি ইবাদতে মশগুল থাকতো।

আবেদ লোকটি তাকে গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখে বললো ঃ তুমি এ থেকে বিরত থাক। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ তুমি আমাকে আমার রবের হাতে সোপর্দ কর। আচ্ছা তোমাকে কি আমার পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে ? একথা শুনে আবেদ লোকটি বলে ঃ আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করবেন না। এরপর তারা দু'জন মারা গেলে, তাদের রূহকে আল্লাহ্র সামনে পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ্ আবেদ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি আমার অবস্থা সম্পর্কে জানতে, আর না তুমি আমার উপর কর্তৃত্ববান ছিলে ? এরপর আল্লাহ্ গুনাহ্গার লোকটিকে বলেন ঃ তুমি আমার রহমতে বেহেশতে প্রবেশ কর। আর তিনি আবেদ লোকটি সম্পর্কে বলেন ঃ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাও।

রাবী আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ ঐ আল্লাহ্র কসম! যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! আবেদ লোকটি (অহংকার ভরে) এমন কথা বলেছিল, যার কারণে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যায়।

٤٨٢٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرُ اَنْ يُّعَجِّلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَايَدَّخِرُلَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِثْلَ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ *

৪৮২২। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিদ্রোহ ও আত্মীয়তা-বিচ্ছেদ ব্যতীত এমন কোন গুনাহ্ নেই, যার শাস্তি আল্লাহ্ আখিরাতে দেয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে দেন। (কারণ এ দু'টি গুনাহ্ হলো গুনাহে কারীরা ; যার শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ দেবেন।)

٥٠. بَابُ فِى الْحَسَدِ

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ হাসাদ বা হিংসা সম্পর্কে

٤٨٢٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِىُّ اَنَا اَبُوْ عَامِرٍ يَّعْنِىْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ اَوْقَالَ الْعُشْبَ *

৪৮২৩। উছমান ইব্ন সালিহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা হিংসা পরিহার কর। কেননা, হিংসা ভাল কাজকে সেরূপ খেয়ে ফেলে, যেরূপ আগুন কাঠকে খায় (অর্থাৎ জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়।)

٤٨٢٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الْعَمْيَاءِ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِىْ اُمَامَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَاَبُوْهُ عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَاتُشَدِّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدُ عَلَيْكُمْ فَاِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهْبَانِيَّةَ وابْتَدَعُوْهَا مَاكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ *

৪৮২৪। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের জীবনের কষ্ট দেবে না, হয়তো তা তোমাদের কষ্টের কারণে পরিণত হতে পারে। যেমন আগের যুগের একটি কাওম তাদের নিজেদের উপর কঠোরভাবে আরোপ করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদের জন্য তা কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দেন, যার নিদর্শন গির্জা ও ঘরের মধ্যে এখনো বিদ্যমান আছে। তা হলো ঃ বৈরাগ্যবাদ, যার প্রচলন করেছিল তারা ; আল্লাহ্ তাদের উপর তা ফরয করেননি।

٥١. بَابٌ فِى اللَّعْنِ

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ লা'নত বা অভিসম্পাত সম্পর্কে

٤٨٢٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ نِمْرَانَ يَذْكُرُ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ اِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ اِلَى الْاَرْضِ فَتُغْلَقُ اَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ثُمَّ تَاخُذُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً فَاِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَّجَعَتْ اِلَى الَّذِىْ لُعِنَ فَاِنْ كَانَ لِذٰلِكَ اَهْلاً وَّاِلاَّ رَجَعَتْ اِلٰى قَائِلِهَا قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيْدِ سَمِعَ مِنْهُ وَذَكَرَ اَنَّ يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ وَهِمَ فِيْهِ *

৪৮২৫। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ দারদা (রা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি কারো উপর লা'নত করে, তখন তা আসমানের দিকে উত্থিত হয়। কিন্তু তা সেখানে পৌঁছবার আগেই আসমানের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর তা ডান দিকে যেতে থাকে, কিন্তু তা সেদিকে কোন পথ না পেয়ে, যার উপর লা'নত উপযোগী হয়, তখন তা তার উপর আপতিত হয় ; অন্যথায় তা লা'নতকারীর উপর গিয়ে বর্তায়।

٤٨٢٦. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ نَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتُلاَ عِنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلاَ بِغَضَبِ اللّٰهِ وَلاَبِالنَّارِ *

৪৮২৬। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে, আল্লাহ্‌র গযব ও জাহান্নামের সাথে লা'নত করবে না। (অর্থাৎ এরূপ বলবে না তোমার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত ও গযব নাযিল হোক।)

٤٨٢٧. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ نَا اَبِىْ نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ وَزَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ اُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ *

৪৮২৭। হারূন ইব্‌ন যায়দ (র) - - - আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ লা'নতকারিগণ কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হতে এবং সাক্ষ্য প্রদান করতে পারবে না।

٤٨٢٨. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبَانُ ح وَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ الطَّائِىُّ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ نَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ نَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ زَيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيْحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ اِنَّ رَجُلاً نَا زَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَاءَه عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَعَنَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَتَلْعَنْهَا فَاِنَّهَا مَامُوْرَةٌ وَّاِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ رَّجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ *

৪৮২৮। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা একব্যক্তি বাতাসকে লা'নত করে। ইমাম মুসলিম (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ নবী করীম ﷺ -এর যামানায় কোন এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উড়িয়ে নিলে, সে ব্যক্তি বাতাসের উপর লা'নত করে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ বাতাসকে লা'নত করো না, কেননা বাতাস তো (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) নির্দেশিত। আর যে ব্যক্তি এমন কিছুর উপর লা'নত করে, যা লা'নতের উপযোগী নয়, এমতাবস্থায় তা তার উপর এসে বর্তায়।

٥٢. بَابُ فِيْمَنْ دَعَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَهُ

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ জালিমের উপর বদ্-দু'আ সম্পর্কে

٤٨٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذِنَا اَبِىْ نَاسُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُرِقَ لَهَا شَيْئٌ فَجَعَلَتْ تَدْعُوْ عَلَيْهِ فَقَا لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُسَبِّحِىْ عَنْهُ *

৪৮২৯। ইব্‌ন মুআয (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তার কিছু চুরি হয়ে গেলে তিনি এজন্য চোরকে বদ্ দু'আ দিতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি চোরের শাস্তি কমিও না, (অর্থাৎ বদ্-দু'আ করে তার শাস্তি কমিও না।)

٥٣. بَابٌ فِيْ هِجْرَةِ الرَّجُلِ اَخَاهُ

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্পর্কে

٤٨٣٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَّلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ *

৪৮৩০। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করো না, বরং তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দায় পরিণত হও এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন রাতের অধিক সময় সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন রাখে।

٤٨٣١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلْثَةِ اَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا اَوْيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ *

৪৮৩১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের অধিক সময় তার ভাইকে পরিত্যাগ করে ; এমন কি যখন তাদের উভয়ের মাঝে দেখা হয়, তখন একজন এদিকে এবং অপরজন সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে প্রথমে সালাম দিয়ে কথা বলে।

٤٨٣٢. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ السَّرْخَسِيُّ اَنَّ اَبَا عَامِرٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلْثٍ فَاِنْ مَرَّتْ بِهٖ فَوْقَ ثَلْثٍ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ فَقَدِ اشْتَرَ كَافِيْ

الْاَجْرِ وَاِنْ لَّمْ يَرُدَّ فَقَدْ بَاءَ بِالْاِثْمِ زَادَ اَحْمَدُ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ *

৪৮৩২। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম ﷺ বলেছেনঃ কোন মু'মিন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের অধিক সময় তার ভাইকে পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় যদি তিন দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তার সাথে দেখা করে সালাম করা উচিত। আর সে ব্যক্তি যদি সালামের জবাব দেয়, তখন উভয়ই ছাওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি সে সালামের জবাব না দেয়, তবে সে ব্যক্তি সমস্ত গুনাহের ভাগী হবে।

মুসলিম (র) বর্ণিত রাবী আহমদ (র)-এর বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত আছেঃ সালাম দানকারী ব্যক্তি সালাম না দেয়ার গুনাহ্ থেকে বেঁচে যাবে।

٤٨٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُنِيْبِ يَعْنِى الْمَدَنِىَّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَكُوْنُ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلٰثَةٍ فَاِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلٰثَ مِرَارٍ كُلُّ ذٰلِكَ لَايَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِاِثْمِهِ *

৪৮৩৩। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয় যে, সে তার ভাইকে তিন দিনের অধিক পরিত্যাগ করে। এরপর যখন সে তার সাথে দেখা করবে, তখন তাকে তিনবার সালাম করবে। যদি সে একবার ও সালামের জবাব না দেয়, তখন সে সমস্ত গুনাহের ভাগী হবে।

٤٨٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ نَاسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ *

৪৮৩৪। মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয় যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য পরিত্যাগ করবে। আর যে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক সময় বিচ্ছিন্ন থেকে মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে।

٤٨٣٥. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ خِرَاشٍ السُّلَمِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ *

৪৮৩৫। ইব্ন সারহ (র) - - - আবূ খিরাশ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শোনেনঃ যে ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত তার ভাইকে পরিত্যাগ করবে, (অর্থাৎ

তার সাথে কথা-বার্তা বলবে না;) তবে সে যেন তাকে হত্যা করলো।

٤٨٣٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ فَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ فِى ذَالِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَّيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ انْظُرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاِذَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ لِلّٰهِ فَلَيْسَ مِنْ هٰذَا بِشَيْئٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ غَطّٰى وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ *

৪৮৩৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং এ দু'দিন সে সব বান্দাদের মাফ করা হয়, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুর শরীক করে না। কিন্তু সে ব্যক্তি, যার সাথে তার ভাইয়ের হিংসা-বিদ্বেষ থাকে, তাকে মাফ করা হয় না এবং তাদের সম্পর্কে এরূপ ঘোষণা দেয়া হয় ঃ তাদের ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তারা পরস্পর মিলে যায়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কারো সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে ব্যক্তি উক্ত হাদীছে বর্ণিত শাস্তিরযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেন ঃ উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) এক ব্যক্তিকে দেখে তার মুখ ঢেকে ফেলেন ; (কেননা, তিনি তার সাথে কথা বলতে অপসন্দ করতেন।)

٥٤. بَابٌ فِى الظَّنِّ

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুধারণা পোষণ করা– সম্পর্কে

٤٨٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا *

৪৮৩৭। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে না। কেননা, এরূপ করা-নির্ভেজাল মিথ্যা স্বরূপ। নবী ﷺ আরো বলেন ঃ তোমরা অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করবে না এবং অপরকেও এরূপ করার সুযোগ দেবে না।

٥٥. بَابٌ فِى النَّصِيْحَةِ

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ নসীহত বা সদুপদেশ সম্পর্কে

٤٨٣٨. حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِىْ

بْنَ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَّرَائِهِ *

৪৮৩৮। রাবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক মু'মিন-অন্য মু'মিনের জন্য দর্পণ-স্বরূপ এবং এক মু'মিন- অপর মু'মিনের জন্য ভাই-স্বরূপ। কাজেই এক মুসলমানের উচিত, অপর মুসলমানের ক্ষতি হতে রক্ষা করা এবং তার অনুপস্থিতে- সে ব্যক্তির জান-মাল রক্ষা করা।

٥٦. بَابُ فِىْ اِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পরের মাঝে আপোষ করা– সম্পর্কে

٤٨٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ الْعَلَاءِ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ *

৪৮৩৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি কি তোমাদের নামায, রোযা এবং যাকাত হতে উত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবীগণ বলেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বলেন ঃ তা হলো - পরস্পরের মাঝে আপোষ- মীমাংসা করে দেয়া। কেননা, পরস্পরের মধ্যেকার ঝগড়া-বিবাদ লোকদের ধ্বংস করে দেয়।

٤٨٤٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلَ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمٰى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ وَقَالَ اَحْمَدُ وَمُسَدَّدٌ لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا اَوْ اَنْمٰى خَيْرًا *

৪৮৪০। নাসর ইব্‌ন আলী (র) - - - হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান তাঁর মাতা (উম্মু কুলছুম (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দু'জনের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের লক্ষ্যে কিছু বাড়িয়ে বলে, মিথ্যা বলে না।

রাবী আহমদ ও মুসাদ্দাদ (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে লোকদের মাঝে সন্ধি করে দেয় কিছু ভাল কথা বলে বা কিছু বাড়িয়ে বলে।

٤٨٤١. حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيْزِيُّ نَا اَبُو الاَسْوَدِ عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ اَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَاسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُرَخِّصُ فِيْ شَيْئٍ مِّنَ الْكَذِبِ اِلاَّ فِيْ ثَلٰثٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ اَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُوْلُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيْدُ بِهٖ اِلاَّ الْاِصْلاَحَ وَالرَّجُلُ يَقُوْلُ فِى الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَاَتَهُ وَالْمَرْاَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا *

৪৮৪১। রাবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান, তার মা উম্মু কুলছুম বিন্‌ত উক্‌বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মিথ্যা বলার জন্য অনুমতি দিতে শুনেনি। তিনি বলতেন ঃ আমি সে ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি না, যে লোকদের মাঝে সন্ধি স্থাপনের জন্য কিছু বলে ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধের সময় (দুশমনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য) কিছু এবং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য, অথবা স্ত্রী-স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য কিছু বলে।

٥٧. بَابٌ فِى الْغِنَاءِ

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ গান-বাজনা সম্পর্কে

٤٨٤٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيَّ صَبِيْحَةَ بُنِيَ بِيْ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرَاتٌ يَّضْرِبْنَ بِدُفٍّ لَّهُنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ اِلٰى اَنْ قَالَتْ اِحْدٰهُنَّ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَّعْلَمُ مَافِيْ غَدٍ فَقَالَ دَعِيْ هٰذَا وَقُوْلِي الَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ *

(৪৮৪২। মুসাদ্দাদ (র) - - - রুবাইয়্যা বিন্‌ত মু'আব্বিয ইব্‌ন আফ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেদিন সকালে আমার নিকট আসেন, যে রাতে আমি আমার স্বামীর সাথে বাসর-রাত যাপন করি। এরপর তিনি আমার বিছানায় উপর এরূপ বসেন যেরূপ আপনি (খালিদ ইব্‌ন যাক্‌ওয়ান) বসেছেন। সে সময় ছোট-ছোট বালিকারা দফ বাজিয়ে গান শুরু করে, যাতে তারা আমাদের সেসব পূর্ব-পুরুষদের গৌরব কথার উল্লেখ করতে থাকে, যাঁরা বদরের যুদ্ধে

শহীদ হয়েছিলেন। এ সময় একজন বালিকা বলে উঠে ঃ "আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকাল কি ঘটবে – তা জানেন।" একথা শুনে নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা এরূপ বলো না, বরং তোমরা আগে যেরূপ বলছিলে, সেরূপ বলো।

٤٨٤٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ لَعِبَتِ الْحَبْشَةُ لِقُدُوْمِهِ فَرَحًا بِذٰلِكَ لَعِبُوْا بِحِرَابِهِمْ *

৪৮৪৩। হাসান ইব্ন আলী (র) - - -আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় আসেন, তখন হাবশীরা তাঁর আগমনে উল্লসিত হয়ে বল্লম নিয়ে খেলতে (নাচতে) থাকে।

٥٨. بَابُ كِرَاهِيَةِ الْغِنَا وَالزَّمْرِ

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ গান-বাজনার অপকারিতা সম্পর্কে

٤٨٤٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغُدَانِيُّ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَّافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ اِصْبَعَيْهِ عَلٰى اُذُنَيْهِ وَنَاىٰ عَنِ الطَّرِيْقِ وَقَالَ لِىْ يَانَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لاَقَالَ فَرَفَعَ اِصْبَعَيْهِ عَلٰى اُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَ مِثْلَ هٰذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُّنْكَرٌ *

৪৮৪৪। আহমদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র) - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ইব্ন উমার (রা) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে তাঁর কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেন। তিনি সেখান থেকে দূরে গিয়ে আমাকে বলেন ঃ হে নাফি'! তুমি কি এখনও কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ। আমি বলি ঃ না। তখন তিনি তাঁর কান থেকে আংগুল বের করে বলেন ঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি এরূপ শব্দ শুনে-এরূপ করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ হাদীছটি মুনকার।

٥٩. بَابُ الْحُكْمِ فِى الْمُخَنَّثِيْنَ

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ নপুংসকদের হুকুম সম্পর্কে

٤٨٤٥. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَّ اَبَا اُسَامَةَ اَخْبَرَهُمْ عَنْ مُّفَضَّلِ بْنِ يُوْنُسَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اَبِىْ يَسَارٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَابَالُ هٰذَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَاَمَرَبِهِ فَنُفِىَ اِلَى النَّقِيْعِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَقْتُلُهُ قَالَ اِنِّىْ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ وَالنَّقِيْعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِيْنَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيْعِ *

৪৮৪৫। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম ﷺ-এর কাছে একজন নপুসংক আসে, যার দু'হাত ও পা মেহেদী রংয়ে রঞ্জিত ছিল। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ ব্যক্তির অবস্থা কী ? জবাবে সাহাবীগণ বলেন ; ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ ব্যক্তি স্ত্রীলোকদের সাজে সেজেছে। তখন তাকে শহর থেকে বের করে দেয়ার হুকুম হলে, তাকে নাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেয়া হয়। এ সময় সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না ? তিনি বলেন ঃ আমাকে নামাযীদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাবী আবূ উছমান (র) বলেন ঃ নাকী স্থানটি মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত। এটা বাকী নামক স্থান নয়।

٤٨٤٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَن اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُخَنَّثٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لِعَبْدِ اللّٰهِ اَخِيْهِ اِنْ يَّفْتَحِ اللّٰهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَاَةٍ تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ *

৪৮৪৬। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম ﷺ আমার কাছে এমন সময় প্রবেশ করেন, যখন আমার কাছে একজন নপুংসক উপস্থিত ছিল। আর সে তার ভাইকে বলছিল। আগামীকাল মহান আল্লাহ্ যদি তায়েফের উপর (মুসলমানদের) বিজয় দান করেন, তবে আমি তোমাকে এমন এক স্ত্রীলোকের খবর দেব, যার আসার সময় তার পেটে চারটি ভাঁজ দেখা যায়; আর যখন সে চলে যায়, তখন তার পেটে আটটি ভাঁজ দেখা যায়। একথা শুনে নবী ﷺ তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেন।

٤٨٤٧. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَّحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَقَالَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ *

৪৮৪৭। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী

করীম ﷺ নারীবেশ ধারণাকারী পুরুষদের এবং পুরুষবেশ ধারণকারী নপুংসকদের উপর লা'নত করেছেন। তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা এদের ঘর থেকে বের করে দেবে।

٤٨٤٨. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَقَالَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ وَاَخْرِجُوْا فُلاَنًا وَّفُلاَنًا يَعْنِى الْمُخَنَّثِيْنَ *

৪৮৪৮। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ পুরুষবেশ ধারণকারী নপুংসক এবং নারীবেশ ধারণকারী পুরুষদের উপর লা'নত করেছেন। তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা তাদের তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেবে এবং অমুক অমুক- অর্থাৎ নপুংসকদের ও বের করে দেবে।

٦٠. بَابُ فِى اللَّعَبِ بِالْبَنَاتِ

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ের স্ত্রী পুতুল নিয়ে খেলা করা সম্পর্কে

٤٨٤٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَرُبَمَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِى الْجَوَارِىْ فَاِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ وَاِذَا خَرَجَ دَخَلْنَ *

৪৮৪৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কাপড়ের তৈরী স্ত্রী পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এমন সময় আসতেন, যখন অন্যান্য বালিকারা আমার কাছে উপস্থিত থাকতো। আর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তারা চলে যেত এবং যখন তিনি বাইরে যেতেন, তখন তারা আবার আসতো।

٤٨٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَوْ خَيْبَرَ وَفِىْ سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتِ الرِّيْحُ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِّعَائِشَةَ لُعَبٌ فَقَالَ مَاهٰذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِىْ وَرَاٰى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَّهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هٰذَا الَّذِىْ اَرٰى وَسَطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هٰذَا الَّذِىْ عَلَيْهِ قُلْتُ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَّهُ جَنَاحَانِ قَالَت اَمَا سَمِعْتَ اَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَّهَا

اَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى رَاَيْتُ نَوَاجِذَهُ *

৪৮৫০। মুহাম্মদ ইব্‌ন আওফ (র) - -- আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবূক অথবা খায়বরের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন, আর এ সময় আমার ঘরে একটা পর্দা ঝুলানো ছিল। বাতাসের কারণে পর্দার এক কোণা খুলে যাওয়ায় আমার খেলার পুতুলগুলো, যা একটি তাকের উপর ছিল, তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ হে আইশা! এগুলো কি ? তিনি বলেন ঃ এগুলো আমার পুতুল। এরপর নবী ﷺ তার মধ্যে একটি ঘোড়া দেখতে পান, যার দু'টি ডানা ছিল কাপড় দিয়ে তৈরী। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ এটা কি যা আমি দেখছি ? তিনি বলেন ঃ এটা ঘোড়া। নবী ﷺ বলেন ঃ এর উপর এটা কি ? তিনি বলেন ঃ দু'টি ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল ? আইশা (রা) বলেন ঃ আপনি কি শোনেননি, সুলায়মান (আ)-এর ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল ? আইশা (রা) বলেন ঃ আমার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে উঠেন, যার ফলে আমি তাঁর সামনের দাঁত স্পষ্টরূপে দেখতে পাই।

٦١. بَابُ فِى الْاُرْجُوْحَةِ

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ দোলনায় চড়া সম্পর্কে

٤٨٥١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ جَاءَ نِسْوَةٌ وَّاَنَا اَلْعَبُ عَلٰى اُرْجُوْحَةٍ وَاَنَا مُجَمَّمَةٌ فَذَهَبْنَ بِىْ فَهَيَّأْنَنِىْ وَصَنَعْنَنِىْ ثُمَّ اَتَيْنَ بِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَبَنٰى بِىْ اَنَا وَبِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ *

৪৮৫১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা যখন মদীনায় আসি, তখন আমার কাছে কয়েকজন মহিলা আসে, আর সে সময় আমি দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। এ সময় আমার মাথার চুল ছোট ছিল। তারা আমাকে নিয়ে গিয়ে সুন্দররূপে সুসজ্জিত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে আসে। এ সময় তিনি আমার সাথে সহবাস করেন, আর তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।

٤٨٥٢. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُسَامَةَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِاِسْنَادِهِ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ وَاَنَا عَلَى الْاُرْجُوْحَةِ وَمَعِىَ صَوَاحِبَاتِىْ فَاَدْخَلْنَنِىْ بَيْتًا فَاِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ *

৪৮৫২। বিশর ইব্‌ন খালিদ (র) - - - হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের সনদে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আইশা (রা) বলেন ঃ সে সময় আমি দোলনার উপর ছিলাম এবং আমার

সাথীরাও আমার সাথে ছিল। তারা আমাকে এমন একটি ঘরে নিয়ে যায়, যেখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন ঃ কল্যাণ ও বরকতময় হোক !

٤٨٥٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ يَّحْيٰى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِىْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَعَلٰى اُرْجُوْحَةٍ بَيْنَ عَذْقَيْنِ فَجَاءَتْنِىْ اُمِّىْ فَاَنْزَلَتْنِىْ وَلِىْ جُمَيْمَةٌ وَّسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৪৮৫৩। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা মদীনায় আগমনের পর হারিছ ইব্‌ন খায়রাজ নামক গোত্রে অবস্থান করি। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তখন দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম এবং আমার মাথার চুল ছোট ছিল, এ সময় আমার আম্মা এসে আমাকে দোলনা থেকে নামান। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٦٢. بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ اللَّعْبِ بِالنَّرْدِ

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ সতরঞ্চ খেলা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

٤٨٥٤. حَدَّثَنَا عَبدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ مُّوْسٰى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَّعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ *

৪৮৫৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শতরঞ্চ বা দাবা খেলে, সে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে।

٤٨٥٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّعِبَ بِالنَّرْدِ شِيْرَ فَكَاَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِىْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَّدَمِهٖ *

৪৮৫৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - বুরায়দাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শতরঞ্চ বা দাবা খেলে, সে যেন তার হাতকে শূকরের গোশ্‌ত ও রক্তের মধ্যে প্রবেশ করায়।

٦٣. بَابُ فِى اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কবুতর নিয়ে খেলা করা সম্পর্কে

٤٨٥٦. حَدَّثَنَا مُوْسَي بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً *

৪৮৫৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে কবুতরের পেছনে দৌড়াতে দেখে বলেন ঃ এক শয়তান আরেক শয়তানের অনুসরণ করছে।

٦٤. بَابُ فِى الرَّحْمَةِ

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ রহমত সম্পর্কে

٤٨٥٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّاَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ قَابُوْسٍ مَّوْلًى لِّعَبْدِ اللّٰهِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ ارْحَمُوْا اَهْلَ الاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ لَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ مَّوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ *

৪৮৫৭। মুসাদ্দাদ ও আবূ বকর ইব্ন শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ রহমকারীদের উপর রাহমান অর্থাৎ আল্লাহ্ রহম করেন। তোমরা যমীনবাসীদের উপর রহম কর, তাহলে আসমানের অধিপতি আল্লাহ্ তোমাদের উপর রহম করবেন।

٤٨٥٨. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا ح وَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ مَنْصُوْرٌ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِى حَدِيْثِهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اَقُوْلُهُ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ فَقَالَ اِذْ قَرَأْتَهُ عَلَىَّ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ صَاحِبَ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ يَقُوْلُ لاَتُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلاَّ مِنْ شَقِىٍّ *

৪৮৫৮। হাফসা ইব্ন উমার (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি

আবুল কাসিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, লোকেরা যাকে সত্যবাদী বলে জানতো, যিনি এই হুযরায় থাকতেন ; তিনি বলতেন ঃ দুর্ভাগা ব্যতীত আর কারো থেকে রহমত কেড়ে নেয়া হয় না।

٤٨٥٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْوِيْهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا *

৪৮৫৯। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের হক আদায় করে না, অর্থাৎ সম্মান করে না, সে আমাদের হক আদায় করে না, অর্থাৎ সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٦٥. بَابُ فِى النَّصِيْحَةِ

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ নসীহত সম্পর্কে

٤٨٦٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ اِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ اِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُوْا لِمَنْ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِلّٰهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ اَوْ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪৮৬০। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দীন হলো নসীহত, দীন হলো নসীহত ; দীন হলো নসীহত। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন কোন ব্যক্তিদের জন্য ? জবাবে নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমান শাসকের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য।

٤٨٦١. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَوْنٍ نَا خَالِدٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاَنْ اَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ فَكَانَ اِذَا بَاعَ الشَّيْئَ اَوِاشْتَرَاهُ قَالَ اَمَا اِنَّ الَّذِىْ اَخَذْنَا مِنْكَ اَحَبُّ اِلَيْنَا مِمَّا اَعْطَيْنَاكَ فَاخْتَرْ *

৪৮৬১। আমর ইব্‌ন আওন (র) - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাঁর কথা শোনা ও তাঁর অনুসরণের জন্য বায়'আত গ্রহণ করি, আর

এজন্যও যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে সদুপদেশ দেব। এ কারণে জারীর (রা) যখন কোন জিনিস বিক্রি করতেন বা খরিদ করতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ আমি যা তোমরা নিকট হতে গ্রহণ করছি, এ আমার কাছে তা থেকে অধিক প্রিয়, যা আমি তোমাকে দিচ্ছি। এখন তোমরা ইচ্ছা-বিক্রি করা বা খরিদ করা।

٦٦. بَابُ فِى الْمَعُوْنَةِ لِلْمُسْلِمِ

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানের সাহায্য করা সম্পর্কে

٤٨٦٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ عُثْمَانُ وَجَرِيْرٌ الرَّازِىُّ ح وَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى نَا اَسْبَاطٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلٌ حُدِّثْتُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوْا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَّسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَمَن يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ *

৪৮৬২। আবূ বকর ও উছমান (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমান হতে দুনিয়ার কোন বিপদ দূরীকরণে সাহায্য করে: কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার সমস্ত বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কষ্টে পতিত ব্যক্তির থেকে তার পাওনা আদায়ে নরম ব্যবহার করবে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার প্রতি আসানী করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন রাখবে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ্ সে বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করেন। যতক্ষণ সে তার ভাইকে সাহায্য করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ উছমান (র) সনদে আবূ মুআবিয়ার নাম এবং মতনে অর্থাৎ ভাষ্যে এর উল্লেখ করেন নি তাহলো ঃ আর যে ব্যক্তি কষ্টে পতিত ব্যক্তি থেকে তার পাওনা আদায়ে নরম ব্যবহার করবে।

٤٨٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ *

৪৮৬৩। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক সৎ-কাজই সাদাকা স্বরূপ।

٦٧. بَابُ فِىْ تَغْيِيْرِ الْاَسْمَاءِ

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ নাম পরিবর্তন করা সম্পর্কে

٤٨٦٤. حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا ح وَنَا مُسَدَّدٌنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ زَكَرِيَّا عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَاسْمَاءِ ابَاءِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَائَكُمْ *

৪৮৬৪। আমর ইব্ন আওন (র) - - - আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের ডাকা হবে – তোমাদের স্ব-স্ব নাম ও পিতার নাম সহকারে। অতএব তোমরা ভাল নাম রাখবে।

٤٨٦٥. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ زِيَادٍ وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ *

৪৮৬৫। ইবরাহীম ইব্ন যিয়াদ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কাছে সব চাইতে প্রিয় নাম হলো – আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান।

٤٨٦٦. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ سَعِيْدٍ الطَّالِقَانِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَقِيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ وَهْبٍ الْجُشَمِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ وَاَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَاَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ *

৬৭৬৬। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত এবং তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা নবীদের নামে – নাম রাখবে । আর আল্লাহ্র সব চাইতে প্রিয় নাম হলো – আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান এবং সব চাইতে উত্তম নাম হলো ঃ হারিছ ও হাম্মাম এবং নিকৃষ্ট নাম হলো – হারব (যুদ্ধ) ও মুররা (তিক্ত)।

٤٨٦٧. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللّٰهِ اَبِىْ طَلْحَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ وَالنَّبِىُّ ﷺ فِىْ عَبَاءَةٍ

يَهْنَأُ بَعِيْرًا لَّهُ قَالَ هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِيْ فِيْهِ فَلاَ كَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَفَاهُ فَأَوْجَرَهُنَّ اِيَّاهُ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُبُّ الْاَنْصَارِ التَّمْرُ وَسَمَّاهُ عَبْدُ اللّٰهِ *

৪৮৬৭। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তালহার জন্মের পর তাকে নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি তখন আবা (বিশেষ জামা) পরিহিত অবস্থায় তাঁর উটের শরীরে ঔষধ লাগাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কাছে খেজুর আছে কি ? আমি বলি ঃ হাঁ । তখন আমি তাঁকে কিছু খেজুর দিলে. তিনি তা চিবিয়ে সে বাচ্চার মুখে দেন। ফলে বাচ্চাটি মুখ নাড়াতে থাকে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ আনসারগণ খেজুর পসন্দ করে। এরপর তিনি সে ছেলের নাম রাখেন – আবদুল্লাহ্।

٦٨. بَابٌ فِيْ تَغْيِيْرِ الْاِسْمِ الْقَبِيْحِ

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখা সম্পর্কে

٤٨٦٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَّمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ اَنْتِ جَمِيْلَةٌ *

৪৮৬৮। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমার (রা)-এর কন্যা আসিয়ার নাম পরিবর্তন করে দেন এবং বলেন. তোমার নাম হলো – জামিলা।

٤٨٦٩. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مُّحَمَّدَ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ سَاَلَتْهُ مَا سَمَّيْتَ ابْنَتَكَ قَالَ سَمَّيْتُهَا بَرَّةَ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ هٰذَا الْاِسْمِ سُمِّيْتُ بَرَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالَ مَا نُسَمِّيْهَا قَالَ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ *

৪৮৬৯। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা যায়নব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি তোমার মেয়ের নাম কি রেখেছ ? তিনি বলেন ঃ আমি তার নাম রেখেছি বার্‌রা। তখন যায়নব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। আগে আমার নাম ছিল বার্‌রা। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা নিজেদের প্রশংসা করো না. আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে ভাল তা খুবই

জানেন। তখন কেউ জিজ্ঞাসা করে ঃ তাহলে আমরা তার কি নাম রাখবো ? তিনি বলেন ঃ তোমরা তার নাম রাখ - যায়নব।

٤٨٧٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ حَدَّثَنِىْ بَشِيْرُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ اَخْدَرِيٍّ اَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ اَصْرَمُ كَانَ فِى النَّفَرِ الَّذِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اسْمُكَ قَالَ اَنَا اَصْرَمُ قَالَ بَلْ اَنْتَ زُرْعَةُ *

৪৮৭০। মুসাদ্দাদ (র) - - - উসামা ইব্ন আখদারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসে, যার মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল - আসরাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমার নাম কি ? সে ব্যক্তি বলে ঃ আমার নাম হলো - আসরাম। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ বরং তুমি হলে - যার'আ।

٤٨٧١. حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يَّزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ هَانِئٍ اَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّوْنَهُ بِاَبِى الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنّٰى اَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ اِنَّ قَوْمِىْ اِذَا اخْتَلَفُوْا فِى شَيْئٍ اَتَوْنِىْ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِىَ كِلاَ الْفَرِيْقَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْسَنَ هٰذَا فَمَالَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِىْ شُرَيْحٌ وَّمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ قَالَ فَمَنْ اَكْبَرُهُمْ قَالَ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَاَنْتَ اَبُوْ شُرَيْحٍ *

৪৮৭১। বারী' ইব্ন নাফি' (র) - - - হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিনি যখন তার সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আছে, তখন নবী ﷺ শুনতে পান যে, তার কাওমের লোকেরা তাকে 'আবুল হাকাম' বলে সম্বোধন করছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে বলেন ঃ হাকাম হলেন - আল্লাহ্, আর হুকুম তো তাঁরই। কাজেই তোমার নাম আবুল - হাকাম কিরূপে হতে পারে ? তখন সে বলে ঃ আমার কাওমের লোকদের মাঝে যখন ঝগড়া-বিবাদ হয়, তখন তারা আমার কাছে আসলে, আমি তাদের মাঝে এমনভাবে মীমাংসা করে দেই যে, তারা উভয় পক্ষই খুশী হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এতো খুবই উত্তম কথা! এরপর নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার ছেলে সন্তান কয়টি ? সে বলে ঃ (আমার ছেলেদের নাম) শুরায়হ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ্। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ এদের মধ্যে বড় কে ? সে বলে, আমি বলি ঃ শুরায়হ। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তা হলে আবূ শুরায়হ।

٤٨٧٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ قَالَ

حَزَنٌ قَالَ اَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لاَ السَّهْلُ يُوْطَاُ وَيُمْتَهَنُ قَالَ سَعِيْدٌ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُصِيْبُنَا بَعْدَهُ حَزُوْنَةٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَغَيَّرَ النَّبِىُّ ﷺ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيْزٍ وَعَتْلَةٍ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَمَّى حَرْبًا سَلْمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ وَاَرْضًا تُسَمَّى عَفِرَةً اسَمَّاهُ خُضْرَةً وَشِعْبَ الضَّلاَلَةِ سَمَّاهُ شِعْبَ الْهُدٰى وَبَنُوا الزِّيْنَةِ سَمَّاهُمْ بَنُوا الرُّشْدَةِ وَسَمَّى بَنِىْ مُغْوِيَةَ بَنِىْ رُشْدَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ تَرَكْتُ اَسَانِيْدَهَا لِلاخْتِصَارِ *

৪৮৭২। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার নাম কি ? তিনি বলেন ঃ হাযান (অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি)। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি হলে সাহ্ল (অর্থাৎ সহজ বা নরম)। তখন তিনি বলেন ঃ সাহ্ল তো পদদলিত ও অপমানিত হয়ে থাকে!

রাবী সাঈদ (র) বলেন ঃ একথা শুনে আমার মনে হয় যে, আমাদের খান্দানের উপর বালা-মসীবত অবশ্যই আসবে। (কেননা, আমার দাদা নবী ﷺ প্রদত্ত নাম কবূল করেননি।)

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ নবী করীম ﷺ 'আস্' নাম বদলিয়ে 'আযীয' নাম রাখেন। আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আমি সনদ বর্ণনা করিনি।

٤٨٧٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نَا اَبُوْ عُقَيْلٍ نَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ لَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ اَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوْقُ بْنُ الاَجْدَاعِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الاَجْدَعُ شَيْطَانٌ *

৪৮৭৩। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমার সাথে উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর দেখা হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কে ? আমি বলি ঃ মাস্রূক ইব্ন আজদা'। তখন উমার (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আজদা' হলো – শয়তানের নাম।

٤٨٧٤. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا وَّلاَ يَسَارًا وَّلاَ نَجِيْحًا وَلاَ اَفْلَحَ فَاِنَّكَ تَقُوْلُ اَثَمَّ هُوَ فَيَقُوْلُ لاَ اِنَّمَا هُوَ اَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيْدَنَّ عَلَىَّ *

৪৮৭৪। নুফায়লী (র) - - - সামুরা ইব্‌ন জুন্‌দুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের ছেলেদের নাম - রাবাহ (উপকারী), ইয়াসার (ধনী), নাজীহ (মুক্ত) এবং আফ্‌লাহ্ রাখবে না। কেননা, তোমরা যখন জিজ্ঞাসা করবে, এখানে কি অমুক ব্যক্তি আছে ? তখন অন্যরা বলবেঃ না। সামুরা (রা) বলেনঃ এই চারটি নাম আমি বললাম। এর অধিক সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবে না।

٤٨٧٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُسَمِّيَ رَفِيْقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءَ أَفْلَحَ وَيَسَارًا وَّنَافِعًا وَّرَبَاحًا *

৪৮৭৫। আহমদ ইবন হাম্বাল (র) - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে চারটি নাম রাখতে নিষেধ করেছেন ; আর তা হলোঃ আফ্‌লাহ্, ইয়াসার, নাফি' ও রাবাহ্।

٤٨٧٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَنْهٰى أُمَّتِيْ أَنْ يُسَمُّوْا نَافِعًا وَّأَفْلَحَ وَبَرَكَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ وَلَا أَدْرِيْ أَذَكَرَ نَافِعًا أَمْ لَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُوْلُ أَثَمَّ بَرَكَةٌ فَيَقُوْلُوْنَ لَا قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ بَرَكَةً *

৪৮৭৬। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আমি যদি জীবিত থাকি, তবে ইনশা-আল্লাহ্ আমার উম্মতদের নাম – নাফি', আফ্‌লাহ্ এবং বরকত রাখতে নিষেধ করবো।

রাবী আ'মাশ (র) বলেনঃ আমার মনে নেই, রাবী আবূ সুফিয়ান (র) নাফে' নামটি উচ্চারণ করেছিলেন কিনা। কেননা, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেঃ এখানে বরকত আছে কি ? আর কেউ বলেঃ না; (তবে এটা শুনতে ভাল লাগে না।)

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেনঃ এ হাদীছ যুবায়র (র) জাবির (রা) থেকে, তিনি নবী করীম থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানে 'বরকত' নামের উল্লেখ নেই।

٤٨٧٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُسَمّٰى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيْ

الزِّنَادِ بِاسْنَادٍ قَالَ اَخْنَا اَسْمٍ *

৪৮৭৭। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সে ব্যক্তিই সর্ব-নিকৃষ্ট নামের অধিকারী হবে, যাকে (দুনিয়াতে) লোকেরা "মালিকুল - আমলাক" বা রাজাধিরাজ বলে।

٦٩. بَابٌ فِى الْاَلْقَابِ

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ খারাপ উপাধি সম্পর্কে

٤٨٧٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ جُبَيْرَةَ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ فِيْنَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِىْ بَنِىْ سَلَمَةَ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ اِلاَّ وَلَهُ اِسْمَانِ اَوْ ثَالِثَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَافُلَانُ فَيَقُوْلُوْنَ مَهْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هٰذَا الْاِسْمِ فَاُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ *

৪৮৭৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ জুবায়রা ইব্‌ন যাহ্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের – অর্থাৎ সাল্‌মা গোত্রের লোকদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়। (আয়াতের অর্থ হলো ঃ) "তোমরা একে অন্যকে খারাপ উপাধিতে আহ্বান করো না। কেননা, ঈমান আনার পর খারাপ নামে ডাকা খুবই অন্যায়।"

রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন আমাদের মাঝে এমন কেউ-ই ছিল না, যার দুই-তিনটা নাম না ছিল! এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কারো নাম ধরে ডাকেন ঃ হে অমুক! তখন তারা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি থামুন। এ নামে ডাকলে সে ব্যক্তি নাখোশ হয়। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ তোমরা একে অন্যকে খারাপ উপাধিতে আহ্বান করো না।

٧٠. بَابٌ فِىْ مَنْ يَتَكَنّٰى بِاَبِىْ عِيْسٰى

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ আবূ ঈসা কুনিয়াত বা উপনাম রাখা সম্পর্কে

٤٨٧٩. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ نَا اَبِىْ نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ ابْنًا لَهُ يُكَنّٰى اَبَا عِيْسٰى وَاَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُكَنّٰى بِاَبِىْ عِيْسٰى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تُكَنّٰى

جَابِرٍ وَّسُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَّحْوَهُمْ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ *

৪৮৮১। মুসাদ্দাদ (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে – নাম রাখ; তবে আমার উপনামে তোমরা নাম রেখো না।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আবূ সালিহ্ (র) এ ভাবেই আবূ হুরায়রা (রা) জাবির (রা) থেকে; সালিম ইব্ন আবূ জা'দ (র) - - - জাবির (রা) থেকে ; ইব্ন মুন্কাদির (র) জাবির (রা) থেকে এবং আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٧٣. بَابُ فِيْ مَنْ رَأَى اَنْ لاَّ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর নাম ও কুনিয়াত এক সাথে না রাখা সম্পর্কে

٤٨٨٢. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ يُّسَمّٰى بِاسْمِىْ فَلاَ يُكَنّٰى بِكُنْيَتِىْ وَمَنِ اكْتَنٰى بِكُنْيَتِىْ فَلاَ يَتَسَمّٰى بِاسْمِىْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى بِهٰذَا الْمَعْنٰى ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفًا عَنِ الرِّوَايَتَيْنِ وَكَذٰلِكَ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اخْتُلِفَ فِيْهِ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلٰى مَاقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَاخْتُلِفَ فِيْهِ عَلٰى مُوْسَى بْنَ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَيْضًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ فِيْهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَّابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ *

৪৮৮২। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নামে – নাম রাখবে, সে যেন আমার উপনাম না রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার উপনাম রাখে, সে যেন আমার নামে – নাম না রাখে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ ইব্ন আজলান (র) তার পিতা থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এভাবেই আবদুর রহমান (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মতভেদসহ বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি ছাওরী এবং ইব্ন জুরায়হ্ (র) আবূ যুবায়র (রা) -এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুগাফ্ফাল (র) ইব্ন সীরীন (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মূসা ইব্ন ইয়াসার এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তবে এতে হাম্মাদ ইবন খালিদ ও ইব্ন আবূ ফুদায়ক (র) মতভেদ পোষণ করেন।

٧٤. بَابُ فِى الرُّخْصَةِ فِى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুনিয়াত ও নাম এক সাথে রাখা সম্পর্কে

٤٨٨٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرِ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ فِطْرٍ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ وُلِدَ لِىْ مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ اُسَمِّيْهِ بِاسْمِكَ وَاُكَنِّيْهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ يَقُلْ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ لِلنَّبِىِّ ﷺ *

৪৮৮৩। উছমান ও আবূ বকর (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন হানাফীয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলী (র) বলেছেন ঃ একদা আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ইনতিকালের পর যদি আমার ঔরসে কোন সন্তান জন্ম নেয়,তবে আমি তার নাম ও কুনিয়াত আপনার নাম ও কুনিয়াতের অনুরূপ রাখতে পারবো কি।' তিনি বলেন ঃ হাঁ।

রাবী আবূ বকর (র) তার বর্ণনায় ঃ "আমি জিজ্ঞাসা করি" নবী করীম ﷺ -কে", আলী (রা)-এর এ উক্তিটির উল্লেখ নেই।

٤٨٨٤. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِىُّ عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ وَلَدْتُ غُلاَمًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ اَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَلِىْ اَنَّكَ تَكْرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَاالَّذِىْ اَحَلَّ اسْمِىْ وَحَرَّمَ كُنْيَتِىْ اَوْمَا الَّذِىْ حَرَّمَ كُنْيَتِىْ وَاَحَلَّ اسْمِىْ*

৪৮৮৪। নুফায়লী (র) - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা একজন মহিলা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একটি ছেলে হয়েছে, আমি তার নাম রেখেছি মুহাম্মদ এবং কুনিয়াত রেখেছি আবুল কাসেম। লোকেরা আমাকে বলেছে, আপনি নাকি এটা অপসন্দ করেন ? জবাবে তিনি বলেন ঃ যখন আমার নামে – নাম রাখায় আপত্তি নেই, তখন আমার কুনিয়াতে - কুনিয়াত রাখা হারাম হবে কেন ? .

٧٥. بَابُ فِى الرَّجُلِ يَتَكَنّٰى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ ছেলে সন্তান না থাকা সত্ত্বেও কুনিয়াত রাখা– সম্পর্কে

٤٨٨٥. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِىْ اَخٌ صَغِيْرٌ يُكَنّٰى اَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ

نَغْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَاهُ حَزِيْنًا فَقَالَ مَاشَانُهُ فَقَالُوْا مَاتَ نَغْرُهُ فَقَالَ اَبَا عُمَيْرٍ مَافَعَلَ النُّغَيْرِ *

৪৮৮৫। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আসতেন, আর আমার একটা ছোট ভাই ছিল- যার কুনিয়াত ছিল আবূ উমায়র। তার ছোট একটা পাখী ছিল, যা নিয়ে সে খেলা করতো। হঠাৎ পাখিটি মারা যায়। তখন নবী ﷺ একদিন তার কাছে এসে তাকে চিন্তিত দেখে বলেন ঃ তার কি হয়েছে ? লোকেরা জবাব দেয় ঃ তার চড়ুই পাখিটি মারা গেছে। তখন তিনি বলেন ঃ হে আবূ উমায়র! তোমার নুগায়র অর্থাৎ চড়ুই পাখির খবর কী ?

٧٦. بَابُ فِى الْمَرْأَةِ تُكَنَّى

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের কুনিয়াত রাখা– সম্পর্কে

٤٨٨٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنٰى قَالَ نَا حَمَّادُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّ صَوَاحِبِىْ لَهُنَّ كُنًى قَالَ فَاكْتَنِىْ بِابْنِكَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مُسَدَّدٌ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَكَانَتْ تُكَنَّى بِاُمِّ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ قِرَانُ بْنُ تَمَامٍ وَّمَعْمَرٌ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ وَرَاهُ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ وَكَذٰلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَمَسْلَمَةُ بْنُ قَعْنَبٍ عَنْ هِشَامٍ كَمَا قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ *

৪৮৮৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ.! আমার সব সখীদের কুনিয়াত আছে। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি ও তোমার ছেলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নামের সাথে কুনিয়াত রাখ। অর্থাৎ তুমি তোমার কুনিয়াত রাখ উম্মু – আবদুল্লাহ্।[১]

٧٧. بَابُ فِى الْمَعَارِيْضِ

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইশারা-ইংগিতে কথাবার্তা বলা সম্পর্কে

٤٨٨٧. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىُّ نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

১. উল্লেখ্য যে, আবদুল্লাহ্ (রা) ছিলেন – আইশা (রা)-এর বোন আস্মা (রা)-এর পুত্র। নবী করীম (সা) পরোক্ষভাবে তাঁকে আইশা (রা)-এর পুত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। (-অনুবাদক)।

سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدٍ الْحَضْرَمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَلَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَّاَنْتَ لَهٗ بِهٖ كَاذِبٌ *

৪৮৮৭। হাযওয়া ইব্ন শুরায়হ (র) - - - সুফিয়ান ইব্ন উসায়দ হায্‌রামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ বড় চুরী এই যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে এমন ভাবে কথা বললে, যা সে সত্য মনে করে, অথচ তুমি তা মিথ্যা হিসাবে বলছো। (অর্থাৎ ইশারা-ইংগিতে এমন কিছু বলা উচিত নয়, যা শ্রোতা সত্য মনে করে, আর বক্তার উদ্দেশ্য অন্য কিছু।)

٧٨. بَابُ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ زَعَمُوْا

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে বলে– "লোকদের ধারণা এরূপ" এ সম্পর্কে

٤٨٨٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَّحْيٰى عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ لِاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ اَوْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لِاَبِىْ مَسْعُوْدٍ مَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ زَعَمُوْا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِئْسَ مَطِيَّةَ الرَّجُلِ زَعَمُوْا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ حُذَيْفَةُ *

৪৮৮৮। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ; অথবা আবূ আবদুল্লাহ্ (র) আবূ মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে "লোকদের ধারণা এরূপ"– এ উক্তি সম্পর্কে কি বলতে শুনেছেন ? তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ এ ধরনের উক্তি খুবই খারাপ।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ্ (র)-এর নাম হলো – হুযায়ফা।

٧٩. بَابُ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهٖ اَمَّا بَعْدُ

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার বক্তৃতায় বলে ঃ আম্মা বা'দ- এ সম্পর্কে

٤٨٨٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَهُمْ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ *

৪৮৮৯। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ লোকদের সামনে খুত্‌বা পেশের সময় বলেন-''আম্মা বা'দ''-অর্থাৎ এরপর বক্তব্য হলো।

٨٠. بَابُ فِى الْكَرْمِ وَحِفْظِ الْمَنْطِقِ

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ আংগুরকে 'কারম' না বলা এবং সাবধানে কথাবার্তা বলা-সম্পর্কে

٤٨٩٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمُ الْكَرْمَ فَاِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا حَدَائِقُ الْاَعْنَابِ *

৪৮৯০। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আংগুরকে 'কারম' বলবে না; কেননা, 'কারম' বলা হয় মুসলিম পুরুষকে; বরং তোমরা বলবে ঃ 'ইনাব বা আংগুরের বাগান।[১]

٨١. بَابُ لاَيَقُوْلُ الْمَمْلُوْكُ رَبِّىْ وَرَبَّتِىْ

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ দাস-দাসী স্বীয় মনিবকে ঃ হে আমার রব! বলবে না এ সম্পর্কে

٤٨٩١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَحَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ وَلاَ يَقُوْلَنَّ الْمَمْلُوْكُ رَبِّىْ وَرَبَّتِىْ وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ فَتَاىَ وَفَتَاتِىْ وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوْكُ سَيِّدِىْ وَسَيِّدَتِىْ فَاِنَّكُمُ الْمَمْلُوْكُوْنَ وَالرَّبُّ اللّٰهُ تَعَالٰى *

৪৮৯১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন না বলে ঃ আমার দাস, আমার দাসী। পক্ষান্তরে দাস বা দাসী যেন না বলে ঃ আমার মনিব, আমার কর্ত্রী। বরং মালিক এরূপ বলবে ঃ আমার যুবক, আমার যুবতী এবং দাস-দাসী বলবে ঃ আমার নেতা, আমার নেত্রী। কেননা, তোমরা সবাই দাস ও দাসী এবং প্রকৃত রব হলেন- মহান আল্লাহ্।

٤٨٩٢. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَلْيَقُلْ

---

১. জাহিলী যুগের লোকেরা আংগুরকে 'কারম' বলতো। তাদের ধারণা ছিল আংগুরের শরাব পান করলে মানুষের মধ্যে দাতার গুণ সৃষ্টি হয়। ইসলামে শরাব হারাম হওয়ার কারণে নবী (সা) এরূপ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। (-অনুবাদক)।

سَيِّدِىْ وَمَوْلاَىَ *

৪৮৯২। ইব্‌ন সার্‌হ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ -এর উল্লেখ না করে বলেন ঃ দাস-দাসী তাদের মনিবদের এরূপ বলবে ঃ আমার নেতা, আমার মাওলা।

٤٨٩٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَانَّهُ اِنْ يَّكُ سَيِّدًا فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৮৯৩। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মুনাফিকদের সর্দার বলবে না। কেননা, তোমরা যদি তাদের সর্দার বল, তবে তোমরা তোমাদের মহান রবকে অসন্তুষ্ট করবে।

٨٢. بَابُ لاَيُقَالُ خَبُثَتْ نَفْسِىْ

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের নাফ্‌সকে খাবীছ না বলা- সম্পর্কে

٤٨٩٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِىْ وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِىْ *

৪৮৯৪। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমার নাফ্‌স খাবীছ হয়ে গেছে ; বরং (প্রয়োজন) বলবে ঃ আমার দিল পেরেশান হয়েছে।

٤٨٩٥. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِىْ *

৪৮৯৫। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমার দিল তড়পাচ্ছে, বরং বলবে ঃ আমার দিল পেরেশান।

٤٨٩٦. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ وَّلٰكِنْ

قُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ *

৪৮৯৬। আবূ ওয়ালীদ তায়ালিসী (র) - - - হুযায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা এরূপ বলবে না যে, যদি আল্লাহ্ চান এবং অমুক ব্যক্তিও চান ; বরং তোমরা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, এরপর যদি অমুক ব্যক্তির মরযী হয়।

٤٨٩٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمٍ الطَّائِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ خَطِيْبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَالَ قُمْ اَوْ قَالَ اذْهَبْ فَبِئْسَ الْخَطِيْبُ اَنْتَ *

৪৮৯৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর সামনে খুতবা দেয়ার সময় বলে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তার রাসূলের অনুসরণ করে, সে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি তাদের নাফরমানী করে। একথা শুনে নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি থাম, অথবা তিনি বলেন ঃ তুমি চলে যাও ! তুমি নিকৃষ্ট খুতবাদানকারী!

٤٨٩٨. حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ يَّعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ يَّعْنِىْ الْحَذَّاءَ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ رَّجُلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لَاتَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ تَعَاظَمَ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُوْلُ بِقُوَّتِى وَلٰكِنْ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ تَصَاغَرَ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ الذُّبَابِ *

৪৮৯৮। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (র) - - - আবূ মালীহ্ (র) একব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে একই উটের পিঠে সাওয়ার ছিলাম। এ সময় উটটি লাফালাফি করতে থাকলে আমি বলি ঃ শয়তান মরুক! তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি এরূপ বলো না যে, শয়তানের সর্বনাশ হোক! কেননা, তুমি যখন এরূপ বলবে, তখন শয়তান অহংকারে ফুলে ঘরের মত হয় এবং বলে ঃ আমি খুবই শক্তিমান। বরং তুমি বলবে ঃ বিস্‌মিল্লাহ্! কেননা যখন তুমি এরূপ বলবে, তখন শয়তান ছোট হয়ে মাছির মত হয়ে যায়।

٤٨٩٩. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ ح وَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتَ وَقَالَ مُوْسٰى اِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ

قَالَ مَالِكٌ اِذَا قَالَ ذٰلِكَ تَحَزُّنًا لِمَا يَرٰى فِى النَّاسِ يَعْنِىْ فِىْ اَمْرِ دِيْنِهِمْ فَلاَ اَرٰى بِهٖ بَاسًا وَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهٖ وَتَصَاغُرًا لِلنَّاسِ فَهُوَ الْمَكْرُوْهُ الَّذِىْ نُهِىَ عَنْهُ *

৪৮৯৯। কা'নাবী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি কাউকে এরূপ বলতে শোনবে ঃ সব লোক ধ্বংস হয়ে গেছে, (তখন তুমি মনে করবে যে,) তাদের মাঝে সে ব্যক্তিই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ মালিক (র) বলেছেন ঃ দীনের করুণ অবস্থা দেখে ব্যথাহত হৃদয়ে যদি কেউ এরূপ উক্তি করে, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। তবে যদি কেউ অহংকারভরে, অন্যাকে নিকৃষ্ট মনে এরূপ উক্তি করে, তবে তা মাকরূহ। আর এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

٨٣. بَابٌ فِىْ صَلٰوةِ الْعَتَمَةِ

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈশার সালাতকে 'আত্‌মা' বলা অনুচিত সম্পর্কে

٤٩٠٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اسْمِ صَلٰوتِكُمْ اِلاَّ وَاِنَّهَا الْعِشَاءُ وَلٰكِنَّهُمْ يَعْتِمُوْنَ بِالْاِبِلِ *

৪৯০০। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আরবের বেদুঈনের তোমাদের সালাতের নামের উপর যেন বিজয়ী না হয়, (অর্থাৎ তাদের থেকে শুনে তোমার ঈশার সালাতকে আত্‌মা বলবে না।) এ হলো - ঈশার সালাত। আরবের লোকেরা উটের দুধ দোহন করার সময় অন্ধকার হয়ে যেত বলে সালাতকে তারা আত্‌মা বলতো।

٤٩٠١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ نَا مِسْعَرُ بْنُ كُدَامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ قَالَ مِسْعَرٌ اُرَاهُ مِنْ خُزَاعَةَ لَيْتَنِىْ صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ كَاَنَّهُمْ عَابُوْا ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَابِلاَلُ اَقِمِ الصَّلٰوةَ اَرِحْنَا بِهَا *

৪৯০১। মুসাদ্দাদ (র) - - - সালিম ইব্‌ন আবূ জা'আদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা একব্যক্তি বলে, আমার মতে সে খুযা'আ গোত্রের লোক, যদি আমি নামায পড়তে পারতাম, তবে শান্তি পেতাম। লোকেরা তার এ কথায় ক্ষুব্ধ হয়। তখন সে বলে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে

শুনেছি ঃ হে বিলাল! তুমি সালাতের জন্য ইকামত দিয়ে আমাদের শান্তি প্রদান কর।

٤٩٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا اِسْرَائِيْلُ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَاَبِى اِلٰى صِهْرٍ لَّنَا مِنَ الْاَنْصَارِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ لِبَعْضِ اَهْلِهِ يَاجَارِيَةُ ايْتُوْنِىْ بِوَضُوْءٍ لَعَلِّىْ اُصَلِّىْ فَاسْتَرِيْحَ قَالَ فَانْكَرْنَا ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَابِلَالُ اَقِمْ فَاَرِحْنَا بِالصَّلٰوةِ *

৪৯০২। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন হানাফীয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি এবং আমার পিতা নিজের শ্বশুর বাড়ীতে একজন আনসার সাহাবীর সেবার জন্য গমন করি। এ সময় সালাতের ওয়াক্ত হলে, আনসার সাহাবী একজন বালিকাকে ডেকে বলে ঃ আমার জন্য উযূর পানি আনো, যাতে আমি সালাত আদায় করে শান্তি পাই।

রাবী বলেন ঃ আমাদের কাছে তার এ বক্তব্য খারাপ মনে হলে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ হে বিলাল! তুমি ইকামত দাও এবং নামাযের মাধ্যমে আমাদের শান্তি প্রদান কর।

٤٩٠٣. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدٍ نَا اَبِىْ نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْسُبُ اَحَدًا اِلاَّ اِلَى الدِّيْنِ *

৪৯০৩। হারূন ইব্ন যায়দ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দীন ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে কোন ব্যক্তিকে সম্পর্কিত করতে শুনিনি।

٨٤. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى الْكَذِبِ

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা বলার ক্ষতি সম্পর্কে

٤٩٠٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ ح وَنَا مُسَدَّدٌنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبُ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا *

৪৯০৪। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মিথ্যা পরিহার করবে। কেননা, মিথ্যা মানুষকে খারাপ কাজে লিপ্ত করে, আর অপকর্ম মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলা শুরু করে, তখন বার-বার মিথ্যা বলার কারণে, আল্লাহ্র দরবারে তার নামটি 'মিথ্যাবাদী' হিসাবে লিখিত হয়। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা সত্য কথা বলবে। কেননা, সত্য মানুষকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় এবং কল্যাণ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়। আর যখন কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলতে থাকে, তখন সব সময় সত্য কথা বলার কারণে, আল্লাহ্র দরবারে তার নামটি 'সত্যবাদী' হিসাবে লিখিত হয়।

٤٩٠٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا يَحْيٰى عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلَّذِىْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ *

৪৯০৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - বাহায ইব্ন হাকীম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে নিছক হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে, তার পরিণাম খুবই খারাপ ! তার,পরিণাম খুবই খারাপ !

٤٩٠٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ مَّوَالِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ الْعَدَوِىِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ دَعَتْنِىْ اُمِّى يَوْمًا وَّرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ فِىْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ اُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا اَرَدْتِّ اَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ اُعْطِيْهِ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْهِ كَذِبَةٌ *

৪৯০৬। কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির (র) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমার মা আমাকে ডাকেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ঘরে অবস্থান করছিলেন। আমার মা আমাকে বলেন ঃ তুমি এখানে এসো, আমি তোমাকে দেব। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি তাকে কি দিতে চাচ্ছ ? তখন তিনি বলেন ঃ আমি তাকে খেজুর দেব। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার জন্য একটা গুনাহ্ লেখা হতো।

٤٩٠٧. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ نَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ لَمْ يَذْكُرْ حَفْصٌ اَبَا هُرَيْرَةَ *

৪৯০৭। হাফ্স ইব্ন উমার (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তা-ই অন্যের কাছে বলে বেড়ায়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ হাফ্স ইব্ন উমার (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

٨٥. بَابُ فِيْمَا يُرْوٰى مِنَ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান- সম্পর্কে

٤٩٠٨. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا لاَبِىْ طَلْحَةَ فَقَالَ مَارَاَيْنَا شَيْئًا اَوْمَا رَاَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَاِنْ وَّجَدْنَاهُ لَبَحْرًا *

৪৯০৮। আমর ইব্ন মারযূক (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার মদীনাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বের হন। এরপর তিনি ফিরে এসে বলেন ঃ আমি তো ভয়ের কিছুই দেখলাম না ! আর আমি এ ঘোড়াকে দরিয়ার মত পেয়েছি. (অর্থাৎ এর চলন খুবই ভাল!)

٨٦. بَابُ فِىْ حُسْنِ الظَّنِّ

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ ভাল ধারণা পোষণ করা- সম্পর্কে

٤٩٠٩. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ مُهَنَّاٍ اَبِىْ شَبِيْلٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ اَفْهَمْهُ جَيِّدًا مِّنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ سُهَيْرٍ قَالَ نَصْرٌ شُتَيْرِ بْنِ نَهَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَصْرٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ *

৪৯০৯। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ ভাল-ধারণা পোষণ করা হলো - উত্তম ইবাদত।

٤٩١٠. حَدَّثَنَا خَلاَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهُ اَزُوْرُه لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ فَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِىْ لِيُقَلِّبَنِىْ وَكَانَ

مَسْكَنُهَا فِىْ دَارِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا رَاَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ قَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيْتُ اَنْ يَّقْدِفَ فِىْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا اَوْ قَالَ شَرًّا *

৪৯১০। খিলাফ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - সাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইতিকাফে থাকাবস্থায় রাতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই এবং কথাবার্তা বলি। এরপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালে নবী ﷺ ও দাঁড়ান আমাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য। এ সময় তিনি (সাফিয়্যা (র)) উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর গৃহে অবস্থান করতেন। পথিমধ্যে দু'জন আনসার সাহাবীর সাথে দেখা হয়, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখে দ্রুত চলতে থাকেন। তখন নবী করীম ﷺ তাদের বলেনঃ তোমার স্বাভাবিক গতিতে চল। এ হলো সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (আমার স্ত্রী।) তখন তারা বলেঃ সুবহানাল্লাহ্! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আমারা কি আপনার ব্যাপারে কোন খারাপ ধারণা করতে পারি?) তখন নবী করীম ﷺ বলেনঃ শয়তান মানুষের দেহে রক্ত প্রবাহের ন্যায় চলাফেরা করে। কাজেই আমার আশংকা, সে হয়তো তোমাদের মনে খারাপ কোন চিন্তার উদ্রেক করতে পারে!

٨٧. بَابٌ فِى الْعِدَةِ

৮৭. অনুচ্ছেদঃ ওয়াদা পালন সম্পর্কে

٤٩١١. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا اَبُوْ عَامِرٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِى النُّعْمَانِ عَنْ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهٖ اَنْ يَّفِىَ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِيْئَ لِلْمِيْعَادِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ *

৪৯১১। ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এ নিয়তে ওয়াদা করে যে, সে তা পালন করবে, কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে তা পালন করতে অপরাগ হলে অর্থাৎ ওয়াদা মত আসতে না পারলে, সে গুনাহগার হবে না।

٤٩١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِى الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِبَيْعٍ قَبْلَ اَن يُّبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ

فَوَعَدتُّهُ اَنْ اٰتِيَهٗ بِهَا فِىْ مَكَانِهٖ فَنَسِيْتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَجِئْتُ فَاِذَا هُوَ فِىْ مَكَانِهٖ فَقَالَ يَافَتٰى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَىَّ اَنَا هٰهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ اَنْتَظِرُكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى هٰذَا عِنْدَ نَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ *

৪৯১২। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ হাম্‌সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবূওয়াতের পূর্বে আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট হতে একটি জিনিস খরিদ করি, যার কিছু মূল্য আমার নিকট পাওনা ছিল। তখন আমি ওয়াদা করি যে, আমি (আগামীকাল এখানে এসে পাওনা পরিশোধ করে দেব। কিন্তু আমি তা ভুলে যাই এবং তিন দিন পরে এ কথা আমার মনে পড়ে। এরপর আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে, তিনি সেখানে অপেক্ষা করছেন। তখন তিনি আমাকে বলেন ঃ হে যুবক ! তুমি আমাকে কষ্ট দিলে। আমি তো এখানে তোমার জন্য আজ তিন দিন ধরে অপেক্ষা করছি !

٨٨. بَابُ فِيْمَنْ يَّتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গর্ব প্রকাশের জন্য এমন কিছু বর্ণনা করে, যা তার কাছে নেই- সে সম্পর্কে

٤٩١٣. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِىْ جَارَةً تَعْنِىْ ضَرَّةً هَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِ زَوْجِى قَالَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَى زُوْرٍ *

৪৯১৩। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক জিজ্ঞাসা করে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার একজন সখী আছে। আমি যদি তাকে সে জিনিসের কথা বলি, যা আমার স্বামী আমাকে দেয়নি, তবে কি আমার গুনাহ্ হবে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ যা তাকে দেয়া হয়নি, তা তাকে দেয়া হয়েছে (গর্ব প্রকাশের জন্য যদি কেউ এরূপ বলে), সে যেন ধোঁকাবাজীর দু'খানা চাদর পরিধান করলো!

٨٩. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمِزَاحِ

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ হাসি-ঠাট্টা করা সম্পর্কে

٤٩١٤. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ نَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ احْمِلْنِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّا حَامِلُوْكَ عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ

قَالَ وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلاَّ النُّوقَ *

৪৯১৪। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে বাহন (সওয়ারী) প্রদান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি তোমাকে উটের বাচ্চার পিঠে আরোহণ করাব। তখন সে বলে ঃ আমি উটের বাচ্চা নিয়ে কি করবো ? একথা শুনে নবী ﷺ বলেন ঃ উটের বাচ্চা তো উট থেকেই হয়!

٤٩١٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ أَلاَ أَرَاكِ تَرْفَعِيْنَ صَوْتَكِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتِنِيْ أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَثَ أَبُوْ بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخِلاَنِيْ فِيْ سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِيْ فِيْ حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا *

৪৯১৫। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মাঈন (র) - - - নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আবূ বকর (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে, তিনি আইশা (রা)-কে চিৎকার দিতে শোনেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে আইশা (রা)-কে চড় দিতে চান এবং বলেন ঃ আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর গলাবাজি করতে দেখেছি! তখন নবী ﷺ তাঁকে তা থেকে বিরত রাখেন। এতে আবূ বকর (রা) রাগান্বিত হয়ে চলে যান। আবূ বকর (রা) চলে যাওয়ার পর নবী ﷺ আইশা (রা)-কে ঠাট্টা করে বলেন ঃ দেখলে তো, আমি তোমাকে একজন পুরুষের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করলাম!

রাবী বলেন ঃ এর কিছুদিন পর আবূ বকর (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চেয়ে দেখতে পান যে, তাঁদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। তখন তিনি তাঁদের বলেন ঃ আপনারা আমাকে আপনাদের সন্ধির মধ্যে এরূপ শরীক করুন, যেরূপ আপনারা আমাকে আপনাদের ঝগড়ার মধ্যে শরীক করেছিলেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ হাঁ, আমরা আপনাকে শরীক করলাম, শরীক করলাম।

٤٩١٦. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ

الْاَشْجَعِيِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ مِّنْ اَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ وَقَالَ ادْخُلْ فَقُلْتُ اَكُلِّي يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كُلُّكَ فَدَخَلْتُ *

৪৯১৬। মুআম্মাল ইব্‌ন ফযল (র) - - - আওফ ইব্‌ন মালিক আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তাবূকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসি। সে সময় তিনি চামড়ার তৈরী একটা তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জবাব দেন এবং বলেন ঃ ভেতরে এসো। তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একদা ভেতরে আসবো ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, বিলকুল ভেতরে এসো। তখন আমি তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করি।

٤٩١٧. حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ نَا الْوَلِيْدُ نَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ قَالَ اِنَّمَا قَالَ اَدْخُلُ كُلِّي مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ *

৪৯১৭। সাফওয়ান ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - উছমান ইব্‌ন আবূ আতিকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আওফ (রা) এ কারণে এরূপ জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁবুটি ছিল খুবই ছোট।

٤٩١٨. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا ذَاالْاُذُنَيْنِ *

৪৯১৮। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম ﷺ আমাকে ঠাট্টা করে বলেন ঃ হে দুই কানের অধিকারী ব্যক্তি!

٩٠. بَابُ مَنْ يَّاخُذُ الشَّيْئَ مِنْ مُّزَاحٍ

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ ঠাট্টাচ্ছলে কোন জিনিস নেয়া সম্পর্কে

٤٩١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيٰى ح وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ نَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَايَأْخُذَنَّ اَحَدُكُمْ مَتَاعَ اَخِيْهِ لَاعِبًا جَادًّا وَّقَالَ سُلَيْمَانُ لَعِبًا وَّلَا جِدًّا وَّمَنْ اَخَذَ عَصَا اَخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا لَمْ يَقُلِ ابْنُ بَشَّارٍ ابْنَ يَزِيْدَ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪৯১৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়েব ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতো শোনেন ঃ তোমাদের কেউ যে তার ভাইয়ের কোন জিনিস ঠাট্টাচ্ছলে না নেয়। সুলায়মান (র) বলেন ঃ জেনে-শুনে যেন না নেয়। আর যে তার ভাইয়ের লাঠি চেয়ে নেয়, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়।

٤٩٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ اِنَّهُمْ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ اِلٰى حَبْلٍ مَّعَهُ فَاَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُّرَوِّعَ مُسْلِمًا *

৪৯২০। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার কাছে মুহাম্মদ ﷺ-এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, তারা এক সফরে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। তাদের থেকে এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে গেলে, অপর একব্যক্তি রশি নিয়ে তার কাছে যায়, যা ধরার কারণে সে (সাপ মনে করে) ভয় পায়। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ কোন মুসলমানের উচিত নয়, অন্য মুসলমানকে ভয় দেখানো।

٩١. بَابُ فِى التَّشَدُّقِ فِى الْكَلَامِ

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ কথার মধ্যে বাড়াবাড়ি করা সম্পর্কে

٤٩٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ نَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِىْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهٖ تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا *

৪৯২১। মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ সে সব লোকদের অপসন্দ করেন, যারা তড়বড় করে কথা বলে। তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের জিহ্বাকে গরুর জাবর কাটার মত দ্রুত চালায়।

٤٩٢٢. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِىَ بِهٖ قُلُوْبَ الرِّجَالِ اَوِ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ صَرْفًا وَّلَاعَدْلاً *

৪৯২২। ইব্‌ন সারহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের দিলকে (সৎপথ) থেকে ফিরাবার উদ্দেশ্য ভাল ভাল কথা শিক্ষা করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার ফরয ও নফল কোন আমলই কবূল করবেন না।

٤٩٢٣. حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ يَعْنِيْ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا اَوْ اِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا *

৪৯২৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার দু'ব্যক্তি পূর্ব দিক থেকে আসে, যাদের বক্তৃতা শুনে লোকেরা তাজ্জব হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ কোন কোন বর্ণনায় যাদুকরী প্রভাব থাকে।

٤٩٢٤. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْبَهْرَانِىُّ اَنَّهُ قَرَاَ فِىْ اَصْلِ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَّحَدَّثَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اِبْنُهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ ظَبْيَةَ اَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ يَوْمًا وَّقَامَ رَجُلٌ فَاَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرٌو لَوْ قَصَدَ فِىْ قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَقَدْ رَاَيْتُ وَاُمِرْتُ اَنْ اَتَجَوَّزَ فِى الْقَوْلِ فَاِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ *

৪৯২৪। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল হামীদ (র) - - - আবূ জাবীরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমর ইব্‌ন আস একজন দীর্ঘ বক্তৃতা দানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন ঃ যদি সে মধ্যম ধরনের বক্তৃতা দিত, তবে খুবই ভাল করতো। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমি এটা ভাল মনে করি এবং আমাকে এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন বক্তৃতা দেয়ার সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করি। কেননা, মধ্যম-পন্থাই হলো – উত্তমপন্থা।

٩٢. بَابُ مَاجَاءَ فِى الشِّعْرِ

৯২. অনুচ্ছেদ ঃ কবিতা সম্পর্কে

٤٩٢٥. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّمْتَلِىَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِىَٔ شِعْرًا قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ بَلَغَنِىْ عَنْ عُبَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ وَجْهُهُ اَنْ يَّمْتَلِىَٔ قَلْبُهُ حَتّٰى يَشْغَلَهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَاِذَا كَانَ الْقُرْاٰنُ وَالْعِلْمُ الْغَالِبُ فَلَيْسَ جَوْفُ هٰذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِيًا مِنَ الشِّعْرِ وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا قَالَ كَانَ الْمَعْنٰى اَنْ يَّبْلُغَ مِنْ بَّيَانِهِ اَنْ يَّمْدَحَ الْاِنْسَانَ فَيَصْدُقُ فِيْهِ حَتّٰى

يَصْرِفَ الْقُلُوْبَ اِلٰى قَوْلِهٖ ثُمَّ يَذُمُّهُ فَيَصْدُقُ فِيْهِ حَتّٰى يَصْرِفَ الْقُلُوْبَ اِلٰى قَوْلِهِ الْاٰخَرِ فَكَاَنَّهُ سَحَرَ السَّامِعِيْنَ بِذٰلِكَ *

৪৯২৫। আবূ ওয়ালীদ তায়ালিনী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পেট বমির দ্বারা পূর্ণ হওয়া, কবিতার দ্বারা পূর্ণ হওয়ার চাইতে উত্তম। (অর্থাৎ এমন কবিতা পাঠ না করা, যাতে ঈমান নষ্ট নয়।)

রাবী আবূ আলী (র) বলেন ঃ আবূ উবায়দ (র) থেকে জানতে পেরেছি, যিনি বলেছেন ঃ এ হাদীছের মর্ম হলো ঃ সে ব্যক্তি কুরআন-হাদীছ ও আল্লাহ্র যিকির বাদ দিয়ে কেবল কবিতার চর্চায় লিপ্ত থাকে। যদি সে ব্যক্তি কুরআন ও দীনি- ইল্ম অধিক শিক্ষা করে এবং কবিতার চর্চা কম করে, তবে সে ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর ঐ উক্তি যে, "কোন কোন বর্ণনায় যাদুকরী প্রভাব আছে", এর অর্থ হলো ঃ যে ব্যক্তির বর্ণনা এ স্তরে পৌঁছবে যে, সে কারো প্রশংসা এতো বাড়িয়ে ও সুন্দরভাবে করে, যাতে লোকদের অন্তর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর যদি সে তার বদনাম করে, তখন লোকদের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়। কাজেই, এ ধরনের বর্ণনার মধ্যে যাদুকরী প্রভাব থাকে।

٤٩٢٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مَّرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَادِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً *

৪৯২৬। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - উবায়্যা ইব্ন কা'ব (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কোন কোন কবিতা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ !

٤٩٢٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَّاِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا *

৪৯২৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা একজন বেদুঈন আরব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে লালিত্যপূর্ণ ভাষা ও ছন্দে কথা বলতে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় কোন কোন বর্ণনায় যাদুকরী প্রভাব আছে এবং কোন কোন কবিতা হিক্মতপূর্ণ।

٤٩٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ جَعْفَرٍ النَّحْوِىُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِىْ صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَّاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً وَّاِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمًا وَّاِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً فَقَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صَوْحَانَ صَدَقَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا قَوْلُهٗ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا فَالرَّجُلُ يَكُوْنُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ اَلْحَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ وَاَمَّا قَوْلُهٗ اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً فَيَتَكَلَّفُ الْعَالِمُ اِلٰى عِلْمِهٖ مَالاَ يَعْلَمُ فَيَجْهَلُهٗ ذٰلِكَ وَاَمَّا قَوْلُهٗ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمًا فَهِىَ هٰذِهِ الْمَوَاعِظُ وَالْاَمْثَالُ الَّتِىْ يَتَّعِظُ النَّاسُ بِهَا وَاَمَّا قَوْلُهٗ اِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً فَعَرْضُكَ كَلاَمَكَ وَحَدِيْثَكَ عَلٰى مَنْ لَّيْسَ مِنْ شَانِهٖ وَلاَ يُرِيْدُهٗ *

৪৯২৮। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা (র) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় কোন কোন বর্ণনায় যাদুকরী প্রভাব আছে; আর কোন কোন জ্ঞান অজ্ঞতার নামান্তর। আর নিশ্চয় কোন কোন কবিতা হিকমতপূর্ণ, আর কোন কোন কথা বোঝাস্বরূপ।

একথা শুনে সা'সা' ইব্ন সাওহান (র) বলেন ঃ নবী করীম ﷺ সত্য বলেছেন। আর তাঁর কথাঃ নিশ্চয় কোন কোন বর্ণনায় যাদুকরী প্রভাব থাকে ; এর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যার উপর অন্যের হক (দেনা) আছে, আর সে লোকদের সামনে এমন ভাবে কথা বলে, যাতে পাওনাদারের দেনা না দেওয়া লাগে।

আর নবী ﷺ -এর কথা ঃ "কোন কোন জ্ঞান অজ্ঞতার নামান্তর"; এর অর্থ হলো ঃ আলিম তার কথাকে এমন ভাবে বর্ণনা করবে, যার অর্থ সে নিজেই জানে না, তখন সে মূর্খের ন্যায় হয়ে যায়।

আর নবী ﷺ -এর বক্তব্য ঃ "কোন কোন কবিতা হিকমতপূর্ণ", এর অর্থ হলো ঃ সে সব কবিতা নসীহত ও উদাহরণে পরিপূর্ণ, যা থেকে লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

আর নবী ﷺ -এর কথা ঃ "কোন কোন কথা বোঝা স্বরূপ"; এর অর্থ হলো ঃ তুমি অন্যের কাছে তোমার কথা এমনভাবে পেশ করবে, যার যোগ্য সে নয়, আর সে এরূপ কথা শুনতেও চায় না।

٤٩٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنٰى قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِى الْمَسْجِدِ

فَلَخطَا اِلَيْهِ فَقَالَ كُنْتُ اُنْشِدُ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ *

৪৯২৯। ইব্‌ন আবূ খালফ (র) - - - সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা উমার (রা) হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁর দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকান, যখন তিনি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তখন হাস্‌সান (রা) বলেন ঃ আমি মসজিদে সে সময়ও কবিতা আবৃত্তি করতাম, যখন সেখানে আপনার চাইতে উত্তম ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) উপস্থিত ছিলেন।

٤٩٣٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَخَشِيَ اَن يَّرْمِيَهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجَازَهُ *

৪৯৩০। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এখানে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, উমার (রা) এরূপ আশংকা করেন যে, যদি তিনি হাস্‌সান (রা)-কে কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেন, তবে সে দলীল পেশ করে বলবে ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কবিতা পাঠের অনুমতি দেন।

٤٩٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيْصِيُّ نَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ وَهِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَقُوْمُ عَلَيْهِ يَهْجُوْا مَنْ قَالَ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانٍ مَّا نَافَحَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪৯৩১। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর জন্য মসজিদে মিম্বর স্থাপন করতেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ঐ সব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করতেন, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কালে বে-আদবী সূচক কথা বলতো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যতক্ষণ হাস্‌সান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ নিয়ে বাক-যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ জিবরাঈল (আ) তার সাথে থাকেন।

٤٩٣٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَّزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ فَنَسَخَ مِنْ ذٰلِكَ وَاسْتَثْنٰى وَقَالَ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا *

৪৯৩২। আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র এ বাণী ঃ

কবিদের অনুসরণ তারা করে, যারা গুমরাহ্ হয়েছে। এর থেকে ঐ সব ব্যক্তিরা আলাদা হয়ে গেছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তবে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং আল্লাহ্র যিকির বেশী-বেশী করে থাকে। (অর্থাৎ এরা পথভ্রষ্ট নয়।)

٩٣. بَابُ فِى الرُّؤْيَا

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্ন সম্পর্কে

٤٩٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ زُفَرَبْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ يَقُوْلُ هَل رَّاٰى اَحَدٌ مِّنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا وَيَقُوْلُ اِنَّهُ لَيْسَ يَبْقٰى بَعْدِىْ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ *

৪৯৩৩। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করার পর বলতেন ঃ আজ রাতে তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখেছো কি ? তিনি আরো বলতেন ঃ আমার পরে নবূওয়াতের কোন অংশ বাকী থাকবে না, সত্য স্বপ্ন ছাড়া।

٤٩٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ *

৪৯৩৪। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিনের স্বপ্ন নবূওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

٤٩٣٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ اَنْ تَكْذِبَ وَاَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا اَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا وَالرُّؤْيَا ثَلٰثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ وَالرُّؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مَّايَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ قَالَ وَاُحِبُّ الْقَيْدَ وَاَكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتُ الدِّيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ اِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ يَعْنِىْ اِذَا

اقْتَرَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَعْنِيْ يَسْتَوِيَانِ *

৪৯৩৫। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, তখন মু'মিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর যার কথা যত সত্য হবে, তার স্বপ্নও তত সত্য হবে। আর স্বপ্ন হলো তিন প্রকার ঃ (১) সত্য-স্বপ্ন, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সত্য স্বরূপ : (২) কষ্টদায়ক স্বপ্ন – শয়তানের পক্ষ হতে এবং (৩) ঐ স্বপ্ন যা মানুষ অন্তরের চিন্তা-ভাবনার কারণে দেখে থাকে। আর তোমাদের কেউ যখন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন তার উচিত – উঠে সালাত আদায় করা এবং সে স্বপ্ন কারো কাছে বর্ণনা না করা।

এরপর নবী করীম ﷺ বলেন ঃ আমি স্বপ্নের মধ্যে পায়ে বেড়ী দেখাকে ভাল মনে করি এবং গলায় বেড়ী দেখাকে খারাপ মনে করি। আর বেড়ী দেখার তাবীর হলো ঃ দীনের উপর দৃঢ় থাকা।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন ঃ "সময় নিকটবর্তী" – এর অর্থ হলো ঃ যখন দিন-রাত সমান থাকে; অর্থাৎ বসন্তকাল।

٤٩٣٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ نَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا عَلٰى رِجْلِ طَائِرٍ مَّالَمْ تُعْبَرْ فَاِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلَاتَقُصَّهَا اِلاَّ عَلٰى وَادٍّ اَوْذِىْ رَاْىٍ *

৪৯৩৬। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - আবূ রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ স্বপ্ন হলো – পাখীদের পায়ের উপর, যতক্ষণ না এর তা'বীর বা ব্যাখ্যা করা হয়। আর যখন এর তা'বীর করা হয়, তখন তা সংঘটিত হয়।

রাবী বলেন ঃ আমার ধারণা, তিনি এরূপ বলেন ঃ বন্ধু-বান্ধব ও জ্ঞানী লোক ছাড়া অন্যের কাছে স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করা উচিত নয়।

٤٩٣٧. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُكْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ شَيْئًا مَّايَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَّسَارِهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَاتَضُرُّهُ *

৪৯৩৭। নুফায়লী (র) - - - আবূ কাতাদা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ ভাল-স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। কাজেই, তোমাদের কেউ যখন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং আল্লাহ্‌র কাছে শয়তানের ক্ষতি থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। এরূপ করলে, সে স্বপ্নে তার কোন ক্ষতি হবে না।

٤٩٣٨. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِىُّ قَالاَ نَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهٖ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلٰثًا وَّيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ *

৪৯৩৮। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ হাম্‌দানী (র) - - - জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন সে যেন তার বামদিকে থুথু ফেলে এবং আল্লাহ্‌র কাছে তিনবার পানাহ্ চায় – শয়তানের ক্ষতি থেকে। এরপর সে যে পাশে শুয়ে থাকে, সে পাশ পরিবর্তন করে নেবে।

٤٩٣٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَّاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقْظَةِ اَوْ فَكَاَنَّمَا رَاٰنِىْ فِى الْيَقْظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِىْ *

৪৯৩৯। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে, অচিরেই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। অথবা তিনি বলেন ঃ সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখলো। কেননা, শয়তান আমার রূপ ধরতে সক্ষম নয়।

٤٩٤٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ نَا حَمَّادٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عَذَّبَهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُنْفَخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَا فِخٍ وَّمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ اَنْ يَّعْقِدَ شَعِيْرَةً وَّمَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ يَفِرُّوْنَ بِهٖ مِنْهُ صُبَّ فِىْ اُذُنِهِ الْاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ *

৪৯৪০। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মূর্তি তৈরী করবে, এর জন্য আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেবেন, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণের সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না।

আর যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, কিয়ামতের দিন তাকে নির্দেশ দেয়া হবে দু'টি চুলের মধ্যে গিরা দেয়ার জন্য, (যা অসম্ভব!)

আর যে ব্যক্তি কান পেতে অন্যের কথা শোনে, যা তারা তাকে শোনতে চায় না, কিয়ামতের দিন তার কানে শিশা গলিয়ে ঢেলে দেয়া হবে।

٤٩٤١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلُ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ كَاَنَّا فِىْ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَاُتِيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَالِبٍ فَاَوَّلْتُ اَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِى الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ دِيْنَنَا قَدْ طَابَ *

৪৯৪১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে. আমি উক্‌বা ইব্‌ন রাফি' (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছি. আর আমার সামনে 'ইব্‌ন-তাব'-এর তাজা খেজুর পেশ করা হয়েছে। আমি তখন এর তা'বীর এভাবে করি যে. দুনিয়াতে আমার জন্য সুউচ্চ সম্মান এবং আখিরাতেও আমার জন্য উত্তম বিনিময় নির্ধারিত আছে। আর আমার দীনও খুবই উত্তম।

٩٤. بَابُ فِى التَّثَاؤُبِ

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ হাই তোলা সম্পর্কে

٤٩٤٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى فِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ *

৪৯৪২। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে. তখন সে যেন তার মুখ বন্ধ করে নেয়। কেননা. মুখ খোলা থাকলে – শয়তান ভেতরে প্রবেশ করে।

٤٩٤٣. حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ نَحْوَهُ قَالَ فِىْ الصَّلٰوةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ *

৪৯৪৩। ইব্‌ন আলা (র) - - - সুহায়ল (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তিনি আরো বলেন ঃ যখন সালাতের মধ্যে হাই আসে. তখন যথাসম্ভব মুখকে বন্ধ করে রাখবে।

٤٩٤٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ مَا اسْتَطَاعَ وَلاَ يَقُلْ هَاهُ هَاهُ فَاِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ *

৪৯৪৪। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ হাঁচিকে পসন্দ করেন এবং হাই-তোলাকে অপসন্দ করেন। কাজেই, তোমাদের কারো যখন হাই আসে, তখন তা যথা-সম্ভব প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করবে এবং হা - হা শব্দ করবে না। কেননা, এ শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে, আর সে এজন্য খুশী হয় এবং হাসে।

٩٥. بَابٌ فِي الْعُطَاسِ

৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি সম্পর্কে

٤٩٤٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطِسَ وَضَعَ يَدَهُ اَوْ ثَوْبَهُ عَلٰى فِيْهِ وَخَفَضَ اَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ شَكَّ يَحْيٰى *

৪৯৪৫। মূসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হাঁচি দিতেন, তখন তিনি তাঁর হাত অথবা কাপড় তাঁর মুখে রাখতেন এবং যথাসম্ভব আস্তে শব্দ করে হাঁচতেন।

٤٩٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ وَخُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلٰى اَخِيْهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ *

৪৯৪৬। মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানের উপর তার ভাইয়ের জন্য পাঁচটি জিনিস ওয়াজিব। তাহলো ঃ ১। সালামের জবাব দেয়া; ২। কেউ হাঁচি দিলে – তার জবাব দেয়া; ৩। দাওয়াত কবূল করা; ৪। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা এবং ৫। জানাযায় শরীক হওয়া।

٩٦. بَابٌ كَيْفَ تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ

৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ কিরূপে হাঁচির জবাব দেবে, সে সম্পর্কে

٤٩٤٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطِسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ

سَالِمٌ وَّعَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ قَالَ لَوَدِدْتُ لَمْ تَذْكُرْ اُمِّيْ بِخَيْرٍ وَّلاَ شَرٍّ قَالَ وَاِنَّمَا قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطِسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ ثُمَّ قَالَ اِذَا عَطِسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ قَالَ فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَرُدَّ يَعْنِيْ عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ *

৪৯৪৭। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা সালিম ইব্‌ন উবায়দ (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলে ঃ আস্‌-সালামু আলায়কুম। তখন সালিম (রা) বলেন ঃ সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন ঃ সম্ভবতঃ আমার কথা তোমার কাছে অপ্রিয় মনে হয়েছে। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ আমার এটাই পসন্দ যে, আপনি যদি আমার মা সম্পর্কে কিছু না বলতেন, (তবে ভাল হতো।) তখন সালিম (রা) বলেন ঃ আমি তোমাকে সে কথাই বলেছি, যে কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন। একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। সে সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলে ঃ আস্‌-সালামু আলায়কুম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি। এরপর তিনি বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন সে যেন বলে ঃ আল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহ ! এভাবে তিনি প্রশংসার অন্যান্য পদ্ধতিও বলে দেন। আর হাঁচির সময় পাশে যে থাকে, সে যেন বলে ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহু। এর জবাবে হাঁচি দাতা যেন বলে ঃ ইয়াগ্‌ফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ; অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন!

٤٩٤٨. حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِنَا اِسْحٰقُ يَعْنِيْ اِبْنَ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ وَّرْقَاءَ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُجَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ الْاَشْجَعِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৯৪৮। তামীম ইব্‌ন মুনতাসির (র) - - - সালিম ইব্‌ন উবায়দ আশ্‌যাঈ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩٤٩. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا عَطِسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَّلْيَقُلْ اَخُوْهُ اَوْصَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَيَقُوْلُ هُوَ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ *

৪৯৪৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাঁচি দেয়, তখন সে যেন বলে ঃ আল-হাম্‌দু লিল্লাহে আলা কুল্লি হালিন্, অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা। আর তার সাথী যেন এরূপ বলে ঃ ইয়ারহামু কুমুল্লাহু অর্থাৎ তোমাদের উপর রহম করুন। এরপর হাঁচি দাতা যেন বলে ঃ ইয়াহ্‌দী কুমুল্লাহু ওয়া ইউসলেহু বালাকুম – অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের মন্দকে ভাল করে দিন !

٩٧. بَابُ كَمْ يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ

৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচির জবাব কতবার দিতে হবে– সে সম্পর্কে

٤٩٥٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِّتْ اَخَاكَ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ *

৪৯৫০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার ভাইয়ের হাঁচির জবাব তিনবার দেবে। এরপরও যদি সে হাঁচি দেয়, তবে মনে করবে, তা সর্দির কারণে (তখন এর জবাব দেয়া জরুরী নয়।)

٤٩٥١. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ اَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا اَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ النَّبِىِّ ﷺ *

৪৯৫১। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে হাদীছটি এভাবে বর্ণনা করেছন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আবূ নূ'আয়ম (র) মূসা ইব্‌ন কায়স (র) থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন আজলান (র) থেকে, তিনি সাঈদ (র) থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩٥٢. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّهِ حُمَيْدَةَ اَوْ عُبَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِيْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ تُشَمِّتُ الْعَاطِسَ ثَلٰثًا فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تُشَمِّتَهُ فَشَمِّتْهُ وَاِنْ

شِئْتَ فَكُفَّ *

৪৯৫২। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - উবায়দ ইব্‌ন রিফা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ হাঁচি দাতার হাঁচির জবাব তিনবার দেবে। এরপর যদি তুমি ইচ্ছা কর, জবাব দিতে পার এবং নাও দিতে পার।

٤٩٥٣. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى نَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً عَطِسَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ثُمَّ عَطِسَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ *

৪৯৫৩। ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) - - - সালামা ইব্‌ন আক্' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে হাঁচি দিলে, তিনি বলেন ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। এরপর সে ব্যক্তি আবার হাঁচি দিলে নবী ﷺ বলেন ঃ লোকটির সর্দি হয়েছে।

٩٨. بَابُ كَيْفَ يُشَمِّتُ الذِّمِّىَّ

৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীর হাঁচির জবাব কিরূপে দেবে ?

٤٩٥٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ الدَّيْلَمِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ رَجَاءَ اَنْ يَّقُوْلَ لَهَا يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَكَانَ يَقُوْلُ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ *

৪৯৫৪। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ বুরদা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ ইয়াহূদীরা নবী করীম ﷺ -এর কাছে এ জন্য হাঁচি দিত যে, যাতে এর জবাবে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের উপর রহম করুন। কিন্তু নবী ﷺ বলতেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের দিলকে পরিষ্কার করে দিন।

٩٩. بَابُ فِيْمَنْ يَعْطَسُ وَلاَ يَحْمَدُ اللّٰهَ

৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আল্-হাম্‌দুলিল্লাহ' বলে না সে সম্পর্কে

٤٩٥٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ ح نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ عَطِسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ

فَشَمَّتَ اَحَدُهُمَا وَتَرَكَ الْاٰخَرَ قَالَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلاَنِ عَطَسَا فَشَمَّتَّ اَحَدُهُمَا وَتَرِكَ الْاٰخَرُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَاِنَّ هٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ *

৪৯৫৫। আহমদ ইবন্ ইউনুস (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দুই ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর সামনে হাঁচি দেয়। তিনি একজনের হাঁচির জবাব দেন এবং অন্য ব্যক্তির হাঁচির জবাব দেননি। তখন তাকে বলা হয় ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! দু'জন হাঁচি দিল, অথচ আপনি একজনের হাঁচির জবাব দিলেন ? আর অপর ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন না – ব্যাপার কি ? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ এ ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে- 'আল-হাম্‌দু লিল্লাহ্' বলায় আমি তার হাঁচির জবাব দিয়েছি। আর অন্য ব্যক্তি হাঁচি দেয়ার পর 'আল-হাম্‌দু লিল্লাহ্' বলেনি ঃ (কাজেই আমি তার হাঁচির জবাব দেইনি।)

اَبْوَابُ النَّوْمِ

অধ্যায় ঃ নিদ্রা সম্পর্কীয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَبْوَابُ النَّوْمِ

অধ্যায় ঃ নিদ্রা সম্পর্কীয়

١. بَابُ فِى الرَّجُلِ يَنْبَطِحُ عَلٰى بَطْنِهٖ

১. অনুচ্ছেদ ঃ উঁপুড় হয়ে শোয়া সম্পর্কে

٤٩٥٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَّعِيْشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِىِّ قَالَ كَانَ اَبِىْ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْطَلِقُوْا بِنَا اِلٰى بَيْتِ عَائِشَةَ فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اَطْعِمِيْنَا فَجَاءَتْ بِحَشِيْشَةٍ فَاَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ اَطْعِمِيْنَا فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مِّثْلَ الْقَطَاةِ فَاَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ اَسْقِيْنَا فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِّنَ اللَّبَنِ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ اَسْقِيْنَا فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيْرٍ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ اِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ وَاِنْ شِئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَبَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعٌ مِنَ السَّحَرِ عَلٰى بَطْنِىْ اِذَا رَجُلٌ يُّحَرِّكُنِىْ بِرِجْلِهٖ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهٖ ضِجْعَةٌ يُّبْغِضُهَا اللّٰهُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪৯৫৬। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - তাখ্ফা ইব্ন কায়স গিফারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা 'আস্হাবে সুফ্ফার'[১] অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা আমার সাথে আইশা (রা)-এর গৃহে চলো। তখন আমরা তাঁর সংগে যাই। এরপর তিনি বলেন ঃ হে আইশা ! আমাদের খাবার দাও। তিনি সামান্য হায়সা (এক ধরনের খাবার) নিয়ে

১. 'আসহাবে সুফ্ফা' হলেন সে সব সাহাবী, যারা দুনিয়ার ব্যস্ততা পরিহার করে সব সময় মসজিদে নববীতে, নবী করীম (স.)-এর সোহবতে থাকতেন এবং সালাত, যিকির, অজিফায় সময় কাটাতেন। (অনুবাদক।)

আসেন, যা আমরা খাই। এরপর নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ আমাদের পান করাও, হে আইশা ! তখন তিনি বড় এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসেন, যা আমরা পান করি। এরপর নবী ﷺ বলেন ঃ হে আইশা ! আমাদের পান করাও। তখন তিনি ছোট এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসেন, যা আমরা পান করি। এরপর তিনি বলেন ঃ তোমরা চাইলে এখানে ঘুমাতে পার, আর যদি তোমরা চাও – মসজিদে চলে যাও। আমার পিতা বলেন ঃ আমি একদিন ভোরের দিকে উঁপুড় হয়ে মসজিদে শুয়েছিলাম, এ সময় এক ব্যক্তি পা দিয়ে আমাকে গুতা দিয়ে বলে ঃ এভাবে শুলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। রাবী বলেন ঃ তখন আমি তাকিয়ে দেখি, তিনি হলেন – রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম !

٢. بَابٌ فِي النَّوْمِ عَلَى السَّطْحِ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ

২. অনুচ্ছেদ ঃ এমন ছাদে শয়ন করা, যেখানে বেষ্টনী নেই

٤٩٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا سَالِمٌ يَعْنِي ابْنَ نُوْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ وَعْلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَثَّابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِيْ ابْنَ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَاتَ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ *

৪৯৫৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - আলী ইব্‌ন শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন ছাদের উপর শোয়, যার বেষ্টনী নেই, তার উপর থেকে যিম্মাদারী উঠে যায়। (কেননা, এরূপ ছাদ থেকে ঘুমের মধ্যে পড়ে গিয়ে, সে মারা যেতে পারে !)

٣. بَابٌ فِي النَّوْمِ عَلٰى طَهَارَةٍ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সম্পর্কে

٤٩٥٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِيْ ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرٍ فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْاَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا اَبُوْ ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَابِتٌ قَالَ فُلَانٌ لَقَدْ جَهِدْتُ اَنْ اَقُوْلَهَا حِيْنَ اَنْبَعِثُ فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا *

৪৯৫৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যে মুসলমান রাতে পবিত্র অবস্থায় যিকির করতে করতে শোয়, এরপর ঘুম ভেঙে গেলে সে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মংগলের জন্য, তখন আল্লাহ্ তাকে তা দান করেন।

٤٩٥٩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ يَعْنِى بَالَ *

৪৯৫৯। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুম থেকে উঠে পেশাব করার পর হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়েন, অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়েন।

٤. بَابُ كَيْفَ يَتَوَجَّهُ الرَّجُلُ عِنْدَ النَّوْمِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ শোবার সময় কোন দিকে মুখ ফিরিয়ে শোবে সে সম্পর্কে

٤٩٦٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ بَعْضِ اٰلِ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ فِرَاشُ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوًا مِمَّا يُوْضَعُ الْاِنْسَانُ فِى قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَاسِهِ *

৪৯৬০। মুসাদ্দাদ (র) - - - উম্মু সালামা (রা)-এর বংশের কেউ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ-এর বিছানা এভাবে বিছানো হতো, যেন কোন মানুষকে কবরে রাখা হচ্ছে। আর মসজিদ থাকতো তাঁর মাথার দিকে।

٥. بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ النَّوْمِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমাবার সময় যে দু'আ পড়তে হয় সে সম্পর্কে

٤٩٦١. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ نَا عَاصِمٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ *

৪৯৬১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শোয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তাঁর ডান হাত ডান গালের নীচে রেখে নীচের দু'আটি তিনবার পড়তেন ঃ হে আল্লাহ্ ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন, সেদিন আপনার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করবেন।

٤٩٦٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءِ بْنُ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ قُلِ اللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِى اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِى اِلَيْكَ وَاَلْجَاتُ ظَهْرِى اِلَيْكَ رَهْبَةً وَّرَغْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَأَ وَلَامَنْجَأَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ قَالَ فَاِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَاتَقُوْلُ قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ سَاَتَذَكَّرُهُنَّ فَقُلْتُ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ قَالَ لَاوَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ.

৪৯৬২। মুসাদ্দাদ (র) - - - বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ যখন তুমি শোবে, তখন সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে। এরপর তুমি তোমার ডান-পাশে শুয়ে নীচের দু'আটি পড়বে ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আমাকে আপনার হাতে সোপর্দ করলাম ঃ আমার সব কাজ আপনার উপর ন্যস্ত করলাম ঃ আমি আপনার উপর ভরসা করলাম– শাস্তির ভয়ে, সাওয়াবের প্রত্যাশায় ; আপনার থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন জায়গা নেই, আপনার কাছে ছাড়া ; আমি ঈমান আনলাম আপনার কিতাবের উপর, যা আপনি নাযিল করেছেন এবং আপনার নবীর উপর, যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন। এরপর তিনি বলেন ঃ এ অবস্থায় যদি তুমি মারা যাও, তবে স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর মারা যাবে। আর সব শেষে তুমি এ দু'আ পাঠ করবে। রাবী বারা' (রা) বলেন ঃ আমি দু'আটি মুখস্থ করার সময় আমার মুখ দিয়ে "ওয়া বে-রাসূলিকাল্লাজী আরসাল্তা" বের হলে, তিনি বলেন ঃ এরূপ নয়, বরং তুমি বলবে ঃ ওয়া বে-নাবীয়েকাল্লাজী আরসালতা" ; অর্থাৎ "রাসূলিকা" না বলে, "নাবীয়েকা" বলবে।

٤٩٦٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَتَوَسَّدَ يَمِيْنَكَ ذَكَرَ نَحْوَهُ *

৪৯৬৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ যখন তুমি পবিত্র অবস্থায় তোমার বিছানায় শুতে যাবে, তখন তুমি তোমার ডান হাতকে বালিশ বানিয়ে নেবে। এরপর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٩٦٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ اَحَدُهُمَا اِذَا اَتَيْتَ فِرَاشَكَ طَاهِرًا وَقَالَ الْاٰخَرُ تَوَضَّا وَضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ وَسَاقَ مَعْنٰى مُعْتَمِرٍ *

৪৯৬৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক (র) - - - বারা' (রা) নবী করীম ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী সুফিয়ান (র) বলেন ঃ দু'জন রাবীর একজন বলেছেন যে, "যখন তুমি পবিত্র অবস্থায় তোমার বিছানায় ঘুমাতে যাবে"। আর অপর রাবী বলেছেন ঃ শোবার আগে তুমি সালাত আদায়ের ন্যায় – উযূ করবে।

٤٩٦٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا نَامَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَحْيٰى وَاَمُوْتُ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ *

৪৯৬৫। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন নবী ﷺ শুতে যেতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নাম নিয়ে জাগ্রত হই এবং শয়ন করি। আর তিনি যখন ঘুম থেকে জাগতেন, তখন বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে নিদ্রারূপ মৃত্যুর পর জীবিত করলেন, আর তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

٤٩٦٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَازُ هَيْرٌنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهٖ فَاِنَّهُ لَايَدْرِيْ مَاخَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيَضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ لْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ *

৪৯৬৬। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুমাবার জন্য বিছানায় যাবে, তখন সে যেন তার কাপড় দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা, সে জানে না তার অজ্ঞাতে সেখানে কি এসে পড়েছে। এরপর সে যেন ডান কাতে শয়ন করে এ দু'আ পড়ে: হে আমার রব! আপনার নাম নিয়ে আমার

পার্শ্বদে (অর্থাৎ দেহ) বিছানায় রাখছি এবং আপনার নাম নিয়ে একে উঠাবো। আপানি যদি আমার প্রাণ হরণ করেন, তবে এর উপর রহম করবেন। আর যদি একে ফিরিয়ে দেন, তবে আপনি এর হিফাযত করবেন, যেমন আপনি আপনার নেক্‌কার বান্দাদের হিফাযত করে থাকেন।

٤٩٦٧. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ ح وَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرٰتِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْئٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْئٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْئٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْئٌ زَادَ وَهْبٌ فِىْ حَدِيْثِهِ اقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ *

৪৯৬৭। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ শয়নের উদ্দেশ্যে যখন বিছানায় যেতেন, তখন তিনি নীচের দু'আটি পাঠ করতেন হে আল্লাহ্ ! যমীন ও আসমানের রব ! সব কিছুর প্রতিপালনকারী, বীজ থেকে অংকুর নির্গতকারী, তাওরাত, ইনযীল ও কুরআনের অবতরণকারী। আমি আপনার সাহায্য চাই অনিষ্টকারী সব কিছুর অনিষ্ট হতে, যারা আপনার নিয়ন্ত্রণে। আপনি-ই আদি, আপনার আগে আর কিছু নেই ; আপনি-ই অন্ত, আপনার পরে আর কিছুই নেই। আপনিই প্রকাশ্য, আপনার থেকে প্রকাশ্য আর কিছুই নেই। আর আপনিই অপ্রকাশ্য, আপনার চাইতে গোপন আর কিছুই নেই, আপনি আমার করয বা দেনা আদায় করে দেন এবং আমাকে মুখাপেক্ষীতা থেকে ধনী বানিয়ে দেন।

٤٩٦٨. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَظِيْمِ نَا الْاَحْوَصُ يَعْنِى ابْنَ جَوَّابٍ نَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ وَاَبِىْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِىٍّ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَبِكَالِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَاثَمَ اَللّٰهُمَّ لَايُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يَتَخَلَّفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ *

৪৯৬৮। আব্বাস ইব্‌ন আজীম (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শোবার সময় বলতেন ঃ হে আল্লাহ্। আমি আপনার সম্মানিত চেহারার অসিলায় সব কিছু থেকে

পানাহ্ চাচ্ছি, আর আপনার পরিপূর্ণ কালিমার অসিলায় অনিষ্টকর সব কিছু থেকে নাজাত চাচ্ছি, যা আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে। হে আল্লাহ্ ! আপনিই করয আদায় করে থাকেন এবং গুনাহ্ মাফ করে দেন। হে আল্লাহ্ ! আপনার বাহিনী পরাজিত হবার নয় এবং ওয়াদা ভংগ হয় না। আর কোন বিত্তবানের বিত্ত আপনার সামনে কাজে আসবে না। আপনি পবিত্র মহান, আর সব প্রশংসা আপনারই।

٤٩٦٩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَكَافِىَ لَهُ وَلاَمُؤْوِىَ *

৪৯৬৯। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ যখন নিজের বিছানায় শয়ন করতেন, তখন এরূপ বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে খাবার খাইয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন, আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এমন অনেকেই আছে, যার কেউ রক্ষাকারী নেই, আর নেই কোন আশ্রয়দাতা।

٤٩٧٠. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِىُّ نَا يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِي الْاَزْهَرِ الْاَنْمَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِى اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاخْسَأْ شَيْطَانِىْ وَفُكَّ رِهَانِىْ وَاجْعَلْنِىْ فِى النَّدِىِّ الْاَعْلٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ هَمَّامٍ الْاَهْوَزِىُّ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ اَبُوْ زُهَيْرٍ الْاَنْمَارِىُّ *

৪৯৭০। জা'ফর ইব্ন মুসাফির (র) - - - আবূ আয্হার আত্মারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর বিছানায় যখন শয়ন করতে যেতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্র নাম নিয়ে আমি বিছানায় শয়ন করছি। ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি আমার গুনাহ্ মাফ করে দেন এবং আমার শয়তানকে আমার থেকে দূর করে দেন, আমার দেনা পরিশোধ করে দেন, আর করে দেন আমাকে উত্তমদের (অর্থাৎ ফেরেশতাদের) সাথী, যারা আসমানে বসবাস করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ এ হাদীছ হাম্মাম আহ্ওয়াযী (র) ছাওর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٩٧١. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِنَوْفَلٍ اقْرَأْ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ثُمَّ نَمْ عَلٰى خَاتِمَتِهَا فَاِنَّهَا

بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ *

৪৯৭১। নুফায়লী (র) - - - নওফল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি শোবার সময় সূরা কাফিরূন তিলাওয়াত করবে। কেননা, এ সূরা শির্ক থেকে মুক্তকারী।

٤٩٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا الْفُضَلُ يَعْنِيَانِ بْنَ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ *

৪৯৭২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক রাতে তাঁর বিছানায় শয়নের আগে নিজের দু'হাতের তালু একত্রিত করতেন, এরপর দু'হাতের তালুতে – সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে – ফুঁ দিয়ে নিজের সমস্ত শরীর, মাথা, চেহারা সম্ভবপর সব কিছুই তিনবার মাসেহ্ করতেন।

٤٩٧٣. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَابَقِيَّةُ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ بِلاَلٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَن يَّرْقُدَ وَقَالَ فِيْهِنَّ اٰيَةٌ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ *

৪৯৭৩। মুআম্মাল ইব্‌ন ফযল (র) - - - ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শোবার আগে ঐ সব সূরা পাঠ করতেন, যার আগে 'সাব্বিহ' বা ' ইউসাব্বিহ' রয়েছে। আর তিনি বলতেন ঃ এর মধ্যে এমন আছে, যা এক হাযার আয়াতের চাইতেও উত্তম।

٤٩٧٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنِيْ حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَايْدَةَ عَنْ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانِيْ وَاَوَانِيْ وَاَطْعَمَنِيْ وَاَسْقَانِيْ وَالَّذِيْ مَنَّ عَلَيَّ فَاَفْضَلَ وَلاَدِيْ اَعْطَانِيْ فَاَجْزَلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهُ وَاِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ *

৪৯৭৪। আলী ইব্ন মুসলিম (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শয়ন করতেন, তখন নীচের দু'আটি পড়তেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেন। আমাকে আশ্রয় দেন, খাওয়ান এবং পান করান। আপনি আমার উপর সব চাইতে বড় ইহসান করেছেন ; আপনি আমাকে অনেক কিছু দান করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য সর্বাবস্থায়। হে আল্লাহ্ ! আপনি সব কিছুর প্রতিপালনকারী, সব কিছুর মালিক এবং সব কিছুর ইলাহ্। আমি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ্ চাই।

٤٩٧٥. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عِجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَّمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَّمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فِيْهِ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ *

৪৯৭৫। হামিদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শয়নের সময় আল্লাহ্র যিকির করে না, কিয়ামতের দিন সে এজন্য আফ্সোস করবে। আর যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসে যদি আল্লাহ্র যিকির না করে, তবে সে কিয়ামতের দিন এজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

٦. بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে কি দু'আ পড়বে, সে সম্পর্কে

٤٩٧٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ نَا الْوَلِيْدُ قَالَ قَالَ الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنِىْ جُنَادَةُ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِيْنَ يَسْتَقِظُ لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ دَعَا رَبِّ اغْفِرْ لِىْ قَالَ الْوَالِيْدُ اَوْقَالَ دَعَا اسْتُجِيْبُ لَهُ فَاِنْ قَامَ فَتَوَضَّاَ صَلّٰى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ *

৪৯৭৬। আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাতে যখন কারো ঘুম ভেঙে যায়, তখন সে জাগ্রত হয়ে যেন এ দু'আ পাঠ করে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী তাঁরই, আর সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান। পবিত্র-মহান আল্লাহ্, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, আল্লাহ্ মহান, সমস্ত শক্তিই আল্লাহ্র। এরপর বলবে ঃ হে আমার রব ! আমাকে ক্ষমা করুন।

রাবী ওয়ালীদ (র) বলেন ঃ নবী ﷺ আরো বলেছেন ঃ আর দু'আ করলে, তা কবূল হবে। এরপর যদি সে ব্যক্তি উঠে উযূ করে, তারপর সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত কবূল হবে।

٤٩٧٧. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى نَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَاسَعِيْدٌ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْاَلُكَ رَحْمَتَكَ اللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَّلاَ تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ *

৪৯৭৭। হামিদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে যখন ঘুম থেকে জাগতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! পবিত্র - মহান আপনি, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ; আমি আমার গুনাহের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ; আমি আপনার রহমত কামনা করছি। হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাকে অধিক জ্ঞান দান করুন। আর হিদায়েতের পর আপনি আমাকে গুম্রাহ করবেন না। আর আপনার খাস রহমত আমাকে দান করুন। কেননা, আপনিই তো একমাত্র দানকারী।

٧. بَابُ فِى التَّسْبِيْحِ عِنْدَ النَّوْمِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ শোবার সময় তাসবীহ্ পাঠ- সম্পর্কে

٤٩٧٨. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَنَا شُعْبَةُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ الْمَعْنٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ مُسَدَّدٌ ثَنَا عَلِىٌّ قَالَ شَكَتْ فَاطِمَةُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مَا تَلْقٰى فِىْ يَدِهَا مِنَ الرَّحٰى فَاُتِىَ بِسَبْىٍ فَاَتَتْهُ تَسْاَلُهُ فَلَمْ تَرَهُ فَاَخْبَرَتْ بِذٰلِكَ عَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ فَاَتَانَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدْتُّ

بِرْدِقَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِىْ فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَاَلْتُمَا اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبِّرَ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ *

৪৯৭৮। হাফ্স ইব্ন উমার (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার ফাতিমা (রা) নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে এ মর্মে অভিযোগ পেশ করেন যে, যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে তার হাতে ফোঁসকা পড়ে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু যুদ্ধ বন্দী আসলে, ফাতিমা (রা) তা থেকে একটা দাসী চাওয়ার জন্য আসেন। কিন্তু নবী ﷺ -এর সংগে দেখা না হওয়ায়, তিনি ব্যাপারটি আইশা (রা)-কে জানিয়ে যান। পরে নবী ﷺ সে সময় আমাদের কাছে আসেন, যখন আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। আমরা উঠতে চাইলে, তিনি বলেনঃ তোমরা দু'জন শুয়ে থাক। এরপর তিনি এসে আমাদের মাঝখানে বসে পড়েন, এমন কি আমি তাঁর পায়ের ঠাণ্ডা আমার বুকের মধ্যে অনুভব করতে থাকি। তারপর তিনি বলেনঃ আমি তোমাদেরকে এর চাইতে উত্তম বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবো না, যা তোমরা চেয়েছো-তার চাইতে ? আর তা হলোঃ যখন তোমরা শয়ন করবে, তখন সুব্হানাল্লাহ-৩৩ বার, আল্-হাম্দুলিল্লাহ-৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার-৩৪ বার পাঠ করবে। এটি তোমাদের জন্য দাস-দাসী থেকেও উত্তম।

٤٩٧٩. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِىُّ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجَرِيْرِىِّ عَنْ اَبِى الْوَرْدِ بْنُ ثُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ لاَبْنِ اَعْبُدَ اَلاَ اُحَدِّثُكَ عَنِّى وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ اَحَبَّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ وَكَانَتْ عِنْدِىْ فَجَرَتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى اَثَّرَتْ بِيَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى اَثَّرَتْ فِىْ نَحْرِهَا وَقَمَّتِ الْبَيْتَ حَتّٰى اغْبَرَّت ثِيَابُهَا وَاَوْ قَدَتِ الْقِدْرَ حَتّٰى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا فَاَصَابَهَا مِنْ ذٰلِكَ ضُرٌّ فَسَمِعْنَا اَنَّ رَفِيْقًا اُتِىَ بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ لَوْاَتَيْتِ اَبَاكِ فَسَاَلْتِيْهِ خَادِمًا يَكْفِيْكِ فَاَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَاسْتَحْيَتْ فَرَجَعَتْ فَغَدَا عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِىْ لِفَاعِنَا فَجَلَسَ عِنْدَ رَاسِهَا فَاَدْخَلَتْ رَاسَهَا فِى اللِّفَاعِ حَيَاءً مِّنْ اَبِيْهَا فَقَالَ مَاكَانَ حَاجَتُكِ اَمْسِ اِلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فَسَكَتَتْ مَرَّتَيْنِ فَقُلْتُ اَنَا وَاللّٰهِ اُحَدِّثُكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ جَرَّتْ عِنْدِىْ بِالرَّحٰى حَتّٰى اَثَّرَتْ فِىْ يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى اَثَّرَتْ فِىْ نَحْرِهَا وَكَسَحَتِ الْبَيْتَ حَتّٰى

اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْ قَدَتِ الْمِقْدُرَ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا وَبَلَغَنَا اَنَّهُ قَدْ اَتَاكَ رَقِيْقٌ اَوْخَدَمٌ فَقُلْتُ لَهَا سَلِيْهِ خَادِمًا فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ الْحَكَمِ وَاَتَمَّ *

৪৯৭৯। মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) - - - আবূ ওরদ ইব্‌ন ছুমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলী (রা) ইব্‌ন আবুদ (র)-কে বলেন যে, আমি কি তোমাকে আমার ও ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘটনাটি বলবো না ? যিনি তাঁর পরিবারের মধ্যে তাঁর কাছে সবচাইতে প্রিয় ছিলেন, আর যিনি আমার কাছে থাকতেন, (অর্থাৎ আমার স্ত্রী ছিলেন।) যাঁতায় গম পেষার কারণে তাঁর হাতে ফোঁসকা পড়েছিল এবং মশকে পানি ভরার কারণে বুকে ব্যথা হয়েছিল, আর ঘর ঝাড়ু দেয়ার কারণে তাঁর কাপড়-চোপড় ধূলা-বালিতে ভরে যেত, আর রান্না-বান্না করার কারণে তাঁর কাপড় কাল হয়ে গিয়েছিল। এ সব কাজ নিজে করার কারণে তাঁর খুবই কষ্ট হতো। আমি শুনতে পাই যে, নবী করীম ﷺ-এর নিকট কিছু দাস-দাসী এসেছে। তখন আমি ফাতিমাকে বলি ঃ তুমি যদি তোমার পিতার কাছে যেতে এবং তাঁর কাছে একটা দাস চেতে, তবে তোমার খিদমতের জন্য সে যথেষ্ট হতো। এ কথা শুনে ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে যায়, কিন্তু সে তাঁকে লোকদের সাথে কথাবার্তা বলতে দেখে, লজ্জায় কিছু না বলে ফিরে আসে। পরদিন সকালে নবী ﷺ আমাদের কাছে আসেন, আর এ সময় আমরা লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলাম। তিনি ফাতিমা (রা)-এর মাথার কাছে বসেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে মুহাম্মদের পরিবার! গতকাল তুমি কিসের প্রয়োজনে আমার কাছে গিয়েছিলে ? ফাতিমা (রা) দু'বার এ কথাশুনে চুপ থাকে। তখন আলী (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার কাছে বর্ণনা করবো। আমার ঘরে যাঁতায় গম-পেষার কারণে তাঁর হাতে ফোঁসকা পড়ে গেছে, মশক ভরে পানি টানতে টানতে তাঁর বুকে ব্যথা হয়েছে, ঘর ঝাড়ু দেয়ার কারণে তাঁর কাপড় ময়লা হয়ে গেছে এবং রান্না-বান্না করার কারণে তাঁর বস্ত্র কাল হয়ে গেছে। আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনার কাছে কিছু দাস-দাসী এসেছে ; তাই একটা দাসী চাওয়ার জন্য আমি তাকে আপনার কাছে পাঠাই। এরপর তিনি হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

٤٩٨. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍونَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ شَبْثِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيْهِ قَالَ عَلِىٌّ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ فَاِنِّىْ ذَكَرْتُهَا مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا *

৪৯৮০। আব্বাস আন্‌বারী (র) - - - আলী (রা) নবী করীম ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা

প্রসংগে বলেন ঃ আমি একথাগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যখন বর্ণনা করতে শুনেছি, তখন থেকে তা পাঠ করতে ভুলিনি, তবে সিফ্ফীনের-যুদ্ধের[১] রাতে তা পড়তে ভুলে যাই। কিন্তু শেষ রাতে স্মরণ হওয়ায়, তখন আমি তা পাঠ করি।

٤٩٨١. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَصْلَتَانِ اَوْ خَلَّتَانِ لاَيُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَّعْمَلْ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَّيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ اَوْ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَّخَمْسُ مِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ وَيُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَيُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ فَذٰلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِيْ الْمِيْزَانِ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهٖ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيْرٌ وَّمَن يَّعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ قَالَ يَاتِىْ اَحَدَكُمْ فِيْ مَنَامِهٖ يَعْنِى الشَّيْطَانُ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَ وَيَاتِيَهُ فِيْ صَلاَتِهٖ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَتَهُ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَهَا *

৪৯৮১। হাফ্স ইব্ন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি বিষয় এমন, যদি কোন মুসলমান সব সময় তা হিফায়ত করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ দু'টি ব্যাপার (কাজ) খুবই সহজ, কিন্তু এর উপর আমলকারীর সংখ্যা খুবই কম! তা হলো ঃ প্রত্যেক সালাতের পর ১০ বার সুব্হানাল্লাহ্, ১০ বার আলহাম্দুলিল্লাহ্, এবং ১০ বার আল্লাহু আকবর পাঠ করা। যা সারা দিনে মোট ১৫০ বার হয়ে থাকে মুখে পাঠ করাতে। আর কিয়ামতের দিন এর ছাওয়াব মীযানে ১,৫০০ বার পাঠের সম-পরিমাণ হবে।

(তিনি আরো বলেন ঃ) আর শয়নকালে আল্লাহু-আকবর- ৩৪ বার, আল- হাম্দুলিল্লাহ-৩৩ বার এবং সুব্হানাল্লহ- ৩৩ বার মুখে ১০০ বার পাঠ করার বিনিময়, কিয়ামতের দিন মীযানে ১০০০ বার পাঠের ছাওয়াবের অনুরূপ হবে।

রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ তাসবীহ তাঁর হাতের আংগুলে আদায় করতেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এদু'টি কাজ তো সহজ, কিন্তু এর আমলকারীর সংখ্যা কম কেন হবে ? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ শয়নকালে শয়তান তোমাদের কাছে আসে এবং তা পাঠের আগেই সে তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেয়। আর

১. আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর সিফ্ফীনের যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। যাতে অনেক সাহাবী শাহাদতবরণ করেন। (-অনুবাদক।)

সালাত আদায়কালে সে নামাযীর কাছে উপস্থিত হয়ে ঐ তাসবীহগুলো পাঠের আগেই তাকে কোন কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (যার ফলে সে আর তা পাঠ করতে পারে না।)

٤٩٨٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِىُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنٍ الضَّمْرِىِّ اَنَّ ابْنَ اُمِّ الْحَكَمِ اَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَىِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ اِحْدٰهُمَا اَنَّهَا قَالَتْ اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْيًا فَذَهَبْتُ اَنَا وَاُخْتِىْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَانَحْنُ فِيْهِ وَسَاَلْنَاهُ اَنْ يَّاْمُرَلَنَا بِشَيْئٍ مِنَ السَّبْىِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَبَقَكُنَّ يَتَامٰى بَدْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ التَّسْبِيْحِ قَالَ عَلٰى اَثَرِ كُلِّ صَلٰوةٍ لَّمْ يَذْكُرِ النَّوْمَ *

৪৯৮২। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) - - - উম্মু হাকাম অথবা দুবাআ বিন্ত যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। এঁদের একজন বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু বন্দী আসে। তখন আমি, আমার বোন এবং ফাতিমা বিন্ত নবী ﷺ-রাসূলাল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যাই এবং আমাদের কষ্টের কথা তাঁকে বলি। আমরা তাকে আমাদের জন্য অনুরোধ করি। তখন নবী করীম ﷺ বলেন ঃ তোমাদের আগে বদর যুদ্ধে শহীদ সাহাবীদের ইয়াতীম মেয়েরা এসেছিল ; (তাদের মধ্যে সব বণ্টিত হয়ে গেছে।) এরপর তাসবীহ পাঠের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

রাবী বলেন ঃ এ হাদীছে প্রত্যেক সালাতের পর তাসবীহ পাঠের বিষয় উল্লেখ হয়েছে, তবে শোবার সময় তাসবীহ পাঠের বিষয়টি এখানে উল্লেখ নেই।

٨. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحَ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সকাল বেলা কোন দু'আ পড়বে- সে সম্পর্কে

٤٩٨٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ عَنْ يَّعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِىْ بِكَالِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْئٍ وَّمَلِيْكَهُ اَشْهَدُ اَن لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطٰنِ وَشِرْكِهٖ قَالَ قُلْهَا اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجِعَكَ *

উপনীত হয়েছি। আমি আপনাকে ও আপনার 'আরশ-বাহী ফেরেশতাকে এবং আপনার সমস্ত সৃষ্টিকে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখছি যে, আপনি-ই আল্লাহ্ এবং আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ আপনার বান্দা ও রাসূল"----- আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের এক-চতুর্থাংশ আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেবেন, আর যে ব্যক্তি এ দু'আ দু'বার পড়বে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের অর্ধেক শাস্তি থেকে নাজাত দেবেন। আর যে ব্যক্তি এ দু'আ তিনবার পাঠ করবে। আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের তিন-চতুর্থাংশ আযাব থেকে মুক্তি দেবেন। আর যে ব্যক্তি দু'আটি চারবার পড়বে, মহান আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের পূর্ণ আযাব থেকে নাজাত দেবেন।

٤٩٨٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِىُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَوْ حِيْنَ يُمْسِىْ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَمَاتَ مِنْ يَّوْمِهٖ اَوْ مِنْ لَّيْلَتِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ *

৪৯৮৬। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - ইব্ন বুরায়দা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ পাঠ করবে ঃ " হে আল্লাহ্! আপনি আমার রব! আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার সাথে যা ওয়াদা করেছি, আমি তার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং আমার সাধ্যমত আপনার অংগীকার পালন করছে। আমি যে অন্যায় করেছি, আমি তা থেকে আপনার পানাহ্ চাচ্ছি এবং আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করছি। আমি আমার গুনাহের কথা স্মরণ করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া গুনাহ্ মাফকারী আর কেউ নেই." সে যদি-ঐ দিনে বা রাতে মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٤٩٨٧. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ اَعْيَنَ نَاجَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبرَّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسٰى اَمْسَيْنَا وَامْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ زَادَ فِىْ حَدِيْثِهٖ جَرِيْرٌ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْاَلُكَ خَيْرَ مَافِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَمَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَابَعْدَهَا وَاَعُوْذُ بِكَ

مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوْءِ الْكُفْرِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ اَيْضًا اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مِنْ سُوْءِ الْكِبْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ سُوْءَ الْكُفْرِ *

৪৯৮৭। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ সন্ধ্যার সময় এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং আল্লাহ্‌র বাদশাহী সন্ধ্যা বেলা ও আছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। বাদশাহী তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান। হে আমার রব! এ রাতে এবং এর পরে যে কল্যাণ আছে, আমি তা আপনার কাছে চাই। আর এ রাতে এবং এর পরে যে অকল্যাণ আছে, আমি তা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। হে আমার রব! আমি অলসতা ও বৃদ্ধ রয়সের অনিষ্টতা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার রব! আমি জাহান্নামের শাস্তি এবং কবরের আযাব থেকে আপনার কাছে পানাহ্ চাই। আর নবী ﷺ যখন সকালে উপনীত হতেন, তখন বলতেন ঃ আমি সকালে উপনীত হয়েছি এবং আল্লাহ্‌র বাদশাহী সকাল বেলা ও আছে।

রাবী আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ শো'বা (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে " সুইল কিবার অর্থাৎ "বৃদ্ধ বয়সের অনিষ্টতা" বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ হাদীছে "সুইল কুফর" অর্থাৎ "কুফ্‌রীর অনিষ্টতা-এর উল্লেখ নেই।

٤٩٨٨. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عُقَيْلٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ اَبِىْ سَلاَمٍ اَنَّهُ كَانَ فِىْ مَسْجِدِ حِمْصَ فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالُوْا هٰذَا خَدَمُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ فَقَالَ حَدِّثْنِىْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَتَدَاوَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ وَاِذَا اَمْسٰى رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً اِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّرْضِيَهُ *

৪৯৮৮। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) - - - আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি হিমসের মসজিদে বসে ছিলেন। এসময় এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে চলে যায়। তখন লোকেরা বলে ঃ ইনি নবী ﷺ -এর একজন খাদিম। আবূ সালাম (র) তাঁর কাছে চলে যান এবং বলেন ঃ আপনি আমার কাছে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করুন, যা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে

শুনেছেন এবং এ বর্ণনার মধ্যে তিনি ও আপনার মাঝে আর কোন মাধ্যম নেই। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ পাঠ করবে যে, "আল্লাহ্ রব হওয়ার ব্যাপারে-আমি সন্তুষ্ট, ইসলাম-দীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ ﷺ রাসূল হিসাবে।" আল্লাহ্ তার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন।

٤٩٨٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَاسْمٰعِيْلُ قَالاَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ تُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ اَدّٰى شُكْرَ يَوْمِهٖ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِىْ فَقَدْ اَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِهٖ *

৪৯৮৯। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন গান্‌নাম বায়াযী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন; যে ব্যক্তি সকালে বলবে ঃ সকালে আমার কাছে যে নিয়ামত আছে, তা আপনিই দিয়েছেন। আপনি একক, আপনার কোন শরীক নেই। সমস্ত প্রশংসা ও শোকর আপনারই, তবে সে যেন সেদিনের শোকর আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ বলবে, সে যেন সে রাতের শোকর আদায় করলো।

٤٩٩٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ نَا وَكِيْعٌ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى نَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَزَارِىُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُمْسِىْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَفِى دُنْيَاىَ وَاَهْلِى وَمَالِىْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَقَالَ عُثْمَانُ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِى الْخَسْفَ *

৪৯৯০। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মূসা (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ কখনই পরিত্যাগ করতেন না। ইয়া আল্লাহ্ ! আমি দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার কাছে সুস্থতা চাই। ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে দীন ও দুনিয়ার ক্ষমা ও কল্যাণ চাই ; আর

আমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদের জন্য ও কল্যাণ চাই। ইয়া আল্লাহ্! আমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন এবং আমার অন্তরে শান্তি প্রদান করুন। ইয়া আল্লাহ্! আমাকে রক্ষা করুন-আমার ডান দিক হতে, বাম দিক হতে, সামনে হতে, পেছন হতে এবং উপর ও নীচের দিকের ক্ষতি থেকে। রাবী ওয়াকী (র) বলেন ঃ যমীনের মধ্যে ধ্বসে যাওয়া যাওয়া থেকে।

٤٩٩١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ سَالِمًا الْفَرَّاءَ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ الْحَمِيْدِ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اُمَّهُ حَدَّثَتْهُ وَكَانَتْ تَخْدِمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ بِنْتَ النَّبِىِّ حَدَّثَتْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُوْلُ قُوْلِىْ حِيْنَ تُصْبِحِيْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ لاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَالَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْمًا فَانَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِىْ حُفِظَ حَتّٰى يُصْبِحَ *

৪৯৯১। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আবদুল হামীদ (রা), যিনি বনূ হাশিমের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তার মা নবী করীম ﷺ -এর কোন কন্যার সেবিকা ছিলেন এবং তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম ﷺ তাকে সকালে এরূপ বলতে শিক্ষা দেন যে, পবিত্রতা আল্লাহ্‌রই, তাঁর প্রশংসা সহ ; আল্লাহ্‌র শক্তি ছাড়া আর কারো কোন শক্তি নেই; আল্লাহ্ যা চান, তা-ই হয়, আর তিনি যা চান না, তা হয়না। আমি জানি-আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্ব শক্তিমান এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন। যে ব্যক্তি সকালে এ কথাগুলো বলবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্যন্ত এরূপ বলবে, সে সকাল পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে।

٤٩٩٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ اَنَا ح وَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ الْبُخَارِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَيْلَمَانِىِّ قَالَ الرَّبِيْعُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ اِلٰى وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ اَدْرَكَ مَافَاتَهُ فِىْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِىْ اَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِىْ لَيْلَتِهِ قَالَ الرَّبِيْعُ عَنِ اللَّيْثِ *

৪৯৯২। আহমদ ইব্‌ন সাঈদ হামদানী (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সকালে এরূপ বলবে ঃ পবিত্র-মহান আল্লাহ্ সকালে ও সন্ধ্যায়, প্রশংসা তাঁরই আসমান ও যমীনে সন্ধ্যায় ও দুপুরে, এভাবেই তোমাদের মৃত্যুর পর যমীন থেকে বের করা হবে-সে ব্যক্তি সেদিনের সমস্ত পরিত্যক্ত ছাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ বলবে, সে ব্যক্তি সে রাতের পরিত্যক্ত সমস্ত ছাওয়াব পাবে।

٤٩٩٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ وَّوُهَيْبٌ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَائِشٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَيَّاشٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَّحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَّرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِيْ حِرْزٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنْ قَالَهَا اِذَا اَمْسٰى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُصْبِحَ قَالَ فِيْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ فَرَاٰى رَجُلٌ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا عَيَّاشٍ يُّحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ اَبُوْ عَيَّاشٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّمُوْسَى الزَّمْعِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَائِشٍ *

৪৯৯৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ আয়্যাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলা বলবে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর সর্ব শক্তিমান," -সে ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)-এর বংশের একটা গোলাম আযাদ করার ন্যায় ছাওয়াব পাবে। আর তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, দশটি গুনাহ্ মাফ করা হবে এবং তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে, সে শয়তানের ক্ষতি থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ বলবে, সে সকাল পর্যন্ত এরূপ ছাওয়াব পাবে।

রাবী হাম্মাদ (র) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবূ আয়্যাশ (র) আপনার থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন, (ইহা কি সত্য ?) তিনি বলেন ঃ আবূ আয়্যাশ সত্য বলেছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ এ হাদীছ ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর, মূসা রফ্‌ঈ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (র) সুহায়ল (র) থেকে ; তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইব্‌ন আইশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٩٩٤. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْسَعِيْدٍ الْفِلَسْطِيْنِيُّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَسَرَّ اِلَيْهِ فَقَالَ اِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَقُلِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ ثُمَّ مِتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِّنْهَا وَاِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذٰلِكَ فَاِنَّكَ اِنْ مُتَّ فِيْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِّنْهَا اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ قَالَ اَسَرَّ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَحْنُ نَخُصُّ اِخْوَانَنَا بِهَا ٭

৪৯৯৪। ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - মুসলিম ইব্‌ন হারিছ তামিমী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ গোপনে তাকে বলেন যে, যখন তুমি মাগরিবের সালাত শেষ করবে, তখন সাতবার এ দু'আ পাঠ করবে ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে জাহান্নাম থেকে পানাহ্ দিন। কেননা, সন্ধ্যায় যদি তুমি এ দু'আ পাঠ কর এবং সে রাতে মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে। আর ফজরের সালাত আদায়ের পর যদি তুমি এরূপ বল, আর তুমি যদি সেদিন মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

আবূ সাঈদ (র) বলেন যে, হারিছ ইব্‌ন মুসলিম (র) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোপনে আমার কাছে এজন্য এ দু'আ প্রকাশ করেন, যাতে আমি আমার ভাইদের কাছে এটা বিশেষ ভাবে প্রচার করি।

٤٩٩٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى الْحِمْصِيُّ قَالُوْا نَا الْوَلِيْدُنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَسَّانَ الْكِنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْوَهُ اِلٰى قَوْلِهٖ جِوَارٌ مِّنْهَا اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فِيْهِمَا قَبْلَ اَنْ تُكَلِّمَ اَحَدًا قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ فِيْهِ اِنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ وَّابْنُ الْمُصَفّٰى قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِيْ فَسَبَقْتُ اَصْحَابِيْ وَتَلَقَّانِى الْحَيُّ بِالرَّنِيْنِ فَقُلْتُ لَهُمْ قُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تُحْرَزُوْا فَقَالُوهَا فَلاَمَنِيْ اَصْحَابِيْ فَقَالُوْا اَحْرَمْتَنَا الْغَنِيْمَةَ

فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرُوْهُ بِالَّذِىْ صَنَعْتُ فَدَعَانِىْ فَحَسَّنَ لِىْ مَا صَنَعْتُ وَقَالَ اَمَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ مِنْ كُلِّ اِنْسَانٍ مِّنْهُم كَذَا وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَنَا نَسِيْتُ الثَّوَابَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنِّىْ سَاَكْتُبُ لَكَ بِالْوَصَاةِ بَعْدِىْ قَالَ فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَقَالَ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُمْ وَقَالَ ابْنُ الْمُصَفّٰى قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ *

৪৯৯৫। আমর ইব্‌ন উছমান হিম্‌সী (র) - - - হারিছ ইব্‌ন মুসলিম তামিমী (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে, যেরূপ উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেন ঃ ফজর ও মাগরিবের সালাত আদায়ের পর, কারো সাথে কথা বলার আগে-এ দু'আ পাঠ করবে।

রাবী আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) বলেন ঃ তার পিতা তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন। আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই তখন আমি আমার ঘোড়াকে দ্রুতবেগে চালিয়ে আমার সাথীদের থেকে আগে চলে যাই, যার ফলে সেখানকার লোকেরা চীৎকার দিতে থাকে। তখন আমি তাদের বলি, তোমরা বল ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু; তাহলে তোমরা নিস্তার পাবে। তখন তারা এ কালিমা পড়ে নেয়। এতে আমার সাথীরা আমার দোষারূপ করে বলে ঃ তুমি আমাদের গনীমতের মাল থেকে বঞ্চিত করলে। এরপর তারা যখন ফিরে আসে, তখন তারা এ সম্পর্কে নবী ﷺ -কে অবহিত করে, যা আমি করে ফেলি। তখন নবী ﷺ আমাকে ডাকেন এবং আমার এ কাজের জন্য আমাকে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ তোমার এ কাজের জন্য সে গোত্রের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে এত-এত পরিমাণ ছাওয়াব দান করেছেন। রাবী আবদুর রহমান (রা) বলেন ঃ তিনি যে পরিমাণ ছাওয়াবের কথা উল্লেখ করেন, তা আমি ভুলে যাই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি তোমার জন্য একটা অসীয়তনামা লিখে দেব। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এ অসীয়তনামা লিখে, সীল করে, আমাকে দেন।

٤٩٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى قَالَ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ اَبِىْ اُسَيْدِ الْبَرَّادِ عَنْ مُعَاذِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِىْ لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ لَنَا فَاَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلْ فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَقُلْتُ

مَا اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِىْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ *

৪৯৯৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খুবায়ব (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা ঝড়-বৃষ্টিপূর্ণ এক অন্ধকার রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সন্ধানে বের হই, যাতে তিনি আমাদের নামায পড়ান। আমরা তাঁর সন্ধান পেলে, তিনি বলেন ঃ বল। তখন আমি কিছু বলিনি। তিনি আবার বলেন ঃ বল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি বলবো। তিনি বলেন ঃ তুমি বল- কুলহু আল্লাহু আহাদ, কুল আউযূ বে-রাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযূ বে-রাব্বিন্নাস। তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় এ তিনটি সূরা তিনবার পাঠ করলে, তা তোমাকে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট হবে।

٤٩٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَّرَاَيْتُهُ فِىْ اَصْلِ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنَا بِكَلِمَةٍ تَقُوْلُهَا اِذَا اَصْبَحْنَا وَاَمْسَيْنَا وَاضْطَجَعْنَا فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْئٍ وَّالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ اَنَّكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ فَاِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ اَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَشِرْكِهٖ وَاَنْ نَّقْتَرِفَ سُوْءً عَلٰى اَنْفُسِنَا اَوْ نَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَافِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ ثُمَّ اِذَا اَمْسٰى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ *

৪৯৯৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন আওফ (র) - - - আবূ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের এমন একটা দু'আ শিখিয়ে দেন, যা আমরা সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে শোবার সময় পড়তে পারি। তখন তিনি তাদের এ দু'আ পড়ার নির্দেশ দেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি স্রষ্টা যমীন ও আসমানের, আপনি প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা, আপনি সব কিছুর রব। আর ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমরা আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং অভিশপ্ত শয়তানের ক্ষতি থেকে ও তার সাথীদের অনিষ্ট থেকে আপনার সাহায্য চাচ্ছি। আর আমরা যেন কোন গুনাহ্

না করি এবং এবং কোন মুসলমানকে যেন গুনাহে লিপ্ত হতে না দেই।

ইমাম আবূ দাউদ (র) এরূপ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সকাল বেলায় উপনীত হয়, তখন সে যেন বলে ঃ আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এবং আল্লাহ্র বাদশাহীর সব কিছু সকালে পৌঁছেছে, যিনি রব সারা জাহানের। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে এ দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, নূর, বরকত ও হিদায়াত চাচ্ছি; আর আমি আপনার কাছে এ দিনের অনিষ্টতা থেকে এবং এর পরের ক্ষতি থেকে সাহায্য চাচ্ছি। এরপর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন তুমি এরূপ বলবে।

٤٩٩٨. حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ جُعْثُمٍ قَالَ نَا الْاَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَرَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَرِيْقُ الْهَوْزَنِىُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَاَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْتَتِحُ اِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَاَلْتَنِىْ عَنْ شَيْئٍ مَّاسَاَلَنِىْ عَنْهُ اَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ اِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَّحَمِدَ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَّقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ عَشْرًا وَّاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَّهَلَّلَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ *

৪৯৯৮। কাছীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - শরীক হুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলবে, একবার আমি আইশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে জাগার পর কোন দু'আ পড়তেন ? তিনি বলেন ঃ তুমি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ, যে সম্পর্কে এর আগে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি যখন রাতে ঘুম থেকে জাগতেন, তখন আল্লাহু আকবার- ১০ বার ; আল- হাম্দুলিল্লাহ- ১০ বার; সুবহানাল্লাহে ওয়া-বেহামদিহি-১০ বার ; সুবহানাল মালিকুল কুদ্দুস- ১০ বার, আস্তাগফিরুল্লাহ- ১০ বার এবং লা-ইলাহা- ১০ বার পড়তেন। এরপর তিনি এ দু'আ ১০ বার পড়তেন- (অর্থঃ) হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা থেকে সাহায্য চাই। এরপর তিনি সালাত আদায় করতেন।

٤٩٩٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَاَسْحَرَ يَقُوْلُ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ صَاحِبْنَا فَاَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ *

৪৯৯৯। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফরে থাকতেন, তখন এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ শ্রবণকারী আল্লাহ্‌র প্রশংসা শোনেন তাঁর নিয়ামত ও উত্তম পরীক্ষার সাথে-আমাদের উপর। আল্লাহ্ আমাদের সাথী, ইহসান বা অনুগ্রহ করুন আমাদের উপর, আমি আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাই জাহান্নাম থেকে।

٥٠٠٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا اَبُوْ مَوْدُوْدٍ عَنْ مَّنْ سَمِعَ اَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَيَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِىْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةُ بَلاَءٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجَاءَةُ بَلاَءٍ حَتّٰى يُمْسِىَ قَالَ فَاَصَابَ اَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ الْفَالِجُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيْثَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَالَكَ تَنْظُرُ اِلَىَّ فَوَاللّٰهِ مَاكَذَبْتُ عَلٰى عُثْمَانَ وَلاَ كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَلٰكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِىْ اَصَابَنِىْ فِيْهِ مَا اَصَابَنِىْ غَضِبْتُ فَنَسِيْتُ اَنْ اَقُوْلَهَا *

৫০০০। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ দু'আ তিনবার পড়বে, সকাল পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হবে না। দু'আটি হলো ঃ" বিসমিল্লাহিল্লাহী লা-ইয়াদুররু মা'আ ইসমূহু শায়উন ফিল আরদে ওয়ালা ফিস্ সামায়ে ওয়া-হুয়াস সামিউল আলীম। " অর্থাৎ আমি শুরু করছি সে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, যার নাম নিলে যমীন ও আসমানের কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

আর যে ব্যক্তি সকালে এ দু'আ তিনবার পাঠ করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হবে না। ঘটনাক্রমে এ হাদীছের বর্ণনাকারী আবান ইব্‌ন উছমানের দেহের একাংশ অবশ হয়ে যায়, তখন এক ব্যক্তি, যিনি তার থেকে এ হাদীছ শোনেন, তিনি সংশয়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান। তখন আবান (রা) বলেন ঃ তুমি আমার কি দেখছো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো উছমান (রা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেন নাই এবং উছমান (রা) নবী ﷺ -এর মিথ্যা অপবাদ দেন নাই। বরং ব্যাপার হলো ঃ যেদিন আমার দেহের অর্ধাংশ অবশ হয়, সেদিন আমি রাগান্বিত থাকায় এ দু'আ পড়তে ভুলে যাই। (ফলে, আমার এ পরিণতি হয়েছে।)

٥٠٠١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَنْطَاكِىُّ نَا اَنَسُ بْنُ عَيَّاضٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مَوْدُوْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ

يَذْكُرْ قِصَّةَ الْفَالِجِ *

৫০০১। নসর ইব্ন আসিম (র) - - - উছমান (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবান (রা)-এর অর্ধাংশ অবশ হওয়ার ঘটনার উল্লেখ নেই।

٥٠٠٢. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْجَلِيْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّهُ قَالَ لاَبِيْهِ يَا اَبَتِ اِنِّىْ اَسْمَعُكَ تَدْعُوْ كُلَّ غَدَاةٍ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ سَمْعِى اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ تُعِيْدُهَا ثَلٰثًا حِيْنَ تُصْبِحُ وَثَلاَثًا حِيْنَ تُمْسِى فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهِنَّ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ قَالَ عَبَّاسٌ فِيْهِ وَتَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ تُعِيْدُهَا ثَلٰثًا حِيْنَ تُصْبِحُ وَثَلاَثًا حِيْنَ تُمْسِىْ فَتَدْعُوْبِهِنَّ فَاُحِبُّ اَنْ اَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلٰى صَاحِبِهِ *

৫০০২। আব্বাস ইব্ন আবদুল আজীম (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাক্রা (র) একদা তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আমার পিতা ! আমি আপনাকে প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আটি তিনবার পাঠ করতে শুনি, এর কারণ কি ? দু'আ হলো ঃ "ইয়া আল্লাহ্ ! আমার দেহকে রোগমুক্ত রাখুন, আমার কান ও চোখকে রোগমুক্ত রাখুন, আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।" জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ দু'আ পাঠ করতে শুনেছি ; আমি তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করতে পসন্দ করি।

রাবী আব্বাস (র) এক বর্ণনায় বলেন, নবী ﷺ বলতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে কুফরী ও মুহতাজী থেকে পানাহ্ চাই। হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ্ চাই। আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।" তিনি এ দু'আ তিনবার পাঠ করতেন-সকালে এবং সন্ধ্যায়। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ দু'আ পাঠ করতে শুনেছি; আমি তার সুন্নাতের উপর আমল করতে পসন্দ করি।

রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিপদগ্রস্ত লোকের দু'আ হলো ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার রহমতের প্রত্যাশী, আপনি আমাকে আমার নাফ্সের (প্রবৃত্তির) হাতে সমর্পণ করবেন না এক মুহূর্তের জন্য। আর আপনি আমার সব ব্যাপার সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে দিন। আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।

কোন কোন বর্ণনাকারী শব্দের মধ্যে বেশী-কম করে বর্ণনা করেছেন।

٥٠٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَّاِذَا اَمْسٰى كَذٰلِكَ لَمْ يُوَافِ اَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافٰى *

৫০০৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন মিন্‌হাল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ একশো বার পাঠ করবে, সমস্ত মাখলূকের মধ্যে তার সমান মর্যাদার অধিকারী আর কেউ হতে পারে না।

٩. بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا رَاَى الْهِلَالَ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ নতুন চাঁদ দেখার পর যে দু'আ পড়বে

٥٠٠٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ نَا قَتَادَةُ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ نَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَاٰى الْهِلَالَ قَالَ هِلَالُ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ اٰمَنْتُ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا *

৫০০৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, তখন এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ এ চাঁদ উত্তম এবং পথ প্রদর্শক, এ চাঁদ উত্তম এবং পথ প্রদর্শক, এ চাঁদ উত্তম এবং হিদায়াত। আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি, তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তিনবার এ দু'আ পাঠের পর বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র, যিনি অমুক মাস নিয়ে গেছেন এবং এমাস এনেছেন।

٥٠٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْهِلَالَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ *

৫০০৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

١٠. بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ

٥٠٠٦. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْتِيْ قَطُّ اِلاَّ رَفَعَ طَرْفَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ *

৫০০৬। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সব সময় আমার ঘর থেকে বের হওয়াকালে আকাশের দিকে মুখ করে এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার পানাহ্ চাই গুমরাহ্ হওয়া থেকে অথবা গুমরাহ্ করা থেকে ; পদস্খলন হওয়া থেকে অথবা পদস্খলন করা থেকে; জুলুম করা থেকে বা মাজলুম হওয়া থেকে; মূর্খতা থেকে অথবা মূর্খের আচরণ থেকে।

٥٠٠٧. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهٖ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَيَتَنَحّٰى لَهُ الشَّيْطٰنُ فَيَقُوْلُ شَيْطَانٌ اٰخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ *

৫০০৭। ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "যখন কেউ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পড়ে ঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, ভরসা করছি আল্লাহ্‌র উপর, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কোন ক্ষমতা নেই।" তখন ফেরেশতা তাকে বলে ঃ তুমি হিদায়াত পেয়েছ, তোমাকে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং এ দু'আ তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন শয়তার তার থেকে আলাদা হলে যায়, আর অন্য শয়তান তাকে বলে ঃ এখন তুমি তার কি ক্ষতি করতে পার? যে হিদায়াত পেয়েছে, এ দু'আ তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং তাকে সমস্ত বালা-মসীবত থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

١١. بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে প্রবেশকালে পাঠের দু'আ

٥٠٠٨. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَاَيْتُ فِيْ اَصْلِ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمُ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ

اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلٰى اَهْلِهِ *

৫০০৮। ইব্ন আওফ (র) - - - আবূ মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে ঘরে প্রবেশ করছি এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে ঘন্ন থেকে বের হচ্ছি। আমি আল্লাহ্র উপর, যিনি আমাদের রব তাঁর ভরসা করছি। এরপর সে যেন তার পরিবার-পরিজনদের উপর সালাম করে।

١٢. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا هَاجَتِ الرِّيْحُ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ঝড়-বাতাসের সময় যে দু'আ পাঠ করবে

٥٠٠٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ وَسَلَمَةُ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ تَاتِىْ بِالرَّحْمَةِ وَتَاتِىْ بِالْعَذَابِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَلاَ تَسُبُّوْهَا وَسَلُوْا اللّٰهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا *

৫০০৯। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছিঃ বাতাস আল্লাহ্র এক হুকুম, তা কখনো রহমত নিয়ে আসে, আবার কখনো আযাব নিয়ে আসে। তুমি যখন বাতাসকে দেখবে, তখন তাকে মন্দ বলবে না, বরং আল্লাহ্র কাছে এর থেকে কল্যাণ চাবে এবং এর অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাবে।

٥٠١٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ وَهْبٍ اَنَا عَمْرٌو اَنَّ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتّٰى اَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ وَكَانَ اِذَا رَاٰى غَيْمًا اَوْ رِيْحًا عُرِفَ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ النَّاسُ اِذَا رَاَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رَجَاءَ اَن يَكُوْنَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَاَرَاكَ اِذَا رَاَيْتَهُ عُرِفَتْ فِىْ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَلَ يَاعَائِشَةُ مَايُؤْمِنُنِىْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَاٰى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا *

৫০১০। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - নবী ﷺ -এর স্ত্রী আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এত জোরে হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলজিভ দেখা যেতো, বরং যখন তিনি হাসতেন, তখন মুচকি হাসতেন। আর যখন তিনি মেঘ বা জোরে বাতাস প্রবাহিত হতে দেখতেন, তখন তাঁর চেহারায় অস্থিরতা প্রকাশ পেতো। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মানুষেরা এজন্য মেঘ দেখে খুশী হয় যে, এখনই বৃষ্টিপাত হবে। কিন্তু আমি দেখি যে, যখনই আপনি মেঘ দেখেন, তখনই আপনার চেহারায় অস্থিরতা ফুটে উঠে ? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ হে আইশা! আমার ভয় হয়, না জানি এতে আযাব আছে কি না ? কেননা, পূর্ববর্তী এক কাওমের উপর বাতাসের আযাব এসেছিল। অপর এক কাওম (ছামূদ) মেঘ দেখে বলেছিল ঃ এ মেঘতো আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে ! (কিন্তু তা থেকে তাদের উপর আযার স্বরূপ পাথর বর্ষিত হয়েছিল।)

٥٠١١. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا رَاٰى نَا شِيًا فِى اُفُقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَاِنْ كَانَ فِىْ صَلٰوةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا فَاِنْ مُّطِرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا هَنِيْئًا *

৫০১১। ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - আইশা (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ আকাশের কিনারায় যখন মেঘ উঠতে দেখতেন, তখন সব কাজ পরিত্যাগ করতেন। সে সময় যদি তিনি নফল নামায পড়তেন, তবে তা পরিত্যাগ করে এ দু'আ পড়তেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি এর অকল্যাণ হতে আপনার কাছে পানাহ চাই। আর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলে, তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ ! বরকতপূর্ণ বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

١٣. بَابُ فِى الْمَطَرِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি বর্ষণ সম্পর্কে

٥٠١٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنٰى قَالاَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَطَرٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتّٰى اَصَابَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لاَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ *

৫০১২। মুসাদ্দাদ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে থাকাবস্থায় বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়। তিনি বাইরে বেরিয়ে যান এবং শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলেন, যাতে বৃষ্টির পানি তাঁর শরীরে পড়ে। তখন আমরা

তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এরূপ কেন করলেন। তখন তিনি বলেন ঃ এ বৃষ্টি এখনই তার রবের পক্ষ থেকে বর্ষিত হচ্ছে।

١٤. بَابٌ فِى الدِّيكِ وَالْبَهَائِمِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ মোরগ ও অন্যান্য পশু-পক্ষী সম্পর্কে

٥٠١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَسُبُّوْا الدِّيْكَ فَاِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلٰوةِ *

৫০১৩। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - যায়দ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মোরগকে মন্দ বলো না, কেননা সে সকালে সালাতের জন্য জাগিয়ে দেয়।

٥٠١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَسَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رَاَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهَا رَاَتْ شَيْطَانًا *

৫০১৪। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহ্র কাছে করুণা ভিক্ষা করবে। কেননা, এরা রহমতের ফেরেশতাদের দেখে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে, তখন আল্লাহ্র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাবে। কেননা, সে শয়তানকে দেখে ডাক দেয়।

٥٠١٥. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ وَنَهِيْقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ فَاِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَالاَ تَرَوْنَ *

৫০১৫। হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রাতে যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক শুনবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাবে। কেননা, তারা যা দেখে, তোমরা তা দেখ না।

٥٠١٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ

هِلاَلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ نَا اَبِيْ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِلُّوْا الْخُرُوْجَ بَعْدَ هَدْاَةِ الرِّجْلِ فَاِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى دَوَّابٌ يَبُثُّهُنَّ فِى الْاَرْضِ قَالَ ابْنُ مَرْوَانَ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ وَقَالَ فَاِنَّ لِلّٰهِ خَلْقًا ثُمَّ ذَكَرَ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَالْحَمِيْرِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِيْ شُرَحْبِيْلُ بْنُ الْحَاجِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ *

৫০১৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইবরাহীম ইব্ন মারওয়ান (র) - - - হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাতে লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হওয়ার পর, তোমরা খুব কমই বাইরে যাবে। কেননা, মহান আল্লাহ্‌র এমন কিছু জানোয়ার আছে, যাদের তিনি এসময় ছেড়ে দেন। রাবী আরো বলেন ঃ আল্লাহ্‌র এমন কিছু সৃষ্টি আছে, যাদের তিনি এ সময় ছেড়ে দেন। এরপর তিনি কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক সম্পকীয় হাদীছের ন্যায় হাদীছ বর্ণনা করেন।

١٥. بَابُ فِى الْمَوْلُوْدِ يُؤَذَّنُ فِىْ اُذُنِهِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ নব-জাতকের কানে আযান দেয়া– সম্পর্কে

٥٠١٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رضـ) حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلٰوةِ *

৫০১৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ রাফি' (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আযান দিতে দেখেছি হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর কানে, যখন ফাতিমা (রা) তাকে প্রসব করেন, নামাযের আযানের ন্যায়।

٥٠١٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ زَادَ يُوْسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَةِ *

৫০১৮। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বাচ্চাদের আনা হলে, তিনি তাদের বরকতের জন্য দু'আ করতেন।

রাবী ইউসুফ (র) অতিরিক্ত উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ খেজুর চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেতেন। এ হাদীছে বরকতের জন্য দু'আ করতেন, এর উল্লেখ নেই।

٥٠١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْوَزِيْرِنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ حُمَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ رُاِىَ اَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا فِيْكُمُ الْمُغَرِّبُوْنَ قُلْتُ وَمَا الْمُغَرِّبُوْنَ قَالَ الَّذِيْنَ يَشْتَرِكُ فِيْهِمُ الْجِنُّ *

৫০১৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাদের কেউ কি 'মুগাররিবদের' দেখেছ ? তখন আমি বলি ঃ মুগার্‌রিব কি ? তিনি বলেন ঃ মুগার্‌রিব তাদের বলা হয়, যাদের সাথে জিনের শরীক থাকে।

١٦. بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَسْتَعِيْذُ مِنَ الرَّجُلِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা– সম্পর্কে

٥٠٢٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَّعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالاَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ قَالَ نَا سَعِيْدٌ قَالَ نَصْرُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَهِيْكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَاَلَكُمْ بِوَجْهِ اللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ مَنْ سَاَلَكُمْ بِاللّٰهِ *

৫০২০। নাসর ইব্‌ন আলী (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পানাহ্ চায়, তাকে পানাহ্ দেবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিছু চায়, তাকে দেবে।

٥٠٢١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّسَهلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالاَ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَاجَرِيْرٌ الْمَعْنٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَاَلَكُمْ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ وَقَالَ سَهْلٌ وَّعُثْمَانُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاَجِيْبُوْهُ ثُمَّ اتَّفَقُوْا وَمَنْ اَتٰى اِلَيْكُمْ مَّعْرُوفًا فَكَافِئُوْهُ

قَالَ مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ فَانْ لَّمْ تَجِدُوْا فَادْعُوْالَهُ حَتّٰى تَعْلَمُوْا اَنْ قَدْ كَافَيْتُمُوْهُ *

৫০২১। মুসাদ্দাদ ও সাহ্ল ইব্ন বাক্কার (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কাছে কেউ আল্লাহ্র ওয়াস্তে আশ্রয় চায়, তখন তাকে আশ্রয় দেবে। আর যখন তোমাদের কেউ আল্লাহ্র ওয়াস্তে কিছু চাবে, তখন তোমরা তাকে দেবে।

রাবী সাহ্ল ও উছমান (র) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ দাওয়াত করে, তখন তোমরা তার দাওয়াত কবূল করবে। এরপর সব রাবী একমত হয়ে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি তোমাদের উপর ইহ্সান (অনুগ্রহ) করবে, তোমরা তার অনুগ্রহের বিনিময় প্রদান করবে।

রাবী মুসাদ্দাদ ও উছমান (র) বলেন ঃ তোমরা যদি ইহ্সানের বিনিময় দিতে না পার, তবে তোমরা তার জন্য দু'আ করবে এবং মনে করবে যে, তোমরা তার বিনিময় প্রদান করলে।

١٧. بَابُ فِى رَدِّ الْوَسْوَسَةِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহ দূর করা– সম্পর্কে

٥٠٢٢. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ نَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عِكْرِمَةَ يَعْنِىْ ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ نَا اَبُوْ زُمَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ مَا شَيْئٌ اَجِدُهُ فِى صَدْرِىْ قَالَ مَاهُوَ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا اَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِىْ شَيْئٌ مِّنْ شَكٍّ قَالَ وَضَحِكَ قَالَ مَانَجَا اَحَدٌ مِّنْ ذٰلِكَ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَانْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَؤُنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ الْاٰيَةَ قَالَ فَقَالَ لِىْ اِذَا وَجَدْتَ فِىْ نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ *

৫০২২। আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) - - - আবূ যামীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ আমি আমার অন্তরে যা অনুভব করি, তা কি ? তিনি বলেন ঃ সেটি কি? আমি বলি ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি সে সম্পর্কে কিছু বলবো না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তা কি সন্দেহ ? রাবী বলেন; এরপর তিনি হাসেন এবং বলেন ঃ এ থেকে কেউ-ই নিস্তার পায়নি। এমন কি মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ যদি তোমার সন্দেহ থাকে, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি-তাতে; তবে তুমি তাদের জিজ্ঞাসা কর, যারা কিতাব পড়ে, তোমার আগে। রাবী বলেন ঃ তখন ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বলেন ঃ যখন তুমি তোমার অন্তরে সন্দেহের কিছু অনুভব করবে, তখন এ আয়াত তিলাওয়াত করবে ঃ তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই অপ্রকাশ্য। আর তিনি সব কিছুই জানেন।

٥٠٢٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَهُ اُنَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا الشَّيْئَ نُعَظِّمُ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٖ اَوِ الْكَلاَمَ بِهٖ مَاتُحِبُّ اَنَّ لَنَا وَاَنَّا تَكَلَّمْنَا بِهٖ قَالَ اَوْ قَدْ وَجَدْتُّمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ *

৫০২৩। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ -এর কিছু সাহাবী তাঁর কাছে এসে বলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আমাদের অন্তরে এমন কিছু সন্দেহ অনুভব করি, যা বর্ণনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা চাইনা যে, এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হোক এবং আমরা তা বর্ণনা করি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কি এরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয় ? তারা বলেন ঃ হাঁ। তখন তিনি বলেন ঃ এ হলো স্পষ্ট ঈমানের নিদর্শন।

٥٠٢٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنٍ قَالاَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ اَحَدَنَا يَجِدُ فِى نَفْسِهِ يُعَرِضُ بِالشَّيْئِ لَاَنْ تَكُوْنَ حُمَمَةً اَحَبُّ اِلَيْهِ مَنْ اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ كَيْدَهُ اِلَى الْوَسْوَسَةِ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَدَّ اَمْرَهُ مَكَانَ رَدَّ كَيْدَهُ *

৫০২৪। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার একব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কারো অন্তরে এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়, যা বর্ণনা করার চাইতে জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া উত্তম মনে হয়। তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র, যিনি শয়তানের ধোঁকাকে সন্দেহে পরিণত করেছেন। ইব্‌ন কুদামা (র) বলেন ঃ শয়তানের ধোঁকাকে তার কাজে পরিণত করেছেন।

١٨. بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَنْتَمِىْ اِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ আপনজন বাদ দিয়ে অন্যের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করলে সে সম্পর্কে

٥٠٢٥. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ اَنَّهُ قَالَ

مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرَةَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعَتْ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ عَاصِمٌ فَقُلْتُ يَا اَبَا عُثْمَانَ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاَنِ اَيُّمَا رَجُلَيْنِ فَقَالَ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَاَوَّلُ مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْفِى الْاِسْلاَمِ يَعْنِىْ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَالْاٰخَرُ قَدِمَ مِنَ الطَّائِفِ فِىْ بِضْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ رَجُلاً عَلٰى اَقْدَامِهِمْ فَذَكَرَ فَضْلاً قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ قَالَ قَالَ النُّفَيْلِىُّ حَيْثُ حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَاللّٰهِ اِنَّهُ عِنْدِىْ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ يَعْنِىْ قَوْلَهُ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِىْ قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ وَّسَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُوْلُ لَيْسَ لِحَدِيْثِ اَهْلِ الْكُوْفَةِ نُوْرٌ قَالَ وَمَا رَاَيْتُ مِثْلَ اَهْلَ الْبَصْرَةِ كَانُوْا تَعَلَّمُوْهُ مِنْ شُعْبَةَ *

৫০২৫। নুফায়লী (র) - - - সাআদ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার দু'কান শুনেছে এবং অন্তর স্মরণ রেখেছে যে, মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জেনে শুনে, যে ব্যক্তি তার পিতা নয়, এরূপ ব্যক্তির সাথে নিজের পিতার সম্পর্ক স্থাপন করে ; তার জন্য জান্নাত হারাম।

রাবী বলেন ঃ এরপর আমি আবূ বাক্রা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে, এ হাদীছে তাঁর কাছে বর্ণনা করলে, তিনিও বলেন ঃ আমার দু'কান শুনেছে এবং অন্তর স্মরণ রেখেছে যে, মুহাম্মদ ﷺ এরূপ বলেছেন। রাবী আসিম (র) বলেন ঃ আমি উছমান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনার কাছে দু'ব্যক্তি এ হাদীছ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, এরা দু'জন কেমন লোক ? তিনি বলেন ঃ এদের একজন এমন, যে সর্ব প্রথম আল্লাহ্র রাস্তায় অথবা ইসলামে তীর নিক্ষেপ করেছিল- অর্থাৎ সাআদ ইব্ন মালিক (রা)। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যে তায়েফ থেকে বিশ জনের ও অধিক লোকের সাথে হেঁটে চলে আসে। এরপর তিনি তার মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

রাবী আবূ আলী (র) বলেন ঃ আমি ইমাম আবূ দাউদ (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ যখন নুফায়লী এ হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন তিনি বলেন যে, আল্লাহ্র শপথ! এ হাদীছ আমার কাছে মধুর চাইতে ও মিষ্টি মনে হয়। রাবী আবূ আলী (র) আরো বলেন ঃ ইমাম আবূ দাউদ (র) আহমদ (র)-কে বলতে শুনেন ঃ কূফাবাসীদের বর্ণিত হাদীছে নূর নেই, (কেননা, তারা সনদ ঠিকভাবে বর্ণনা করে না।) ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন ঃ আমি বসরাবাসীদের চাইতে উত্তম লোক দেখিনি ; কেননা, তারা শোবা (রা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, (যিনি তাদের হাদীছ বর্ণনার ধারা উত্তমরূপে শিক্ষা দেন।)

٥٠٢٦. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو نَا زَائِدَةُ عَنِ

الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْلاً بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ صَرْفٌ وَّلاَ عَدْلٌ *

৫০২৬। হাজ্জাজ ইব্ন আবূ ইয়াকূব (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মনিবের বিনা অনুমতিতে অন্যের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করবে, তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সব মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবূল হবে না।

٥٠٢٧. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِىُّ نَاعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَنَحْنُ بِبَيْرُوْتَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوِ انْتَمٰى اِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ الْمُتَتَابِعَةُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ *

৫০২৭। সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বানায় অথবা নিজের মনিবকে বাদ দিয়ে অন্যকে মনিব বানায়, সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত একাধারে লা'নত বর্ষিত হবে।

١٩. بَابُ فِى التَّفَاخُرِ بِالْاَحْسَابِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ বংশ গৌরব করা– সম্পর্কে

٥٠٢٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّىُّ نَا الْمُعَافٰى ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِىٌّ وَّفَاجِرٌ شَقِىٌّ اَنْتُمْ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِاَقْوَامٍ اِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِّنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ اَوْ لَيَكُوْنُنَّ اَهْوَنَ عَلَي اللّٰهِ مِنَ الْجِعْلاَنِ الَّتِىْ تَدْفَعُ بِاَنْفِهَا النَّتْنَ *

৫০২৮। মূসা ইব্‌ন মারওয়ান (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ মহান আল্লাহ্ তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের মিথ্যা অহংকার এবং বাপ-দাদাদের নিয়ে গর্ব করাকে দূর করেছেন। মু'মিন হলো- নেক্-বখত এবং ফাসিক হলো- বদ্-বখত। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদম (আ)-কে মাটি থেকে তৈরী করা হয়। কাজেই লোকদের উচিত, তারা যেন নিজের কাওমের উপর গর্ব করা পরিহার করে। এখন তো তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। কাজেই তোমরা যদি গর্ব পরিহার না কর, তবে তোমরা ঐ গোবরে পোকার চাইতেও আল্লাহ্ নিকট অসম্মানিত হবে, যে তার নাক দিয়ে পায়খানা ও গোবর ঠেলে নিয়ে যায়।

٢٠. بَابٌ فِى الْعَصَبِيَّةِ

২০. অনুচ্ছেদঃ না-হক পক্ষপাতিত্ব করা- সম্পর্কে

٥٠٢٩. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَنْ نَّصَرَ قَوْمَهُ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِىْ رَدِىَ فَهُوَ يَنْزَعُ بِذَنْبِهِ *

৫০২৯। নুফায়লী (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে তার কাওমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে, তার উদাহরণ এরূপ যে, যেমন কারও উট গর্তে পড়ে গেছে, আর সে তার লেজ ধরে টানছে। (অর্থাৎ সে উটকে উদ্ধার করা যেমন সম্ভব নয়, ঐরূপ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোও কঠিন।)

٥٠٣٠. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَامِرٍ نَا شُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ مِّنْ اُدُمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ *

৫০৩০। ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট সে সময় হাযির হই, যখন তিনি একটি চামড়ার তৈরী তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এরপর তিনি অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

٥٠٣١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ قَالَ نَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ نَا سَلَمَةُ بْنُ بِشْرٍ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ بِنْتِ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ اَنَّهَا سَمِعَتْ اَبَاهَا يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ اَنْ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ *

৫০৩১। মাহমুদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - ওয়াছিলা ইব্‌ন আস্‌কা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন। একদা তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'আসাবিয়া' কী? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তা হলো- তুমি যদি তোমার কাওমকে জুলুম করার জন্য সাহায্য কর।

٥٠٣٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا اَبُوْ اَيُّوْبَ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلَجِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهٖ مَالَمْ يَاثَمْ *

৫০৩২। আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শুম মুদ্‌লাজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের খুত্‌বা দেয়ার সময় বলেন ঃ তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তি উত্তম, যে তার কাওমের উপর জুলুম হতে দেয় না, যতক্ষণ সে গুনাহে লিপ্ত না হয়।

٥٠٣٣. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَّلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَّلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَّاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ *

৫০৩৩। ইব্‌ন সারহ্ (র) - - - জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে গোঁড়ামীর কারণে অন্যদের সাথে যুদ্ধ করে, আর যে ব্যক্তি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে মারা যায়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।

٥٠٣٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ اَبِىْ كِنَانَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ *

৫০৩৪। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন কাওমের ভাতিজা, সে কাওমেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

٥٠٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ دَاوُدَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عُقْبَةَ عَنْ اَبِىْ عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلًى مِّنْ اَهْلِ فَارِسٍ قَالَ شَهِدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُحُدًا فَضَرَبْتُ

رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّيْ وَاَنَا الْغُلاَمُ الْفَارِسِيُّ فَالْتَفَتَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ فَهَلاَّ قُلْتَ خُذْهَا مِنِّيْ وَاَنَا الْغُلاَمُ الْاَنْصَارِيُّ *

৫০৩৫। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র) - - - আবূ উক্বা (র) থেকে বর্ণিত, যিনি পারস্যের কোন এক ব্যক্তির আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, তিনি বলেন ঃ আমি উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে উপস্থিত ছিলাম। এ যুদ্ধে মুশরিকদের কোন এক ব্যক্তির উপর আক্রমণকালে আমি বলি ঃ এ আঘাত আমার পক্ষ হতে এবং আমি পারস্যের গোলাম। এসময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার প্রতি তাকিয়ে বলেন ঃ তুমি কেন এরূপ বললে না যে, এ আঘাত আমার তরফ থেকে গ্রহণ কর, আমি একজন আনসারীর গোলাম।

٢١. بَابُ اِخْبَارُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِمُحَبَّتِهِ اِيَّاهُ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ যাকে ভালবাসবে, তাকে সে খবর দেবে– এ সম্পর্কে

٥٠٣٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَبِيْبُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ وَقَدْ كَانَ اَدْرَكَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ *

৫০৩৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - মিকদাম ইব্ন মা'দীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে ভালবাসে, তখন সে যেন তাকে বলে ঃ আমি তোমাকে ভালবাসি।

٥٠٣٧. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا الْمُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ نَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاُحِبُّ هٰذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَعْلَمْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ اَعْلِمْهُ قَالَ فَلَحِقَهُ فَقَالَ اِنِّيْ اُحِبُّكَ فِى اللّٰهِ فَقَالَ اَحَبَّكَ الَّذِيْ اَحْبَبْتَنِيْ لَهُ *

৫০৩৭। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে বসে ছিল, এসময় সেখান দিয়ে এক ব্যক্তি যাবার সময় বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এ ব্যক্তিকে ভালবাসি। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি কি তাকে এ খবর জানিয়েছে ? সে ব্যক্তি বলে ঃ না। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তাকে এ খবর জানাও। সে তার সাথে সাক্ষাৎ করে বলে ঃ আমি তোমাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসি। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ তুমি যার জন্য আমাকে ভালবাস, সে যেন তোমাকে ভালবাসে।

٢٢. بَابُ الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى خَيْرٍ يَرَاهُ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন নেকীর কারণে কাউকে ভালবাসা

٥٠٣٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ اَنْتَ يَااَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ فَاِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ فَاِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ فَاَعَادَهَا اَبُوْ ذَرٍّ فَاَعَادَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫০৩৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একব্যক্তি কোন কাওমকে ভালবাসে, কিন্তু তাদের অনুরূপ আমল করে না। তখন তিনি বলেন ঃ হে আবূ যার! তুমি তাদের সাথী হবে, যাদের সাথে তুমি মহব্বত রাখবে। তখন আবূ যার (রা) বলেন ঃ আমি তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তার সাথী হবে, যাকে তুমি ভালবাস।

রাবী বলেন ঃ আবূ যার (রা) পুনরায় এরূপ বললে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একইরূপ জবাব দেন।

٥٠٣٩. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ نَا خَالِدٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَارَاَيْتُ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ فَرِحُوْا بِشَيْئٍ اَشَدَّ مِنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهٖ وَلاَ يَعْمَلُ بِمِثْلِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ *

৫০৩৯। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়া (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণকে কখনও এরূপ সন্তুষ্ট হতে দেখিনি, যেরূপ তারা সন্তুষ্ট হয়েছিল একথায়, যখন একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! একব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তার ভাল কাজের জন্য ভালবাসে, কিন্তু সে নিজে সে কাজ করতে পারে না ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ মানুষ তারই সংগী হবে, সে যাকে ভালবাসে।

٢٣. بَابُ فِى الْمَشْوَرَةِ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ পরামর্শ সম্পর্কে

٥٠٤٠. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ نَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ *

৫০৪০। ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার থেকে পরামর্শ নেয়া হয়, সে একজন আমানতদারের মত।

٢٤. بَابُ فِيْ الدَّالِ عَلَى الْخَيْرِ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ভাল কাজের প্রতি উৎসাহদাতা– সম্পর্কে

٥٠٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُبْدِعُ بِيْ فَاحْمِلْنِيْ قَالَ لَاَجِدُ مَا اَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلٰكِنِ ائْتِ فُلَانًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَحْمِلَكَ فَاَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ *

৫০৪১। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে কোন বাহন নেই, আমাকে একটা বাহন দেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ আমার কাছে কোন বাহন নেই, যার উপর আমি তোমাকে আরোহণ করাতে পারি। তুমি বরং অমুক ব্যক্তির কাছে যাও, সম্ভবত ঃ সে তোমাকে তা দিতে পারে। তখন সে ব্যক্তি তার কাছে গেলে, সে তাকে একটা বাহন প্রদান করে। সে ব্যক্তি নবী ﷺ -কে এ খবর দিলে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে কোন ভাল কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে, সে আমলকারীর সমান ছাওয়াব পাবে।

٢٥. بَابُ فِي الْهَوٰى

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ কু-প্রবৃত্তি সম্পর্কে

٥٠٤٢. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ نَا بَقِيَّةُ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْئَ يُعْمِيْ وَيُصِمُّ *

৫০৪২। হাইওয়া ইব্‌ন শুরায়হ (র) - - - আবূ দারদা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কোন জিনিসের ভালবাসা----- তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।

٢٦. بَابُ فِي الشَّفَاعَةِ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ শাফাআত বা সুপারিশ সম্পর্কে

٥٠٤٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْفَعُوْا اِلَىَّ لِتُوْجَرُوْا وَلْيَقْضِ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ مَاشَاءَ *

৫০৪৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছে সুপারিশ কর, যাতে তোমরা ছাওয়াব পাও। আর ফয়সালা তো নবীর যবান থেকে তা-ই হবে, যা আল্লাহ্‌র হুকুম হবে।

٢٧. بَابُ فِى الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهٖ فِى الْكِتَابِ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ চিঠি লেখার সময় প্রথমে নিজের নাম লেখা সম্পর্কে

٥٠٤٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اَحْمَدُ قَالَ مَرَّةً يَعْنِىْ هُشَيْمًا عَنْ بَعْضِ وُلْدِ الْعَلاَءِ اَنَّ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِىَّ كَانَ عَامِلَ النَّبِىِّ ﷺ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَانَ اِذَا كَتَبَ اِلَيْهِ بَدَاَ بِنَفْسِهٖ *

৫০৪৪। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - আলা (র) এর কোন পুত্র থেকে বর্ণিত যে, আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা) নবী করীম ﷺ -এর তরফ থেকে বাহরায়নের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি যখন নবী ﷺ -এর কাছে পত্র লিখতেন, তখন তিনি নিজের নাম আগে লিখতেন।

٥٠٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ نَا الْمُعَلّٰى بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ الْعُلاَءِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِىِّ اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَبَدَاَ بِاسْمِهٖ *

৫০৪৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) - - - আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন নবী করীম ﷺ -এর কাছে পত্র লেখেন, তিনি নিজের নাম আগে লেখেন।

٢٨. بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ اِلَى الذِّمِّىِّ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিজাতির কাছে পত্র লেখা– সম্পর্কে

٥٠٤٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَتَبَ اِلٰى هِرَقْلَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ

سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَقَالَ ابْنُ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَه قَالَ فَدَخَلْنَا عَلٰى هِرَقْلَ فَاَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ *

৫০৪৬। হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যখন (রূমের বাদশাহ্) হিরাকলকে এরূপে পত্র লেখেন ঃ

مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

অর্থাৎ ঃ এ পত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরফ থেকে রূমের মহান বাদশাহ হিরাকলের প্রতি। সালাম তার প্রতি যে সৎপথের অনুসরণ করে।

রাবী ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ সুফিয়ান (রা) তাকে বলেছেন ঃ আমি হিরাকলের কাছে গেলে, তিনি আমাকে তার সামনে বসান। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পত্রখানা চান, যাতে এরূপ লেখা ছিল ঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি রাহমান, রাহীম। এ পত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরফ থেকে রূমের মহান বাদশাহ হিরাকলের প্রতি। সালাম তার প্রতি যে সৎপথের অনুসরণ করে। এরপর ------।

٢٩. بَابٌ فِىْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা– সম্পর্কে

٥٠٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَجْزِىْ وَلَدٌ وَّالِدَهٗ اِلاَّ اَنْ يَّجِدَهٗ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهٗ فَيُعْتِقَهٗ *

৫০৪৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ছেলেই তার পিতার ইহ্সানের (অনুগ্রহের) প্রতিদান দিতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি তার পিতাকে কারো গোলাম হিসাবে পায়, আর সে তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেয়।

٥٠٤٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالِى الْحَارِثُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ تَحْتِى امْرَاَةٌ اُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِىْ طَلِّقْهَا فَاَبَيْتُ فَاَتٰى عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ

فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ طَلِّقْهَا *

৫০৪৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমার একজন স্ত্রী ছিল, যাকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু (আমার পিতা) উমার (রা) তাকে খারাপ জানতেন। তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি তাকে তালাক দাও। কিন্তু আমি তা অস্বীকার করি। তখন উমার (রা) নবী ﷺ -এর কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তাকে তালাক দাও।

٥٠٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ قَالَ اُمَّكَ ثُمَّ اُمَّكَ ثُمَّ اُمَّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ الْاَقْرَبَ فَالْاَقْرَبَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَسْئَلُ رَجُلٌ مَوْلاً مِّنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ اِيَّاهُ اِلاَّ دُعِىَ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَضْلَهُ الَّذِىْ مَنَعَهُ شُجَاعًا اَقْرَعَ *

৫০৪৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - বাহ্‌য ইব্‌ন হাকীম (র) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কার সাথে সদ্ব্যবহার করবো ? তিনি বলেন ঃ তোমার মায়ের সাথে, এরপর তোমার মায়ের সাথে, তারপর তোমার মায়ের সাথে এবং পরে তোমার পিতার সাথে। এরপর তোমার নিকটাত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার আযাদকৃত গোলামের নিকট তার অতিরিক্ত মাল থেকে কিছু চায়, আর সে তা দিতে অস্বীকার করে, তবে কিয়ামতের দিন সে মাল তার সামনে বিষধর সাপ হিসাবে আসবে।

٥٠٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ نَا كُلَيْبُ بْنُ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَبَرُّ قَالَ اُمَّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ وَمَوْلاَكَ الَّذِىْ يَلِىْ ذٰلِكَ حَقًّا وَاجِبًا وَرَحِمًا مَّوْصُوْلَةً *

৫০৫০। মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - কুলায়ব ইব্‌ন মানফাআ (রা) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কার সাথে সদ্ব্যবহার করবো ? তিনি বলেন ঃ তোমার মা ও বাপের সাথে, তোমার ভাই ও বোনের সাথে, তোমাকে যিনি আযাদ করেছেন- তার সাথে এবং যাদের সাথে তোমার আত্মীয়তা আছে - এদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

٥٠٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَلْعَنُ اَبَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ اَبَاهُ وَيَلْعَنُ اُمَّهُ فَيَلْعَنُ اُمَّهُ *

৫০৫১। মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির জন্য সব চাইতে বড় গুনাহ্ এই যে, সে তার পিতা-মাতার উপর লা'নত করে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পিতা-মাতার উপর মানুষ কিভাবে লা'নত করে, ফলে সে তার পিতার লা'নত করে। একই রূপে সে মাকে লা'নত করায়, সে তার মাকে লা'নত করে।

٥٠٥٢. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنٰى قَالُوْا نَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلٰى بَنِيْ سَاعِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ اَلْوَيَّ شَيْئٌ اَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمِ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَاتُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا *

৫০৫৪। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী (র) - - - আবূ উসায়দ মালিক ইব্‌ন রাবীআ সায়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন সুযোগ আছে কি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য দু'আ ও ইস্তিগ্‌ফার করবে, তাদের অসীয়ত পুরা করবে, তাদের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখবে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।

٥٠٥٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَا اَبُوْ النَّضْرِنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُوَلِّيَ *

৫০৫৩। আহমদ ইব্‌ন মা'নী (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ সব চাইতে বড় নেকীর কাজ এই যে, ব্যক্তি তার পিতার ইনতিকালের পর, তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

٥٠٥٤. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا اَبُوْ عَاصِمٍ نَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ

ثَوْبَانَ اَنَاعُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ اَنَّ اَبَا الطُّفَيْلِ اَخْبَرَهُ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ قَالَ اَبُو الطُّفَيْلِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ اَحْمِلُ عَظْمَ الْجَزُوْرِ اِذَا اَقْبَلَتِ امْرَاَةٌ حَتّٰى دَنَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هِىَ فَقَالُوْا هٰذِهٖ اُمُّهُ الَّتِى اَرْضَعَتْهُ *

৫০৫৪। ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - আবূ তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি নবী করীম ﷺ-কে জি'রানা নামক স্থানে গোশ্‌ত বন্টন করতে দেখি। আবূ তুফায়ল (রা) বলেন ঃ এ সময় আমি ছোট একজন মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে আসলে, তিনি তাঁর চাদর সে মহিলার জন্য বিছিয়ে দেন, যার উপর সে বসে। তখন আমি জিজ্ঞাস করি ঃ এ মহিলা কে ? সাহাবীগণ বলেন ঃ ইনি নবী ﷺ -এর দুধ-মাতা, যিনি তাকে ছোটকালে দুধ পান করান।

٥٠٥٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ جَالِسًا يَوْمَ فَاَقْبَلَ اَبُوْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهٖ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَتْ اُمُّهُ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهٖ مِنْ جَانِبِهِ الْاٰخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ اَخُوْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ *

৫০৫৫। আহমদ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - উমার ইব্‌ন সাইব (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি জানতে পারেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসেছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে তার দুধ-পিতা আসলে তিনি তার বসার জন্য নিজের কাপড়ের এক পাশ বিছিয়ে দেন, যার উপর তিনি বসেন। এরপর সেখানে তাঁর দুধ-মাতা আসলে, তিনি তার জন্য কাপড়ের অপর পাশ বিছিয়ে দেন, যাতে তিনি বসেন। এরপর তাঁর কাছে তার দুধ-ভাই আসলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ান এবং তাকে তাঁর সামনে বসান।

٣٠. بَابُ فِىْ فَضْلِ مَنْ عَالَ يَتَامٰى

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমদের প্রতিপালনের মর্যাদা– সম্পর্কে

٥٠٥٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرِابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنِ ابْنِ حُدَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِى الذُّكُوْرَ *

৫০৫৬। উছমান ও আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার কোন কন্যা সন্তান থাকবে, আর সে তাকে জীবন্ত কবর দেবে না এবং হেয় প্রতিপন্নও করবে না, আর পুত্রকে কন্যার উপর প্রাধান্য দেবে না, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

٥٠٥٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ نَا سُهَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْاَعْشٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُكَمَّلٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ بَشِيْرٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَاَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ *

৫০৫৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনটি কন্যার লালন-পালন করবে, তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করবে, তাদের বিবাহ-শাদী দেবে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত।

٥٠٥٨. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاَسْنَادِ بِمَعْنَاهُ قَالَ ثَلَاثُ اَخَوَاتٍ اَوْ ثَلٰثُ بَنَاتٍ اَوِ ابْنَتَانِ اَوْ اُخْتَانِ *

৫০৫৮। ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র) - - - সুহায়ল (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ যার তিনটি বোন বা তিনটি মেয়ে থাকবে, দু'টি বোন বা দু'টি মেয়ে থাকবে তার জন্যও জান্নাত ওয়াজিব।

٥٠٥٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ حَدَّثَنِيْ شَدَّادٌ اَبُوْ عَمَّارٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَامْرَاَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوْ مَأَيَزِيْدُ بِالْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةِ امْرَاَةٌ امَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰى يَتَامَهَا حَتّٰى بَانُوْا اَوْمَا تُوْا *

৫০৫০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আওফ ইব্‌ন মালিক আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি এবং কালো চেহারা বিশিষ্ট (বিধবা মহিলাগণ) কিয়ামতের দিন এরূপ থাকবো। এ সময় তিনি তার সাদা দাঁত ও মধ্যমা আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করেন এবং বলেন ঃ এরা ঐ সব মহিলা, যারা তাদের স্বামীর মৃত্যুর পর, স্বীয় বংশ মর্যাদা ও রূপ-লাবণ্য থাকা সত্ত্বেও (অন্যখানে বিয়ে না করে) তার ইয়াতীম (স্বামীর) বাচ্চাদের প্রতি পালনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, যতদিন না বাচ্চারা বড় হয়, অথবা সে মারা যায়।

٣١. بَابُ فِىْ مَنْ ضَمَّ يَتِيْمًا

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ইয়াতীমের লালন-পালন করে

٥٠٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ سَهْلٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَقَرَنَ بَيْنَ اَصْبَعَيْهِ الْوُسْطٰى وَالَّتِىْ تَلِى الْاَبْهَامَ *

৫০৬০। মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র) - - - সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমি এবং ইয়াতীমদের যারা লালন-পালন করে, তারা কিয়ামতের দিন এরূপ কাছে থাকবো। এরপর তিনি তার মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল একত্রিত করে ইশারা করেন।

٣٢. بَابُ فِىْ حَقِّ الْجِوَارِ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে

٥٠٦١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا زَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى قُلْتُ لَيُوَرِّثَنَّهُ *

৫০৬১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) সব সময় আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন। এতে আমার মনে হতে থাকে যে, হয়তো তিনি তাকে মীরাছ দেয়ার নির্দেশ দেবেন।

٥٠٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَشِيْرٍ اَبِىْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَقَالَ اَهْدَيْتُمْ لِجَارِى الْيَهُوْدِىِّ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَازَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ *

৫০৬২। মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি একটা ছাগল যবাহ্ করে বলেন ঃ তোমরা কি আমার ইয়াহূদী প্রতিবেশীদের কাছে এর কিছু পাঠিয়েছ ? কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে সব সময় প্রতিবেশীর হক আদায় করার জন্য নির্দেশ দিতেন। এতে আমার মনে হতে থাকে যে, হয়তো তিনি তাকে মীরাছ দেয়ার নির্দেশ দেবেন।

٥٠٦٣. حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنِ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ عَجْلَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَشْكُوْ جَارَهُ قَالَ اذْهَبْ فَاصْبِرْ فَاَتَاهُ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلَاثًا فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِى الطَّرِيْقِ فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِى الطَّرِيْقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْئَلُوْنَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُوْنَهُ فَعَلَ اللّٰهُ بِهِ وَفَعَلَ فَجَاءَ اِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ اَرْجِعْ لَاتَرٰى مِنِّىْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ *

৫০৬৩। রাবী ইব্‌ন নাফি (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলে. তিনি বলেন ঃ তুমি যাও এবং সবর কর। এরপর সে ব্যক্তি আরো দু' তিনবার এসে অভিযোগ করলে নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি যাও এবং তোমার মালপত্র বের করে রাস্তায় রাখ। সে ব্যক্তি তার মাল-পত্র রাস্তায় বের করে রাখলে, লোকেরা তার কাছে এর কারণ জানতে চায়। তখন সে তাদের তার প্রতিবেশীর খবর জানিয়ে দেয়। তখন লোকেরা তার কাছে গিয়ে তাকে গালমন্দ করতে থাকে। তখন সে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর কাছে উপস্থিত হয়ে বলে ঃ তুমি তোমার ঘরে ফিরে চলো. এখন থেকে আমি তোমার সাথে আর কোন খারাপ ব্যবহার করবো না।

٥٠٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِىِّ نَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ *

৫০৬৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্‌কিল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে. সে যেন ভাল কথা বলে, নয়তো চুপ করে থাকে।

٥٠٦٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ بِاَيِّهِمَا اَبْدَاُ قَالَ بِاَدْنَاهُمَا بَابًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ شُعْبَةُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ طَلْحَةُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ *

৫০৬৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, আমি কার সাথে প্রথমে সদ্ব্যবহার করবো? তিনি বলেন ঃ যার দরজা তোমার নিকটবর্তী-হবে, তার প্রতি ইহ্সান করবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ শু'বা (র) এ হাদীছে বর্ণনা করেছেন যে, তাল্হা কুরায়শ বংশের লোক ছিলেন।

٣٣. بَابُ فِىْ حَقِّ الْمَمْلُوْكِ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ দাস-দাসীর হক সম্পর্কে

٥٠٦٦. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ نَامُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اُمِّ مُوْسٰى عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةُ الصَّلاَةُ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ *

৫০৬৬। যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবনের সর্বশেষ কথা ছিল ঃ সালাত, সালাত, (অর্থাৎ সালাত ঠিকভাবে আদায় করবে), এবং তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।

٥٠٦٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَاجَرِيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا ذَرٍّ بِالرَّبْذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيْظٌ وَعَلٰى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ يَااَبَا ذَرٍّ لَوكُنْتَ اَخَذْتَ الَّذِىْ عَلٰى غُلاَمِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هٰذَا فَكَانَتْ حُلَّةً فَكَسَوْتَ غُلاَمَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ اِنِّىْ كُنْتَ سَابَبْتُ رَجُلاً وَكَانَتْ اُمُّهُ اَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِاُمِّهِ فَشَكَانِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ قَالَ اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ فَضَّلَكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُلاَيِمْكُمْ فَبِيْعُوْهُ وَلاَ تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللّٰهِ *

৫০৬৭। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - মা'রূর ইব্ন সুওায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আবূ যার (রা)-কে রাব্যা নামকস্থানে মোটা চাদর গায়ে দিয়ে বসে থাকতে দেখি এবং এ সময় গোলামের গায়ে সেরূপ চাদর ছিল। তখন কাওমের লোকেরা বলে ঃ হে আবূ যার! তুমি যদি তোমার গোলামের চাদরটা নিতে, তবে তোমার এক জোড়া চাদর হতো এবং তুমি তোমার চাকরকে অন্য চাদর কিনে দিতে! তখন আবূ যার (রা) বলেন ঃ আমি একবার এক ব্যক্তিকে গালি দেই, যার মা ছিল আজমী, আর আমি তার মায়ের নাম নিয়ে গাল-মন্দ করি।

তখন সে আমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অভিযোগ করে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ হে আবূ যার! তুমি এমন ব্যক্তি, যার থেকে জাহিলী যুগের গন্ধ আসছে! এরপর তিনি বলেন ঃ এরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের উপর ফযীলত দান করেছেন। কাজেই এদের মাঝে যাদের সাথে তোমাদের বনিবনা না হয়, তাদের বিক্রি করে দাও। তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে কষ্ট দেবে না।

٥٠٦٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَبِىْ ذَرٍّ الرَّبْذَةِ فَاِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَّعَلٰى غُلَامِهِ مِثْلُهٗ فَقُلْنَا يَا اَبَا ذَرٍّ لَوْ اَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ اِلٰى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَهٗ ثَوْبًا غَيْرَهٗ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاكُلُ وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهٗ مَايَغْلِبُهٗ فَاِنْ كَلَّفَهٗ مَايَغْلِبُهٗ فَلْيُعِنْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحْوَهٗ *

৫০৬৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - মারূর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাব্যা নামক স্থানে আবূ যার (রা)-এর নিকট গমন করি। এ সময় তাঁর গায়ে একটা চাদর ছিল এবং তাঁর গোলামের গায়ে ও অনুরূপ একটা চাদর ছিল। তখন আমি তাকে বলি ঃ হে আবূ যার। তুমি তোমার গোলামের চাদরটা নিতে, তবে তোমার এক জোড়া চাদর হতো, আর তোমার গোলামকে একটা চাদর কিনে দিতে! তখন আবূ যার (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ এরা (দাস-দাসীরা) তোমাদের ভাই (বোন) স্বরূপ, যাদেরকে আল্লাহ্ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই, যার অধীনে তার কোন ভাই থাকবে, তার উচিত- সে যা খায়, তাকে তা-ই খাওয়াবে ; সে যা পরে, তাকে তাই পরাবে। আর সে যেন তাকে দিয়ে তার সামর্থের বাইরে পরিশ্রম না করায়। আর যদি সে তাকে দিয়ে অধিক পরিশ্রম করাতে চায়, তবে সে যেন তাকে সাহায্য করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ ইব্ন নুমায়র (র) আ'মাশ (রা) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

٥٠٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِّىْ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِىْ صَوْتًا اَعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى مَرَّتَيْنِ اللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ حُرٌّ لِّوَجْهِ اللّٰهِ قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَلَفَعَتْكَ النَّارُ

وَتَمَسَّكَ النَّارُ *

৫০৬৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) - - - আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার এক গোলামকে মারার সময় পেছন দিক থেকে এরূপ শব্দ আসে যে, হে আবূ মাসউদ! আল্লাহ্‌ তোমার উপর এর চাইতে ও ক্ষমতা রাখেন, যেমন তুমি তুমি এর উপর রাখ! তখন আমি ফিরে দেখি যে, তিনি হলেন- রাসূলুল্লাহ্‌! তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! সে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযাদ! তখন নবী ﷺ বলেন ঃ যদি তুমি এরূপ না করতে, তবে জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করতো! তোমাকে দোজখের আগুন জড়িয়ে ধরতো।

٥٠٧٠. حَدَّثَنَا اَبُوْكَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ نَحْوَهُ قَالَ كُنْتُ اَضْرِبُ غُلاَمًا بِالسَّوْطِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَمْرَالْعِتْقِ *

৫০৭০। আবূ কামিল (র) - - - আ'মাশ (রা) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তাতে এরূপ বর্ণিত আছে ঃ আমি একদিন আমার এক গোলামকে লাঠি দিয়ে মারছিলাম। তিনি হয়ে হাদীছে তাকে আযাদ করার কথা উল্লেখ করেননি।

٥٠٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لاَ ئَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوْكِيْكُمْ فَاَطْعِمُوْهُ مِمَّا تَاكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُ مِمَّاتَكْسُوْنَ وَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيْعُوْهُ وَلاَ تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللّٰهِ *

৫০৭১। মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র) - - - আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের দাস-দাসীদের মাঝে যারা তোমাদের মেযাজের অনুসারী, তোমরা তাদের সে খাদ্য খাওয়াবে, যা তোমরা খাবে এবং তাদের সেরূপ কাপড় পরাবে, যা তোমরা পরবে। আর তাদের মধ্যে যারা তোমাদের মতের অনুসারী নয়, তোমরা তাদের বিক্রি করে দেবে। তবে আল্লাহ্‌র মাখলুককে কষ্ট দেবে না।

٥٠٧٢. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ عَنْ بَعْضِ بَنِىْ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ عَنْ عَمِّهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ *

৫০৭২। ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) - - - রাফি' ইব্‌ন মাকায়ছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-এর সংগে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ

বলেছেন ঃ দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার কথা উত্তম এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা দুভার্গ্যের কারণ।

٥٠٧٣. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى نَا بَقِيَّةُ نَا عُثْمَانُ ابْنُ زُفَرَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِبْنِ رَافِعِ بْنِ مُكَيْثٍ عَنْ عَمِّهِ الْحَارِثِبْنِ رَافِعِ بْنِ مُكَيْثٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِّنْ جُهَيْنَةَ قَدْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حُسْنَ الْمَلَئِكَةِ يُمْنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُوْمٌ *

৫০৭৩। ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র) - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন মুকায়ছ (র) তাঁর চাচা হারিছ ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন মুকায়ছ (রা) থেকে বর্ণিত। আর রাফি' (রা) জুহায়না গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নবী ﷺ বলেন ঃ দাস-দাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার-বরকতের কারণ হয় এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার- খারাবের কারণ হয়।

٥٠٧٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَهٰذَا حَدِيْثُ الْهَمْدَانِىِّ وَهُوَ اَتَمُّ قَالاَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْهَانِئٍ الْخَوْلاَنِىُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجَرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ نَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ اَعَادَ اِلَيْهِ الْكَلاَمَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ اعْفُوْا عَنْهُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً *

৫০৭৪। আহমদ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আব্বাস ইব্‌ন জুলায়দ হাজারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, একবার এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা গোলামকে কতবার ক্ষমা করবো ? নবী ﷺ চুপ থাকলে সে ব্যক্তি আবার একই প্রশ্ন করে। তখনও তিনি ﷺ চুপ থাকেন। লোকটি তৃতীয়বার একই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তাদের প্রত্যহ সত্তর বার ক্ষমা করবে।

٥٠٧٥. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَنَا ح وَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالَ نَا عِيْسٰى نَا فُضَيْلٌ عَنْ اَبِىْ نُعَيْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْقَاسِمِ نَبِىُّ التَّوْبَةِ ﷺ قَالَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِئٌ مِّمَّا قَالَ جُلِدَلَهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا قَالَ مُؤَمَّلٌ نَا عِيْسَى عَنِ الْفُضَيْلِ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ *

৫০৭৫। ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমাকে আবুল কাসিম, অধিক তাওবাকারী নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাস-দাসীদের উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ লাগাবে, অথচ সে তা থেকে পবিত্র ; কিয়ামতের দিন তাকে এজন্য বেত্রাঘাত করা হবে।

٥٠٧٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نُزُوْلاً فِيْ دَارِسُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَفِيْنَا شَيْخٌ فِيْهِ حِدَةٌ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ فَلَطَمَ وَجْهَهَا فَمَا رَاَيْتَ سُوَيْدًا اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ قَالَ عَجِزَ عَلَيْكَ الاَحُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَاَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ وُلْدِ مُقَرِّنٍ وَمَالَنَا اِلاَّ خَدِمٌ فَلَطَمَ اَصْغَرُنَا وَجْهَهَا فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِعِتْقِهَا *

৫০৭৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমরা সুওয়েদ ইব্ন মুকাররিন (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছিলাম। এ সময় আমাদের সাথে একজন বদ-মেজাযী বৃদ্ধ ছিল এবং তার সাথে একটা দাসী ও ছিল। লোকটি দাসীর গালে চড় মারলে, সুওয়েদ (রা) ভীষণ রাগান্বিত হন। আর এর আগে আমি কোন দিন তাকে এতো রাগান্বিত হতে দেখিনি। তিনি বৃদ্ধ লোকটিকে বলেন ঃ তুমি তাকে আযাদ করা ব্যতীত, আর কিছুতেই এর ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। আমি দেখেছি, আমরা মাকরানের সাত সন্তান ছিলাম এবং আমাদের মাত্র একটা গোলাম ছিল। আমাদের মধ্যে যে সব চাইতে ছোট ছিল, সে গোলামটির গালে চড় দেয়। তখন নবী করীম আমাদের সে গোলামকে আযাদ করার নির্দেশ দেন।

٥٠٧٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ نَامُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَّنَا فَدَعَاهُ اَبِيْ وَدَعَانِيْ فَقَالَ اَقْتَصِ مِنْهُ فَاِنَّا مَعْشَرَ بَنِيْ مُقَرِّنٍ كُنَّا سَبْعَةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ لَنَا اِلاَّ خَادِمٌ فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِّنَّا فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اعْتِقُوْهَا قَالُوْا اِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ فَلْتَخْدِمْهُمْ حَتّٰى يَسْتَغْنُوْا فَاِذَا اسْتَغْنُوْا فَلْيُعْتِقُوْهَا *

৫০৭৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - মুআবিয়া ইব্ন সুওয়েদ ইব্ন মাক্রান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি আমার এক আযাদকৃত দাসকে চড় মারলে, আমার পিতা আমাকে ও তাকে ডেকে বলেন ঃ তুমি তার থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ কর। এরপর তিনি বলেন ঃ আমরা মাক্রানের সাত পুত্র ছিলাম- নবী করীম ﷺ -এর সময়; আর আমাদের মাত্র একটা দাস ছিল। আমাদের

এক ব্যক্তি তার গালে চড় দিলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা তাকে আযাদ করে দাও। তখন তারা বলে ঃ এ ছাড়া আর আমাদের কোন গোলাম নেই। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তারা ধনী না হওয়া পর্যন্ত সে তাদের সেবা করবে, আর যখন তারা সম্পদশালী হবে, তখন তাকে আযাদ করে দেবে।

٥٠٧٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُوْ كَامِلٍ قَالَ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ زَاذَانَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوْكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُوْدًا أَوْشَيْئًا فَقَالَ مَالِىْ فِيْهِ مِنَ الْأَجْرِ مَايَسْوَى هٰذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَهُ أَوْضَرَبَهُ فَكَفَّرَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ *

৫০৭৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - যাযান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি ইব্‌ন উমার (রা)-এর কাছে আসি। তিনি তার একটি গোলাম আযাদ করেছিলেন। এরপর তিনি যমীন থেকে কিছু উঠিয়ে বলেন ঃ আমি একে আযাদ করাতে কোনই ছাওয়াব পায়নি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার গোলামকে চড় মারে, এর কাফ্‌ফারা হলো- তাকে আযাদ করে দেয়া।

٣٤. بَابُ فِى الْمَمْلُوْكِ إِذَانَصَحَ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাস-দাসী মনিবের সাথে ভাল ব্যবহার করলে সে সম্পর্কে

٥٠٧٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ *

৫০৭৯। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন দাস তার মনিবের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত উত্তমরূপে করে, তখন সে দ্বি-গুণ ছাওয়াব পায়। (মনিবের সেবার জন্য এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য।)

٣٥. بَابُ فِىْ مَنْ خَبَّبَ مَمْلُوْكًا عَلٰى مَوْلَاهُ

৩৫ অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের গোলামকে তার মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানি দিলে- এর পরিণাম

٥٠٨٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُوَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ اَوْ مَمْلُوْكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا *

৫০৮০। হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী বা দাস-দাসীকে, তার স্বামী বা মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানী দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٣٦. بَابُ فِى الْاِسْتِئْذَانِ

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে

٥٠٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ اَوْ مَشَاقِصَ قَالَ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ *

৫০৮১। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কোন (বিবির) হুজরাতে উঁকি দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তীর নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। রাবী আনাস (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তীর নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত হতে দেখছিলাম।

٥٠٨٢. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اطَّلَعَ فِيْ دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوْا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ *

৫০৮২। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে. তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো ঘরে তার বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে, আর সে তার চোখ কানা করে দেয়, তবে এর কোন বদলা নেয়া হবে না।

٥٠٨٣. حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ كَثِيْرٍ عَنْ وَلِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ دَخَلَ الْبَصَرُ فَلاَ اِذْنَ *

৫০৮৩। রাবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যখন দৃষ্টি ঘরের মধ্যে পড়ে, তখন আর অনুমতির প্রয়োজন কী ? (অর্থাৎ ভেতরে দৃষ্টিপাতের আগেই গৃহস্বামীর অনুমতি নিতে হবে,)

٥٠٨٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ نَا رَوْحٌ ح وَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالاَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّ عُمْرَو بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ اَخْبَرَهُ عَنْ كَلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ بَعَثَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِلَبَنٍ وَّجِدَايَةٍ وَّضَغَابِيْسَ وَالنَّبِىُّ ﷺ بِاَعْلٰى مَكَّةَ فَدَخَلْتُ وَلَمْ اُسَلِّمْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا اَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ اُمَيَّةَ قَالَ عَمْرٌو اَخْبَرَنِىْ ابْنُ صَفْوَانَ بِهٰذَا اَجْمَعَ عَنْ كَلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ اُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ يَحْيٰى اَيْضًا عَمْرُوبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ كَلْدَةَ بْنَ حَنْبَلٍ اَخْبَرَهُ *

৫০৮৪। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) - - - কাল্দা ইব্ন হাম্বল (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাফ্ওয়ান ইব্ন উমায়্যা (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দুধ, হরিণের গোশত ও কাঁকুড়সহ প্রেরণ করেন। এ সময় নবী করীম ﷺ মক্কার উঁচু ভূমিতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর কাছে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করলে, তিনি বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং বল ঃ আস্-সালামু আলায়কুম। এ ঘটনা সাফ্ওয়ান ইব্ন উমাইয়্যা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরের। উমার (রা) বলেন ঃ এ সব ঘটনা আমাকে ইব্ন সাফ্ওয়ান (র) বলেছেন। তবে এ বর্ণনায় আমি শুনেছি-এর উল্লেখ নেই। রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) উমাইয়্যা ইব্ন সাফ্ওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি বলেননি যে,আমি এ হাদীছ কাল্দা ইব্ন হাম্বল (র) থেকে শুনেছি। রাবী ইয়াহ্ইয়া (র) এরূপও বলেছেন ঃ কাল্দা ইব্ন হাম্বল (র) আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফ্ওয়ান (র) থেকে তার কাছে বর্ণনা করেছেন।

٥٠٨٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىٍّ قَالَ نَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِى عَامِرٍ اَنَّهُ اسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتٍ فَقَالَ اَلِجُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِخَادِمِهِ اُخْرُجْ اِلٰى هٰذَا فَعَلِّمْهُ الْاِسْتِيْذَانَ فَقُلْ لَهُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَدْخُلُ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَدْخُلُ فَاَذِنَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَدَخَلَ *

৫০৮৫। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - বনূ আমেরের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চান, আর সে সময় তিনি তাঁর ঘরে অবস্থার করছিলেন। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ আমি কি ঘরে প্রবেশ করবো ? এ সময় নবী ﷺ তাঁর খাদিমকে বলেন ঃ তুমি এ ব্যক্তির কাছে যাও এবং তাকে অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে

দাও। আর তাকেঃ "আস্‌সালামু আলায়কুম" বলে অনুমতি চাইতে বল। সে ব্যক্তি একথা শুনে বলে ঃ আস্‌সালামু আলায়কুম, আমি কি ভেতরে প্রবেশ করতে পারি। তখন নবী ﷺ তাকে অনুমতি দিলে, সে ভেতরে প্রবেশ করে।

٥٠٨٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا حَفْصٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ قَالَ عُثْمَانُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ فَوَقَفَ عَلٰى بَابِ النَّبِىِّ ﷺ يَسْتَاذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ قَالَ عُثْمَانُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ هٰكَذَا عَنْكَ وَهٰكَذَا فَاِنَّمَا الْاِسْتِيْذَانُ مِنَ النَّظَرِ *

৫০৮৬। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - হুযায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসে। রাবী উছমান (র) বলেন ঃ তিনি ছিলেন সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)। তিনি নবী ﷺ -এর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাবী উছমান (র) বলেন ঃ তার মুখ ছিল দরজার দিকে। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি এভাবে দাঁড়াবে। কেননা। ভেতরে দৃষ্টিপাত করা, অনুমতি চাওয়ার মতই।

٥٠٨٧. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفْرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ *

৫০৮৭। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - তাল্‌হা ইব্‌ন মুসাররিফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনূ সাআদ-এর জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٠٨٨. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حُدِّثْتُ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ عَامِرٍ اسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ عَامِرٍ *

৫০৮৮। হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - বিরঈ ইব্‌ন হিরাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার কাছে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমের গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। এরপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ মুসাদ্দাদ (র) আবূ উয়ানা (র) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় বনূ-আমেরের লোকের কথা উল্লেখ নেই।

٥٠٨٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ

رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ اسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ *

৫০৮৯। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) - - - রিব্‌ঈ (রা) আমের গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট প্রবেশের জন্য অনুমতি চায়। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এরপর সে বলে ; আমি নবী ﷺ -এর কথা শুনে বলি ঃ আস্‌সালামু আ্‌লায়কুম! আমি কি ভেতরে প্রবেশ করবো ?

٣٧. بَابُ كَمْ مَرَّةً يُسَلِّمُ الرَّجُلُ فِى الْاِسْتِيْذَانِ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার সময় ক'বার সালাম করবে ?

٥٠٩٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِيْ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ فَجَاءَ اَبُوْ مُوْسٰى فَزِعًا فَقُلْنَا لَهُ مَا اَفْزَعَكَ قَالَ اَمَرَنِيْ عُمَرُ اَنْ اٰتِيَهُ فَاَتَيْتُهُ فَاسْتَاذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَأْتِيَنِيْ فَقُلْتُ قَد جِئْتُ فَاسْتَاذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ قَالَ لِتَاتِيَنِيْ عَلٰى هٰذَا بِالْبَيِّنَةِ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ لَايَقُوْمُ مَعَكَ اِلاَّ اَصْفَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَقَامَ اَبُوْ سَعِيْدٍ مَعَهُ فَشَهِدَ لَهُ *

৫০৯০। আহমদ ইব্‌ন আব্‌দা (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আনসারদের এক মজলিসে বসেছিলাম। এ সময় আবূ মূসা (রা) সেখানে ভীত-সন্ত্রস্থ অবস্থায় হাযির হন। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনার ভয়ের কারণ কি? তিনি বলেন ঃ উমার (রা) আমাকে ডাকেন এবং আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি না দেয়ায় আমি ফিরে এসেছি। এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি আমার কাছে কেন আসনি ? তখন আমি বলি ঃ আমি গিয়ে তিনবার অনুমতি চেয়েছিলাম : কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আর নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চায়, আর তাকে অনুমতি না দেয়া হয়, তবে সে যেন ফিরে যায়। তখন উমার (রা) বলেন ঃ তুমি আমার সামনে তোমার এ বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষী পেশ কর। আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ তোমার সামনে এ সম্পর্কে কাওমের সব চাইতে ছোট ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে। এরপর আবূ মূসা (রা)-এর সংগে যান এবং তিনি তার সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

٥٠٩١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ

عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّهُ اَتٰى عُمَرَ فَاسْتَاْذَنَ ثَلاَثًا فَقَالَ يَسْتَاْذِنُ اَبُوْ مُوْسٰى يَسْتَاْذِنُ الْاَشْعَرِىُّ يَسْتَاْذِنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يَاْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَبَعَثَ اِلَيْهِ عُمَرُ مَارَدَّكَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَاْذِنُ اَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَاِنْ اُذِنَ لَهُ وَاِلاَّ فَلْيَرْجِعْ قَالَ ائْتِنِىْ بِبَيِّنَةٍ عَلٰى هٰذَا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ هٰذَا اُبَىٌّ فَقَالَ اُبَىٌّ يَّاعُمَرُ لاَتَكُنْ عَذَابًا عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ لاَ اَكُوْنُ عَذَابًا عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৫০৯১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি উমার (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তিনবার অনুমতি চান এবং বলেন ঃ আবূ মূসা অনুমতি চায়, আশআরী অনুমতি চায়, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স অনুমতি চায়। কিন্তু তাকে অনুমতি না দেয়ায় তিনি ফিরে যান। এরপর উমার (রা) তাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কেন ফিরে গেলে ? তখন তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেককে যেন তিনবার অনুমতি চায়। যদি সে অনুমতি দেয়, তবে ভেতরে প্রবেশ করবে, অন্যথায় ফিরে যাবে। তখন উমার (রা) বলেন ঃ তোমার এ বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষী পেশ কর। এরপর তিনি চলে যান এবং ফিরে এসে বলেন ঃ এই যে উবায়্যা ইব্ন কা'ব, (যিনি এর সাক্ষী।) তখন উমায়্যা বলেন ঃ হে উমার (রা)! আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের কষ্ট দেবেন না। উমার (রা) বলেন ঃ আমি আর কখনো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের কষ্ট দেব না।

٥٠٩٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ نَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى اسْتَاْذَنَ عَلٰى عُمَرَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيْهِ فَانْطَلَقَ بِاَبِىْ سَعِيْدٍ فَشَهِدَلَهُ فَقَالَ اَخَفِىَ عَلَىَّ هٰذَا مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْهَانِى الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَلٰكِنْ تُسَلِّمُ مَاشِئْتَ وَلاَ تَسْتَاْذِنُ *

৫০৯২। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) - - - উবায়দ ইব্ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা আবূ মূসা (রা) উমার (রা)-এর কাছে প্রবেশের জন্য অনুমতি চান। এরপর তিনি ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ তখন আবূ মূসা (রা) আবূ সাঈদ (রা)-কে নিয়ে যান, যিনি উমার (রা)-এর সামনে এ হাদীছ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন। এ সময় উমার (রা) বলেন ঃ এ হাদীছ আমার অজ্ঞাত ছিল, আর বাজারের বেচাকেনা আমাকে এ থেকে গাফেল রেখেছিল। এখন তোমরা যখনই চাবে সালাম করে প্রবেশ করবে, অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

٥٠٩٣. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ نَا عَبْدُ الْقَاهِرِ ابْنُ شُعَيْبٍ نَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذَا الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لاَبِىْ مُوْسٰى لَمْ

اَتَّهِمْكَ وَلٰكِنَّ الْحَدِيْثَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَدِيْدٌ *

৫০৯৩। যায়দ ইব্ন আখ্যাম (র) - - - আবূ বুরদা (র) তার পিতা থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লেখ আছে যে, উমার (রা) আবূ মূসা (রা)-কে বলেন ঃ আমি তোমার দোষারূপ করিনি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার!

٥٠٩٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ رَّبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ عُلَمَائِهِمْ فِىْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ لاَبِىْ مُوْسٰى اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَتَّهِمْكَ وَلٰكِنْ خَشِيْتُ اَنْ يَّتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৫০৯৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) - - - রাবীআ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান এবং অন্যান্য আলিমদের পক্ষ হতে এ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, তখন উমার (রা) আবূ মূসা (রা)-কে বলেন ঃ আমি তোমার কোনরূপ দোষারূপ করছি না, বরং আমি ভয় করছি যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর কথাবার্তা বলছে! (অর্থাৎ তারা হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা পরিহার করছে।)

٥٠٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَهِشَامٌ اَبُوْ مَرْوَانَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْاَوْزَاعِىُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ اَبِىْ كَثِيْرٍ يَّقُوْلُ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ زَارَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَنْزِلِنَا فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا فَقَالَ قَيْسٌ فَقُلْتُ اَلاَ تَاذَنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ذَرْهُ يُكْثِرُ عَلَيْنَا مِنَ السَّلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اَسْمَعُ تَسْلِيْمَكَ وَاَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلاَمِ قَالَ فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغُسْلٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَّصْبُوْغَةً بِزَعْفَرَانٍ وَّوَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰى اٰلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ ثُمَّ اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمَّا اَرَادَ الْاِنْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَاَ عَلَيْهِ بِقَطِيْفَةٍ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

فَقَالَ سَعْدٌ يَّاقَيْسُ اَصْحَابُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْكَبْ فَاَبَيْتُ ثُمَّ قَالَ اِمَّا اَنْ تَرْكَبَ وَاِمَّا اَنْ تَنْصَرِفَ قَالَ فَانْصَرَفْتُ قَالَ هِشَامٌ اَبُوْ مَرْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَابْنُ سُمَاعَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ مُرْسَلاً لَمْ يَذْكُرَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ *

৫০৯৫। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - কায়স ইব্ন সাআদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখা করার জন্য আমাদের ঘরে আসেন। তিনি বলেন ঃ আস্-সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্। তখন সাআদ (রা) আস্তে সালামের জবাব দেন। রাবী কায়স বলেন ঃ আমি তাকে বলি ঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ভেতরে আসার অনুমতি দেবেন না? তিনি বলেন ঃ একটু সবর কর, তিনি আমাদের উপর আরো সালাম দিবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আস্সালামু আলায়কুম ওয়া-রাহ্মাতুল্লাহ। তখন সাআদ (রা) সালামের জবাব আস্তে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার বলেন ঃ আস্সালামু আলায়কুম ওয়া-রাহ্মাতুল্লাহ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে যেতে থাকলে সাআদ (রা) তাঁর পিছে এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সালামের শব্দ শুনি এবং আস্তে আস্তে জবাব দেই, যাতে আপনি অধিক বার আমাদের উপর সালাম দেন। রাবী বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাআদের সাথে ফিরে আসে। সাআদ (রা) তাঁর জন্য গোসলের ব্যবস্থা করে রাখেন, যা দিয়ে তিনি গোসল করেন। তারপর সাআদ (রা) নবী ﷺ-কে যা'ফরান রঙে রঞ্জিত চাদর প্রদান করেন, যা দিয়ে তিনি তাঁর শরীর আচ্ছাদিত করেন। এরপর তিনি দু'হাত তুলে সা'আদের জন্য এরূপ দু'আ করেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি সাআদ ইব্ন উবাদার পরিবারের উপর বরকত ও রহমত নাযিল করুন। রাবী বলেন ঃ তারপর নবী ﷺ সেখানে আহার করেন। এরপর তিনি যখন ফিরে আসার ইরাদা করেন, তখন সাআদ (রা) তাঁর জন্য একটা গাধার ব্যবস্থা করেন, যার পিঠে একটা চাদর ছিল। এরপর নবী ﷺ তার পিঠে আরোহণ করেন। তখন সাআদ (রা) বলেন ঃ হে কায়স! তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যাও। কায়স (রা) বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ তুমি আরোহণ কর। কিন্তু আমি এতে আপত্তি করলে, নবী ﷺ বলেন ঃ হয় তুমি আমার সাথে সওয়ার হও, নয়তো ফিরে যাও। কায়স (রা) বলেন ঃ তখন আমি ফিরে আসি।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ উমার ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ ও ইব্ন সুমাআ (র) আওযাঈ (র) থেকে মুরসাল হিসাবে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এতে কায়স ইব্ন সাআদ (রা)-এর নাম উল্লেখ নেই।

٥٠٩٦. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا نَا بَقِيَّةُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاذَا اَتَى

بَابَ قَوْمٍ لَّمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلْكِنْ مِّنْ رُّكْنِهِ الْاَيْمَنِ اَوِ الْاَيْسَرِ وَيَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ اَنَّ الدُّوْرَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُوْرٌ *

৫০৯৬। মুআম্মাল ইব্ন ফযল (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই কোন কাওমের দরজায় আসতেন, তখন তিনি সে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না, বরং তিনি দরজার ডান অথবা বাম দিকে সরে দাঁড়াতেন এবং বলতেন ঃ আস্সালামু আলায়কুম! আস্সালামু আলায়কুম! আর তিনি এরূপ এ জন্য করতেন যে, সে সময় দরজায় কোন পর্দার ব্যবস্থা ছিল না।

٣٨. بَابُ دَقِّ الْبَابِ عِنْدَ الْاِسْتِيْذَانِ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি চাওয়ার সময় দরজায় করাঘাত করা

٥٠٩٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بِشْرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ ذَهَبَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ دَيْنِ اَبِيْهِ فَدَ قَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا قَالَ اَنَا اَنَا كَاَنَّهُ كَرِهَهُ *

৫০৯৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - জাবির (র) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী করীম ﷺ -এর কাছে যান তার পিতার দেনা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। এ সময় আমি দরজায় করাঘাত করি। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে ? আমি বলি ঃ আমি। তখন তিনি বলেন ঃ আমি, আমি (কি ?)। মনে হয় তিনি এটা অপসন্দ করেন।

٥٠٩٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ نَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنَى ابْنَ جَعْفَرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ نَّافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى دَخَلْتُ حَائِطًا فَقَالَ لِيْ اَمْسِكِ الْبَابَ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ حَدِيْثَ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ فَدَقَّ الْبَابَ *

৫০৯৮। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র) - - - আবদুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে একটা প্রাচীর ঘেরা অঙ্গণে প্রবেশ করি। তিনি আমাকে বলেন ঃ দরজা বন্ধ করে রাখ। এসময় এক ব্যক্তি দরজায় করাঘাত করলে, আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ কে ? এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٩. بَابُ فِى الرَّجُلِ يُدْعٰى اَيَكُوْنُ ذٰلِكَ اِذْنُهُ

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ ডাকার পরে যায়, তা অনুমতি নয় কি ?

٥٠٩٩. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَّهِشَامٍ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ الرَّجُلِ اِلَى الرَّجُلِ اِذْنُهُ *

৫০৯৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যখন কেউ কাউকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠায়, তখন তা-ই তার অনুমতি।

٥١٠٠. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَهُ اِذْنٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُقَالُ قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِىْ رَافِعٍ *

৫১০০। হুসায়ন ইব্‌ন মুআয (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কাউকে খাবার জন্য আহবান করা হয়, আর সে আহবানকারীর সাথে আসে, এটাই তার জন্য অনুমতি।

٤٠. بَابُ الْاِسْتِيْذَانِ فِى الْعَوْرَاتِ الثَّلٰثِ

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় অনুমতি প্রসংগে

٥١٠١. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا ح وَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ بْنُ سُفْيَانَ وَابْنُ عَبْدَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا اَكْثَرُ النَّاسِ اٰيَةُ الْاِذْنِ وَاِنِّى لَاٰمُرُ جَارِيَتِىْ هٰذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَالِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَّاْمُرُ بِهٖ *

৫১০১। ইব্‌ন সারহ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে আয়াতের উপর অধিকাংশ লোক আমল করে না। কিন্তু আমি আমার এ দাসীকে নির্দেশ দিয়েছি যে, সে যেন আমার কাছে প্ররেশের আগে অনুমতি চায়।

٥١٠٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو يَّعْنِى ابْنَ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ نَفَرًا مِّنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوْا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ تَرٰى هٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِى اُمِرْنَا فِيْهَا بِمَا اُمِرْنَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا اَحَدٌ قَوْلُ اللّٰهِ

تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ قَرَاَ الْقَعْنَبِيُّ اِلٰى عَلِيْمٍ حَكِيْمٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ اللّٰهَ حَلِيْمٌ رَحِيْمٌ بِالْمُؤْمِنِيْنَ يُحِبُّ السَّتْرَ وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوْتِكُمْ سُتُوْرٌ وَلاَ حِجَالٌ فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ اَوِالْوَلَدُ اَوْ يَتِيْمَةُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهِ فَاَمَرَهُمُ اللّٰهُ بِالاِسْتِيْذَانِ فِى تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمُ اللّٰهُ بِالسُّتُوْرِ وَالْخَيْرِ فَلَمْ اَحَدًا يَعْمَلُ بِذٰلِكَ بَعْدُ *

৫১০২। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) - - - ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার ইরাকের কোন কোন লোক জিজ্ঞাসা করে ঃ হে ইব্ন আব্বাস (রা)! এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, যাতে আমাদের তিন সময় অনুমতি চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে ? কিন্তু কেউ-ই এর উপর আমল করে না ? যেমন আল্লাহ্র বাণী ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যাদের মালিক (দাস-দাসীগণ) এবং ঐ সমস্ত বালকেরা, যারা এখনো বয়োপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেন তিনটি সময় তোমাদের কাছে অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হয়। তা হলো ঃ ফজরের সালাতের আগে, দুপুরের সময়-যখন তোমরা কাপড় ছেড়ে থাক এবং ঈশার সালাতের পর। এ তিনটি সময় এমন, যখন সাধারণতঃ সতর খোলা থাকার আশংকা থাকে। এসময়ের পর তোমাদের এবং তাদের (আসাতে) কোন গুনাহ্ নেই, যারা সব সময় তোমাদের কাছে আসে। রাবী কা'নাবী (র) আলীমুন্ হাকীম-অর্থাৎ তিনি সব জানেন, হিক্মতওয়ালা, আয়াতের এ পর্যন্ত পাঠ করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি খুবই সহনশীল ও অনুগ্রহকারী এবং তিনি সতর ডেকে রাখাকে পসন্দ করেন। যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন লোকদের পর্দা বা মশারীর কোন ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়ই এরূপ অবস্থা হতো যে, কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতো, তখন হঠাৎ সেখানে কোন দাস-দাসী, বালক অথবা ইয়াতীম চলে আসতো। সে জন্য মহান আল্লাহ্ এ তিন সময় অনুমতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের পর্দা খরিদের সামর্থ প্রদান করেন এবং আরো অসংখ্য কল্যাণ ও মংগল তার দান করেন। এরপর ও আমি কাউকে এ আয়াতের উপর আমল করতে দেখি না।

اَبْوَابُ السَّلاَمِ

অধ্যায় ঃ সালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَبْوَابُ السَّلَامِ

অধ্যায় ঃ সালাম

١. بَابُ اِفْشَاءِ السَّلَامِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পর সালাম করার প্রচলন– সম্পর্কে

٥١٠٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ نَا زُهَيْرٌ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاتَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَفَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَمْرٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ *

৫১০৩। আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ যাতের কসম, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে। আর তোমরা ততক্ষণ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরের সাথে মহব্বত রাখবে। আর আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবো না, যদি তোমরা তা গ্রহণ কর, তবে তোমাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে ? তা হলো ঃ তোমরা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে ? তা হলো ঃ তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে।

٥١٠٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ

قَالَ نُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ *

৫১০৪। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করে ঃ ইসলামের কোন পদ্ধতিটি উত্তম। তিনি বলেন ঃ খানা খাওয়ানো এবং প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম দেয়, চাই তুমি তাকে চেন বা না চেন।

٢. بَابُ كَيْفَ السَّلَامُ

২. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পদ্ধতি সম্পর্কে

٥١٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُوْنَ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ نَقَالَ ثَلٰثُوْنَ *

৫১০৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - ইম্‌রান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা একব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলে ঃ আস্‌সালামু আলায়কুম। নবী ﷺ তার সালামের জবাব দিলে সে ব্যক্তি বসে পড়ে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ সে দশটি নেকী পেয়েছে। এরপর একব্যক্তি এসে বলে ঃ আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। তিনি তার সালামের জবাব দিলে. সে ব্যক্তি বসে পড়ে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ সে বিশটি নেকী পেয়েছে। এরপর ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু। নবী ﷺ তার সালামের জবাব দিলে সে বসে পড়ে। তখন তিনি বলেন ঃ সে ত্রিশটি নেকী পেয়েছে।

٥١٠٦. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِىُّ نَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَظُنُّ اَنِّىْ سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ اَتٰى اٰخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ اَرْبَعُوْنَ قَالَ هٰكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِلُ *

৫১০৬। ইসহাক ইব্‌ন সুওয়েদ রাম্‌লী (র) - - - মুআয ইব্‌ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর এক ব্যক্তি আসে এবং বলে ঃ আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া-রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া-বারকাতুহু ওয়া-মাগ্‌ফিরাতুহু। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ সে ব্যক্তি চল্লিশ নেকী পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এ ভাবেই নেকী বেশী হতে থাকে।

٣. بَابُ فِىْ فَضْلِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلاَمِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথমে সালাম দানকারীর মর্তবা সম্পর্কে

٥١٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِىُّ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ الْحِمْصِىِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى مَنْ بَدَاَهُمْ بِالسَّلاَمِ *

৫১০৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তি শ্রেয়, যে আগে সালাম দেয়।

٤. بَابُ مَنْ اَوْلٰى بِالسَّلاَمِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ আগে কাকে সালাম করতে হবে সে- সম্পর্কে

٥١٠٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ *

৫১০৮। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ছোট-বড়কে সালাম করবে, গমনকারী-উপবেশনকারীকে এবং অল্প লোক-অধিক লোকদের সালাম করবে।

٥١٠٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ اَنَا رَوْحٌ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ زِيَادٌ اَنَّ ثَابِعًا مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ *

৫১০৯। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আরোহী ব্যক্তি-পদব্রজে গমনকারীকে সালাম করবে। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٥. بَابُ فِى الرَّجُلِ يُفَارِقُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَلْقَاهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মিলিত হলে- সালাম করা প্রসংগে

٥١١٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الْهَمْدَانِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا لَقِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْجِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً *

৫১১০। আহমদ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাথে মিলবে, তখন তাকে সালাম করবে। এরপর যদি উভয়ের মাঝে কোন গাছ, দেয়াল বা পাথরের আড়াল হয়, পরে আবার দেখা হয়, তখন পুনরায় তাকে সালাম করবে।

٥١١١. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ نَا اَسْوَادُ بْنُ عَامِرٍنَا حُسْنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِىْ مَشْرُبَةٍ لَّهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيَدْخُلُ عُمَرُ *

৫১১১। আব্বাস আন্‌বারী (র) - - - উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে আসেন, যখন তিনি তাঁর ঘরের মধ্যে ছিলেন। তখন উমার (রা) বলেন ঃ আস্‌-সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আস্‌-সালামু আলায়কুম। উমার কি ভেতরে আসতে পারে ?

٦. بَابٌ فِى السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ ছোটদের সালাম দেয়া– সম্পর্কে

٥١١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى غِلْمَانٍ يَّلْعَبُوْنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ *

৫১১২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেলায়রত কয়েকটি ছোট ছেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের সালাম করেন।

٥١١٣. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَاخَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ نَا حُمَيْدٌ قَالَ قَالَ اَنَسٌ اَنْتَهٰى اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا غُلَامٌ فِى الْغِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ

فَأَرْسَلَنِى بِرِسَالَتِهِ وَقَعَدَ فِىْ ظِلِّ جِدَارٍ أَوْقَالَ اِلَى جِدَارٍ حَتَّى رَجَعْتُ اِلَيْهِ *

৫১১৩। ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে আসেন, আর আমি তখন ছোট বালক ছিলাম। এসময় তিনি আমাদের সালাম দেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে একটা কাজে পাঠিয়ে দেন। আর তিনি একটি দেয়ালের ছায়ায় আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থাকেন।

٧. بَابٌ فِى السَّلاَمِ عَلَى النِّسَاءِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের প্রতি সালাম করা- সম্পর্কে

٥١١٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِىْ حُسَيْنٍ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُوْلُ أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدَ مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ نِسْوَاةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا *

৫১১৪। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আস্‌মা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী করীম ﷺ মহিলাদের পাশ দিয়ে গমনকালে- আমাদের প্রতি সালাম করেন।

٨. بَابٌ فِى السَّلاَمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদের প্রতি সালাম করা- সম্পর্কে

٥١١٥. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِىْ اِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوْا يَمُرُّوْنَ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى فَيُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِىْ لاَ تَبْدَؤُهُمْ بِالسَّلاَمِ فَاِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبْدَؤُهُمْ بِالسَّلاَمِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فِى الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُمْ اِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيْقِ *

৫১১৫। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) - - - সুহায়ল ইব্‌ন আবূ সালিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক আমি আমার পিতার সাথে শামদেশে যাই। তখন লোকেরা নাসারাদের গির্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের প্রতি সালাম করে। এ সময় আমার পিতা বলেন ঃ তোমরা তাদের আগে সালাম করবে না। কেননা, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদের আগে সালাম করবে না। আর তাদের সাথে তোমাদের যখন রাস্তায় দেখা হয়, তখন তোমরা তাদের সংকীর্ণ রাস্তায় চলতে বাধ্য করবে।

٥١١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَحَدُهُمْ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ فِيْهِ وَعَلَيْكُمْ *

৫১১৬। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন ইয়াহূদীরা তোমাদের সালাম করে, তখন তারা বলে ঃ আস্-সামু আলায়কুম, অর্থাৎ তোমরা মর , তারা আস্-সালামু আলায়কুম-অর্থাৎ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক বলে না। কাজেই তোমরা এদের সালামের জবাবে বলবে ঃ ওয়া- আলায়কুম- অর্থাৎ তোমরা মর।

٥١١٧. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذٰلِكَ رِوَايَةُ عَائِشَةَ وَاَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِىِّ وَاَبِىْ بَصْرَةَ يَعْنِى الْغِفَارِىَّ *

৫১১৭। আমর ইব্‌ন মারযূক (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আহলে- কিতাবগণ (ইয়াহূদী- নাসারারা) আমাদের সালাম করে, আমরা তাদের সালামের জবাব কি ভাবে দেব ? নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা শুধু ওয়া- আলায়কুম বলবে।

٩. بَابُ فِى السَّلَامِ اِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিস থেকে উঠার সময় সালাম করা প্রসংগে

٥١١٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَانَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْتَهٰى اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُوْلٰى بِاَحَقَّ مِنَ الْاٰخِرَةِ *

৫১১৮। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন মজলিসে যাবে, তখন সালাম করবে। আর সে উঠে আসবে, তখনও সালাম করবে। কেননা, প্রথমবার সালাম করা, দ্বিতীয় বার সালাম করার চাইতে অধিক জরুরী নয়। (অর্থাৎ উভয় সালামই জরুরী।)

١٠. بَابُ كَرَاهِيَةِ اَنْ يَقُوْلَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ আলায়কাস্-সালাম বলা অনুচিত

٥١١٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ اَبِىْ غِفَارٍ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ الْجُهَيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ جُرَىٍّ الْجُهَيْمِىِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَتَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَاِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتٰى *

৫১১৯। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ জুরাই জুহায়মী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলি ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আলায়কাস সালাম। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি আলায়কাস সালাম বলবে না। কেননা, আলায়কাস সালাম হলো- মৃতদের সালাম।

١١. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ رَدِّ الْوَاحِدِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ দলের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সালামের জবাব দিলেই যথেষ্ট

٥١٢٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْجُدِّىُّ نَا سَعِيْدُ بْنُ خَالِدِ الْخُزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ اِذَا مَرُّوْا اَنْ يُسَلِّمَ اَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ اَنْ يَرُدَّ اَحَدُهُمْ *

৫১২০। হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা থেকে বর্ণিত। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ হাসান ইব্‌ন আলী (রা) এ হাদীছকে মারফূ বলেছেন। তিনি বলেন যখন কোন দল কোথাও যায়, তখন তাদের একজন সালাম দিলেই যথেষ্ট হবে। আর বসা লোকদের মধ্য থেকে একজন সালামের জবাব দিলেই যথেষ্ট ; (সকলের সালাম দেয়া বা সালামের দেয়া জরুরী নয়।)

١٢. بَابُ فِيْ الْمُصَافَحَةِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফাহ (করমর্দন) করা সম্পর্কে

٥١٢١. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِيْ بَلْجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِى الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا *

৫১২১। আমর ইব্‌ন আওন (র) - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয় এবং মুসাফা করে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চায়, তখন তিনি তাদের মাফ করে দেন।

٥١٢٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ خَالِدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَّفْتَرِقَا *

৫১২২। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হওয়ার পর মুসাফা করে, তখন তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

٥١٢٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ اَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَاءَكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ اَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ *

৫১২৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন ইয়ামানের লোকেরা আসে, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কাছে ইয়ামানের লোকেরা এসেছে। আর এরা তারা, যারা সর্ব প্রথম মুসাফা করা শুরু করে।

١٣. بَابُ فِى الْمُعَانَقَةِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মু'আনাকা (আলিগংন) করা সম্পর্কে

٥١٢٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ يَعْنِىْ خَالِدَ بْنَ ذَكْوَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ عَنَزَةَ قَالَ لاَبِىْ ذَرٍّ

حَيْثُ سِيْرَ مِنَ الشَّامِ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَن اَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذًا اُخْبِرُكَ بِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ سِرًّا قُلْتُ اِنَّهٗ لَيْسَ بِسِرٍّ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُ قَالَ مَالَقِيْتُهٗ قَطُّ اِلاَّ صَافَحَنِىْ وَبَعَثَ اِلَىَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَّلَمْ اَكُنْ فِىْ اَهْلِى فَلَمَّا جِئْتُ اُخْبِرْتُ اَنَّهٗ اَرْسَلَ اِلَىَّ فَاَتَيْتُهٗ وَهُوَ عَلٰى سَرِيْرِهٖ فَالْتَزَمَنِىْ فَكَانَتْ تِلْكَ اَجْوَدَ وَاَجْوَدَ *

৫১২৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আইউব ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন কাআব (র) আনযা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আবূ যার (রা) যখন শামদেশ পরিত্যাগ করছিলেন, তখন তাঁকে বলেন ঃ আমি আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটা হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আবূ যার (রা) বলেন ঃ আমি অবশ্যই তোমাকে তা অবগত করবো, কিন্তু যদি তা কোন গোপন ব্যাপার না হয়। তখন আমি বলি ঃ এ কোন গোপন বিষয় নয়। আচ্ছা, যখন আপনারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে দেখা করতেন, তখন কি তিনি আপনাদের সাথে মুসাফাহা করতেন ? আবূ যার (রা) বলেন ঃ আমি যখনই তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেছি, তখনই তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করেছেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান, কিন্তু সে সময় আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আমি ঘরে ফিরে জানতে পারি যে, নবী ﷺ আমাকে ডেকেছেন। আমি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হই, তখন তিনি উঁচু আসনে সমাসীন ছিলেন। এ সময় তিনি আমাকে তাঁর বুকের সাথে মিশান, অর্থাৎ মু'আনাকা করেন। যা খুবই উত্তম ছিল, উত্তম ছিল !

١٤. بَابُ فِى الْقِيَامِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ সম্মানের জন্য দাঁড়ান– সম্পর্কে

٥١٢٥. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ اَهْلَ قُرَيْظَةَ لَمَّا نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ اَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ اَقْمَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ اَوْ اِلٰى خَيْرِكُمْ فَجَاءَ حَتّٰى قَعَدَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৫১২৫। হাফ্স ইব্‌ন উমার (র) - - - আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন বনূ কুরায়যার লোকেরা সাআদ (রা)-এর নির্দেশে তাদের দুর্গ পরিত্যাগ করে বাইরে আসে, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাআদ (রা)-কে ডাকেন। তিনি একটি সাদা রঙের গাধায় চড়ে সেখানে

উপস্থিত হন। তখন নবী করীম ﷺ তাদের বলেন ঃ তোমরা তোমাদের নেতার দিকে উঠে যাও, অথবা তোমাদের উত্তম ব্যক্তির দিকে উঠে যাও, এরপর সাআদ (রা) এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাশে বসেন।

٥١٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ قَرِيْبًا مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلاَنْصَارِ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ *

৫১২৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - শু'বা (রা) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি আরো বলেন ঃ সাআদ (রা) যখন মসজিদের কাছে আসেন, তখন নবী ﷺ আনসারদের বলেন ঃ তোমরা তোমাদের নেতার দিকে উঠে যাও।[১]

٥١٢٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَارَاَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًاوَدَلاًّ قَالَ الْحَسَنُ حَدِيْثًا وَكَلاَمًا وَلَمْ يَذْكُرُ الْحَسَنُ السَّمْعَتْ وَالْهَدْىَ وَالدَلَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهَا كَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ اِلَيْهَا فَاَخَذَبِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَاَجْلَسَهَا فِىْ مَجْلِسِهٖ وَكَانَ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ اِلَيْهِ فَاَخَذَتْ بِيَدِهٖ فَقَبَّلَتْهُ وَاَجْلَسَتْهُ فِىْ مَجْلِسِهَا *

৫১২৭। হাসান ইব্‌ন আলী ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ফাতিমা (রা)-এর চাইতে আর কাউকে কথা-বার্তায় ও চাল-চলনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে অধিক মিল দেখিনি। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে চুমা দিতেন এবং তাঁর হাত ধরে নিজের আসনে বসাতেন। একইভাবে যখন নবী ﷺ তাঁর কাছে যেতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাকে চুমা দিতেন এবং হাত ধরে তাঁকে নিজের আসনে বসাতেন।

١٥. بَابُ فِىْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের বাচ্চাদের চুমা দেয়া–সম্পর্কে

٥١٢٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

১. হযরত সাআদ (রা) পায়ে আঘাত পান, সে জন্য তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামাবার জন্য লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তাই নবী (সা) আনসারদের বলেন ঃ তোমরা তোমাদের নেতাকে সাহায্য করার জন্য তার কাছে যাও। (–অনুবাদক।)

اَنَّ الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ اَبْصَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُقَبِّلُ حُسَيْنًا فَقَالَ اِنَّ لِيْ عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَافَعَلْتُ هٰذَا بِوَاحِدٍمِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَايَرْحَمْ لَايُرْحَمُ *

৫১২৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হুসায়ন (রা)-কে চুমা দিতে দেখে বলেন ঃ আমার দশটি সন্তান আছে, কিন্তু আমি কাউকে এমন আদর করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রহম করে না, তার প্রতি রহম করা হয় না।

৫১২৯. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ نَاهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ اَبْشِرِيْ يَا عَائِشَةُ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَنْزَلَ عُذْرَكِ وَقَرَ اَعَلَيْهَا الْقُرْاٰنَ فَقَالَ اَبَوَاىَ قُوْمِيْ فَقَبِّلِيْ رَاسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَحْمَدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا اِيَّاكُمَا *

৫১২৯। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, আইশা (রা) বলেছেন ঃ (অপবাদের ঘটনার পর) নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। মহান আল্লাহ্ তোমার কথা কুরআনে বর্ণনা করেছেন। এরপর নবী ﷺ সে আয়াত পাঠ করে তাঁকে শোনান। তখন আমার বাপ-মা আমাকে বলেন ঃ ওঠো এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথায় চুমা খাও। তখন আমি বলি ঃ আমি মহা-সম্মানিত আল্লাহ্র শোকর আদায় করছি, তোমাদের নয়। (কেননা, আমার রবই আমার পবিত্রতার কথা তাঁর কালামে বর্ণনা করেছেন। আপনারা নন!)

١٦. بَابُ فِيْ قُبْلَةِ مَا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু' চোখের মাঝখানে চুমা খাওয়া– সম্পর্কে

৫১৩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ *

৫১৩০। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - শা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর সাথে মিলিত হয়ে, তাঁর সাথে মু'আনাকা (আলিংগন) করেন এবং তাঁর দু' চোখের মাঝখানে অর্থাৎ কপালে চুমা দেন।

١٧. بَابُ فِيْ قُبْلَةِ الْخَدِّ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ গালে চুমা দেয়া– সম্পর্কে

٥١٣١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اِيَاسِ بْنِ دِعْفَلٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ *

৫১৩১। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইয়াস ইব্‌ন দি'ফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ নায্‌রা (রা)কে ইমাম হাসান (রা)-এর গালে চুমা দিতে দেখেছি।

٥١٣٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ اَوَّلَ مَاقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ اَصَابَتْهَا حُمًّى فَاَتَاهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ اَنْتِ يَابُنَيَّةُ وَقَبَّلَ خَدَّهَا *

৫১৩২। আবদুল্লাহ্ ইবন্ সালিম (র) - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ বকর (রা) যখন প্রথম মদীনায় আসেন, তখন আমি তাঁর সংগে ছিলাম। এ সময় তাঁর মেয়ে আইশা (রা) জ্বরাক্রান্ত হয়ে শুয়ে ছিলেন। আবূ বকর (রা) তাঁর কাছে যান এবং তাঁকে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি কেমন আছে ? এরপর তিনি তাঁর গালে চুমা দেন।

١٨. بَابُ فِىْ قُبْلَةِ الْيَدِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ হাতে চুমা দেয়া– সম্পর্কে

٥١٣٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُس نَا زُهَيْرٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ لَيْلٰى حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ فَدَنَوْنَا يَعْنِىْ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ *

৫১৩৩। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমরা নবী করীম ﷺ -এর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে চুমা দেই।

١٩. بَابُ فِىْ قُبْلَةِ الْجَسَدِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ শরীরে চুমা দেয়া– সম্পর্কে

٥١٣٤. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ

وَكَانَ فِيْهِ مِزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ خَاصِرَتِهِ بِعُوْدٍ فَقَالَ اَصْبِرْنِيْ قَالَ اصْطَبِرْ قَالَ اِنَّ عَلَيْكَ قَمِيْصًا وَلَيْسَ عَلَىَّ قَمِيْصٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَمِيْصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ قَالَ اِنَّمَا اَرَدْتُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ *

৫১৩৪। আমর ইব্ন আওন (র) - - - উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একজন আনসার সাহাবী ছিলেন, একদিন তিনি লোকদের সাথে হাস্য-কৌতুকরত থেকে তাদের হাসাচ্ছিলেন। এ সময় নবী ﷺ তার পেটে কাঠ দিয়ে গুতা দেন। তখন উসায়দ (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেন। তখন তিনি বলেন ঃ আচ্ছা, তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নেও। উসায়দ (রা) বলেন ঃ আপনি তো জামা গায়ে দিয়ে আছেন, আমার গায়ে তো জামা ছিল না। তখন নবী করীম ﷺ তাঁর জামা উপরে উঠালে, উসায়দ (রা) তাঁর পার্শ্ব দেশে চুমা দিতে থাকে এবং বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটাই আমার মাকসূদ বা উদ্দেশ্য ছিল!

٢٠. بَابُ قُبْلَةِ الرِّجْلِ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে চুমা দেয়া– সম্পর্কে

٥١٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْتَقُ حَدَّثَنِيْ اُمُّ اَبَانٍ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زِرَاعٍ عَنْ جَدِّهَا زَارِعٍ وَكَانَ فِيْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلَهُ وَانْتَظَرَ الْمُنْذِرُ الْاَشَجُّ حَتّٰى اَتٰى عَيْبَتَهُ فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ ثُمَّ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ اِنَّ فِيْكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمَ وَالْاَنَاءَةَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اَتَخَلَّقُ بِهِمَا اَمِ اللّٰهُ جَبَلَنِيْ عَلَيْهِمَا قَالَ بَلِ اللّٰهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَبَلَنِيْ عَلٰى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ *

৫১৩৫। মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (র) - - - যারি' (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি আবদুল কায়স গোত্রের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি বলেন ঃ যখন আমরা মদীনায় আসি, তখন আমরা আমাদের উট থেকে দ্রুত নেমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাত ও পায়ে চুমা দেই। রাবী বলেন ঃ মুনযির আশাজ কিছুটা বিলম্ব করেন। কেননা, তিনি তার গাট্‌রী থেকে কাপড় বের করে, তা পরিধান করে নবী করীম ﷺ -এর কাছে আসেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বলেন ঃ তোমার মধ্যে দু'টি গুণ আছে, যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন। তা হলো ঃ একটি সবর এবং দ্বিতীয়টি শান্ত ভাব। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ দু'টি বিশেষ গুণ কি আমাদের অর্জিত-গুণ, না মহান আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে মহান আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে এ দু'টি গুণ সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমার মধ্যে এমন দু'টি জিনিস দান করেছেন- যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল পসন্দ করেন।

٢١. بَابَ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاكَ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন এরূপ বলা

٥١٣٦. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا مُسْلِمٌ نَا هِشَامُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهبٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَااَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعدَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَنَا فِدَاءُكَ *

৫১৩৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম ﷺ আমাকে বলেন ঃ হে আবূ যার! তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত এবং হাযির আছি এবং আমি আপনার জন্য উৎসর্গীত।

٢٢. بَابَ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا

২২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তোমার চোখ শীতল রাখুন– এরূপ বলা

٥١٣٧. حَدَّثَنَا سَلَمَةَ بْنُ شَبِيْبٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ اَوْغَيْرِهِ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا وَاَنْعِمْ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ نُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ يَكْرَهُ اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا وَّلَا بَاسَ اَنْ يَّقُوْلَ اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنَكَ *

৫১৩৭। সালামা ইব্ন শাবীব (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাহিলী যুগে এরূপ বলতাম যে, "আল্লাহ্ তোমার চোখকে শীতল করুন। তুমি সকালে শান্তিতে থাক।" কিন্তু ইসলামের প্রথম যুগে আমাদের এরূপ বলতে নিষেধ করা হয়।

রাবী আবদুর রায্যাক (র) বলেন ঃ মুআম্মার (র) বলেছেন ঃ কোন লোকের এরূপ বলা উচিত নয় যে, "মহান আল্লাহ্ তোমার দ্বারা চোখকে শীতল করুন।" তবে এরূপ বলাতে কোন দোষ নেই যে, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দু'চোখকে শীতল করুন।"

٢٣. بَابُ الرَّجُلِ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ حَفِظَكَ اللّٰهُ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তোমার হিফাজত করুন– এরূপ বলা

٥١٣٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ نَا اَبُو قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ سَفَرٍ لَّهُ فَعَطِشُوْا فَانْطَلَقَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَلَزِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ حَفِظَكَ اللّٰهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ *

৫১৩৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার নবী করীম ﷺ কোন এক সফরে ছিলেন। এ সময় লোকের তৃষ্ণার্থ হওয়ায় সকলে দ্রুত চলে যায় এবং আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিফাজতের দায়িত্ব পালন করি। তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে হিফাজত করুন, যেমন তুমি তাঁর নবীর হিফাজত করলে।

٢٤. بَابَ الرَّجُلِ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ يُعَظِّمُهُ بِذٰلِكَ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ান– সম্পর্কে

٥١٣٩. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ اِجْلِسْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّ اُمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ *

৫১৩৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা মুআবিয়া (রা)- ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আমির (রা)-এর কাছে যান। তখন ইব্‌ন আমির (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং ইব্‌ন যুবায়র (রা) বসে থাকেন। তখন মুআবিয়া (রা)- ইব্‌ন আমির (রা)-কে বলেন ঃ তুমি বস। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এ পসন্দ করে যে, লোকেরা তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

٥١٤٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اَبِى الْعَنْبَسِ عَنِ الْعَدَلَّسِ عَنْ اَبِىْ مَرْزُوْقٍ عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَكِّئًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا اِلَيْهِ فَقَالَ لاَتَقُوْمُوْا كَمَا تَقُومُو الاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعضُهَا بَعضًا *

৫১৪০। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আবূ উমামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাঠি ভর দিয়ে আমাদের সামনে আসেন। তখন আমরা তার সম্মানে দাঁড়ালে, তিনি বলেন ঃ তোমরা আজমীদের অর্থাৎ অনারবদের মত একে অন্যের সম্মানে দাঁড়াবে না।

٢٥. بَابَ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ فُلاَنٌ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের সালাম পৌঁছান- সম্পর্কে

٥١٤١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اِسْمٰعِيْلَ عَنْ غَالِبٍ قَالَ اِنَّا لَجُلُوْسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ائْتِهِ فَاَقْرِاهُ السَّلاَمَ قَالَ فَاَتَيْتَتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ اَبِىْ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَبِيْكَ السَّلاَمَ *

৫১৪১। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - গালিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি হাসান (রা)-এর দরজায় বসে ছিলাম। এ সময় সেখানে এক ব্যক্তি এসে বলে যে, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যিনি আমার দাদা থেকে হাদীছ শুনেছেন। তিনি বলেন ঃ একবার আমার পিতা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠান এবং বলেন ঃ তুমি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আমার সালাম পেশ করো।

রাবী বলেন ঃ আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলি যে, আমার পিতা আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তখন তিনি বলেন ঃ তোমার ও তোমার পিতার প্রতি সালাম।

٥١٤٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا اِنَّ جِبْرَئِيْلَ يُقْرِاُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ *

৫১৪২। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তখন আইশা (রা) বলেন ঃ তাঁর প্রতি সালাম ও আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক।

٢٦. بَابَ فِى الرَّجُلِ يُنَادِى الرَّجُلَ فَيَقُوْلَ لَبَّيْكَ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ডাকলে "লাব্বায়ক" বলা- সম্পর্কে

٥١٤٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هَمَّامٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفُهْرِىَّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُنَيْنًا فَسِرْنَا فِىْ يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لاَمَتِىْ وَرَكِبْتُ فَرَسِىْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ فُسْطَاطِهٖ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ قَدْحَانَ الرَّوَاحُ فَقَالَ اَجَلْ ثُمَّ قَالَ يَابِلاَلُ قُمْ فَثَارَمِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ كَانَ ظِلُّهٗ ظِلُّ طَائِرٍ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَاَنَا فِدَاؤُكَ فَقَالَ اسْرُجْ لِيَ الْفَرَسَ فَاَخْرَجَ سَرْجًا دَفَّتَاهُ مِنْ لِيْفٍ لَيْسَ فِيْهِمَا اَشَرٌ وَّلاَبَطَرٌ فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৫১৪৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ আবদুর রহমান ফিহ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হুনায়নের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে ছিলাম। আমরা এমন এক সময় সফর করি, যখন ছিল প্রচণ্ড গরম। ফলে, আমরা একটি গাছের নীচে অবস্থান করি। এরপর সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে, তখন আমি আমার লৌহবর্ম পরে, ঘোড়ায় চড়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসি। তখন তিনি তাঁর তাঁবুর মাঝে অবস্থান করছিলেন। আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি সালাম রহমত ও বরকত নাযিল হোক, এখন সফরের সময় উপস্থিত। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি বলেন ঃ হে বিলাল ! উঠ! এ সময় বিলাল (রা) একটা গাছের নীচ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং তার শরীরের ছায়া ছিল পাখীর ন্যায়। বিলাল (রা) বলেন ঃ লাব্বায়ক অর্থাৎ আমি হাযির, সব ধরনের খিদমতের জন প্রস্তুত এবং আপনার জন্য উৎসর্গীত। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ আমার ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধ। এরপর বিলাল (রা) জিন বের করেন, যার দু'পাশ খেজুরের পাতায় ভরা ছিল এবং তাতে অহংকার প্রকাশের মত কিছুই ছিল না। তারপর নবী ﷺ সওয়ার হলে, আমরা ও আমাদের বাহনে সওয়ার হই।

٢٧. بَابَ فِى الرَّجُلِ يَقُلُ لِلرَّجُلِ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ আপনাকে হাসি মুখে রাখুন এরূপ বলা- সম্পর্কে

٥١٤٤. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَرْكِىُّ وَسَمِعْتُهٗ مِنْ اَبِى الْوَلِيْدِ

وَاَنَا لِحَدِيْثِ عِيْسَى اَضْبَطُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِبْنِ السَّرِىُّ يَعْنِى السَّلَمِىَّ نَا ابْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ضَحِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ اَوْعُمَرُ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ *

৫১৪৪। ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - ইব্‌ন কিনানা (রা) তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসলে, আবূ বকর (রা) অথবা উমার (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ আপনাকে সব সময় হাসী মুখে রাখুন।

٢٨. بَابٌ فِى الْبِنَاءِ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ গৃহ নির্মাণ-প্রসংগে

٥١٤٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌنَا حَفْصٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ مَرَّبِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اُطَيِّنُ حَائِطًالِّى اَنَا وَاُمِّىْ فَقَالَ مَا هٰذَا يَاعَبْدَ اللّٰهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَىْءٌ اُصْلِحُهُ فَقَالَ الْاَمْرُ اَسْرَعُ مِنْ ذٰلِكَ *

৫১৪৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পাশ দিয়ে যান, যখন আসি এবং আমার মা আমাদের একটা দেয়ালে চুনকান করছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আবদুল্লাহ্ ! এটা কি ? আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! দেয়াল সংস্কার করছি। এ সময় তিনি বলেন ঃ মৃতু এর চাইতেও দ্রুত আগমনকারী! (কাজেই প্রয়োজনের চাইতে বিলাসিতার জন্য কিছু না করাই ভাল!)

٥١٤٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ الْمَعْنٰى قَالَانَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَ مَرَّ عَلَىَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّالَّنَا وَهِىَ فَقَالَ مَاهٰذَا فَقُلْنَا خُصٌّ لَّنَا وَهِىَ فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا اَرَى الْاَمْرَ اِلاَّ اَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ *

৫১৪৬। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - আ'মাশ (রা) এরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পাশ দিয়ে যান, যখন আমরা আমাদের একটা পুরাতম ঘর ঠিক করছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ এটা কি ? আমরা বলি ঃ এটা আমাদের একটা পুরাতন ঘর, যা আমরা ঠিক করছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমার ধারণা মতে মৃত্যু এর চাইতেও দ্রুত আগমনকারী! (কাজেই অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করে লাভ কী?)

٥١٤٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ الْاَسَدِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فَرَاى قُبَّةً مُشْرَفَةً فَقَالَ مَاهٰذِهٖ قَالَ لَهُ اَصْحَابُهُ لِفُلَانٍ رَّجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِيْ نَفْسِهٖ حَتّٰى اِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِى النَّاسِ اَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذٰلِكَ مِرَارًا حَتّٰى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيْهِ وَالْاِعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذٰلِكَ اِلٰى اَصْحَابِهٖ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُنكِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا خَرَجَ فَرَاى قُبَّتَكَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ اِلٰى قُبَّتِهٖ فَهَدَمَهَا حَتّٰى سَوَّاهَا بِالْاَرْضِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا فَقَالَ مَافَعَلَتِ الْقُبَّةُ قَالُوْا شَكَا اِلَيْنَا صَاحِبُهَا اِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَاَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ اَمَا اِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهٖ اِلَّا مَا لَا اِلَّا مَا لَا يَعْنِىْ مَا لَابُدَّ مِنْهُ *

৫১৪৭। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে একটা উঁচু গম্বুজ দেখতে পান। তখন তিনি বলেন ঃ এটা কি ? তখন তাঁর সাহাবীগণ তাঁকে বলেন ঃ এটা অমুক আনসারের বাড়ী। রাবী বলেন ঃ এ কথা শুনে তিনি চুপ করে থাকেন, কিন্তু বিষয়টি তিনি মনে রাখেন। এরপর সে লোক যখন নবী ﷺ-এর কাছে আসে এবং তাঁকে মজলিসে সালাম করে, তখন তিনি কয়েকবার তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এমন কি লোকটি জানতে পারে যে, নবী ﷺ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন ঐ উঁচু গম্বুজ বানানোর কারণে, আর এ জন্যই তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। লোকটি এ ব্যাপারে তার বন্ধুদের কাছে অভিযোগ করে এবং বলে ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অসন্তুষ্ট দেখছি। তখন তারা বলে ঃ নবী ﷺ একদিন বের হয়ে তোমার বালাখানা দেখেন। (মনে হয় এতে তিনি নাখোশ হয়েছেন।) তখন সে ব্যক্তি ফিরে গিয়ে তা ভেঙে ফেলে, এমনকি তা মাটির সমান করে দেয়। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হন এবং সেখানে সে উঁচু গম্বুজ দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ সে বাড়ীটি কই? সাহাবীগণ বলেন ঃ বাড়ীর মালিক আমাদের কাছে এ ব্যাপারে আপনার অসন্তুষ্টির কথা বললে, আমরা তাকে এ ব্যাপারে আপনার অসন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দেই ; ফলে, সে তা ভেঙে ফেলেছে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ প্রত্যেক বিলাস-বহুল বাড়ী তার মালিকের জন্য শাস্তির কারণ হবে, তবে বসবাসের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, এরূপ বাড়ী নির্মাণে কোন ক্ষতি নেই।

٢٩. بَابُ فِى اتِّخَاذِ الْغُرَفِ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রাসাদ নির্মাণ-প্রসংগ

٥١٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفِ الرُّوَاسِيُّ نَا عِيْسٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيْدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامَ فَقَالَ يَاعُمَرُ اذْهَبْ فَاَعْطِهِمْ فَارْتَقٰى بِنَا اِلٰى عُلِّيَّةٍ فَاَخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْرَتِهٖ فَفَتَحَ *

৫১৪৮। আবদুর রহীম (র) - - - দুকায়ন ইব্ন সাঈদ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমরা নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে খাদ্য-শস্য চাই। তখন তিনি বলেন ঃ হে উমার! তাদের খাদ্য-শস্য দাও। তখন উমার (রা) আমাদের একটা প্রসাদে নিয়ে যান এবং তাঁর ঘর থেকে চাবি নিয়ে-এর দরজা খোলেন।

٣٠. بَابٌ فِى قَطْعِ السِّدْرِ

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ কুল বৃক্ষ কাটা– সম্পর্কে

٥١٤٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبَشِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللّٰهُ رَاْسَهُ فِى النَّارِ *

৫১৪৯। নযর ইব্ন আলী (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাবাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুল গাছ কাটবে, আল্লাহ্ তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

٥١٥٠. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ ثَقِيْفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَسَجَّرَهُ *

৫১৫০। মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র) - - - উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) নবী করীম ﷺ থেকে উক্ত হাদীছটি মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন

٥١٥١. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ نَا حُسَيْنُ

بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِوَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى قَصْرِعَرْوَةَ فَقَالَ اَتَرٰى هٰذِهِ الْاَبْوَابَ وَالْمَصَارِيْعَ اِنَّمَا هِىَ مِنْ سِدْرِعُرْوَةَ كَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ اَرْضِهٖ وَقَالَ لاَبَاسَ بِهٖ زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ هِىَ يَاعِرَاقِىُّ جِئْتَنِىْ بِبِدْعَةٍ قَالَ قُلْتُ اِنَّمَا الْبِدْعَةُ مِنْ قِبَلِكُمْ سَمِعْتُ مَنْ يَّقُوْلُ بِمَكَّةَ لَعَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ *

৫১৫১। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) - - - হুসায়ন ইব্‌ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (রা)-কে কুল গাছ কাটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি,আর এ সময় তিনি উরওয়ার প্রাসাদে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা যে দরজা ও চৌকাঠ দেখছো, তা উরওয়া কুল বৃক্ষের কাঠ দিয়ে তৈরী করেছেন, আর তিনি তা তাঁর যমীন থেকে কেটে আনেন। এরপর তিনি বলেন ঃ এতে কোন ক্ষতি নেই।

রাবী হামীদ (র) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন হিশাম (রা) বলেন ঃ হে ইরাকী! তুমি আবার কি বিদ'আত নিয়ে আসলে?

রাবী হুসায়ন (র) বলেন ঃ খন আমি বলি ঃ এ বিদ'আত তো আপনাদের তৈরী। কেননা, আমি শুনেছি, মক্কাতে কেউ কেউ এরূপ বলে ঃ যে ব্যক্তি কুল গাছ কাটে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে লা'নত করেছেন। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[১]

٣١. بَابٌ فِى اِمَاطَةِ الْاَذٰى

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ–সম্পর্কে

٥١٥٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبِىْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْاِنْسَانِ ثَلْثُمِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ اَنْ يَّتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوْا وَمَنْ يُّطِيْقُ ذٰلِكَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفُنُهَا وَالشَّىْءِ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ فَرَكَعَتَا الضُّحٰى تُجْزِئُكَ *

৫১৫২। আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ বুরায়দা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানব দেহে

---

১. হেরেম শরীফের কুল বৃক্ষ বা রাস্তার পাশে ছায়াদানকারী কুল বৃক্ষ এবং ইয়াতীমদের কুল গাছ কাটার ব্যাপারে এ নিষেধাজ্ঞা, অপ্রয়োজনীয় কুল গাছ, নিজের প্রয়োজনের জন্য কাটা নিষিদ্ধ নয়। (–অনুবাদক।)

তিন শত ষাটটি জোড়া আছে। কাজেই, তাদের উচিত প্রত্যেক জোড়ার জন্য কিছু সাদাকা দেয়া। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী ! এরূপ করতে কে সক্ষম? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ মসজিদ থেকে থুথু ইত্যাদি পরিষ্কার করা, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো- এ সবই সাদাকা। আর যদি তুমি এরূপ করতে না পার, তবে চাশতের সময় দু'রাকাত সালাত আদায় করলে, তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

٥١٥٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ وَهُوَ اَتَمُّ مِنْ وَّاصِلٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ يَّحْيَى ابْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلاَمٰى مِنْ ابْنِ اٰدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيْمُهُ عَلٰى مَنْ لَّقِىَ صَدَقَةٌ وَّاَمْرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَّنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَاِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَّبُضْعَتُهُ اَهْلَهُ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَاتِىْ شَهْوَتَهُ وَتَكُوْنُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْوَضَعَهَا فِىْ غَيْرِ حَقِّهَا اَكَانَ يَاثَمُ قَالَ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحٰى *

৫১৫৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের শরীরের প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটা সাদাকা ওয়াজিব হয়। যে দেখা করে, তাকে সালাম করা- সাদাকা; কাউকে ভাল কাছের নির্দেশ দেয়া- সাদাকা; খারাপ কাজ থেকে মানা করা- সাদাকা; রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা- সাদাকা; এমনকি নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও- সাদাকা। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো নিজের কামস্পৃহা পূরণ করে, এটা সাদাকা হবে কিরূপে ? তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি সে তা অবৈধ স্থানে চরিতার্থ করে, তবে কি সে গুনাহগার হবে না ? এরপর নবী ﷺ বলেন ঃ এ সব কিছুর পক্ষ থেকে চাশতের সময় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করাই যথেষ্ট।

٥١٥٤. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ نَا خَالِدُ بْنُوَاصِلٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدَّيْلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَذَكَرَ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ وَسْطِهٖ *

৫১৫৪। ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

٥١٥٥. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ نَزَعَ رَجُلٌ

لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيْقِ اِمَّا كَانَ فِيْ شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ فَاَلْقَاهُ وَاِمَّا كَانَ مَوْضُوْعًا فَاَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا فَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ *

৫১৫৫। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তার জীবনে কোন ভাল কাজ করিনি, রাস্তা থেকে কাঁটাদার বৃক্ষের একটা শাখা দূর করা ছাড়া। হয় সে তা গাছ থেকে কেটে ফেলেছিল,নয়তো তা রাস্তা থেকে অপসারণ করেছিল। মহান আল্লাহ্ তার এ ভাল কাজটি পসন্দ করেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করেন।

٣٢. بَابٌ فِي اِطْفَاءِ النَّارِ بِاللَّيْلِ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে আগুন নিভিয়ে রাখা– সম্পর্কে

٥١٥٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رِوَايَةً وَّقَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ *

৫১৫৬। আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - সালিম (রা) তার পিতা ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

٥١٥٧. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّمَّارُ نَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَارَةٌ فَاَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيْلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَالقَتهَا بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِيْ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَاحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ فَقَالَ اِذَا نِمْتُمْ فَاطْفِؤُا سُرُجَكُمْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هٰذِهِ عَلٰى هٰذَا فَتَحْرِقُكُمْ *

৫১৫৭। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার একটা ইদুর জ্বলন্ত শলতে টেনে আনে, এবং সে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেজুর পাতার তৈরী বিছানার উপর রাখে, যার উপর তিনি বসে ছিলেন। ফলে, সে বিছানার এক-দিরহাম পরিমাণ অংশ পুড়ে যায়। তখন তিনি বলেন ঃ যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের চেরাগগুলো নিবিয়ে দেবে। কেননা, শয়তান এদেরকে (ইদুর ইত্যাদিকে) এ ধরনের কাজের জন্য প্ররোচিত করে, যা তোমাদের পুড়িয়ে দেয়।

٣٢. بَابٌ فِى قَتْلِ الْحَيَّاتِ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সাপ মারা- সম্পর্কে

٥١٥٨. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مَا حَارَبْنَا هُنَّ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِّنْهُنَّ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَّا *

৫১৫৮। ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন থেকে আমরা সাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, তখন থেকে আমরা সাপ হতে নিরাপদ নই। কাজেই, যে ব্যক্তি ভীত হয়ে তাকে ছেড়ে দেবে, (অর্থাৎ মারবে না); সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٥١٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِىُّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْتُلُوْا اَلْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا *

৫১৫৯। আবদুল মাজীদ (র) - - - ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সব ধরনের সাপ মারবে। যে ব্যক্তি তাকে প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ে ছেড়ে দেবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[১]

٥١٦٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا مُوْسَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ فِيْمَا اَرٰى اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَاسَالَمْنَا هُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَا هُنَّ *

৫১৬০। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ ভয়ে সাপকে ছেড়ে দেবে যে, সে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। কেননা, যখন থেকে আমরা সাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, তখন থেকে আমরা সাপ হতে নিরাপদ নই।

٥١٦١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُوْسَى الطَّحَّانِ نَا

১. জাহিলী যুগে- তারা মনে করতো যে, সাপের জোড়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তাই তারা সাপ মারতো না। ইসলাম এ প্রথা রহিত করে এবং সাপ মারার নির্দেশ দেয়। কারণ, সাপের দংশনে মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী মারা যায়। (-অনুবাদক।)

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَابِطٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا نُرِيْدُ اَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَاِنَّ فِيْهَا مِنْ هٰذِهِ الْجِنَّانِ يَعْنِى الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ *

৫১৬১। আহমদ ইব্‌ন মানী (র) - - - আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলেন ঃ আমরা যমযম কূপের চার-পাশ ঝাঁড়ু দিতে চাই ; কিন্তু সেখানে ছোট ছোট সাপ আছে ; (কাজেই আমরা কি করবো?) তখন নবী করীম ﷺ তাদের মারার নির্দেশ প্রদান করেন।

٥١٦٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اقْتُلُوْا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبْلَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُاللّٰهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَّجَدَهَا فَاَبْصَرَهُ اَبُوْ لُبَابَةَ اَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ *

৫১৬২। মুসাদ্দাদ (র) - - - সালিম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাপ মারবে এবং সেই সাপ, যার পিঠে দু'টি সাদা রেখা আছে এবং যার লেজ নেই। কেননা, এরা বিষধর হওয়ার কারণে- দর্শন শক্তি বিনষ্ট করে দেয় এবং গর্ভস্থিত সন্তান ধবংস করে দেয়। রাবী বলেন ঃ এরপর আবদুল্লাহ্ (রা) যে সাপ দেখতে পেতেন, তা মেরে ফেলতেন। একদা আবূ লুবাবা (রা) অথবা যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাঁকে একটা সাপ মারতে উদ্যত দেখে বলেন ঃ নবী ﷺ ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦٣. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ اَبِىْ لُبَابَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِى الْبُيُوْتِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَافِىْ بُطُوْنِ النِّسَاءِ *

৫১৬৩। কা'নাবী (র) - - - আবূ লুবাবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে সব সাপ মারতে নিষেধ করেছেন, যারা ঘরে বসবাস করে। তবে তিনি সে সাপ মারার নির্দেশ দেন, যাদের দু'টি মুখ এবং লেজ কাটা। কেননা, এরা বিষধর হওয়ার কারণে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতি সাধন করে।

٥١٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَعْنِىْ بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ اَبُوْ لُبَابَةَ حَيَّةً فِىْ دَارِهٖ فَاَمَرَ بِهَا فَاُخْرِجَتْ

يَعْنِىْ اِلَى الْبَقِيْعِ *

৫১৬৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে. ইব্‌ন উমার (রা) আবূ লুবাবা (রা) থেকে এ হাদীছ শোনার পর তার ঘরে একটি সাপ দেখতে পান। তখন তিনি তাকে (সাপকে) বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দেন।

٥١٦٥. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ عَنْ نَّافِعٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ نَافِعٌ ثُمَّ رَاَيْتُهَا بَعْدُ بَيْتِهٖ *

৫১৬৫। ইব্‌ন সার্‌হ (র) - - - নাফি' (রা) এ হাদীছ বলেন ঃ আমি সে সাপকে পরবর্তীতে তাঁর ঘরে দেখেছি।

٥١٦٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَّهُ اِلٰى اَبِىْ السَّعِيْدِ يَعُوْدَانِهٖ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهٖ فَلَقِيْنَا صَاحِبًالَّنَا وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهِ فَاَقْبَلْنَا نَحْنُ فَجَلَسْنَا فِى الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَاَخْبَرَنَا اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْهَوَامَّ مِنَ الْجِنِّ فَمَنْ رَّاٰى فِىْ بَيْتِهٖ شَيْئًا فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَاِنَّ شَيْطَانٌ *

৫১৬৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন- কোন সাপ জিন। কাজেই. কেউ যখন তার ঘরে সাপ দেখে. তখন সে যেন তাকে তিনবার এরূপ বলে ঃ আর বের হবে না. অন্যথায় তোমার কষ্ট হবে। এরপরও যদি সে বের হয় , তবে তাকে হত্যা করবে ; কেননা. সে শয়তান।

٥١٦٧. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ صَيْفِىٍّ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَّوْلٰى الْاَنْصَارِ عَنْ اَبِى السَّائِبِ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فَبَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ عِنْدَهٗ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيْرِهٖ تَحْرِيْكَ شَيْئٍ اَتَنْظَرْتُ فَاِذَا حَيَّةٌ فَقُلْتُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ مَالَكَ فَقُلْتُ حَيَّةٌ هٰهُنَا قَالَ فَتُرِيْدُ مَاذَا قُلْتُ اَقْتُلُهَا فَاَشَارَ اِلٰى بَيْتٍ فِىْ دَارِهٖ تِلْقَاءَ بَيْتِهٖ فَقَالَ اِنَّ ابْنَ عَمٍّ لِّىْ كَانَ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاَحْزَابِ اسْتَاذَنَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَكَانَ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَاَذِنَ لَهٗ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّذْهَبَ بِسِلاَحِهِ فَاَتٰى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَاَتَهُ قَائِمَةً عَلٰى بَابِ الْبَيْتِ فَاَشَارَ اِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتْ لاَتَعْجَلْ حَتّٰى تَنْظُرَ مَااَخْرَجْتَنِىْ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَاِذَا حَيَّةٌ مُّنْكَرَةٌ فَطَعَنَهَا بِالرُّمْحِ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِىْ الرُّمْحِ تَرْتَكِضُ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ اَيُّهُمَا كَانَ اَسْرَعَ مَوْتًا الرَّجُلُ اَوِ الْحَيَّةُ فَاَتٰى قَوْمُهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّرُدَّ صَاحِبَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ اَسْلَمُوْا بِالْمَدِيْنَةِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ اَحَدًا مِّنْهُمْ فَحَذِّرُوْهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اِنْ بَدَالَكُمْ بَعْدُ اَنْ تَقْتُلُوْهُ فَاقْتُلُوْهُ بَعْدَ الثَّلاَثِ *

৫১৬৭। ইয়াযীদ ইব্‌ন মাওহাব (র) - - - আবূ সাই'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে এসে বসি। এ সময় আমি তার চৌকির নীচে কিছুর আওয়াজ শুনতে পাই। আমি তাকিয়ে দেখি যে, একটা সাপ ! তখন আমি দাঁড়ালে- আবূ সাঈদ (রা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কি হয়েছে ? তখন আমি বলি ঃ এখানে একটা সাপ। তিনি বলেন ঃ তুমি কি করতে চাও ? তখন আমি বলি ঃ আমি তাকে মেরে ফেলবো। তখন তিনি তাঁর বাড়ীর একটা ঘরের দিকে ইশারা করে বলেন ঃ এখানে আমার চাচাতো ভাই থাকতো। খন্দকের যুদ্ধের সময় সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায়: কেননা, সে তখন নতুন বিয়ে করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অনুমতি দেন এবং বলেন ঃ তুমি তোমার হাতিয়ার নিয়ে যাও। সে সে ঘরে ফিরে তার স্ত্রীকে ঘরের দরজার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তার প্রতি কলম দিয়ে ইশারা করে। তখন তার স্ত্রী বলে ঃ তাড়াহুড়া করো না, এসে দেখ, কিসে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। তখন সে ঘরে ঢুকে একটা কুৎসিত সাপ দেখতে পায়। সে তাকে বল্লম দিয়ে হত্যা করে এবং বল্লামে তার দেহ ফুঁড়ে বাইরে নিয়ে আসে।

রাবী বলেন ঃ আমি জানি না, এরপর কে আগে মারা গিয়েছিল- ব্যক্তিটি- না সাপটি! তখন তাঁর কাওমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলে ঃ আপনি দু'আ করুন, যাতে আমাদের সাথী বেঁচে যায়। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ কর। এরপর তিনি বলেন ঃ মদীনার একদল জিন্ ইসলাম গ্রহণ করেছে ; তাই তোমরা যখন তাদের কাউকে দেখবে, তখন তাকে তিনবার ভীতি-প্রদর্শন করবে যে, "আর বের হবে না, অন্যথায় মারা পড়বে।" এরপর যদি সে বের হয়, তখন তাকে মেরে ফেলবে।

٥١٦٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عِجْلاَنَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ مُخْتَصَرٌ قَالَ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثًا فَاِنْ بَدَالَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ *

৫১৬৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্‌ন ইজলান (র) থেকে সংক্ষেপে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, "তিনবার তাকে সাবধান করবে। এরপর ও যদি সে বের হয়, তখন তাকে মেরে ফেলবে। কেননা, সে শয়তান।"

٥١٦٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ اَفْلَحَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهَيْرَةَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَاَتَمَّ مِنْهُ قَالَ فَاذَنُوْهُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ بَدَالَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ *

৫১৬৯। আহমদ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো উল্লেখ আছে যে, তিন দিন পর্যন্ত তাকে তাকে ভয় দেখাবে, এরপর ও যদি সে বের হয়, তখন তাকে মেরে ফেলবে। কেননা, সে শয়তান।

٥١٧٠. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ نَا ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوْتِ فَقَالَ اِذَا رَاَيْتُمْ مِّنْهُنَّ شَيْئًا فِيْ مَسَاكِنِكُمْ فَقُوْلُوْا اَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِيْ اَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِيْ اَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ اَنْ لاَّ تُؤْذُوْنَا فَاِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوْهُنَّ *

৫১৭০। সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - আবূ লায়লা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ঘরে বসবাসকারী সাপদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যখন তোমরা এদের কাউকে তোমাদের ঘরে দেখবে, তখন তোমরা বলবে ঃ "আমি তোমাদের সে অংগীকারের শপথ প্রদান করছি, যা নূহ ও সুলায়মান (আ) তোমাদের থেকে নিয়েছিল যে, তোমরা আমাদের কষ্ট দেবে না।" এরপর যদি তারা বের হয়, তবে তাদের মেরে ফেলবে।

٥١٧١. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ قَالَ اقْتُلُوْا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا اِلاَّ الْجَانَّ الْاَبْيَضَ الَّذِيْ كَاَنَّهُ قَضِيْبُ فِضَّةٍ *

৫১৭১। আমর ইব্‌ন আওন (র) - - - ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা রূপার ছড়ির ন্যায় শাদা সাপ ব্যতীত, আর সব সাপকে হত্যা করবে।

٢٤. بَابُ فِى قَتْلِ الْاَوْزَاغِ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ গিরগিট মারা– সম্পর্কে

٥١٧٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا *

৫১৭২। আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - সাআদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গিরগিট মারার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তাকে "ছোট ফাসিক" নামে আখ্যায়িত করেছেন।

٥١٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَتَلَ مَنْ وَزْغَةً فِىْ اَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً اَدْنٰى مِنْ اُوْلٰى وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً اَدْنٰى مِنَ الثَّانِيَةِ *

৫১৭৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক আঘাতে গিরগিট মারবে, সে এরূপ- এরূপ নেকী পাবে ; আর যে দুই আঘাতে তাকে মারবে, সে এরূপ- এরূপ নেকী পাবে, যা প্রথম বারের চাইতে কম ; আর যে তিন আঘাতে গিরগিট মারবে, সে এরূপ- এরূপ নেকী পাবে, যার পরিমাণ দ্বিতীয়বারের চাইতে কম।

٥١٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ اَوْاُخْتِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِىْ اَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِيْنَ حَسَنَةً *

৫১৭৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ গিরগিটকে প্রথম আঘাতে মারতে পারলে সত্তর নেকী।

٣٥. بَابُ فِىْ قَتْلِ الذَّرِّ

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ পিঁপড়া মারা– সম্পর্কে

٥١٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ

الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ نَزَلَ نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَاَمَرَ بِجَهَازِهِ فَاُخْرِجَ مَنْ تَحْتِهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَاُحْرِقَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَّاحِدَةً *

৫১৭৫। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ একবার একজন নবী একটা গাছের নীচে অবস্থান করাকালে তাকে একটা পিঁপড়া কামড়ায়। তখন তিনি সেখান থেকে মালামাল সরিয়ে নিয়ে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দিতে বলেন। ফলে, সব পিঁপড়া পুড়ে মারা যায়। তখন আল্লাহ্ তাঁর উপর ওয়াহী-নাযিল করেন যে, "তুমি কেন একটা পিঁপড়াকে শাস্তি দিলে না ? (অর্থাৎ সব পিঁপড়া তো তোমাকে কামড়ায়নি, যে তোমাকে কামড়েছে, তাকে মারলেই পারতে।)

٥١٧٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَاُحْرِقَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَفِىْ اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَهْلَكْتَ اُمَّةً مِّنْ الاُمَمِ تُسَبِّحُ *

৫১৭৬। আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একবার কোন একজন নবীকে একটা পিঁপড়া কামড়ায়। তখন তিনি সেখান থেকে মালামাল সরিয়ে নিয়ে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দিতে বলেন। ফলে, সব পিঁপড়াকে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন আল্লাহ্ তাঁর উপর ওয়াহী- নাযিল করেন যে, "তোমাকে তো মাত্র একটা পিঁপড়া কামড়েছিল, অথচ তুমি (প্রতিশোধ স্বরূপ) এমন একটা কাওমকে ধবংস করে দিলে, যারা (আমার) তাসবীহ পাঠ করতো!"

٥١٧٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ اَرْبَعٍ مِّنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَ النَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ *

৫১৭৭। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ চার শ্রেণীর প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তারা হলো ঃ পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদ-হুদ পাখী এবং চড়ুই পাখী। (কেননা, এরা কারো ক্ষতি করে না, বরং উপকার করে।)

٥١٧٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ اَبِىْ

اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ سَعدٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهٖ فَرَاَيْنَا حُمَّرَةً مَّعَهَا فَرْخَانِ فَاَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا رُدُّوْا وَلَدَهَا اِلَيْهَا وَرَاٰى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهٖ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ اِنَّهٗ لَايَنْبَغِيْ اَنْ يُّعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلَّا رَبُّ النَّارِ *

৫১৭৮। আবূ সালিহ্ মাহবূব (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে ছিলাম। তিনি ﷺ তাঁর প্রয়োজনে বাইরে গেলে, আমরা সেখানে একটা চড়ুই পাখী দেখতে পাই, যার দু'টি বাচ্চা ছিল। তখন আমরা তার বাচ্চা দু'টি নিয়ে আসলে, সে আমাদের উপর আছড়ে পড়ে। এ সময় নবী ﷺ এসে বলেন ঃ কে এর বাচ্চা এনে একে কষ্ট দিচ্ছ ! এর বাচ্চা একে ফিরিয়ে দাও। এরপর তিনি একটা পিঁপড়ার গর্ত, যা আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম, দেখে বলেন ঃ এদের কে জ্বালিয়ে দিয়েছে ? তখন আমরা বলি ঃ আমরা। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ আগুনের রব ছাড়া আর কারো জন্য উচিত নয় যে, সে অন্য কাউকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেবে।

٣٦. بَابٌ فِيْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ বেঙ মারা– সম্পর্কে

٥١٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ اَنَّ طَبِيْبًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَّجْعَلُهَا فِيْ دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا *

৫১৭৯। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন উছমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার একজন চিকিৎসক নবী ﷺ-কে ঔষধের মধ্যে বেঙ ব্যবহার করার কথা জিজ্ঞাসা করলে, নবী করীম ﷺ তাকে বেঙ মারতে নিষেধ করেন।

٣٧. بَابٌ فِي الْخَذْفِ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ কংকর নিক্ষেপ– প্রসংগে

٥١٨. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ اِنَّهُ لاَيُصِيْدُ صَيْدًا وَّلاَ يَنْكَأُ عَدُوًّا وَّاِنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ *

৫১৮০। হাফ্স ইব্ন উমার (র) --- আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কংকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ এর দ্বারা না শিকার করা যায়, আর না শত্রু নিহত হয়। বরং এর আঘাতে চোখ কানা হতে পারে এবং দাঁতও ভাঙতে পারে।

٣٨. بَابٌ فِى الْخِتَانِ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ খাতনা করা- সম্পর্কে

٥١٨١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِىُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْاَشْجَعِىُّ قَالاَنَا مَرْوَانُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوْفِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ لاَتُنْهِكِىْ فَاِنَّ ذٰلِكَ اَحْظٰى لِلْمَرْاَةِ وَاَحَبُّ اِلَى الْبَعْلِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَاِسْنَادِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَا وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِىِّ *

৫১৮১। সুলায়মান ইব্ন অবদুর রহমান (র) --- উম্মু আতীয়া নামক জনৈকা আনসারী থেকে বর্ণিত যে, মদীনাতে একজন মহিলা মেয়েদের খাতনা করতো। তখন নবী করীম ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি মেয়েদের লিংগাগ্র বেশী গভীর করে কাটবে না। কেননা, এটা মেয়েদের শরীরের এমন একটা অংশ, যা পুরুষদের কাছে খুবই প্রিয়।

٣٩. بَابَ فِىْ مَشْىِ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيْقِ

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের রাস্তায় চলা- সম্পর্কে

٥١٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَبِىْ عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ

الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ اسْتَاخِرْنَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ فَكَانَتِ الْمَرْاَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتّٰى اِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوْقِهَا بِهٖ *

৫১৮২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) - - - আবূ উসায়দ আনসারী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বর্ণনা করতে শুনেছেন; যখন তিন মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখতে পান যে, পুরুষেরা রাস্তার মাঝে মহিলাদের সাথে মিশে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাদের বলেন ঃ তোমরা অপেক্ষা কর! তোমাদের রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করা উচিত নয়, বরং তোমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে যাবে। এরপর মহিলারা দেয়াল ঘেষে চলাচল করার ফলে অধিকাংশ সময় তাদের কাপড় দেয়ালের সাথে আটকে যেত।

٥١٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ فَارِسٍ نَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّمْشِىَ يَعْنِى الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْاَتَيْنِ *

৫১৮৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ কোন পুরুষ লোককে দু'জন মহিলার মাঝখানে চলতে নিষেধ করেছেন।

٤٠. بَابُ فِى الرَّجُلِ يَسُبُّ الدَّهْرَ [১]

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ সময়কে গালি দেয়া- সম্পর্কে

٥١٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يُؤْذِيْنِى ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ

১. 'দাহর' বা সময়ের মধ্যে যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ্র নির্দেশে হয়ে থাকে। সময় কিছুই করতে পারে না, বরং সময়ের মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হয়, সবই আল্লাহ্র হুকুমে হয়। কাজেই সময়কে গালি দেয়ার অর্থ হলো- আল্লাহ্র নির্দেশের সমালোচনা করা এবং আল্লাহ্কেই মন্দ বলা, যা খুবই গর্হিত কাজ।
আর দিন-রাতের পরিবর্তন আল্লাহ্র হুকুমে হয়ে থাকে। কাজেই, একে গাল-মন্দ করা উচিত নয়। বরং এসময়ে যদি কারো উপর বিপদাপদ হয়, তবে তার সবর করা উত্তম এবং নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া দরকার, যাতে তার উপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয়। (-অনুবাদক।)

الْمُسَيَّبِ مَكَانَ سَعِيْدٍ *

৫১৮৪। মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ্ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয় ! অথচ আমিই সময়, আমার নিয়ন্ত্রণে সব কিছুই ; আমিই রাত-দিনকে (চক্রাকারে) আবর্তিত করি।

রাবী ইব্ন সারহ্ (র) ইব্ন মুসায়্যাব (র)-এর স্থলে- সাঈদ (র)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে "সুনানে আবূ দাউদ-এর" বাংলা অনুবাদ সমাপ্ত হলো। আল্-হাম্দুলিল্লাহ! -----

ইফাবা—২০০৬-২০০৭ প্র/৯৬৬৭(উ)-৫২৫০